সঠিক হতোম প্যাঁচার নকশা

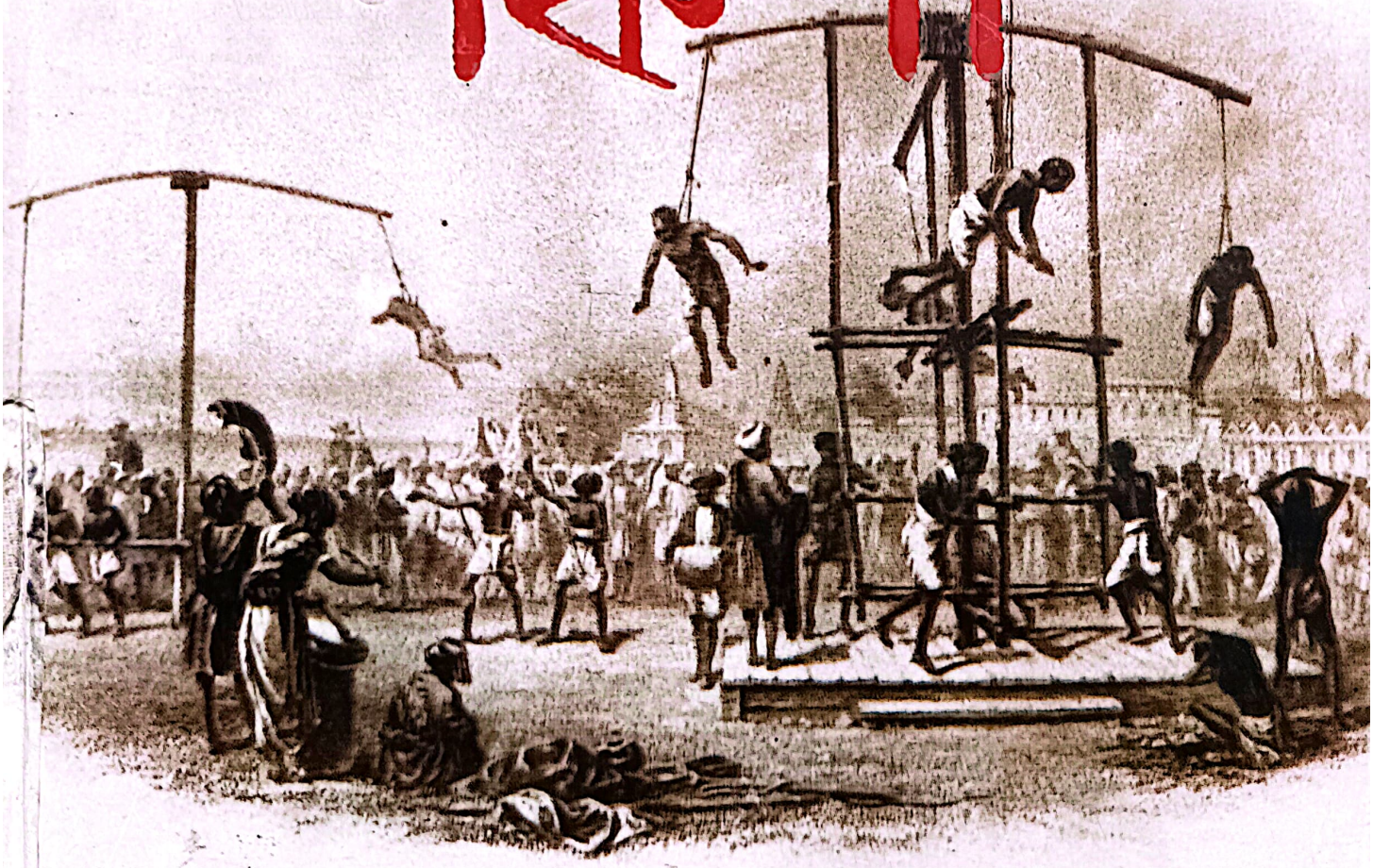

সম্পাদনা • অরুণ নাগ

SHOUT
SHARE
IT

হুতোম প্যাঁচার নকশা প্রথম প্রকাশের পর প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত, তবু তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ। বাংলা সাহিত্যে নকশা জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়, তথাপি কারও ভাগ্যেই এই সমাদর জোটেনি। হুতোমের নকশা বহুসিদ্ধিদ, বাংলা গদ্য-বিবর্তন সম্পর্কে উৎসাহী থেকে ঔপনিবেশিক-সমাজ গবেষক, পুরনো কলকাতার ইতিহাস-আগ্রহী থেকে অ-বিশেষজ্ঞ পাঠক— সকলের কাছেই হুতোম সমান আদৃত। অথচ আজকের পাঠকের পক্ষে নকশার রসাস্বাদন সত্যিই দুরূহ। আইন বাঁচাতে অনেক বাস্তব চরিত্রকে ছদ্মবেশ পরিয়েছিলেন হুতোম, তারপর এতকালের ব্যবধানে সে যুগের সাড়া-জাগানো ঘটনা থেকে শুরু করে উৎসব, অনুষ্ঠান, আচার, প্রথা, যানবাহন, অলঙ্কার, পল্লীনাম— অনেক কিছুই আজ বিস্মৃতির গর্ভে। ফলে এই কালজয়ী নকশার রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে।

৩০০.০০

ISBN 81-7756-688-1

সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা

সটীক

হুতোম প্যাঁচার নকশা

টীকা ও পাঠভেদ সংযোজনা এবং মূল পাঠ সম্পাদনা

অরুণ নাগ

আনন্দ

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৮
প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮
সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৬

© অরিত্র নাগ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-688-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

SATEEK HUTOM PYANCHAR NAKSHA
[Literary Burlesque]
edited by
Arun Nag

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
পাঠনির্দেশ	৩০
হুতোম প্যাঁচার নকশা—	
প্রথম ভাগ	৩১
দ্বিতীয় ভাগ	১৪৫
টীকা	১৭৫
পুস্তক পরিচয়	২৯৭
পরিশিষ্ট	৩০৫
টীকাসূত্র	৩১০
নির্ঘণ্ট	৩১৭

চিত্রসূচি

১. তাগা	৫৮
২. কোম্পানির কাগজ	৬৩
৩. ঘড়ির চেন	১৬০
৪. কলগী	১৭৯
৫. ফিটন	১৮৪
৬. সেলফ্ ড্রাইভিং বগি	১৮৪
৭. ব্রুআম	১৮৫
৮. ভৃত্যদের পোশাক	১৮৬
৯. 'The Englishman'	১৯০
১০. পালকী গাড়ি	১৯৭
১১. Beavmont ও Fletcher-এর প্রথম ফোলিওর আখ্যাপত্র	২০১
১২. স্টেট ক্যারেজ	২০১
১৩. কেরাঞ্চি গাড়ি	২০২
১৪. ভাউলে	২০৩
১৫. বজরা	২০৬
১৬. পিনেস	২০৭
১৭. ঝাঁপটা	২১৬
১৮. ফিরিঙ্গি খোঁপা	২১৭
১৯. কাঠখোদাই ছবি 'শ্রীশ্রীবিন্দুবাসিনী'	২১৮
২০. চ্যারিয়ট	২২৬
২১. নীলকুঠিতে নীলের বড়ি ওজন	২৫৫
২২. 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার শীর্ষনাম	২৬৬
২৩. ব্রিজকা	২৮৮
২৪. হাওড়া স্টেশন	২৮৯
২৫. রেলের টিকিট মূল্য তালিকা	২৯৩
২৬. 'হুতোম্ প্যাঁচা আশ্মানে বসে নক্সা উড়াচ্চেন'	২৯৮
২৭. 'ঠণ্ঠণের হঠাৎ অবতার'	২৯৯
২৮. ১৮৬০ খ্রি. কলিকাতা : মানচিত্র	অন্তপৃষ্ঠা

ভূমিকা

শহর কলকাতার উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' অবশ্যপাঠ্য। উনিশ শতক, কলকাতা এবং বাঙালিয়ানা, তিনটিই হুতোমের নকশার অপরিহার্য চরিত্রলক্ষণ, তবু তাদের মধ্যে প্রধান কে যদি এ প্রশ্ন ওঠে, বলতে হয় বাঙালিয়ানা, হাড়ে-মজ্জায় এমন একটি বাঙালি বই খুব বেশি লেখা হয়নি। তৎকালীন শহুরে বাঙালির আচরণ, মানসিকতা, ভাষা, লেখক হাজির করেছেন অন্তরঙ্গ কথনের ধরনে, যে মেজাজটিও বাঙালি। সমাজের হরেক দিক তো আছেই, তার সঙ্গে সমসাময়িক ঘটনা ও ছদ্মবেশে বাস্তব চরিত্রের উপস্থিতি তির্যক ব্যঙ্গকে আরও লক্ষ্যভেদী করে নকশাকে পাঠকের কাছে অধিকতর স্বাদিষ্ট করে তুলেছে। সিপাহি বিদ্রোহ কিংবা নীল বিদ্রোহের মতো নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে গিয়েও হুতোম ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ঘটনা কিংবা চরিত্রের নিছক বিবরণে হুতোমের রুচি নেই, ভালমানুষদের স্থান নেই তাঁর রচনায়, বিদ্রূপযোগ্য নয় এমন চরিত্র নকশায় এসেছে শুধু পটভূমিকা ভরাট করার প্রয়োজনে। এতৎসত্ত্বেও নকশা যে নির্জলা 'কুচ্ছো' বা ভাঁড়ামোয় পরিণত হয়নি, তার কারণ হুতোমের অসাধারণ সাহিত্যিক-মুনশিয়ানা, যা নকশাকে লোকোত্তর চরিত্র দিতে পেরেছে।

হুতোমকে নতুন করে আসরে নামাতে গেলে একটা কৈফিয়ত দেওয়ার থাকে, আজকের দিনে নকশার প্রাসঙ্গিকতা কী? উনবিংশ শতক সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী বা সেই সময়ের সাহিত্য বিষয়ক গবেষকদের যে প্রয়োজন আছে, বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া হুতোমের নকশার প্রথম প্রকাশকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সোয়া'শ বছর ধরে ধারাবাহিক প্রকাশ প্রমাণ করে তার স্থায়ী চাহিদা একটা আছে।

কিন্তু নকশার পাঠকরা কি একই রস উপভোগ করছেন এত বছর ধরে? তা নিশ্চয় নয়। কারণ নকশা যখন লেখা হয়েছিল পাঠকরা সকল শব্দের অর্থ জানতেন, চিনতেন ছদ্মবেশী চরিত্রগুলিকে, গূঢ়ার্থক অংশের তাৎপর্য বুঝতে পারতেন। ধীরে ধীরে বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে সব, আজকের পাঠক অল্পাংশই চিনে-জেনে পড়ছেন। নিঃসন্দেহে আজকের জনপ্রিয়তার নকশার নিরপেক্ষ সাহিত্যগুণই প্রমাণিত হচ্ছে, তবু হুতোমের নকশার পুরনো স্বাদের যদি কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়া যায় তারই চেষ্টায় সটীক সংস্করণ প্রকাশ।

দ্বিতীয় কৈফিয়ত, কেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'? খুব বেশি না হলেও, নকশা-সাহিত্যের বেশ কিছু উদাহরণ লভ্য, তাদের মধ্যে থেকে হুতোমকে বেছে নেওয়ার কারণ একটাই, হুতোমের মতো বিষয়-চরিত্র বৈচিত্র্য কারও নেই। তা ছাড়া অন্যরা সমাজের ছবি আঁকতে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এত বেশি যে, অনেক ক্ষেত্রেই রম্য-উপন্যাসের চেহারা নিয়েছে।

হুতোমের প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র বাস্তব, সমসাময়িক ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া বাস্তব থেকেই সংগৃহীত, যে বৈশিষ্ট্য অন্য কারও লেখায় মেলে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' আপাদমস্তক নির্ভরযোগ্য সামাজিক দলিলবিশেষ। কারণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ শাণিত করতে, চরিত্রে ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করতে বহুক্ষেত্রেই হুতোম অল্পবিস্তর কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তা ছাড়া চরিত্র বা উৎসবঘটনাদির বর্ণনাও কিঞ্চিৎ একপেশে এসব সত্ত্বেও খাদের পরিমাণ অন্য নকশাকারের থেকে লক্ষণীয় রকমের কম, যে কার হুতোমই প্রথম পছন্দ।

হুতোমের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার (১৮৬২ খ্রি.) পর বাংলায় নকশা সাহিত্যের জোয়ার আসে। 'নক্‌শা' শব্দটি গ্রন্থ নামে কালীপ্রসন্ন প্রথম ব্যবহার করলেও চরিত্রগত দিক থেকে তাঁর মৌলিক অবদান নয়। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ 'বঙ্গসাহিত্যে নক্‌শা' (*পঞ্চপুষ্প*, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন) প্রবন্ধে নকশার মূল চরিত্রলক্ষণ স্থির করেছেন, যথেষ্ট হাস্যরস, সামাজিক অনাচার বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রূপ, সামাজিক দোষ দূর করতে শিক্ষাদান, ব্যঙ্গ জোরদার করতে অতিরঞ্জন, লঘু ভাষা, ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনা ও নাতিদীর্ঘ আকৃতি, নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে এর সঙ্গে যুগলক্ষণকেও যোগ করা উচিত (*উনিশ শতকের বাংলা নক্‌শা*, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৪)। বলা বাহুল্য কোনও একটি নকশায় সব কয়টি লক্ষণ উপস্থিত নাও থাকতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ, লঘু ভাষা ও পর্যাপ্ত হাস্যরস সাধারণত থাকেই। এখন পর্যন্ত জানা আছে 'বাবুর উপাখ্যান' নামক সমাচার দর্পণে (২৪.২. ও ৯.৬. ১৮২১ খ্রি.) প্রকাশিত রচনাটি বাংলা নকশা সাহিত্যের আদি উদাহরণ। হুতোম তাঁর রচনার পূর্বে প্রকাশিত নকশা যেমন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রি.), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রি.) প্রভৃতি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কি না সন্দেহ, কারণ, হুতোমের চলিত ভাষার স্বচ্ছতা, বর্ণনায় ডিটেলস বা অনুপুঙ্খের সমারোহ, পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রতি মনোযোগ তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে একমাত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এই (১৮৫৮ খ্রি.) কিছুটা মেলে।

হুতোম টেকচাঁদ ঠাকুরের একাধিক রচনা থেকে সোজাসুজি গল্প ও বিশিষ্ট প্রকাশ (expression) ধার করেছেন (দ্র. ২৯৬, ৩০০ ও ৪৪৫ টীকা), যেজন্য টেকচাঁদ-পুত্র চুনিলাল মিত্র, 'টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র' ছদ্মনামে তাঁর 'কলিকাতার নুকোচুরি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'হুতুমের নক্সাখানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পূর্ণরূপে বলিতে হইবে', যা অতিরঞ্জিত, তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অনুরূপ ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল কি না তাও জানা নেই, তবে চার্লস ডিকেন্সের *Sketches by Boz* জাতীয় রচনা হয়তো পড়ে থাকতে পারেন (টীকা ৬৪৩ দ্র.)। নকশার দ্বিতীয় গৌরচন্দ্রিকায় হুতোম বলেছেন, নকশা প্রকাশ হওয়াতে সমাজে বজ্জাতির লাঘব হয়েছে বল্লে নিজেদের বড়াই করা হয়, 'কিন্তু এটী সাধারণের ঘরকন্নার কথা *Household Words*', ডিকেন্স এই নামেই (*Household Words*, প্রথম প্রকাশ ১৮৫০

খ্রি.) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন, যার অধিকাংশ রচনাই ছিল স্কেচধর্মী। তবে এত সহজভঙ্গুর অনুমানের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সমীচীন নয়। হুতোমের নকশার বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গি যদি প্রভাবিত হয়েও থাকে, তবে তা এতই প্রচ্ছন্ন, হুতোমের স্বকীয় স্পর্শে এতই রূপ পাল্টেছে, যে ধরা দুষ্কর।

হুতোম বলেছেন তাঁর নকশা বঙ্গসাহিত্যের নতুন অলংকার স্বরূপ এবং সমাজের উন্নতি বিধায়ক। কিন্তু শুধুমাত্র এই দুই কারণে হুতোম কলম ধরেছিলেন, পশ্চাৎপট বিচার করলে তা মনে হয় না। ১৮৬৮ খ্রি. প্রকাশিত সংস্করণের সূচিপত্রে প্রত্যেক নকশার আলাদা শিরোনাম এবং 'হুজুক' ও 'বুজরুকি' তার দুটি গুচ্ছ। হুতোম না বললেও প্রকৃতপক্ষে নকশার বিষয় বিভাগ তিনটি, সামাজিক ছবি, হুজুক ও কেচ্ছা, ত্রিধারাই মিলেমিশে আছে। মুখ্যত সামাজিক ছবির উদাহরণ, চড়ক, দুর্গোৎসব ইত্যাদি।

কোনও অজ্ঞাত কারণে হুতোম সব সময়েই সামাজিক ছবি একটি উৎসব উপলক্ষ করে আঁকতে চেয়েছেন, যে বৈশিষ্ট্য তাঁর পূর্বাপর লেখকদের নেই।

হুজুক বলতে আমরা এখন যা বুঝি হুতোমের ধারণা তার থেকে কিছুটা আলাদা, তিনি প্রকৃত ঘটনা, হুজুক ও গুজবের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি। বহুজনশ্রুত, শোরগোল-জাগানো যে কোনো বিষয়ই তাঁর কাছে হুজুক, সিপাহি বিদ্রোহ থেকে মরাফেরা, সবই এই শ্রেণির অন্তর্গত। আজকের কমিউনিকেশন রেভল্যুশনের যুগে হুতোমি হুজুকে-কলকাতা কল্পনা করা কষ্টকর, যেখানে মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে সুদূর সম্পর্কযুক্ত উদ্ভটতম গুজবও অনায়াসে বিশ্বাস অর্জন করত। জনতার বৃহদংশের অজ্ঞতাই তার জন্মবৃদ্ধির উর্বর ক্ষেত্র, আর হুজুকের এমনই সম্মোহনী ক্ষমতা যে শিক্ষিত জনও অবশেষে তার শিকার হয়ে পড়েন। বিষয় হিসাবে হুজুক শুধু হুতোমকেই আকৃষ্ট করেনি, সে যুগের বটতলা সাহিত্যিকরাও একাধিক হুজুককে চটি বইয়ের অমরত্ব দিয়ে গেছেন।

তৃতীয় বিষয় কেচ্ছা, যা হচ্ছে কিস্‌সা=কাহিনি ও কুৎসা>কুচ্ছো-র মিলিত রূপ। তৎকালীন সমাজে মুদ্রিতাকারে যে সব কুৎসা প্রচারিত হত তার সঙ্গে হুতোমি কেচ্ছার ফারাক বিস্তর এবং তা বুঝতে সে যুগে কুৎসা সৃষ্টি-প্রচারের কারণ-বিবরণ বলা দরকার। শহর কলকাতার কুৎসা রটনার মূল সূত্র ছিল তার গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে। বঙ্গীয় গ্রামীণ সমাজে কুৎসা ব্যক্তি বিশেষের রুচি বিকৃতি ছিল না, যৌথ প্রচেষ্টায় প্রচারিত ও সময় সময় সৃষ্টও হত। তার বহু প্রমাণ সাহিত্যে রয়ে গেছে, অনেক পরবর্তীকালের রচনাতেও (যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেদার রাজা' প্রভৃতি) তা দেখা যায়। কলকাতা তখনো আকারে ছোট, জনসংখ্যা কম এবং নিষ্কর্মাদের আধিক্য থাকায় একে অপরের, সত্যমিথ্যা যাই হোক, কলঙ্কের খবর অনায়াসেই পেতেন। বাবুদের নিন্দা করা নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল, অপর পক্ষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার মতো দূতেরও অভাব ছিল না, শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের নিন্দাযুদ্ধ পর্যবসিত হত অশ্লীল কুৎসা প্রচারে। হুতোম নিজেই 'রামলীলা' নকশায় বলেছেন 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের 'খেঁউড়ে' জিত ধরাই আছে।' বাবুদের বৈঠকি আড্ডায় মোসাহেবদের

দ্বারা যার উৎপত্তি ঘটত, (মোসাহেবেরা 'সর্ব্বদাই আষাঢ়ে গল্প, পরের নিন্দা ও নূতন ২ সংবাদ বলিয়া বাবুর অত্যন্ত প্রিয় হয়', *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৬৩ খ্রি.), তার শেষ হত টাকা দিয়ে ছাপিয়ে প্রচার করায়। এই রুচিবিকার এতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল যে বাবুদের দেখাদেখি তাঁদের বংশধররাও এ খেলায় মেতেছিলেন, 'পূর্ব্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত। এক ধনীর পুত্র এক বালকের গ্লানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া থামেতে মারিয়া দেয়। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাঠান হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন' (*ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত*, প্যারীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১৮৭৮ খ্রি.)। মনে রাখা উচিত 'হুতোম' প্রথম প্রথম খুব চটি বই এর আকারে বাহির হইত। কালীপ্রসন্নের আদেশ ছিল, অতি প্রত্যূষে বাবুদের বাড়ী এক এক খণ্ড যেন বিলি করা হয়। তাঁহার লোকেরা তাহাই করিত' ('কালীপ্রসন্ন-প্রসঙ্গ', অমূল্যচরণ সেন, *অর্ঘ্য*, আশ্বিন, ১৩১৮ সন)। বই ছাপিয়ে কেচ্ছা গাওয়ার ট্র্যাডিশন অনেকদিন চালু ছিল, উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ, যা কুচবিহার-বিবাহ নামে খ্যাত, এবং যা উপলক্ষ করে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়, ঘটলে, বিপক্ষীয় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন আঠাশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ'? আর এক ব্রাহ্ম আনন্দচন্দ্র মিত্র 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে লিখেছিলেন 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি'? নামে শীর্ণকায় ব্যঙ্গ-নাটিকা। শেষোক্তটির নামের সঙ্গে নকশা সাহিত্যের বিচিত্র নাম-সম্ভারের (টীকা ১৪ দ্র.) সাদৃশ্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মনে রাখা উচিত বই ছাপিয়ে কেচ্ছা করার রীতি এতই সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছিল যে রুচিশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর কাছেও ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

তবে হুতোমের সমকালে সামাজিক নীতিবোধ ছিল ভিন্ন, প্রায় সমস্ত কুৎসাই ছিল যৌন ব্যভিচার সংক্রান্ত, ভাষা নিতান্ত অশ্লীল, রচনায় সাহিত্যগুণের লেশমাত্র নেই এবং তা প্রকাশ-প্রচারের জন্য কেউ লজ্জিত হত না। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, যিনি 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর মতো নামকরা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, একই সঙ্গে 'সম্বাদ রসরাজ'-এর মতো অশ্লীল কুৎসা পত্রিকা চালিয়েছেন ন্যূনাধিক আঠারো বছর ধরে। 'রসরাজ'-এর সঙ্গে খেউড়ে পাল্লা দিত 'পাষণ্ড পীড়ন', সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত কবি ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সমাজের সকল নামী পরিবার কোনও না কোনও পক্ষের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, *রসরাজ* গর্বের সঙ্গে তার স্বপক্ষীয়দের নাম জানিয়েছে, ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার, মল্লিক দত্ত পরিবার, শিবনারায়ণ ঘোষ, আনন্দনারায়ণ ঘোষ, খেলাতচন্দ্র ঘোষ, রসময় দত্ত প্রভৃতি (*সম্বাদ রসরাজ*, ৩১.৮.১৮৪৯ খ্রি.)। রুচির মান এমনই ছিল যে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়ে দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না' (*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯০৩ খ্রি.)। পত্রিকাই যে নিন্দাস্রোতের একমাত্র বাহন ছিল তা নয়, বই

ছাপিয়ে, পাল্টা বই ছাপিয়ে, কুৎসা করাটা প্রায় এক প্রাতিষ্ঠানিক আকার নিয়েছিল। ছাপিয়ে প্রচার করার মতো পয়সা ছিল না বলে গরিবদের গালমন্দে আগ্রহ ছিল না তা নয়, সাক্ষী রয়ে গেছে প্রচলিত ছড়া কিংবা কবিগান, গণ্যমান্য কারও অবমাননায় তাদের উল্লাস যাতে ফুটে বেরিয়েছে।

তৎকালীন বাজারচলতি নিন্দাকুৎসাভিত্তিক রচনার সঙ্গে হুতোমের নকশার সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বেশি হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ট মিল আছে। কুৎসা প্রচারের কারণ বংশানুক্রমিক বিরোধ, স্বার্থের লড়াই, দলাদলি বা নিছক ঈর্ষা যাই হোক না কেন, লক্ষ্য একটাই, উদ্দিষ্টকে হীন, নীচ প্রতিপন্ন করা, অপমান করা, হাস্যাস্পদ করা। সামাজিক দোষ সংশোধন প্রচেষ্টার মোড়কে হুতোম তাই করেছেন।

তিনি যে ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করছেন নক্‌শার প্রথম ভূমিকায় তা স্বীকার করেননি, ('সত্য বটে অনেকে নক্‌শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকী স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই')' কিন্তু দ্বিতীয় ভূমিকায় অসংকোচে বলেছেন, 'তবে বল্‌তে পারেন্ ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহদুর ও বর্দ্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসোরে এলেন?' এই সাদৃশ্যটুকু বাদ দিলে হুতোমের অনেকটাই মৌলিকত্ব রয়েছে, যা বুঝতে তৎকালীন সামাজিক অপরাধের দিকটি জানা দরকার, কারণ, নিন্দার ভিত্তিই ছিল তাই। হুতোম যাদের ব্যঙ্গ করেছেন তারা সবাই তাঁর স্বশ্রেণির, কেউই নিতান্ত সাধারণ, অপরিচিত মানুষ নন। সবাই তাদের চিনত বলেই নক্‌শা সাধারণের কাছে এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

হুতোম এদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন, সাহেবি ওল্ড, আর নিউ ক্লাস ও খাস হিন্দু। অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষিত, সাহেবি চালচলনের অন্ধ অনুকরণকারী ওল্ড ক্লাস, ইংরাজি শিক্ষিত অথচ সাহেবদের হুবহু নকল করেন না এমন নব্যরা আর ইংরাজি না জানা সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দু। হুতোম বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারেননি, যেটুকু জানা আছে, এদের মধ্যে অর্থসংগতির রকমফের ছিল, যারা ধনী, তাদের অর্থোপার্জনের উপায় জমিদারি, বেনিয়ানগিরি, ব্যবসা। ধনী না হয়েও যারা সমাজে পরিচিতি অর্জন করেছে, তাদের প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, অনেকেই ব্রাহ্ম, অধিকাংশের পেশা চাকরি।

ধন উপার্জনের পন্থায় বেশ বড় এক দলের কোনও ছুৎমার্গ নেই, যেন তেন অর্থোপার্জনই লক্ষ্য। একবার অর্থশালী হলে প্রয়োজনানুরূপ দানধ্যান করে, প্রভাবশালী সাহেবদের ধার দিয়ে বা ঘুষ দিয়ে 'কিনে' রেখে এমন দোর্দণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হত যে, এদের সঙ্গে কেউই পেরে উঠত না। তার সুযোগ নিয়ে এরা আইনি-বেআইনি নানা উপায়ে সম্পত্তি বাড়িয়ে চলত। সম্পত্তি অধিকার বা টাকা রোজগারের জন্য এদের অনুসৃত যে সব পন্থা আজকের দিনে অপরিচিত তার কয়েকটি বলা যেতে পারে, ক) সম্পদশালী কোনও

পরিবারের অভিভাবক মারা গেলে ও উত্তরাধিকারী নাবালক থাকলে তার অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব হস্তগত করে সম্পত্তি বেনামে আত্মসাৎ করা, খ) কোনও ধনী পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিবাদে সালিশি হয়ে বিবদমান দুই পক্ষ থেকে ঘুষ নেওয়া, গ) ধনী পরিবারের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া (এই পন্থাটির বিশেষ একটি প্যাটার্ন ছিল, সম্পত্তির দখলদার ও বঞ্চিত দুই পক্ষে মামলা, স্বাভাবিক ভাবেই বঞ্চিত পক্ষের মামলা চালাবার অর্থসামর্থ্য নেই, মহাজন তার জিতবার সম্ভাবনা কতটা দেখে বা প্রভাব খাটিয়ে মামলার রায় অনুকূলে আনতে পারবে কি না দেখে টাকা ধার দিত, হয় অবিশ্বাস্য চড়া সুদে নচেৎ প্রাপ্তব্য সম্পত্তির ভাগিদার হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে। দেখা যেত শেষে দুই পক্ষই বঞ্চিতের দলে, লাভবান একমাত্র মহাজন), ঘ) 'ক্রীত' সাহেবদের দিয়ে বা নিজ বুদ্ধিবলে কারও বিপদ উদ্ধার করে মোটা টাকা ফি নেওয়া, ইত্যাদি।

সামাজিক নীতিবোধের কথা আগেই বলা হয়েছে, এগুলিকে কেউ অপরাধ বলে গণ্য করতেন না, ব্যবসায়ে অংশিদারকে প্রবঞ্চনা বা নির্মম প্রজাশোষণ এত সাধারণ অপরাধ যে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। একমাত্র যৌন অপরাধ ছিল প্রকাশ্য নিন্দার বিষয় যদিও তারও কোনো ঘাটতি ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা বলা যেতে পারে। অর্থোপার্জনের যেসব বিশিষ্ট পন্থার কথা উপরে বলা হয়েছে তার অন্তত কয়েকটিতে যে দ্বারকানাথের অরুচি ছিল না, তার প্রমাণ আছে। অর্থোপার্জনে কোনো ছুৎমার্গও তাঁর ছিল না, কলকাতার একটিমাত্র এলাকাতে একমাত্র তিনি ছিলেন তেতাল্লিশটি বেশ্যালয়ের মালিক বা বলা উচিত এমন বাড়ির মালিক যার ভাড়াটের একমাত্র পেশা বেশ্যাবৃত্তি (*Calcutta: Myths and History*, S. N. Mukherjee, Calcutta, 1977)। সে যুগের বহুল প্রচারিত কুৎসা পত্রিকা 'সম্বাদ রসরাজ'-এর নব্বইটির অধিক সংখ্যা দেখেছি, তার একটিতেও দ্বারকানাথের অর্থনৈতিক কোনও কেচ্ছা প্রকাশিত হয়নি, অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ আছে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্বারকানাথের শয়ন কক্ষের 'ঘনিষ্ঠ' সম্পর্ক ছিল এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ তারাচাঁদের ভাল চাকুরিলাভ ইত্যাদি (*সম্বাদ রসরাজ*, ২৬.৬.১৮৪৯ খ্রি.)।

সেই যুগের অন্যান্য বাজারচলতি রচনার থেকে হুতোমের নকশার পার্থক্য, হুতোম অর্থনৈতিক অপরাধকে রেয়াৎ করেননি, সত্যের খাতিরে বলা উচিত, মুখ্য বিষয়ও করেননি কখনও। দ্বিতীয়ত, নকশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেননি এবং একটি মাত্র উদাহরণ বাদে অন্যত্র মুখরোচক যৌন কেচ্ছাকে প্রাধান্যও দেননি। সহজে চোখে পড়ে না, এমন আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে।

সে সময়ে কুৎসার বিষয় ছিল দু'রকম, একটু রহস্য করে বলা যেতে পারে, 'বর্তমান' ও 'অতীত'। 'বর্তমান' হচ্ছে একেবারে সমসাময়িক কুকীর্তি, যেমন ১৮৪৯ খ্রি. ঘটনা, বীরনৃসিংহ মল্লিকের শ্বশুর লোকনাথ মল্লিক পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেছে, (*সম্বাদ রসরাজ*, ২২.৫, ২৯.৫ ও ৮.৬.১৮৪৯ খ্রি.) তা নিয়ে দিনের পর দিন মুদ্রিতাক্ষরে কুৎসার স্রোত বয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এই সব 'বর্তমান' কেচ্ছারাই 'অতীত' কেচ্ছায় রূপান্তরিত হত, কিন্তু তা

ছাড়াও 'অতীত' গ্রুপের এক বৃহদংশ হচ্ছে জাতপাতের কেচ্ছা, যা কি না স্থায়ী কলঙ্ক। নাম করা বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেউ আদিতে ছিলেন পাচক বা মুদি, নিম্নবর্ণের কেউ পয়সার জোরে উচ্চবর্ণের পদবি ধারণ করেছে ('দুলোল হল সরকার আর ওক্কুর হল দত্ত, আমি কি না রইবো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত', সে যুগে প্রচলিত ছড়া), তার বংশধরদের দরকারমতো সে কথা মনে করিয়ে দিলেই হল। ঠাকুরবাবুরা সমাজের মাথা, কিন্তু পিরিলী, পতিত ব্রাহ্মণ, সদ্‌ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের আহার বিহার নিষিদ্ধ, মাঝে মাঝেই দেখা যায় এই কেচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। লক্ষণীয়, হুতোম একমাত্র 'স্নানযাত্রা' ছাড়া অন্য কোথাও 'বর্তমান' কেচ্ছাকে নকশার বিষয় করেননি, খোঁচা দেওয়ার জন্য তাঁর 'অতীত' কেচ্ছাই বেশি পছন্দ। হুতোমি মৌলিকত্ব হচ্ছে, চলতি ধরনমতো ঘটনা বা কোনো ব্যক্তির কুকর্মকে খণ্ডিতরূপে উপস্থিত না করে, তাকে যথার্থ পটভূমিকায় বিবৃত করে কারণ-অনুসন্ধানী মনের পরিচয় দেওয়া।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য আরও সূক্ষ্ম, যে সব চরিত্রের সরাসরি নিন্দা বা কুৎসা করার মতো কিছুই নেই, তাদের সঙ সাজিয়ে হাজির করা। যেমন, 'রেলওয়ে' নকশায় হুতোম প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের চেহারা বা সখ নিয়ে তাঁদের হাস্যাস্পদ করেছেন।

হুতোমের নকশা প্রকাশিত হওয়ার পর দুটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, অপাঠ্য কুৎসা সাহিত্যের প্রকাশ্য সমাজ থেকে নির্বাসন, দ্বিতীয়, জবাব এবং পালটা জবাবের জোয়ার। প্রথমটির কারণ সর্বাংশে হুতোমের নকশা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রভৃতি অন্যান্য কারণও আছে, তবুও হুতোমি দৃষ্টান্তে অশ্লীল গাল না দিয়েও যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করা যায়, এই বোধ নিন্দা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও লেখক উভয়েই হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়টির সাক্ষ্য শুধু প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নয়, এই চাপান-উতোরের স্মৃতি অনেককাল পরেও সমকালীনদের মনে ছিল, অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত' (*অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, ড. অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮২)। নকশাজাতীয় রচনা কালীপ্রসন্নের আগে পরে অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু একটি বইতে এত লোককে বিদ্রূপ করার দৃষ্টান্ত আর একটিও নেই, এত জনকে একসঙ্গে শত্রু বানাবার সাহস কারও ছিল না। মনে রাখতে হবে, কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ কুচিত্র' বই উৎসর্গ করেছেন 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়' হুতোমচাঁদকে। হুতোমের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা তৎপক্ষীয়রাই শুধু জবাব লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য, হুতোমের লক্ষ্যভেদে উৎসাহিত হয়ে প্রচুর নতুন লেখকের আবির্ভাব ঘটে। সমাজ সংস্কারের অজুহাতে বিদ্রূপবাণ বর্ষণই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। হুজুক এবং কেচ্ছাপ্রিয় বাঙালির পক্ষে অতীব স্বাদু এক সমন্বয়ের আবির্ভাব ঘটে, রম্য কেচ্ছার হুজুক, যার পথপ্রদর্শক হুতোমের নকশা।

নকশার বিষয় নির্বাচন আর গঠন খুঁটিয়ে দেখলে নকশা লেখার অনুপ্রেরণা যে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, ধারণা থেকে এসেছে, এমনই মনে হয়। কালীপ্রসন্ন ব্যক্তিগত জীবনেও নাকি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন, তিনি 'যত বড় নামজাদা মহারাজা রাজা কি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ধনী-ই হোন, সবার-ই সম্মুখে তাঁদের ভন্ডামীর বা ন্যাকামীর ব্যাখ্যানা করতেন, প্রায় তখনকার সকল বড়মানুষ-ই সিংহ-দত্ত এক একটি ব্যঙ্গাত্মক ডাকনাম পেয়েছিলেন' (তদেব)। সমাজ সংস্কারের কোনও পরিকল্পিত চেষ্টার চিহ্ন নকশায় নেই। পরিহাসপ্রিয়তা তাঁর এতই প্রবল যে স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সকল বিদ্রূপযোগ্য চরিত্রকে এনে হাজির করা বা প্রাসঙ্গিকতার দূর সীমানায় থাকলেও যে কোনো 'জোক' ধরনের মজার গল্প ঢুকিয়ে দেওয়া। এই ঢিলেঢালা ভাব তিনি যে কিছুটা সংশোধনের চেষ্টাও করেছিলেন তা পাঠভেদ অনুসরণ করলে বোঝা যায়। কিন্তু নকশাকে তিনি কখনওই পুরোপুরি সমাজ-সংস্কারী উদ্দেশ্যমূলক করে তুলতে পারেননি যদিও ভূমিকায় বলেছেন, সামাজিক উন্নতিবিধানে নকশা সফলকাম হয়েছে।

'হুজুক' পর্বের 'ছেলে ধরা', 'লালা রাজাদের বাড়ী দাঙ্গা', 'মরাফেরা', 'সাত পেয়ে গরু' প্রভৃতি নিতান্তই সাময়িক হুজুকের বিবরণ, সমাজ প্রসঙ্গে স্বল্প যে কয়েকটি উক্তি এই নকশাগুলিতে স্থান পেয়েছে, তা গুরুত্বহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক। অপরদিকে 'আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা' চরিত্রে নিতান্তই ব্যক্তিগত। 'চড়ক' থেকে 'রেলওয়ে' পর্যন্ত নকশায় আর একটি পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রথম দিকে সামাজিক ছবিই গুরুত্ব পেয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে কম, শেষ দিকের নকশা যেমন 'হঠাৎ অবতার', 'স্নানযাত্রা', 'রেলওয়ে' প্রভৃতিতে ব্যক্তিচরিত্রের শ্লেষাত্মক বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এই পরিবর্তন হুতোমের সচেতন প্রচেষ্টার ফল, 'হঠাৎ অবতার' নকশার শেষে বলেছেন 'সহরের বড় মানুষেরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বাবু অ্যাক্ অ্যাক্ তরো, আমরা চড়কের নক্শায় সে গুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে', সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

নকশা লেখক কালীপ্রসন্নের জীবন মাত্র ত্রিশ বছরের, ১৮৪০ খ্রি. প্রারম্ভে জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা ধনী পরিবারে জন্ম, ১৮৪৬ খ্রি. পিতার মৃত্যু। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ, যাঁর সচ্চরিত্র ও শিক্ষানুরাগের সুনাম ছিল, কালীপ্রসন্নের অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান। ১৮৫৭ খ্রি. পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তা ছাড়া গৃহশিক্ষকের কাছে পৃথক ভাবে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা করেন। ১৮৫৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। ১৮৫৪ খ্রি. বিবাহ, কয়েক বছর পরে স্ত্রীবিয়োগ, তার কিছুকাল পরে চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শরৎকুমারীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ। ১৮৫৫ খ্রি. 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকার সম্পাদক, ১৮৫৬ খ্রি. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে অভিনয়। ১৮৫৬ খ্রি. 'সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা' মাসিকপত্র প্রকাশ। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রিকা

কিছুকালের জন্য সম্পাদনা। 'পরিদর্শক' নামে একটি দৈনিক পত্রিকার কিছুদিনের জন্য সম্পাদনা। বহু দান—শিক্ষাপ্রসারে, সাহিত্যচর্চায়, পত্রিকা প্রকাশে, দুর্ভিক্ষ নিবারণে, জনকল্যাণে, এ ছাড়া বিধবাবিবাহকারীকে নগদ পুরস্কার, লঙের জরিমানা প্রদান, লর্ড ক্যানিং-এর মূর্তি স্থাপনে দান ইত্যাদি। ১৮৬৩ খ্রি. অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ পিস পদলাভ। ১৮৫৮-৬৬ খ্রি. পণ্ডিতদের সাহায্যে মহাভারত অনুবাদ ও বিনামূল্যে বিতরণ। তাঁর অন্যান্য রচনা 'বাবু' নাটক (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৬), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮), 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৫৬), 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ কয়েক বছর ঋণগ্রস্ত হয়ে অধিকাংশ সম্পত্তি হারান, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ১৮৭০ খ্রি. মৃত্যু।

কালীপ্রসন্নের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি থেকে তিনি যে তাঁর শ্রেণির অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায় কিন্তু যথাসম্ভব সম্পূর্ণের আন্দাজ পেতে তাঁর চরিত্রের অন্য দিকগুলিও দেখা উচিত। নকশা প্রকাশিত হওয়ার পর তার 'জবাব' বের হয় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩ খ্রি.)। হুতোমের দলের লোক নিশাচর ওরফে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫ খ্রি.) বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরোবার পর 'চিড়িয়াখানায় নানা প্রকার স্বর শোনা যেতে লাগ্‌লো। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো করে ধোরে ফেল্লেম.....ওদিকে কা কা করতে করতে একটা কাফরি দাঁড়কাকের বাচ্ছা উড়ে এলো। তারেও ধরা গেল।' হুতোমের নকশার এই অপরিচিত জবাবটি কি ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫ খ্রি.)? এর শুধুমাত্র প্রথম ভাগ লভ্য, কাহিনী অসমাপ্ত, মফস্বলের লম্পট, মাতাল জমিদার জয়হরিবাবুর কুটনী দিয়ে গৃহস্থবধূ ফুসলোবার চক্রান্ত অবধি বিবৃত হয়েছে।

হুতোমের স্বল্পপরিচিত অপর জবাব টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র প্রণীত 'কলিকাতার নুকোচুরি', ১৮৬৫ খ্রি. লেখা হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রি. লেখকের প্রকৃত নাম চুনিলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। কোন্নগরের খ্যাতনামা ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র দেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। চুনিলালের ক্রোধের সংগত কারণ আছে, 'রেলওয়ে' নকশায় হুতোম তাঁর বাবা ও শ্বশুর দুজনকেই ব্যঙ্গ করেন। আরও লক্ষণীয়, বইটি চুনিলাল উৎসর্গ করেছেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে, উল্লেখ করা হয়েছে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' ইত্যাদি লেখক। চুনিলালের 'মানস ছিল না যে ছাপা হইবে', শুধু ভোলানাথের 'বিশেষ উদ্‌যোগে'-র ফলে তা প্রকাশিত হয়। ভোলানাথ, বোঝা যায় হুতোমের নির্মম প্রত্যাখ্যানের রাগ ভুলতে পারেননি (টীকা ১৫, ১৭, ১৮ দ্র.)। চুনিলাল খোলাখুলিই বলেছেন, হুতোম নিজে দুষ্কৃতিকারী হয়ে তাঁর নকশায় অপরাপর সকলের দুষ্কর্মের নিন্দা করেছেন, 'কাকের মাংস কেহ খায় না, কিন্তু কাক সকলেরই মাংস ভক্ষণ করে'। হুতোমের নকশা লিখিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র কেতাব হয়। তিনি সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত, হেন সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম্ম নাই যে তিনি করেননি। মন্দের ভাগই অধিকাংশ, সতের মধ্যে ভারতে মহাভারত ভিন্ন আর কেহ কিছু বলতো না।'

নিন্দার সব সত্য হয় না বলাই বাহুল্য, কিন্তু কালীপ্রসন্নের আদলে অঙ্কিত চরিত্রগুলির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য সব 'জবাব'-এই এক, তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই বইগুলি থেকে হুতোমের যে চরিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সারমর্ম, ধনীর সন্তান, বাল্যে পিতৃহীন। পিতার গর্হিত আমোদে রুচি ছিল। যতদিন একজিকিউটরের হাতে সম্পত্তি ছিল, মায়ের কাছে আবদার করে টাকা নিয়ে গাঁজা, চরস, মদ খাওয়া, নাটকের দল করা, মদ্যপ মোসাহেবদের নিয়ে সভা প্রতিষ্ঠা করা, কাগজ বার করা চলেছে। বিষয় হাতে পেতে কুকর্ম আরও বাড়ল। সভাসদদের নিয়ে ব্রাহ্মণের টিকি কাটা, গৃহস্থের মেয়ে ফুস্‌লানো, গণিকালয় গমন শুরু হল। ক্রমে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করাতে ঋণগ্রস্ত, সম্পত্তিনাশ, তারপর পাওনাদারের ওয়ারেন্টের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন সংক্রান্ত সকল নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রমাণ বিচার করলে তা বলা যায় না। আত্মকথন অনুযায়ী তাঁর যশ-আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তেরো বছর বয়েসে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, অধিকাংশ সভ্যেরই বয়েস প্রতিষ্ঠাতার থেকে অনেক বেশি, বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সৎকার্যে ধনী পৃষ্ঠপোষকতার আমন্ত্রণেই তাঁদের আগমন, নইলে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিজ গুণে আকৃষ্ট হওয়ার মতো কোনও কারণ তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। বাদবাকি সভ্যরা বিনা পয়সায় পানভোজনের লোভেই মনে হয় আসতেন, সভার কাজে তাঁদের অন্য কী অবদান ছিল, জানা যায় না। নক্‌শা পূর্ববর্তী রচনাগুলি যে ভাড়া করা লেখকের এমন ইঙ্গিত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় করেছেন। কালীপ্রসন্ন যে সাহিত্যগুণবর্জিত ছিলেন তা নয়, নকশা রচনা ও মহাভারত অনুবাদ সম্পাদনা তার প্রমাণ। রাজামহারাজা খেতাবধারীদের ঠাট্টা করলেও খেতাব প্রাপ্তির আগ্রহ হয়তো তাঁর নিজেরও ছিল, বিধবাবিবাহকারীদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা নিজে গিয়ে সম্বাদ ভাস্কর কার্যালয়ে ঘোষণা করে আসেন, সে বিষয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' (২২.১১.১৮৫৬ খ্রি.) লেখে 'ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে হিন্দু প্রবরদিগের মধ্যে যথার্থ নরসিংহরূপে সম্বোধন করিতে হয় কিনা রাজপুরুষগণ দর্শন করুন, বিশেষত শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং ও শ্রীমতী লেডী কেনিং এবং শ্রীযুক্ত লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর ও ব্যবস্থাপক—সমাজবর শ্রীযুক্ত গ্রান্ট বাহাদুর শ্রীযুত কালভিল বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন...পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় "মহারাজ বাহাদুর" নামের যোগ্য পাত্র হউন।' সাধারণত সে যুগে সম্পাদকেরা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে বাদ দিলে, এ ধরনের লেখা বিনা ইঙ্গিতে ও প্রাপ্তিতে লিখতেন না। কালীপ্রসন্ন অবশ্য পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রাখেননি। নামপ্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই বোধহয় তাঁর আগ্রহের সমাপ্তি ঘটত।

এই মানসিক অস্থিরতার নিদর্শন তাঁর পত্রিকা সম্পাদনার বৃত্তান্ত। তাঁর সম্পাদনায় কোনও পত্রিকারই বছরখানেকের বেশি আয়ু নয়, 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'পরিদর্শক'-এর তিন চার মাসের বেশি নয়। স্ববৈপরীত্যের উদাহরণ তাঁর চরিত্রে প্রচুর, ওয়েলস বিরোধী সভায় বক্তৃতা করছেন (টীকা ৪৪৪) আবার তারই বিদায়কালে অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষরও করছেন, যাকে ব্যঙ্গ করে দীনবন্ধু মিত্র 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' রচনা করেন।

হরেক রকমের নেশাড়ে আর তাদের কুৎসিত আমোদের প্রখর নিন্দা করে নিজের বাগানবাড়িতে তার পুনরাবৃত্তি করছেন। '...বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের চীৎপুরের বাগানে এক ব্যক্তি মদ্যে নেশা হয় না বলিয়া তাহাতে মরফিয়া (অহিফেনসার) মিশ্রিত করিয়া খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত এইরূপ একটি ভয়ঙ্কর জনরবও উঠিয়াছিল যে কালীপ্রসন্ন বাবু রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত মদে মরফিয়া মিশাইয়া দিয়াছিলেন।....পরিতাপের কারণ এই, কালীপ্রসন্ন বাবু হইতে বঙ্গদেশের অনেকবিধ উপকার লাভ হইতেছে, তাঁহার আলয়ে এরূপ একটী অনর্থকর কুৎসিত ঘটনা হইল। শান্তি রক্ষকেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করাতে তাঁহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে তিনি নির্দ্দোষী হইয়াছেন' (*সোমপ্রকাশ*, ২.২.১৮৬৩ খ্রি.)। খুব সম্ভব এই ঘটনাকে মনে রেখেই 'কলিকাতার নুকোচুরি'-তে লেখা হয়, 'যখন যা মনে আসে তাই করেন।.....বাঁদি নেসা না হলে কখন বা মদের সঙ্গে, লডেনম্, ও মরফিয়া মিশাচ্ছেন।.....কোথাও ভটচাজ্জির টিকি কেটে সন্দেশের সঙ্গে ফ্যান্সি বিষকুট দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। কোথায় কাহাকে ডাবের জলে এমিটিক দিয়ে খাওয়াচ্ছেন।' টিকি কাটার কথা হুতোম নিজেও বলেছেন। ইমেটিক (Emetic) খাওয়ানোর গল্পের জন্য দ্রষ্টব্য 'ভূত নাবানো' নকশা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা হলে কি কালীপ্রসন্ন একজন পুরোপুরি ভণ্ড? তাঁর দু-একটি কাজের উদাহরণ দেখলে তা আদপেই মনে হয় না। ১৮৬৫ খ্রি. তিনি যখন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, জনৈক ডাঃ বীটসনের কেরানি মহেশচন্দ্র দাসের নামে ডাক্তারের পকেটবই চুরির অভিযোগ আসে, কালীপ্রসন্ন বিচার করে মহেশকে কারাদণ্ড দেন। কিছুকাল পর জানতে পারেন চোরাই মাল অন্য লোকের কাছে আছে ও মহেশ নির্দোষ। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে গভর্নমেন্টকে চিঠি দেন ও লেঃ গভর্নর তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। 'সোমপ্রকাশ' (১৬.১.১৮৬৫ খ্রি.) এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখে 'তাঁহার উপস্থিত বিষয়ের প্রশংসা আর সমুদায় অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।' দ্বিতীয় উদাহরণ নকশায় তাঁর অকপট আত্মসমালোচনা, যা নিন্দকদেরও বিস্মিত করেছে, 'তাহার মহত্বতা গুণের পরিসীমা ছিল না, ভগবান ব্যাসদেব যেমন আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লজ্জিত হন নাই, সেইরূপ হুতুম আপনার নক্সাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যে গুলো অত্যন্ত ঘৃণাস্কর তাহাই বলেন নাই' (*কলিকাতার নুকোচুরি*)।

আত্মসমালোচনা কালীপ্রসন্নের চরিত্রের অন্তর্নিহিত সততাকে স্পষ্ট নির্দেশ করে। তাঁর চরিত্রে দুটি স্রোত, একদিকে সৎকর্মের দ্বারা লোকচক্ষে সম্মানিত হওয়ার আগ্রহ, অপরদিকে চাটুকার-মোসাহেব নির্দেশিত, সে যুগের ধনীদের প্রিয়, আমুদে জীবনের প্রলোভনও এড়াতে পারছেন না। কিন্তু তাঁর চরিত্রের কেন্দ্রে সততা ছিল, যে পরিমাণ আত্মজ্ঞতা মানুষকে সকল আত্মধ্বংসী দুর্বলতা থেকে বাঁচিয়ে যৌক্তিক পথে পরিচালিত করে, যা তাঁর লাভ করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও ছিল, তা পাওয়ার আগেই চরম দুর্দৈব ডেকে আনল আর্থিক বিপর্যয়। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, তা তাঁর স্বকৃত। পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা মনে হয় ১৮৬৫ খ্রি. থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থার পতনের আরম্ভ। তিনি যাদের কাছে ঋণ করেছিলেন, বা ধারে কিনেছিলেন এমন সব পাওনাদারেরা ঋণ পরিশোধের আর আশা

নেই দেখে মামলা করতে শুরু করে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দেই তাঁর নামে এই ধরনের অন্তত কুড়িটি মামলা রুজু হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আদালতে হাজির না হওয়াতে বা স্বপক্ষ সমর্থন না করাতে একতরফা ডিক্রি হয়ে যায়। তাঁর একের পর এক সম্পত্তি আটক ও বিক্রি করে পাওনাদারদের দাবি মেটাতে লাগলেন হাইকোর্টের শেরিফ। তাতেও কুলোল না, সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসল। পাওনাদারদের দাবিতে ওয়ারেন্ট জারি হল কালীপ্রসন্নের নামে, তিনি ওয়ারেন্ট এড়াতে বরানগরে তাঁর বাগানবাড়ি ('সারস্বতাশ্রম'), যেখানে মহাভারত অনুবাদের কাজ হত সেখানে থাকতে লাগলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, শেরিফ তাঁকে ১৮৭০ খ্রি. ২২শে মার্চ আদালতে হাজির করলেন, বিচারপতি অবশ্য কারাগারে না পাঠিয়ে মুক্তি দিলেন। চারমাস বাদে ২৪শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন-চরিত্র সম্যক বুঝতে তাঁর জীবনের এই পর্বের সঙ্গে আরও কতকগুলি তথ্য মনে রাখা দরকার। ১৮৬৬ খ্রি. তাঁর অনুবাদিত মহাভারতের শেষ খণ্ড প্রকাশিত ও অন্যান্য খণ্ডের মতো বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ১৮৬৮ খ্রি. নক্‌শার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা' নামে নতুন ভূমিকা সহ। অনস্বীকার্য, কর্মে বা লেখায় কালীপ্রসন্নের তৎকালীন দুর্দশার স্পষ্ট কোনও চিহ্ন নেই ('বারোইয়ারি', পাঠভেদ 15 দ্র.), নিয়তিকে তিনি যেন অবধারিত জেনেই এগোচ্ছিলেন। কৃপণতাকে কালীপ্রসন্ন অনভিজাত বৈশিষ্ট্য মনে করতেন ঠিকই, কিন্তু যিনি নক্‌শায় কেমন করে অনভিজ্ঞ ধনীসন্তান মোসাহেব, নায়েব আর উকিলদের দ্বারা প্রতারিত হয়, তার বর্ণনা করেছেন, তাঁর স্বয়ং প্রবঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ট্র্যাজিক, কিছুটা অবিশ্বাস্যও বটে।

সামাজিক ছবি আর ব্যক্তিবিশেষকে বিদ্রূপ, দুই নিয়ে হুতোমের নক্‌শা। কালীপ্রসন্নের যে মানসিকতার পরিচয় হুতোমের নক্‌শা থেকে পাওয়া যায় তা বিচিত্র, সমকালীন অধিকাংশের থেকে তিনি অগ্রসর চিন্তার অধিকারী আবার পিছুটানও এড়াতে পারেননি। সমাজ সংস্কারের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি আগ্রহী, যে সময় অধিকাংশের ধারণা সামাজিক উন্নতির চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে ধর্মে, ধর্মসংস্কারেই আসবে আদর্শ সমাজ, হুতোম সনাতন কি নব্য ধর্মের ভণ্ডামি দেখে হাসছেন, ঈশ্বরকে 'কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগাঁয়ে জমিদার' আখ্যা দিচ্ছেন। আবার তাঁর নিজের প্রবল বংশগর্ব, বর্ণগৌরব। নিম্নবর্ণের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য সীমাহীন, নিম্নবর্ণের মানুষ টাকার জোরে উচ্চবর্ণের সমান হতে চাইলে তাঁর চাবুক খায়। বংশকৌলীন্যহীন ধনী তাঁর বিদ্রূপের পাত্র।

কিন্তু এ জন্য কালীপ্রসন্নকে সনাতন হিন্দু ধর্মের, বর্ণাশ্রমের গোঁড়া সমর্থক ভাবা ভুল হবে। বংশমর্যাদা,আভিজাত্যকে তিনি শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে এক করে দেখতেন, সমাজের চূড়ায় বসার ন্যায্য অধিকার কেবলমাত্র এই মুষ্টিমেয়র, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। বড় বড় নামকরা বংশকে উৎসন্নে যেতে দেখে তাই তাঁর দুঃখ, ইংরাজদের কৃপায় যে সব বংশের উত্থান, টাকার জোরে তাদের অভিজাত বনতে দেখে, অসংস্কৃত আচরণ করতে দেখে তাঁর ব্যঙ্গ ঝলসে ওঠে। বাঙলায় ইংরেজাগমনের পূর্ব থেকে যে সব বংশ খ্যাত, তাদের বংশধররাও কেউ কেউ কম নিন্দনীয় আচরণ করেননি, কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন,

কালীপ্রসন্ন তাদের কাউকেই নকশার উপজীব্য করেননি। তবে ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই 'নক্‌শা' নব্য অভিজাতদের স্থানচ্যুত করার আক্রমণ নয়, স্থানাভিষিক্ত হওয়ায় আক্ষেপ, নিজেকে সঙ সাজানোর হয়তো আরেক গৌণ কারণ।

কালীপ্রসন্নের অপর ক্ষোভ ধনকৌলীন্যহীন, ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির ওপর। তারা সমাজ পরিবর্তনে সফল হবে, অনেকের মতো তিনিও এ আশা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে নিরাশ। সামাজিক অন্যায়, গলদ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অর্থ, সম্মান, ক্ষমতা বৃদ্ধির সাধনায় যারা রত সেই অমানুষদের দলে তিনি নন, অথচ সমাজ পরিবর্তন কর্মসূচির পরিষ্কার রূপরেখা তাঁর অজানা, নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্বও তিনি নন,— একটাই পথ খোলা, সমালোচনা। তথ্যতত্ত্বের ধার না ঘেঁষে, ছদ্মনামী চরিত্রদের নিয়ে বাজারচলতি লেখার ধরন নিলেন কেন? নিজেই বলেছেন 'নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে— ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো— পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।'

হুতোম প্যাঁচা কে—

হুতোম প্যাঁচার লেখক কে বা কাহারা এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রথম সূচনা করেন সুকুমার সেন *(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৯ সন) পরে জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করেন। ('হুতোম প্যাঁচা কে এবং কেন', জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *দেশ,* ২৯.৩.১৯৬৯ খ্রি.)। এঁদের মিলিত বক্তব্য নক্‌শার রচয়িতা কালীপ্রসন্নের লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পারিষদ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁরা যে সব যুক্তি হাজির করেছেন সেগুলি অন্যান্যদের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ', ড. পরেশচন্দ্র দাস, কলিকাতা, ১৯৮৫ ও 'হুতোম প্যাঁচা— একটি বিতর্ক', সত্যব্রত দে, *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির যে বক্তব্য খুব সম্ভব এই সংশয় সৃষ্টির মূলে, তার সার, যখন নক্‌শার দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে, তখন ভুবনচন্দ্র ছিলেন তার লিপিকর এবং সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র নক্‌শার কিছু কিছু অংশ নিজে লিখতেন, যা কালীপ্রসন্ন সাদরে গ্রহণ করতেন। যেমন, 'বিদায় হও মা ভগবতী' গানটি কালীপ্রসন্নের ফরমাশে তাঁরই রচনা (টীকা ৬২৯ দ্র.)। লক্ষণীয় মহেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র দ্বিতীয় ভাগের কথাই বলেছেন। নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক ছিলেন কি না তার প্রমাণ আজও অপ্রকাশিত, জানা যায় বেহালার বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নবীনকৃষ্ণের পুত্রকে একটি চিঠিতে এই তথ্য বিবৃত করেন। পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, তিনি বলেছেন, 'নবীনকৃষ্ণ বাবু ঐ সময়ের একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল।... তাঁহার সহিত সিংহ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা এতই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার আকর্ষণে নবীন বাবু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং যতদিন সিংহমহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। নবীন বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে "হুতুম পেঁচার"

সমস্তই সিংহমহাশয়ের নিজের লেখা, দুই চারি স্থানে সামান্য অংশ নবীন বাবুর লেখনীপ্রসূত। কালীপ্রসন্ন বাবু স্বাস্থ্য হারাইয়া যখন গঙ্গাতীরে (বোধ হয় বরানগরের নিকটে) অবস্থান করিতেন, তখনও নবীনকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্গী। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া নবীন বাবু সিংহমহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন' (' 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক)।

আর একটি কথা বলা দরকার। যাঁরা কালীপ্রসন্নকে হুতোম বলে মনে করেন, তাঁরা সকলেই নক্‌শায় উত্তমপুরুষে বর্ণিত স্বকথনগুলিকে তাঁর আত্মজৈবনিক ধরে নিয়েছেন। তার কারণ নক্‌শার প্রথম ভূমিকাতেই হুতোম বলেছেন, স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই। দ্বিতীয় ভূমিকায় বলেছেন, স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। 'হঠাৎ অবতার' নকশার শেষে মন্তব্য করেছেন পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি।

এই স্বকথনগুলি সবই আছে 'হুজুক' পর্বে, 'হুজুক' শুরু হচ্ছে 'ছেলে ধরা' থেকে, হুতোম বলেছেন, আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনলেম। পরের নকশা 'প্রতাপচাঁদ', প্রতাপচাঁদ বর্ধমানে ফিরে আসেন ১৮৩৫ খ্রি., আদালতে নালিশ করেন ১৮৩৭ খ্রি., বরানগরে বাস ১৮৫৫-৫৬ খ্রি.। ভূকৈলাসে 'মহাপুরুষ'-এর আগমন ১৮৩২ খ্রি.। 'কৃশ্চানি হুজুক'-এর দলিপ সিং-এর খ্রিস্টান হওয়া ১৮৫৩ খ্রি., জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ১৮৫১ খ্রি.। 'মিউটিনি' ও 'মরাফেরা'-র ঘটনাকাল ১৮৫৭ খ্রি.। 'লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা-র মুচিখোলায় আগমন ১৮৫৭ খ্রি.। 'শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর মামলা ১৮৫৯ খ্রি.। 'জসটিস্ ওয়েল্‌স'-এর বিরুদ্ধে জনসভা ১৮৬১ খ্রি., নীলবিদ্রোহ ও লং-এর বিচার ১৮৫৯-৬১ খ্রি.। 'রসরাজ' সম্পাদকের শাস্তি ১৮৬২ খ্রি.। অর্থাৎ সবথেকে পুরনো ঘটনা মহাপুরুষের আগমন (১৮৩২ খ্রি.)। তারপর থেকে ১৮৬২ খ্রি. পর্যন্ত সাড়া জাগানো কয়েকটি ঘটনার কথা হুতোম বলেছেন। কালীপ্রসন্নের জন্মসাল ১৮৪০ খ্রি., অথচ ১৮৩২ খ্রি. মহাপুরুষের আগমনের সময় আত্মকথন অনুযায়ী তিনি স্কুলে পড়েন। সেইরকম, প্রতাপচাঁদ নালিশ করেন ১৮৩৭ খ্রি., হুতোমের তখন হাতে খড়ি হয়ে গেছে ও গুরুমহাশয়ের কাছে পড়েন। নিজেকে অধিকতর বয়স্ক প্রমাণের এই চেষ্টা কি নেহাতই আত্মগোপনের ছল অথবা অসতর্কতা অথবা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু, জানা নেই। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন যে নক্‌শার লেখক নন, তা বিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ নেই, নকশা জাতীয় বৈঠকি রচনায় অন্তরঙ্গ দু'-একজনের সামান্য সংযোজন থাকতেই পারে, সেজন্য মূল লেখকের কৃতিত্ব নস্যাৎ করা যায় না।

টীকাকারের সমস্যা—

নক্‌শার টীকাকারের কর্তব্য শব্দার্থ নির্ণয়, স্বনামে বা বেনামে হাজির সকল ব্যক্তি-পরিচয়, বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক নির্ণয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান। অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়াই রেওয়াজ এবং উচিত, কিন্তু প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত, তা ঠিক করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তা হচ্ছে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ

সম্বন্ধে ওকিবহাল এবং নয়, এমন দু'জনের দ্বারা পৃথকভাবে অজ্ঞাত-অর্থ শব্দের তালিকা তৈরি করে তা অনুসরণ করা। যে সব শব্দের মূল বাংলা নয়, যথাসম্ভব তার মূল নির্দেশ করা হয়েছে। শব্দার্থ অজ্ঞাত থাকলে তাও বলা আছে, অর্থাৎ যে সব শব্দের অর্থ দেওয়া নেই, তারা অজ্ঞাত নয়, তাদের অর্থ নির্দেশ অপ্রয়োজনীয়, যদিও প্রয়োজনীয়তার ন্যায্যত্ব নিয়ে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা কিছুতেই দূর হওয়ার নয়।

সবথেকে বড় সমস্যা ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে, হুতোম উল্লিখিতরা দু'ভাগে বিভক্ত, স্বনামে ও বেনামে উপস্থিত। যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিতদের ক্ষেত্রে বিস্তৃতকারে। বেনামে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং শনাক্তরণ সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলায় বাধা আছে। হুতোম এঁদের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন খুব সম্ভবত আইন বাঁচাতে, কারণ, খাঁটি সত্য বলে জানলেও, কারুর কুকীর্তি বা অসৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাক্ষ্যনজির সহকারে আদালতে প্রমাণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এই কারণ এখনও বলবৎ আছে। তা ছাড়া যাঁদের শনাক্ত করা গেছে যেমন বাগাম্বর মিত্র = দিগম্বর মিত্র প্রমুখ, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে হুতোম বর্ণিত বজ্জাতির প্রমাণ নেই কেন, সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

মুশকিল হচ্ছে এঁদের মতো অনেককেই জীবনীগ্রন্থে মহাপুরুষ বানানো হয়েছে, তাঁদের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলি আলোচনা ও পুনরালোচনার ফলে লোকের মনে বিশ্বাস হয়ে গ্রথিত, অন্ধকারদিকের প্রমাণ বা প্রমাণসূত্র অধিকাংশই লুপ্ত, যা স্বল্প কিছু পাওয়া যায় ছড়িয়ে আছে আদালতের নথি, সম্পত্তির খতিয়ান, মহাফেজখানার দলিল আর মুষ্টিমেয়র স্মৃতিচারণায়। সেগুলি একত্র করে এতকালের প্রচলিত বিশ্বাস ভাঙার মতো সওয়াল তৈরি করতে গেলে টীকার স্বল্প পরিসরে কুলোয় না, পৃথক বই লিখতে হয়। হুতোমে এই ধরনের চরিত্র কম হলেও একটু দু'টি নয়, সমস্যাটির গভীরত্বের সঙ্গে তার পরিধির বিশালত্ব বিবেচ্য।

তা হলে যে প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী, তা হচ্ছে শনাক্তরণের ভিত্তি কী? হুতোম তাঁর ছদ্মনামী চরিত্রদের পুরোপুরি আড়ালে রাখতে চাননি, চিনতে পারার জন্য তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরও কিছু সূত্র সরবরাহ করেছেন, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদবি অবিকৃত, উদাহরণ, বাগাম্বর মিত্র, ছুঁচো শীল, পেঁচো মল্লিক ইত্যাদি। নামের মধ্যপদ যেমন কৃষ্ণ, চন্দ্র ইত্যাদি ও চরিত্রদের বাসস্থান যেমন জোড়সাঁকো, সিমলা, ঠনঠনে ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত। কয়েকটি ক্ষেত্রে উদ্দিষ্টদের জাত উল্লেখিত আছে, যথা ছিরে বেনে, পুঁটে তেলী ইত্যাদি। এ ছাড়া কয়েকটি চরিত্র যেমন, রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতির দৈহিক রূপ বর্ণনা করেছেন যা বাস্তবের সঙ্গে মেলে। অপর লক্ষণীয় বিষয় হুতোমের উদ্দিষ্টরা প্রায় সকলেই তাঁর সমসাময়িক, মৃতের উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না।

যে সব চরিত্রকে শনাক্ত করা যায়নি তাদের দৃষ্টান্তদানে শনাক্তকরণ সমস্যা আরও স্পষ্ট হবে। হুতোমের স্বকথন অনুযায়ী অন্তত সাতজন বাস্তব চরিত্র, তাদের কাল্পনিক মনে করার কোনও সুযোগ নেই, বাগাম্বর মিত্র, প্যালানাথ বাবু, পদ্মলোচন দত্ত, ছুঁচো শীল, পেঁচো

মল্লিক, রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও বর্ধমানের হুজুর আলী। এদের মধ্যে প্যালানাথ ও অঞ্জনারঞ্জনের পরিচয় টীকায় নেই, প্রথমজনকে শনাক্ত করা যায়নি ও দ্বিতীয়জনের শনাক্তকরণ বিতর্কমূলক।

প্যালানাথের পরিচয়-সূত্রগুলি হচ্ছে, চকবাজারে বাস, শেরবার্ন সাহেবের ছাত্র, মুসলমানি কেতা পছন্দ আবার একাদশীও করেন, বাইমহলে জনপ্রিয়, জলে ডুবে মৃত্যু। অভিজ্ঞ পাঠক জানেন শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব অথবা হাটখোলার দত্ত পরিবারের কালীপ্রসাদ দত্তের সঙ্গে মুসলমান কেতা পছন্দ আর বাইমহলে জনপ্রিয়তার মিল পাওয়া যায়। যদি চকবাজার শোভাবাজারকে বুঝিয়ে থাকে তবে রাজকৃষ্ণ হওয়াই সম্ভব কিন্তু তৎকালে রাজকৃষ্ণের যে সামাজিক মর্যাদা তাতে বারোইয়ারির হাফ আখড়াইয়ের আসরে বিনা আড়ম্বরে আসা ও মাতব্বরি করা অস্বাভাবিক। আবার কালীপ্রসাদের বাসস্থান মিলছে না। উভয়ের নামের সঙ্গে প্যালানাথের কোনও মিল নেই, দু'জনে হুতোমের সমসাময়িক নন এবং শেরবার্ন সাহেবের ছাত্র হওয়াও কালাতিক্রম জনিত কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অঞ্জনারঞ্জনের সূত্র আরও সংক্ষিপ্ত, তিনি রাজা খেতাবপ্রাপ্ত, পদবি দেব, গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা, খিড়কিদার পাগড়ি পরেন, বদমাইসের বাদশা ও ন্যাকার সর্দার, বাইজিদের দল পুজোর সময় তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ পেতে উৎসুক। 'রাজা' খেতাব ও 'দেব' পদবি শোভাবাজারের রাজপরিবারের একান্ত নিজস্ব, দুর্গাপূজায় তাঁদের বাড়ির বাইনাচের প্রসিদ্ধি ছিল। চেহারার বর্ণনা ছবি দেখে কতকটা মেলানো যায় কিন্তু বদমাইসির বাদশা বিশেষত ন্যাকার সর্দার হওয়ার লিখিত প্রমাণ পাওয়ার আশা দুরাশা। 'বাদ দেওয়ার নীতি' (Process of elimination) ও পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে কোনও নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো গেলেও তা অনুমানই থাকে, যে জন্য বলা সম্ভব হয়নি যে অঞ্জনারঞ্জন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

'স্নানযাত্রা' নকশার নায়ক গুরুদাস গুঁই যে বাস্তব চরিত্র তার প্রমাণ কলিকাতার নুকোচুরি; নুকোচুরির লেখক বলেছেন, 'হুতুমের গুরুদাস গুঁই, মাথা ছেড়ে বেড়ে উট্‌লো। পীরের দরগায় দিব্বি কীর্ত্তি স্থাপন কোরেচেন' 'গুরুদাস গুঁই আজকাল ওয়েলর ঘোড়া চড়িয়া শহর কাঁপাচ্ছে'। গুরুদাস গুঁইয়ের পরিচয়-সূত্র, পেশায় ছুতোর, পদবি গুঁই— যা ছুতোরদের পদবি হয় না, বাস চাঁপাতলা (বর্তমান প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট অঞ্চল), গুরুজন স্থানীয়া কোনও আত্মীয়াকে নিয়ে বন্ধু সহযোগে ফূর্তি করতে গিয়েছিল ইত্যাদি। হুতোমের সমসাময়িক চাঁপাতলাবাসী এক ব্যক্তির পরিচয় জানা আছে, যিনি জাতে সূত্রধর ও যাঁর কাঠের কাজের বড় কারখানা ছিল। সন্দেহ আরও গাঢ় হয় যখন দেখি গুরুদাসকে চিনতে পেরে মেকিন্টস বরন্ কোম্পানির ছুতোররা তাদের নৌকো থেকে, 'চুপে থাক্ থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্‌নে...' গান গেয়ে দুয়ো দিয়ে গেল। এই ব্যক্তির কলকাতায় কারখানা, অর্থ সবই তাঁর মামার দয়ায়, মামাই ভাগ্নেকে কলকাতায় নিয়ে এসে সূত্রধর-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর আর্থিক সমৃদ্ধিলাভের কালও 'কলকাতার নুকোচুরি'-র বর্ণনাকালের সঙ্গে মেলে। কিন্তু পদবি গুঁই নয়, সবথেকে বড় কথা, তাঁর অগম্যা সমভিব্যহারে ফূর্তি করতে যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যে জন্য বলা সম্ভব হয়নি ইনি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র।

কয়েক ক্ষেত্রে হুতোম প্রদত্ত সূত্রের স্বল্পতার জন্য অনুমানের ভিত আরও নড়বড়ে। যেমন, 'ভূত নাবানো' নকশায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো ডাক্তারের উল্লেখ আছে, যিনি রাতের বেলা ডাক পেয়ে মদের নেশায় চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সুদ্ধ মশারি গায়ে দর্শন দেন। সে যুগের চিকিৎসকদের মধ্যে যিনি চিকিৎসক ও সুরাসক্ত হিসাবে সবথেকে সুখ্যাতি-অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি ডঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি (১৮১৯-৭০ খ্রি.), কিন্তু ওই বিশেষ ঘটনার প্রমাণাভাবে অনুমান অনুমানের স্তরেই থেকে যায়। 'নাক্‌কাটা বঙ্ক' নক্‌শার বঙ্কবেহারিকে নিঃসন্দেহে সেকালের পাঠক চিনতে পেরেছিলেন, তাঁর নাকটি কাটা, সিমলা অঞ্চলে বাস, পেশা উকিলের কেরানিগিরি, দাদা সেলরদের দালাল আর ছোট ভাই পাইকেরের দোকানদার— কিন্তু পদবি না-জানা কোনও ব্যক্তির এই পরিচয় সূত্রগুলি অবলম্বন করে আজ আর নিঃসংশয়ে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। 'রামলীলা' নকশার ভবানীবাবু ও হলধরবাবু সম্বন্ধে একই বক্তব্য।

নকশার অধিকাংশ ছদ্মবেশী চরিত্র আসলে এমন এক ধাঁধা, যার সঠিক উত্তরপত্র চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, উত্তরদাতা এবং পরীক্ষক, দুজনকেই নির্ভর করতে হবে হুতোম কথিত সূত্র আর অনুমানের উপর। সেজন্যই, আশা করা অনুচিত হবে না, ক্ষেত্রবিশেষে টীকাকারের অক্ষমতা সুধী পাঠকের মার্জনা লাভ করবে।

টীকার ধরন সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলার আছে। নকশায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত, যেমন, কালিদাস, কৃত্তিবাস, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। যারা স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত, তাদের পরিচিত পূর্বে উল্লেখিতদের থেকে যথাসম্ভব বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুপরিচিত ও অপরিচিত ঘটনা প্রসঙ্গেও একই নীতি অনুসৃত। তবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, ঘটনার পরিচয় দানে যেন হুতোমের বর্ণনার সমর্থন বা অসমর্থন যাই হোক না কেন, তা পাওয়া যায়। তা ছাড়া সুপরিচিত ঘটনার একটি বিশেষ অংশ তত পরিচিত না থাকলে, কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিকতার ঝুঁকি নিয়েও সেটি দেওয়া আছে। তথ্যসূত্র, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয়গুলি দেওয়া হয়েছে বইয়ের কলেবর সংক্ষিপ্ত করতে। ছয়শতাধিক টীকার, (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিক) তথ্যসূত্র নির্দেশ যথেষ্ট স্থানসাপেক্ষ।

তথ্য-উৎস বিবিধ প্রকার, প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িক ও দৈনিক পত্র পত্রিকা, মহাফেজখানা ও আদালতের নথি, মৌখিক তথ্য ও চলিত কাহিনী। সমকালীন পত্রিকার অধিকাংশই অলভ্য, সে কথাটাই জানিয়ে রাখা দরকার। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার উদ্ধৃতি সংখ্যায় বেশি, তার কারণ তাতে প্রকাশিত সংবাদের অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা নয়, ঐ পত্রিকাটির লভ্যতা। 'সমাচার দর্পণ' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সকল সংবাদ যথাক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা ও সুরেশচন্দ্র মৈত্র সংকলিত 'Selections from Janannesan' থেকে গৃহীত।

মূল পাঠের সঙ্গে টীকা ও পাঠান্তর দুই দেওয়া হয়েছে, টীকা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে না থাকলেও পাঠভেদ সংযোজনের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। নক্‌শার পূর্ববর্তী সম্পাদকের মধ্যে কেবলমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

খেয়াল করেছিলেন যে দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬২) 'বহু পরিবর্তন লক্ষিত হয়।' প্রথম সংস্করণের পরিবর্ধিত সংস্করণে পরিবর্তন আয়তন বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিক হলেও দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণের (১৮৬৮) পার্থক্য, যা ব্রজেনবাবুরা উল্লেখ করেননি, বোধহয় শুধু সাহিত্য-উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য নয়। আসলে নক্‌শার মতো হালকা মেজাজের বইতে সংস্করণের পর সংস্করণে বহু পরিবর্তন ঘটাটাই কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। মনোযোগী পাঠক যিনি পাঠান্তর মিলিয়ে পড়বেন, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন হুতোম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন শুধু ভাষা বা বর্ণনাংশের নয়, চরিত্রের নাম, বাসস্থান ও কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটনার বর্ণনাতে। তার ব্যঞ্জনা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

হুতোম 'আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি'-র মেকি ভদ্রতা ছেড়ে ক্রমশ সাহসী হয়েছেন, প্রথমে যে সব চরিত্রকে আগাগোড়া ভুল নাম ঠিকানার ছদ্মবেশ পরিয়েছিলেন, তা নিজেই খুলে, পাঠকের পক্ষে যাতে চেনা সহজ হয় তেমন সূত্র দিয়েছেন। সাত বছরের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ব্যঙ্গ চোখা করতে লঘু রসিকতা ছেঁটেছেন, তেমনি সামান্য দু-একটি শব্দের সংযোজনে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছেন আরও ভালভাবে। তাঁর ঘষামাজার পিছনে একটিই অভিপ্রায়, নিক্ষিপ্ত বাণ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। নক্‌শাকে যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের নিছক একটি উদাহরণ রূপে দেখবেন না, তাঁদের কাছে পাঠভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে বই-কী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দীর্ঘ পাঁচ বছরের বেশি সময় লেগেছে শুধু তথ্য সংগ্রহ করতে, তবু টীকার অসম্পূর্ণতার দিকে তাকালে সে পরিশ্রমের গৌরব অনেকটাই লঘু হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই ধরনের কাজে বহুজনের সাহায্য আবশ্যিক, অনেকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি, কেউ করতে পেরেছেন, কেউ পারেননি। কেউ উৎসাহিত করেছেন, অর্থহীন পণ্ডশ্রম বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা সকলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হওয়ায় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

বন্ধুবর ডঃ দেবাশিস বসু সবথেকে বেশি তথ্য ও সূত্র সরবরাহ করেছেন উদারচিত্তে, স্বীকৃতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর আনুকূল্যের ঋণ অপরিশোধ্য, নকশার টীকা রচনাকর্মে আমার সবথেকে বড় লাভ, তাঁর বন্ধুত্ব। শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোক উপাধ্যায়) বেশ কয়েকটি অজানিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সন্ধান দিয়েছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক গৌতম ভদ্র কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দার্থ জানিয়েছেন, মূলত তাঁরই ফরমায়েশে বৃহদাকৃতি ভূমিকার অবতারণা, যা সংক্ষেপে সেরে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় উৎসাহিত করেছেন, তাঁর আগ্রহে ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি ও এশিয়াটিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতাসভায় হুতোমের নক্‌শার সামাজিক পটভূমিকা বিষয়ে বলে বিদ্বৎজনের প্রতিক্রিয়া জানবার সুযোগও ঘটেছে।

অন্যান্য যাঁরা তথ্য বা তথ্যসূত্র জানিয়েছেন, শ্রীঅজিত বসু, ড. অংশুমান মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা কল্যাণী দত্ত, শ্রীতারাপদ সাঁতরা, শ্রীনিখিল সরকার, ড. পূর্ণেন্দুনাথ নাথ,

শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীরাধারমণ মিত্র, ড. স্বপন বসু, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস, শ্রীঅরবিন্দ সিংহ, শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীমতী কেয়া দাশগুপ্ত, ড. চিত্রা দেব, শ্রীমতী দীপাঞ্জনা রুজ, শ্রীপ্রবীর সেন, শ্রীবিমল মজুমদার, শ্রীসমর বাগচি, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করে সম্পাদনা ও মুদ্রণ সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীবিমান সিংহ। জাতীয় গ্রন্থাগার, ব্রিটিশ লাইব্রেরি (ওরিয়েন্টাল কলেকশন), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজ্য অভিলেখাগার, বিড়লা কারিগরি সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মী যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির উত্তরভারতীয় ভাষা বিভাগের কিউরেটর শ্রীযুক্তা প্রতিভা বিশ্বাস তাঁর কর্তব্যের অধিক সাহায্য করে ঋণী করেছেন। ঘোড়ার গাড়ির ছবিগুলি The Transport Museum, Hull-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কয়েকটি ছবি তুলতে দিয়েছেন। পটলডাঙার বসুমল্লিক পরিবারের সৌজন্যে পাওয়া গেছে ৫৪৭ সংখ্যক টীকায় ব্যবহৃত লগ্নপত্রের অনুলিপি। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার কন্যা কল্যাণীয়া দৃপ্তা তার সাধ্যমতো সাহায্য করেছে যথাসময়ে ভারমুক্ত হতে, তার জন্য রইল আশীর্বাদ।

পরিশেষে, পুস্তকধৃত কোনও মন্তব্যে কেউ যদি আহত হন, তার জন্য অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে থাকছি, কলম ধরার মূল উদ্দেশ্য যে তা নয়, আশা করি বলার অপেক্ষা রাখে না। অলমিতি—

১১.২.১৩৯৮ অরুণ নাগ
শান্তিনিকেতন।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রকাশের এক বছরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেলেও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটল। তার জন্য মার্জনাপ্রার্থী। এই সংস্করণের প্রস্তুতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অনামিকা শুকুল, শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, ড. নরেশ গুহ ও পূর্ব সংস্করণের সমালোচকগণ।

৭.১.১৪০৩ অরুণ নাগ
শান্তিনিকেতন।

প্রথম আনন্দ সংস্করণের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণ সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, টীকা ও ছবির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন যে সব সহৃদয়জন, অধ্যাপক গৌতম ভদ্র, শ্রীতরুণ পাইন, শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীস্বরূপ রায়, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। নীলকুঠির দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রটি (চিত্র ২১) প্রয়াত নিখিল সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁর আনুকূল্য সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

২.৫.১৪১৩
শান্তিনিকেতন

অরুণ নাগ

পাঠনির্দেশ

বর্তমান সটীক সংস্করণে ১৮৬৮ খ্রি. কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পাঠ হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। নিতান্ত স্বল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অবধারিত মুদ্রণপ্রমাদ ও ভুল যতিচিহ্ন ছাড়া মূল পাঠ বর্ণাশুদ্ধিসহ অবিকৃতরূপে মুদ্রিত। অক্ষর-বিন্যাসও যথাসম্ভব মূল অনুসরণে করা হয়েছে। হুতোমের নকশার বহু অংশ কলকাতা-উপভাষার অবিকৃত উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মজার বিষয়, অনেকে উনিশ শতকীয় কলকাতা-উপভাষা রচনা করতে গিয়ে হুতোমের মূল সংস্করণ না দেখে পরবর্তীকালের 'ভদ্রস্থ' সংস্করণকেই মূল ভেবে অনুসরণ করেছেন। যাই হোক, কলকাতা-উপভাষার গুরুত্ব বিবেচনায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (যথা, স্বতোনাসিক্যীভবন, যেমন হোঁসেন খাঁ, ঘোঁড়া, হাঁসি ইত্যাদি) পাঠস্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করতে পারে জেনেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাহির করা > বার বা বের করা ক্রিয়াপদ 'বাই করা' রূপে ব্যবহৃত। পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে, এটি মুদ্রণপ্রমাদ নয়; যদিও অন্য কোথাও এর ব্যবহার চোখে পড়েনি। অকারণ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকলেও অপরিচিত শব্দ এবং অন্যান্য ব্যবহারের হেতু 'বাই করা'-ই রাখা হয়েছে।

মূল পাঠের নীচে পাঠভেদ দেওয়া হয়েছে। মূল পাঠের সঙ্গে দেওয়া ইংরেজি সংখ্যা পাঠান্তরের ও বাঙলা সংখ্যা টীকার সূচক। পাঠভেদে ব্যবহৃত সংকেত, 'প্রথম' অর্থ ১৭৮৩ শক বা ১৮৬১ খ্রি. (?) প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ, 'দ্বিতীয়' অর্থ ১৮৬২ খ্রি. প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ। 'চড়ক পার্ব্বণ'-এর পরে প্রথম ভাগের বাকি অংশে পাঠভেদ সংকেতবিহীন, কারণ সকল পাঠভেদই ১৮৬২ খ্রি. প্রকাশিত সংস্করণের (পুস্তক পরিচয় দ্র.)। মূল বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের একটি মাত্র পাঠই লভ্য, সুতরাং পাঠান্তরের প্রশ্ন ওঠে না।

পাঠভেদের প্রকৃত অংশ ভিন্ন অক্ষরে মুদ্রিত, সূত্র হিসাবে অপরিবর্তিত অংশ তার সঙ্গে দেওয়া আছে। বর্তমান পাঠের যে অংশ পূর্বপাঠে অলভ্য, তা সংস্করণ উল্লেখ করে 'অনুপস্থিত' সংকেতে সংক্ষিপ্তরূপে দেওয়া হয়েছে। নিয়মানুযায়ী বানান, যতি চিহ্ন ও সাধু-চলিতের পরিবর্তন পাঠান্তরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, এ ক্ষেত্রে বাহুল্য বিবেচনায় তা পরিহার করা হয়েছে।

টীকায় উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলির ক্রম অনুযায়ী সূত্রগুলি টীকাসূত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

(প্রবন্ধ কল্পনা।)

প্রথম ভাগ।

শ্রীতালা হূল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্ কর্ত্তৃক

প্রচারিত।

স্বর্গাদিদ্‌ম অনুপ্রাপ্তমাচার্য-মুখ-কন্দরাং।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বস্যাত্মমস্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা।

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র।

সহৃদয় কুলচূড়[1] শ্রীল শ্রীযুক্ত[2] মুলুক চাঁদ শর্ম্মার[১]

বাঙ্গালী[3] সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস

শ্রীহুতোম প্যাঁচা[২] কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।[4]

---

1 'সহৃদয়কুলচূড় *পূজনীয়শ্রীল*' (প্রথম)
2 'শ্রীযুক্ত' অনুপস্থিত (প্রথম)
3 'শর্ম্মা *মহাশয়ের স্বদেশ, সাহিত্য*' (প্রথম)
4 'হইল। *১৭৮৩ শক।*'(প্রথম)

বিজ্ঞাপন।

হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনার এখন টের পাবেন না; কিছু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না। (প্রথম)

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা।[1]

আজ্‌কাল্ বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মুর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নির্ক্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে[2] অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান থাক্‌তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা নাবুদ হতে পেতো না— তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁশী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাক্‌তেন; সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস্ নাই যে আমরা তাতেই লাগি— সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন— বেসির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়্‌লো। কথায় বলে "এক জন বড় মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্‌করামো দ্যাখাবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুটে ভাড়া করে বড় মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড় মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকা মুটের ওপোর বসে আস্‌তে দ্যেখে বল্লেন, ভাঁড়! এ কি হে? ভাড় বল্লে ধর্ম্মাবতার "আজ্‌কের এই এক নতুন!" আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম্— এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হলো, নক্‌শা খানির দুপাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ[3] এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা[4] হয় নাই— সত্য বটে অনেকে নক্‌শা খানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা[5] বলা বাহুল্য, তবে কেবল এইমাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।[৩]

---

1. 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা' শীর্ষক ভূমিকা দ্বিতীয় (১৮৬২) সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত, তৃতীয় (১৮৬৮) সংস্করণ অর্থাৎ প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা'—র পূর্বে সংযোজিত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত।
2. ভাষাতেও (দ্বিতীয়)
3. কারণ *আমি* এই (দ্বিতীয়)
4. ব্যবহার *করি* নাই (দ্বিতীয়)
5. নন তা *আমার* বলা (দ্বিতীয়)

নক্‌শাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দ্যেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম[৪] দেখে শুনে— ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা ব্যেঁধে আরসী ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো— পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা

পাঠক! হুতোমের নক্‌শার প্রথমভাগ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত[৫] হলো। যে সময় এই বই খানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়্‌বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যে গুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র,[৬] পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদশা, তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিম্বা কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; সুদু পড়া কি,— অনেকে সুদ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদ্‌মাইশী ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটী সাধারণের ঘর কন্নার কথা *Household words*.

পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান্, হুতোমের নক্‌শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড়[৭] ও পচালে[৮] পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো— ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদূর নীচ নন যে, দাদ তোলা[৯] কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক[১০]; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে আর্‌সুলা খায় না ও গায়ে পিঁপড়ে কাম্‌ড়ালে ডঙ্ক ধরে[১১] না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বল্‌তে পারেন্ ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহদুর ও বর্দ্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসোরে এলেন?[১২] তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি, অ্যাত ঘরঘ্যাঁশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য কোন গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ূর ভঞ্জের মহারাজার মোক্তার মহারাজের জন্যে মেছো বাজার হতে উৎকৃষ্ট জরীর

লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন সেটী পাগ্‌ড়ীর কলগী[১৩] ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগ্‌ড়ির উপর বেঁধে মজ্‌লিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোল-কল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত "বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই?" বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণন করেন।

হুতোমের নক্‌শার অনুকরণ করে বট্‌তলার ছাপাখানা ওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান,[১৪] ও অনেকে হুতোমের উতোর বলে, "আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান,"[১৫] হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগর বারিতে আপনার মুখ আপ্‌নি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক। কিন্তু কতদূর সফল— হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্রদ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌শার উত্তর দিতে উদ্যত হল ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাব্‌সা চল্লো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোঁড়া ও হোঁসেন খাঁর জিনির[১৬] মত সহৃদয় সমাজে জান্‌তে পাল্লেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁকে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ।

মহাশয়! "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া "দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে" এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে "দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ" প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ায় অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (তাঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সাম্প্রদায়িক এই মাত্র। উপস্থিত মহৎকার্য্য পরিশ্রম অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিত পরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতিত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিস্বভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, একারণ এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবর্ত্মে না দণ্ডায়মান হইলে কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কারক এবং দেশের হিতেচ্ছকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বাত ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশ রূপ যশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্তমাণে মহাশয়ের মতাণুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য

বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সর্ত্তরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি[১৭] নিবেদন ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ— ২০ জ্যৈষ্ঠ—

পু

লিপীখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদাণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞার আসাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম কৃপাবলোকণ যে রূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা, য়া রূপ কারাবাসেঃ কা, লে কালে আয়ুনাশেঃ ভো, লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনেঃ চ লি, তে সুজন সনেঃ হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে ॥
সদ্য প্র, মদেতে মত্তঃ ত্যজি প্র, সঙ্গের তত্ত্বঃ নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরিঃ বৃথার, স, পান করিঃ মনম থ, অনুক্ষণ মনে ॥
ভারতে ত ন্ন, তা করিঃ অভেদ ভি ন্ন, তা হরিঃ দেখাইছে মু, ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায়ঃ ত্যজে পাপ ম সি, হায়ঃ শুনি মুনি মু খো, গুণ গান ॥
ভারত বেদের অ ং, শঃ শ্রবণে কলুষ ধ্ব ং, শঃ ভারতে ভারত পা, প হরে।
হরি গুণ সদত্ ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভাগবতে কর আ ধ্যা, নরে[১৮] ॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে[১৯] এই ভিক্ষুকের পত্র খানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্কুল বয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেচেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নক্‌শার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বই খানি বিক্রী করেন বলিই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপান গেল।— এখন পাঠক! তুমি ঐ পত্রখানিই পাঠ করে জান্‌তে পারবে, হুতোমের নক্‌শার সঙ্গে "আপনার মুখ আপনি দ্যাখ" গ্রন্থকারের কি রূপ সম্পর্ক!

শত্রুঘ্নপুর
১লা এপ্রেল

শ্রীতালা হূল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্।[২০]
প্রকাশক।

হুতোম প্যাঁচার নকসা।

সূচীপত্র।[1]

প্রকরণ	
চড়ক	৪১
বারোইয়ারি	৫৬
হুজুক	৯০
ছেলে ধরা	৯০
প্রতাপচাঁদ	৯১
মহাপুরুষ	৯১
লালা রাজাদের বাড়ী দাঙ্গা	৯৪
কৃশ্চানী হুজুক	৯৫
মিউটিনী	৯৫
মরা ফেরা	৯৮
আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা	১০০
নানা সাহেব	১০১
সাত পেয়ে গরু	১০১
দরিয়াই ঘোড়া	১০১
লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা	১০২
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩
ছুঁচোর ছেলে বুঁচো	১০৩
জসটিস্ ওয়েল্‌স্	১০৩
টেকচাঁদের পিসী	১০৫
পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ	১০৫
রমাপ্রসাদ রায়	১০৬
রসরাজ ও য্যামন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল	১১২

---

1. সূচীপত্র।

প্রকরণ

১২০২ শালের নক্‌শা।

চড়ক

১২০৩ শালের নক্‌শা।

বারোইয়ারি পূজা

১২০৪ শালের নক্‌শা।

হঠাৎ অবতার

১২২২ শালের নক্‌শা।

স্নানযাত্রা

বুজ্‌রুকী ১১৪
হোঁসেন খাঁ ১১৪
ভূত নাবানো ১১৫
নাককাটা বন্ধ ১১৮
বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার ১২৩
স্নান যাত্রা ১৩৪

কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ।[1]

[2]"কহই টুনোয়া—
সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী" টুনোয়ার টপ্পা।[২১]

কলিকাতা সহরের চার দিকেই[3] ঢাকের বাজ্না[4] শোনা যাচ্চে, চড়্কীর[২২] পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা[5] বাণ[২৩], দশলকি,[২৪,6] কাঁটা ও বঁটি[২৫] প্রস্তুত কচ্চে—; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে[7] চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি[২৬] মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান[২৭] গাম্চা হাতে বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁশারির আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!"

[8]কোম্পানির বাংলা দখলের[২৮] কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁশী[২৯] হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান[৩০] ছিলেন, সেকালে নিম্কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড় মানুষ কব্লাতে[৩১] গেলে[9] বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ,[৩২] শ্রোত্রিয়,[৩৩] কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর

---

1. *'ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার চড়ক পর্ব্বাহ'* (প্রথম)
2. দ্বিতীয় সংস্করণে টুনোয়ার টপ্পার স্থলে,
   "হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে?
   কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
   এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
   হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাঁসিবে
   সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
   কুমার—সে সময় মনে য্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে!"
   বাঙলা কাব্যে এইটিই প্রথম ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরে যাকে প্রভূত জনপ্রিয়তা দান করেন ও 'গৈরিশ ছন্দ' নামে সুপরিচিত হয়।
3. 'সহরের চারি দিকেই' (প্রথম), '১২০২ *শাল।*শহরের চার দিকেই' (দ্বিতীয়)
4. *'বাদ্দি'* (প্রথম ও দ্বিতীয়)
5. 'কামারেরা *ফরমাশ মত* বাণ' (প্রথম)
6. 'দশলকি, *সুতশোন,* কাঁটা' (প্রথম)
7. 'টুপি, চন্দ্রহার *আর*...পরা, ছোবানে তারকেশ্বরে গাম্চা' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
8. "কোম্পানির বাংলা দখলের...নিত্য সেবা হয়ে থাকে। এ দিকে" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত। 'সুতরাং প্রপিতামহ' (দ্বিতীয়)
9. 'গেলে যে গুলি আবশ্যক' (দ্বিতীয়)

কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত[10] —বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম্ম ফাক্ যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষীর খুঁচীর[৩৪] নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা[৩৫] নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা[৩৬] গলায় দিয়ে[11] নিজ নিজ[12] বীরব্রতের ও মহত্ত্বের[13] স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের[14] সংগতে নেচে ব্যাড়াচ্চে[15]। ঢাকীরা ঢাকের[16] টোয়েতে[৩৭] চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে[17] সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে[৩৮] ব্যাড়াচ্চে; কখন "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চিৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে,[18] কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্[19] করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো[20], আজ বৈকালে কাঁটা ঝাপ! আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো[21] মূল সন্ন্যাসী[৩৯] কাণে বিল্বপত্র গুঁজে,[22] হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুক্তে ধুক্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো;[23] সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; [24] মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে[25] বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ!

[26]বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে[৪০] টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্তে লাগ্লো[27]। [28]সহরের বাবুরা ফেটিং,[৪১] সেল্‌ফ ড্রাইভীং বগী[৪২] ও

---

10. 'অনুগত *রয়েচে*' (দ্বিতীয়)
11. 'সূতা গলায় নিজ' (প্রথম)
12. 'দিয়ে নিজ বীরব্রতের' (দ্বিতীয়)
13. 'মহত্ত্বের *গৌরবের* স্তম্ভস্বরূপ' (প্রথম)
14. 'ঢাকে ও *ঢোলের* সঙ্গতে' (দ্বিতীয়)
15. *'নাচতে লেগেচে'* (প্রথম)
16. 'ঢাকীরা টোয়েতে' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
17. 'পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে *বাজিয়ে*' (প্রথম)।
    'ঢাক বাজিয়ে *বাজিয়ে*' (দ্বিতীয়)।
18. 'যোগ *দিতেছে*' (প্রথম)
19. 'কখন পেছনটা দুম্' (প্রথম)
20. 'দিন *এসে পল্লো*' (প্রথম)
21. 'ঝাপ। চার পুরুষের বুড়' (প্রথম)
22. 'বিল্বপত্র *গোজা*' (প্রথম)
23. 'উপস্থিত। সে নিজে' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
24. 'সুতরাং *বাবুকে নমস্কার কর্ত্তে হলো*' (প্রথম), 'সুতরাং *বাবুকে তারে নমস্কার কত্তে হলো*' (দ্বিতীয়)
25. 'উপর দিয়ে *গিয়ে*' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
26. '*ক্রমে* বৈঠকখানার' (প্রথম)
27. *'ফিরতি ধুলভরা কুটিওয়ালারা দেখা দিতে লাগলেন'* (প্রথম)
28. "সহরের বাবুরা ফেটিং...এদিকে আমাদের বাবুদের" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।

ব্রাউহ্যামে[৪৩] করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড, ভদ্র লোক, বা মোসাহেব[৪৪] সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্‌লেন—দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদা গাড়ী[৪৫] চল্লো, পাছে লোকে জান্তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ[৪৬] করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন[29]; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ![৪৭]— কুটীওয়ালারা[৪৮] গহনার ছক্কড়ের[৪৯] ভিতর থেকে উকী মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এ দিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা[৫০] [30]আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তি[31] যোগে হাটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে— শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিট্‌চ্চে, প্রায় আধ্ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একে বারে মাতায় হাত দিয়া বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে", সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য[32] মতে বাড়ির কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী[33] দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে— "মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে," "ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো[৫১] মেকে বেরুচ্ছিলেন—[34] শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে কাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের[৫২] চাপ্‌কান পরে,[35] সাজ গোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সারগেতে চল্লো; মোসাহেবরা বাবুর সমূহ বিপদ্ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজন তলায়[36] সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চ স্বরে 'ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।— বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ্ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র করে ফুলের মালা

---

29. 'মনে করেন; একত্রে বসেই' (দ্বিতীয়)
30. 'মাথা চালা *হচ্চে*' (প্রথম)
31. 'ভক্তি *সহকারে*...কেবল গঙ্গাজলের ছিটে দিচ্চে' (প্রথম)
32. 'গিন্নির *এক* মতে' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
33. 'এক জন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী পাঁচ জন' (প্রথম)
34. 'বোকো মেকে *বেরোন আর কি* শুনেই' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
35. 'চাপকান *পরেই চল্লেন*' (প্রথম), 'চাপ্‌কান পরে—সেই সাজগোজ সমেতই চল্লেন' (দ্বিতীয়)
36. 'গাজন তলায়' প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।

জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে "বাবা ফুল দাও", "ফুল দাও", বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে[37] এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধ ঘণ্টা এই রূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো! সকলের আনন্দের সীমা নাই "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠ্‌লো, না হবে কেন কেমন বংশ!

ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজোন তলায় বিশ আটি বিছালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডাল গুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটা গুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো; উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুট্‌লে বল্‌বার যো নাই![38] এ দিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে[৫৩] দেখে নিলুম, কেউ জান্তে পাল্লে না।[39] ক্রমে সকলের ঝাপ খাওয়া ফুরুলো; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্‌টো ঝাপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগ্‌লেন—"গিন্নিরা[40] বলে দিয়েচেন, ঝাপের কাঁটার এমনি গুণ যে, ঘরে রাখ্‌লে এ জন্মে বিছানায়[41] ছারপোকা হবে না!"

[42]এ দিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশোর ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো।[43] সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেল ফুল!" "বরফ!" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্চে।[44] আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে অথচ খদ্দের ফিচ্চে না[৫৪]—ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনী আর সীমলের ধুতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল্ হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায়[৫৫] এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্চেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেসা[৫৬] দেখে বাড়ি ফির্‌বেন! মেছোবাজারের হাঁড়ি হাঠা—চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণা গাছির গলি ও আহিরি

---

37. 'বাবুর কল্যাণে' প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।
38. 'যো নাই। *দর্শকের মধ্যে দুএক জন ব্রাহ্ম ও কুটেল*' (প্রথম), পরবর্তী সংস্করণে 'ব্রাহ্ম' শব্দের বর্জন লক্ষণীয়।
39. 'জান্তে পাল্লে না *কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই*' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
40. *'গিন্নি'* (প্রথম)
41. 'বিছানায় *কখন*' (প্রথম)
42. 'হবে না।" কাঁশোর ঘণ্টার' (প্রথম), 'এ দিকে সন্ধ্যাসূচক' (দ্বিতীয়)
43. 'থামলো, পথের সমুদায় *গ্যাসের* আলো' (প্রথম)
44. "আবগারীর আইন অনুসারে...আয়েস করে থাকেন" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।

টোলার চৌমাথা[৫৭] লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাসের ঘরে[45] ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে—বিদ্দেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়্‌চে। পীল ইয়ার[৫৮] ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ[৫৯] সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে।[46] [47]রাস্তার ধারের দুই এক খানা কাপড়, কাঠ কাট্‌রা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার[৬০] পোদ্দার ও সোণারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ত কাট্‌চে।[৬১] শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে[৬২] মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামচা কাঁদে ভালো মাচ নিবি?" ও "খেংরা গুপো মিন্‌সে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দু এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর[৬৩], গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ," বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল[৬৪] কচ্চে; এমন সময় বাবুদের গাজন তলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো; গোল উঠ্‌লো, এ বারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; [48]বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজন তলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—এক জনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে[49] দিয়ে তার মুখের কাছে আগুণের উপর গুড় ধুনো ফেল্‌তে লাগ্‌লো[50] ক্রমে একে একে ঐ রকম করে দুল্লে ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের সেতার বাজ্‌তে লাগ্‌লো, "বেল ফুল" "বরফ" "মালাই" ও যথামত বিক্রি করবার অবসর[51] পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যাল।

আজ নীলের রাত্তির![৬৫] তাতে আবার শনিবার; [52]শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার থাকে—পানের খিলীর দোকানে বেল লণ্ঠন[৬৬] আর দেওয়াল গীরি[৬৭] জ্বল্‌চে।

---

45. "পাশের ঘরে *ছেলেরা চীৎকার করে "এ বগ্ এক নীচের ঘর' "এ ন্যাপ এক অল্প নিদ্রা" "এ ডল্ এক ক্ষুদ্র বালকের খেলিবার ঘড়ি" "এ দাঁ এক গন্ধবেনে" বলিয়া চীৎকার করে পাঠ কচ্চে"* (প্রথম)। শহরের বেনেবাবুদের প্রতি হুতোমের বিরাগ নকশায় স্পষ্ট, কিন্তু অন্যত্র কোথাও এমন উদ্ভট ঠাট্টা করেননি। ভুলে ভরা পাঠ্যাংশটিও অতীব বিচিত্র। হয়তো এই সব কারণেই পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত।

46. "উপক্রম করেছে, *এমন সময় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে সন্ন্যাসীর নাচুনি, ব্যাপার খানা কি? "উঃ বটে। বটে!" এবারে ঝুল্ সন্ন্যাস, ভারা টারা বাঁদা শেষ হয়েছে"* (প্রথম)

47. "রাস্তার ধারের দুই এক খানা...বাড়ির সামনের মাঠে" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত

48. "বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে...ঘুর ঘুর কচ্চেন" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত

49. 'ঝুলিয়ে *দেওয়া হলো'* (প্রথম)

50. "ফেল্‌তে লাগ্‌লো। *সাবাস্, ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে প্রশংসা, একে একে"* (প্রথম)

51. 'অবসর *হলো*। আজ নীলের' (প্রথম)

52. "শনিবারের রাত্তিরে সহর...ভ্রূক্ষেপ নাই।" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত, 'আজ ওদের' (প্রথম)

ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন শহর মাতিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গ সুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওলা এক জন চোর ধরে বেদে নে যাচ্চে—তার চারি দিকে চার পাঁচ জন চোর হাস্‌চে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে, তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোন তলায় চিৎপুরের হর। ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি।[৬৮] আজ্ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধূম,—[53]চৌমাথার চৌকিদারদের পোহা বারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়্‌বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন্ যে—"ঘোষেরা[54] পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটী পাচ্চে না" "পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে[55] ও গন্ধ বেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েচে"! [56]আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোররা ও "বলে ভদ্দেশ্বর শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং, করে রাত[57] চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্‌কা[৬৯] বাবুরা ঘরমুখ হয়েচে। উড়ে[58] বামুনরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ করেচে।[59] রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেচে; দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুর গুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোক শূন্য।[60] ক্রমে দেখুন—"রামের মা চল্‌তে পারে না", "ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা," "মাগি যে জল্লী[৭০]" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গা স্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে।[61] পুলিষের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ[৭১] সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ—হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক্ ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁট্‌তে আঁট্‌তে চলেচেন, কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি[৭২] ও

---

53. 'চৌমাথার চৌকিদারদের পোহা বারো' অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।
54. 'কাল *সকলে* "ঘোয়েরা' (প্রথম)
55. 'গেছে ও বেনেদের' (প্রথম)
56. 'সর্ব্বনাশ হয়েছে, *শুন্‌তে পাবেন*' (প্রথম)
57. 'রাত' প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।
58. উড়ে *বেহারারা*' (প্রথম)
59. করেছে, *গ্যাসের* আলোর' (প্রথম)
60. 'লোকশূন্য, "রামের মা' (প্রথম)

ক্যারামত[৭৩] জাহির করবেন—সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ[৭৪] বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে "হারমোনিয়াম" ও "পিয়ানো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্টর [62]মহলে একাদশ বৃহস্পতি!!!

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যাল[৭৫]! কাকগুলো "কা কা" করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে[63]। [64]দোকানিরা দোকানের ঝাপ্তাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে[৭৬] প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্ছে।[65] ক্রমে ফরসা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্তে লেগেচে—মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে[66]। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুণ, বাজরা বাজরা আস্চে। দিসি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত[৭৭] মত গাড়ি পাল্‌কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাঁসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক[৭৮] হওয়াতে অনেক গোদাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দু-চার গোদাগাকে[৭৯] প্রাক্‌টিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের অষুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন।[67] সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই "সদ্য মৃত্যুশ্বর" ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক[৮০] ও দাতাকর্ণের পুঁথি[৮১] পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন!

---

61. "ভার নিয়ে চলেছে। *(সেবারে চিৎপুরে আগুন লাগাতে অনেক ভদ্রসন্তান গাড়ি কোরে রাই নিয়ে ছুটে ছিলেন) পুলিসের "রাতকানা সার্জ্জন"; "ঠোট্‌কাটা দারোগা", "নুলো জমাদার", "কুরুণ্ডে পাহারাওয়ালা", গরিবের যম মহাশয়েরা রোঁদ"* (প্রথম)

62. 'সুতরাং *দারোগামহলে* একাদশ' (প্রথম ও দ্বিতীয়)

63. "উজ্জুগ কল্লে। *বড় বড় হিন্দুচূড়ামণি দলপতি বাবুদের নিজ নিজ রক্ষিত মেয়ে মানুষদের রোজ সই হলো। কেউ পাল্‌কি, কেউ গাড়ি করে বাড়ি বিদেয় হলেন। বাবু প্রাতঃস্নান করবার উজ্জুগ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। আজ সকালে বড় কাজ, কমলা গাচির গোপাল ন্যায়রত্ন পিরিলির বাড়ি বিদেয় নিয়েচেন, সুতরাং তাঁকে দল থেকে ছাঁটা হবে। বাগাম্বর মিত্র বিধবা বিয়েয় গিয়েছিলেন, সেথায় খানা খেয়েইচেন, তার ভুল নাই। কারণ "গাঁয়ুলি মশায় বলেচেন, বিধবাবিয়েয় মণ্ডার পরিবর্তে হাঁসের আণ্ডা ও দধির বদলে বিয়ার দিয়ে বিধবাদলের ভট্টাচার্য্যরা ফলার করে থাকেন" সুতরাং তাঁকে কিরূপে ভাগ্‌নের বিয়ের সামাজিক দেওয়া হয়, গাঁয়ুলি মশাই ত মিচে কথা কবার লোক নন!"* (প্রথম), যদি বাগাম্বর ওরফে দিগম্বর মিত্র সম্পর্কে এটি নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা ধরে নেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাচ্ছে পরবর্তী সংস্করণেই (১৮৬২) তাঁর সম্বন্ধে হুতোমের ধারণা পরিবর্তিত! 'গোপাল ন্যায়রত্ন *ঠাকুরবাড়ি* বিদেয়' (দ্বিতীয়)

64. 'দোকানিরা দোকানের...উজ্জুগ কচ্ছে' অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।

65. "উজ্জুগ কচ্ছে। বড় বড় হিন্দুচূড়ামণি...কবার লোক নন" (দ্বিতীয়), 63 পাঠভেদ দ্র.

66. "পেচু দৌড়েছে। টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে অথচ *পরামাণিকের পাদোদকের চারি আনা পয়সাও ছাড়া হবে না। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাবী ভগবান্ কল্কি অবতারের অগ্রজ হঠাৎ অবতারের সভাসদ্ তাঁকে একবার বাবুর কাছে হাজ্‌রে দিতেই হবে। বাবু—ও গলির "জপের বাড়ি" থেকে উঠে এসেই দেখ্‌বেন যে, বৈঠকখানা লোকারণ্য গুরু, পুরুৎ, দলস্থ, মোসাহেব, উমেদার, কন্যাদায়, দালাল, আইবুড়, অন্নদাস গিস্ গিস্ কচ্চে। ভাগিনে, জামাই ও পিস্তুত ভেয়েরা গোকুলের শাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে। ময়লার গাড়ি দ্যাখ [!] দিয়েছেন, এঁরা গবর্মেণ্টের পুষ্যি পুত্র, এঁদের প্রসাদে রাস্তায় লোকের চলা ভার, লাট্‌কেও ভ্রূক্ষেপ নাই।* আদ্‌বুড়ো বেতোরা" (প্রথম)। 'জপের বাড়ি' অর্থ রক্ষিতাগৃহ, পৃ. ১৩১ বর্ণনা দ্র.। 'হঠাৎ অবতার' নকশা প্রথম সংস্করণে না থাকা সত্ত্বেও 'ঠণ্‌ঠণের হঠাৎ অবতার'-এর ছবি সেই সংস্করণে স্থান পেয়েছে কেন, তার উত্তর মেলে এই অংশে।

টুলো পুজুরি ভট্চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে।[68] আদ বুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে।[69] ইংলিস ম্যান[৮২], হরকরা,[৮৩] ফিনিক্স,[৮৪] এক্সচেঞ্জ গেজেট,[৮৫] গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েচে—হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে, পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম[70] ইন্‌স্টল্‌মেন্টে—সিপ্‌সরকার[৮৬] ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম[৮৭] বেরুলেন। আজ গবর্মেন্টের আফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরদিগকে[৮৮] দেখ্‌তে পেলাম না।[71] আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আফিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল—দুই এক জন সেকেলে-কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেনসন্ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের[72] মাথায় পাগড়ি দেখ্‌তে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেসানের[৮৯] বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরমাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

[73]দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালা বাবুদের[74] বাড়িতে একবার যেতেই হবে—"কার বাড়ি বিক্রি হবে," "কার বাগানের দরকার" "কে টাকা ধার কর্‌বে" তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহুরে বাবুরা, দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীকার ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন[৯০]![75]

দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে[76] বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্র লোকের ছেলেকে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক "রেস্তহীন

---

67. "জল খাইয়ে সারেন—*কেউ কেউ ডাক্তারি ছেড়ে ম্যানেজারি, মোক্তারি ও দালালি ধরেছেন, তাতে বিলক্ষণ দশ টাকা পাওনা আছে, সহুরে কবিরাজরা*" (দ্বিতীয়)
68. "চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন। টুলো পুজুরি...আদ্‌বুড়ো" (দ্বিতীয়), চড়ক 66 পাঠভেদ দ্র.
69. "ইংলিস ম্যান...কাগজ পড়াই আবশ্যক" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত
70. 'দলের প্রথম *উসুল, সিপসরকার*' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
71. "আজকাল ইংরাজি.....থাকে না থাকে হয়েছে" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত
72. 'কুঠিওয়ালা *সাহেবদের* মাথায়' (দ্বিতীয়)
73. 'কিন্তু দালালের অব্যাহতি' (প্রথম)
74. 'টাকাওয়ালার বাড়িতে' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
75. "আড়ে গেলেন। *চাকোর দালালদের উপর আর একটি বড় বিশ্বাসের কাজ দেওয়া আছে, সেটিতে কেবল "ব্লুপিল" ও ডিকক্‌সেনর" মূল্য বৃদ্ধি করে।* দালালি কাজটা" (প্রথম), অর্থ চাকর দালালরা বাবুর জন্য বেশ্যা জোগাড় করে। 'ব্লুপিল' উপদংশ (Syphilis) নামক যৌনরোগের পারদ ঘটিত ঔষধ, 'ডিকক্‌সেন' (Decoction) অর্থ গরম করে, ফুটিয়ে প্রাপ্ত নির্যাস।
76. 'মতন" বিলক্ষণ গুড়' (প্রথম ও দ্বিতীয়)

মুচ্ছুদ্দী"[৯১] "চার বার ইন্‌সালভেন্ট", এখন দালালী ধরেছেন। অনেক পন্নলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম"[৯২] ফেঁদে ফেল্লেন—এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্ম্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে[৯৩]—ও ব্যাভারবেণে[৯৪] বড় মানুষের ছলনারূপে নদীতে বেঁউতিজাল[৯৫] পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, সুতরাং মনের মতন কটাল[৯৬] হলে চুনো পুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেলো। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধূলোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন[৯৭], সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আস্‌চে।[77], [৯৮]বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ার গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ,[78] সকের দলের পাঁচালি[৯৯] ও হাপ্ আক্‌ড়ায়ের দোয়ার,[১০০] গুল গার্ডনের মেম্বরই অধিক,—এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষ্‌দের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশী প্রাপ্ত হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভালবাসেন; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখ্‌তে বেরোন।[79] অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে[80] জরির কারচোপের[১০১] কর্ম্ম করা কাবা[১০২] ও গলায় মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠী, দু হাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাটবৎসর—ভাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

[81]অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে[১০৩] নম্বরওয়ারী[১০৪] ও মোৎফরেক্কার[১০৫] তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগ্‌ত,[১০৬] এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ এক বারে আঁত্‌কে পড়েন—ঘাগি গোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। দুকুর ব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের[১০৭] পেলেদের[১০৮] মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বার মো-সাহেব সঙ্গে[82]

---

77. 'কালীঘাট থেকে আস্‌তে লেগেচে' (প্রথম)
78. 'পরিপূর্ণ', "*থিয়েটারের অ্যামেতিওর*", "সকের দলের" (প্রথম)
79. 'দেখতে বেরোল। *অনেকের লুকিয়ে দেখা রোগ আছে।* অনেকে বুড়ো (প্রথম)
80. 'জরির বুকে কারচোপের' (প্রথম)
81. "অনেকে পাড়াগাঁয়ে জমিদার.....কর্ম্মে মকরর্ হন" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।
82. 'সঙ্গে *বাবুর* বাইজানের' (দ্বিতীয়)

বাইজানের ভেড়ুয়ার[১০৯] মত পোসাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার[১১০] বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান মা! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ[১১১] আর ঝুমুরের[১১২] প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনি মামলার গ্রেপ্তারী ও মাহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্ব্বণ বিসর্জ্জন আর স্নান যাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন!

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে[১১৩] হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই একজন জমীদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রসংশা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচূল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর বোড়স্যা[১১৪] ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোনাগাছীতেই কাটান,[১১৫] লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার[83] হাত ধরে যুগল বেশে জেটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপেড়ী হলে দেশে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে[১১৬] ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল[84] পেস হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ীর যোগাড় করা, খ্যাম্‌টা নাচের বায়না করা, প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান[85] ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজ করেন। সাতপুকুরের বাগান[১১৭], এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম[১১৮]—বালির ব্রিজ,[১১৯]—বাগবাজারের খালের কলের দরজা[১২০]—রকমওয়ারি বাবুর সাজান বৈঠকখানা,—ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে পার্‌লে[86] দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল[87] এজেন্টী কর্ম্মে মকরর[১২১] হন।[88]

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা[89] দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্‌ট'[১২২]। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া,—হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্‌স সামনে থাকে, পোলটিক্‌স ও বেষ্ট নিউস অব্ দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে

---

83. 'পরদিন *জানীর* হাত' (দ্বিতীয়)
84. 'প্রথমে দালাল ও *কোন কোন ছোট আদালতের উকীল* পেস' (দ্বিতীয়)
85. 'ভার পান। *উকীল* পলিটিকেল' (দ্বিতীয়)
86. 'ফেল্‌তে পারলে *উকীল বাবুর* বাবুর কাছে' (দ্বিতীয়)
87. 'দেশে গেলে *উকীল বাবু* এজেন্টী' (দ্বিতীয়)
88. "মোকরোর হন। *মিউনিসিপাল কমিশনরদের স্কেভেঞ্জরের গাড়ী—রেলওয়ে—আর ছোট আদালত হয়ে অনেক চালচুলহীন হাবাতে দাগা ষাঁড় তরে যাচ্চে, তা না হলে লোকের জিনিসপত্র সামলান ভার হত।*" (দ্বিতীয়)
89. 'বাবুরা *এখন* দুটি (প্রথম ও দ্বিতীয়)

হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা[90] সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ভূষিত; কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই[91] ওল্ড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে[92]—বাগাম্বর মিত্র[১২৩] প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বল্‌তে গেলে[93] এঁরা এরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই রূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব" "ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী,[94] এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেসী দান নাই!

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণি তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন চারটি "ইকুটী"[১২৪] দুটী "কমন্‌লা"[১২৫] আদালতে ঝুল্‌চে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্‌নোওয়ালা[১২৬] মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁট্‌চে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন,"[১২৭] "ওয়ারিন"[১২৮] "উকীলের চিঠি" ও "সফিনে"[১২৯] বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কর্চ্চে "য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা," অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।[95]

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে খেকো[১৩০] ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। পরশু দিন "বউ বউ" "লুকো চুরি" "ঘোড়া ঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দাওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের[১৩১] গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বস্‌তে হবে, নইলে ওঠ্‌সার কিস্তিতেই[১৩২] মাত্! ছেলের

---

90. 'পোঁচেন। সহৃদয়তা' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
91. 'এঁরা ওল্ড' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
92. 'দ্বিতীয়ের মধ্যে কতকগুলি সাপ হতেও' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
93. 'গেলে *তারা* একরকম' (প্রথম ও দ্বিতীয়)
94. "পলিসি"—দাতব্য দুর পরিহার। চার আনার বেসী দান নাই। *কেউ ধার্ম্মিকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আস্তানায় টাকার দর্‌গা করে কাছা খুলে ফয়তা দিচ্ছেন, লোকে জানুক্ মোল্লাজী বড় বুজ্‌রুক! কিন্তু জবায়ের বেলা গরু বাচুর এড়ায় না। এক জন হিঁদু বামুন এই মোল্লাজীর হাত থেকে একটি ভগলপুরে বাছুর বড় বাঁচিয়েছিলেন, তাঁরেই বলিহারি। এদের মধ্যে যিনি রেস্ত কম, কি ব্রোক, তিনি আবার ভয়ানক লোক, ধূল যেমন জুতো দিয়ে মাড়ালেও মাথায় ওঠে, এরা তা হতে অপকৃষ্ট ও ইতর।"* (প্রথম) "কেউ ধার্ম্মিকের...বলিহারি' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে অনুপস্থিত। *"কেউ ইংরিজি লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি বা স্বাধীন রোজগার পেয়ে কলে কৌশলে "শরীরের অর্দ্ধেক হতে প্রিয় বস্তু" পরকে ব্যবহার করতে দিয়ে আজ আভীল হয়ে অনেক চাল চাল্‌চেন তার সে দিন আর মনে নাই তবু এখনও টাকার গন্ধ রয়েছে, কিছু বাসি হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।"* (প্রথম), স্বার্থসিদ্ধির জন্য যিনি নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে পরকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, তিনি কি কোনো এক মিত্রজা? যাঁর উল্লেখ নকশায় একাধিকবার আছে।
95. "লাভ কত্তে পাচ্চেন না। *তার পক্ষে এই শহর সসর্প গৃহতুল্য হয়েছে। তিনি য বার পা ফেল্‌চেন তবারি যেন আতঙ্কে সাপে কামড়ালে বোধ হচ্চে, তিনি সকলকেই নিজ শত্রু নিশ্চয় করেছেন, এ সংসারে এমন এক জন নাই যে, তাঁরে সময়ে সান্ত্বনা করে।"* (প্রথম)

হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার,—কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু," কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজো পিসের মামার খুড়ো পিস্‌তুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেস্ হচ্চেন, "উমেদার" "কন্যাদায়" (হয়ত "কন্যা দায়ের" বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুট্‌চেন; আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আমলে আস্‌বে।[96]

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগ্‌লস আঁটা সাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ড চেন[১৩৩] গলায়, আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদ গেঁড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকীল, সেকস্‌ন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজ্‌মেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিন্‌টে ছেলে।

[97]কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটি কৃষ্ট[১৩৪] ভায়া[98]—সুবর্ব্বন চৌকিদারের মত পোসাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঁঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়ে যেন পুতুল নাচের নকীব।[১৩৫] কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা[১৩৬] এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়!

চিঠপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার[১৩৭] সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগেতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা," ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী[99] দশলকী ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে[100] নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়ি মাছ বাধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং

---

96. 'কোথাও এক...আমলে আসবে' প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।
97. "কোথাও পাদরি সাহেব...হতেও ভয় হয়" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।
98. 'ক্যাটি কৃষ্ট ভায়া' দ্বিতীয় সংস্করণে অনুপস্থিত।
99. 'পেছনে কতক সন্ন্যাসী' (দ্বিতীয়)
100. 'পোড়াতে ও নাচ্‌তে (দ্বিতীয়)

বাজাচ্চে।[১৩৮] পেচনে[101] বাবুর ভাগনে, ছোট ভাই বা পিস্‌তুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালিঘেটে ধূলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখ্‌চেন, মধ্যে বাজ্‌নার শব্দে ঘোঁড়া খেপেচে—হুড় মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে; অমনি মার্শল ল জারী হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা[১৩৯] পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের[102] রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছু কালের মত জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি[১৩০] খেয়ে ফেল্লে। গাজন তলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো[103] — [104]এ বছরের মত বাণ ফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যাল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্ব কালের এক বৎসর গ্যাল দেখে যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গ্যাল দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়টি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড় বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান[105] বৎসর স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়্‌লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্ করে[১৪১]—স্কুলে নতুন ক্ল্যাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক্ যেমন গুর্ গুর্ করে—মভুঞ্চে পোয়াতীর[১৪২] বুড় বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়; পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়্‌লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান[১৪৩] দিয়ে বরন করে ন্যান—নেসার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটী ভাল রকমেই

---

101. 'পেচনে বাবুরা, বাবুর ভাগনে' (প্রথম)

102. 'দর্শকেরা কোম্পানির রাজ্যে' (প্রথম ও দ্বিতীয়), ১.১১.১৮৫৮ খ্রি. ভারত সরাসরি রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয়, কিন্তু হুতোম তাঁর ভুল সংশোধন করেন ১৮৬৮ খ্রি. সংস্করণে।

103. "ঘর বন্ধ হলো, *হুতোম প্যাঁচাও ছুটি পেলেন। মেয়েরা ছেলের কল্যাণে ষষ্ঠীর উপোস করেচে, সন্ধ্যার পর লীলাবতীর ডালা দিয়ে শিবের ঘরে বাতি জ্বালালে তবে জল খাবে, রাত্তিরে লীলাবতীপূজা হবে, মাজ রাত্তিরে মূল সন্ন্যাসী ঘটে করে জল আন্‌লে সেই জলে লীলাবতীর ঘট স্থাপন হবে।*"(প্রথম)

104. "এ বছরের মত বাণ....বৎসরের মান রাখেন" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত

105. 'বর্ত্তমান স্কুল মাষ্টারের' (দ্বিতীয়)

যাক আর খারাবেই শেষ হক, সজ্‌নে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধূলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কল্‌সি উচ্ছুগ্‌গু[106] কর্ত্তারা[১৪৪] আর নতুন খাতাওয়ালারই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক।[107] সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেকে[108] ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এ বারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালী পূজো করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজ কাল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়া কান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মাহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত পদ[১৪৫] ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে[109] ডাক্‌লে তিনি বুজতে পার্‌বেন না—আড্‌ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না; ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে,[১৪৬] তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা[১৪৭] দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়ক তলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। [110]সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী,[১৪৮] ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে[১৪৯] নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখ্‌তে বেরিয়েচেন, কেউ[111] কাঁসারীদের সং-এর[১৫০] মত পালকী গাড়ীর[১৫১] ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠ্‌লো দেখে সহরের নবশাক,[১৫২] হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন—ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়,[১৫৩] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,[১৫৪] বিদ্যেসাগর[১৫৫] ও কেশব সেন[১৫৬] জন্মাতে লাগ্‌লো—সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু ন্যাবড়ানের বদলে—ফাউলকরী ও রোল রুটী ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা,[১৫৭] মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান[১৫৮] চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা[১৫৯] মাকুঠেলা[১৬০] ও ভালুকের লোম ব্যাচা,[১৬১] কলকেতায় থাক্‌তে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার[১৬২] জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতী পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্র্যাউহাম বরাদ্দ হলো।[112] এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ও হরকরা দেখা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে

---

106. 'কল্‌সি উচ্ছুগ্‌গু আর নতুন' (দ্বিতীয়)
107. "সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা....তারি যোগাড় হচ্চে।' অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত
108. 'অনেকে কলসি উচ্ছুগ্‌গু' (দ্বিতীয়)
109. 'ভাষায় তাঁরে *স্তব কল্লে*' (দ্বিতীয়)
110. "সহরের বাবুরা বড়.....টাট্‌কাই শেষ করা গেল।" অংশ প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত
111. 'কেউ *কেউ* কাঁসারীদের' (দ্বিতীয়)
112. 'হলো, *তার* সঙ্গে সঙ্গে' (দ্বিতীয়)

কলে, কৌশলে, বেণেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া,[১৬৩] বাজি ও ঘোড়ার নাচ[১৬৪] এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিস আছে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বল্‌চেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক গণ্ড মূর্খ বরাখুরে[১৬৫] ভদ্র সন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতিবৎসরের গার্ডেন ফিস্‌টের খরচে—চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউন্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারইয়ারি পূজোর প্রতিমা পূজো শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুথী বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

[113]এ দিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হল্‌দে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ, ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি[114] বিক্রি কত্তে বসেচে।[115] "ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্জে। গোলাপি খিলির[১৬৬] দোনা বিক্রী হচ্চে। এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগ্‌লো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে ঘুত্তে লাগ্‌লো। কেবল 'দে পাক দে পাক'[116] শব্দ কারু সর্ব্বনাশ কারু পৌষ মাস! এক জনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোকে মজা দেক্‌চেন![117]

[118]পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নকসার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্‌সাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

---

113. '*চিনের চাকী, তলতাবাঁশের টিনের মুহরি দেওয়া* বাঁশী' (প্রথম)
114. '*হাঁড়ি সব* বিক্রি' (প্রথম)
115. 'বসেছে *ট্যানাক* ড্যানাক' (প্রথম)
116. 'পা নেড়ে ঘুচ্চে, কেবল, দেপাক্ দেপাক *দেপাক্*' (প্রথম)
117. "মজা দেক্‌চেন। *এই জাতই আবার সভ্য হতে চান, ইংরাজদের কপি করেন ও আত্মগৌরবে অন্ধ হন। হা বঙ্গদেশ। তুমিই ধন্য। হা কলিকাতা। তোমার অপার চরিত্র! তুমি বহুরূপীর বেহদ্দ, তোমাতে যে সকল জানওয়ার আছে, তা পৃথিবীর কোন চিড়িয়া খানায় নাই!!!*" (প্রথম ও দ্বিতীয়)
118. "পাঠক! চড়কের.....শিখাওয়ে কোতায়ালী।" অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে অনুপস্থিত।

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

[1]"And these what name or title e'er they bear,
————————I speak of all—"
Beggars Bush.[১৬৭]

সৌখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজনে খাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঢাকিরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুদ সস্তা হলো (এত দিন গয়লাদের[1] জল মেশাবার অবকাশ ছিল না) গন্ধবেণে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুলদার[১৬৮] ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে। জন্মফলারে যজমেনে বামুনেরা আদ্য শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁক্‌তে লাগ্‌লেন— তাই দেখে গরমি আর থাক্‌তে পাল্লেন না, "ঘরে আগুন" "জলে ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছোড়িয়ে পড়লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতুড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হোয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের মত দ্যাখাচ্চে,— কুটিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারান্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,— আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো!

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি[১৬৯] বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, (গ্যাল্‌ব্যানিক সকের)[১৭০] কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে— কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালিঘাট, আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখ্‌তে পাই।[3]

"চারআনা!" "চারআনা!" "লালদিকি!"[১৭১] "তেরজুরী!"[১৭২] "এসো গো বাবু ছোট আদালত"![১৭৪] বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে,—নবদ্ধাগমনের বউএর[১৭৩] মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন— সঙ্গি জুট্‌চে না। দুই এক জন গবর্মেণ্ট আপিসের ক্যারাণি গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে

---

1. "And these... beggars bush" অংশ অনুপস্থিত
2. 'এত দিন জল মেশাবার'
3. "দেখতে পাই। *সম্প্রতি একজন মৌলবী, সহরের "ছক্কর দোরস্তের" এক বিল বাঙাল কৌন্সলে পেস করেচেন—* মৌলবীর মেহেরবাণীতে কুটিওয়ালাদের চাকা মারার কস্‌লত তামাম হবে!"

হেঁটেই চলেচেন,— গাড়োয়ানরা হাসি টিট্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়!"[4] কমপ্লিমেন্ট দিচ্চে।

দশ্‌টা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান[5] গুলির আড্‌ডায়[১৭৫] জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুল্‌জার,— গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে[১৭৬] রাস্তা কেপে উঠ্‌ছে— বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

৺বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা[১৭৭] রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদ্‌তে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবল চাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর[১৭৮] হাট্‌খোলায় গদি; দশ বারটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চুণের[7] পাঁচ খান গোলা, নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও[১৭৯] মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বার মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বার দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়; এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ ভেঁড়ে এক ভাউলে[১৮০] ব্যাভ্যার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির!

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোণার তাগা, কোমরে মোটা সোণার গোট, গলায় এক ছড়া সোণার দু-নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যাল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ[১৮১] পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙ্‌লা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্‌টে "কম" আইস "গো" যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে হতো না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন, দাঁ মশায় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বার জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মরক হতেই সৃষ্টি হয়— ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার দোকানদার হেটোরাই বারোইয়ারি পূজোর প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া[১৮২], দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসেবে বারোইয়ারি

---

4. '*ইত্যাদি* কমপ্লিমেন্ট দিচ্চে।'
5. 'দোকান ও গুলির'
6. '*ঢাকার* বীরকৃষ্ণ', বীরকৃষ্ণ ওরফে শিবকৃষ্ণ দাঁ (টীকা১৭৮ দ্র.) ঢাকার বাসিন্দা ছিলেন না, ছদ্মবেশ অধিকতর করতে হুতোম তাঁকে ঢাকার লোক বানিয়েছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে লোকে যাতে সহজে চিনতে পারে সেজন্য 'ঢাকার' শব্দ বর্জন করেন। ভ্রম বশত পরের পৃষ্ঠায় 'ঢাকার বীরকৃষ্ণ' রয়ে গেছে এবং আলোচ্যটি বর্জিত হওয়ায় বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়েছে।
7. 'চুনের *চার* পাঁচ খানা'

TAGAS.

[Arm Ornaments.]

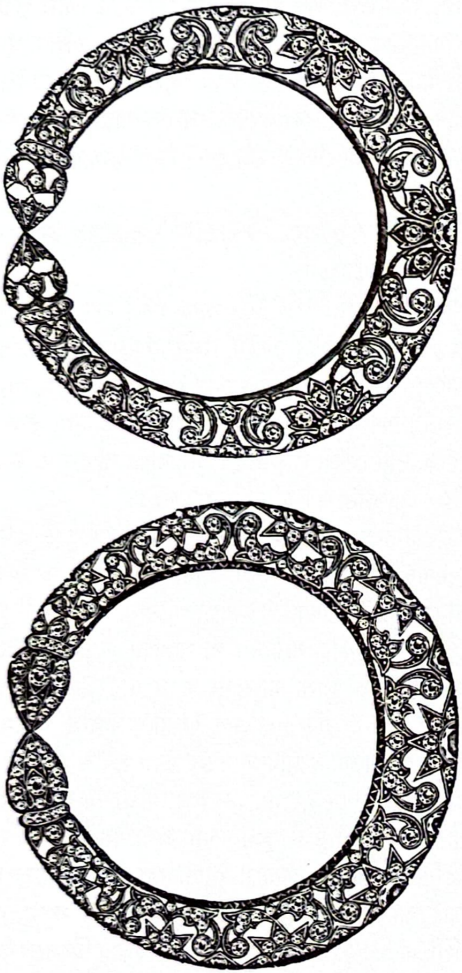

No. J. 524

No. J. 523.

Quotations for No. J. 523 and 524.

Choice Taga set all fine Brilliant Diamonds. From Rs. 7,000 to Rs. 10,000 per pair.
Mixed with Rubies or Emeralds. From Rs. 4,000 to Rs. 6,000 per pair.
Ordinary Roses, Rubies or Emeralds. From Rs. 1,500 to Rs. 2,500 per pair.

চিত্র ১ তাগা

খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারইয়ারী খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখীন লোকের কাছেই ওই টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন[৪]— অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই[৯] বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা[১৮৩] ও আর আর কাযের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে নুড়ি ঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের[১৮৪] বাড়ীর দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক্ করে গাড়ি থেকে লাপিয়ে পড়ে দরোয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড়মানুষের বাড়ীর দারোয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক![১৮৫] "হোরির বক্‌সিস" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্ত বাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কব্‌লে এক জন দরোয়ানকে বাবুকে এৎলা[১৮৬] দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারি" কিন্‌তে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" "উমেদার" "কন্যাদায়" "আইবুড়ো" ও "বিদেশী ব্রাহ্মণ" ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না! দত্তবাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো[10], তিনি কিসের জন্য হুজুরে এসেচেন— ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাদুনে[১৮৭] দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হজুরে পেস কল্লে।

পাঠক![11] "বড়মান্‌ষের বাড়ীর দরওয়ানের কথায়, এই খ্যানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগ্‌বাজার অঞ্চলের এক জন ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেন্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্তন্ন করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে তিল বুনে মাছ ছেড়ে[১৮৮] (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে প্রদীপ জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে আইবুড় ভাত খাবার মত— কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে

---

8. 'অধ্যক্ষ হন— *টাকা আদায় করা, কর্ম্মের যোগাড় করা* ও বারোইয়ারি'
9. 'কানাইধন বাবুই'
10. 'পরিচয় দিতে হয়েচে'
11. 'পেস কল্লে। বড় মানুষের'

ভোজন করে থাকি তবে আজ কাল সহরের[12] কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের[১৮৯] আমোদ করে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে[১৯০] পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট্, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের[১৯১] এক শেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখ্তে বসুন,— প্রতিমে বিসজ্জন— স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সার্তে অফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগ্বাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যাননি, কেবল গুটিকতক ফ্রেন্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এ দিকে ভোজের দিন নেমন্তুন্নেরা এসে একে একে জুঠ্লেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায়নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগ্লেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না— শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুই মাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার খুসীর আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বল্বে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বলল, তাই দেওয়া যাবে" জেলে বল্লে মশাই! "এর দাম বিশঘা জুতো!"

কর্ম্মকর্ত্তা "বিশ্ঘা জুতো!" শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়ত পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্তন্নে বাড়ির কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে[13] ঠাট্টা মসকরা কত্তে লাগ্লো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্লো না। শেষে কর্ম্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন জেলেও অম্লান বদনে পিট পেতে দিলে। দশঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে "মশাই! একটু থামুন, আমার এক জন অংশীদার আছে, বাকি দশঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আস্ছিলাম, তখন মাহের অদ্দেক দাম না দিলে আমার ঢুক্তে দেবে না বলেছেল, সুতরাং আমিও অদ্দেক বক্রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।" কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝ্তে পাল্লেন, জেলে কি জন্য মাছের দাম বিশঘা জুত চেয়ে ছিলো। দরয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিক ক্ষণ জেলের দামের বক্রার জন্য প্রতীক্ষে করে থাক্তে হলো না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশঘার অংশ দিলেন।[14] পাঠক! বড় মানুষেরা এই উপন্যাসটি মনে রাখবেন।

---

12. 'আজকাল সহরের *বাবুরা* কেউ কেউ'
13. 'মাতাল বলে *জেলেকে* ঠাট্টা'
14. 'সহরের বড় মানুষেরা এই *গল্পটি* মনে'

হজুর দেড় হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন গা আদুড়! পাশে মুন্সি মশায় চস্মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন— সাম্নে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্মা" "যোগভ্রষ্ট" বলে তুষ্ট কর্বার অবসর খুঁজ্চেন। গদির বিশ হাত অন্তরে দুজন বেকার "উমেদার" ও একজন জন বৃদ্ধ "কন্যাদায়" কাঁদো কাঁদো মুখ করে ঠিক্ "বেকার"ও "কন্যাদায়" হালতের[১৯২] পরিচয় দিচ্চেন।[15] মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুর ঘুর কচ্চেন, কেউ হজুরের কাণে কাণে দুচার কথা কচ্চেন— হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজার বড় ভক্ত, পূজোর ক দিন দিবারাত্রি বারইয়ারিতলাতেই কাটান, ভাগ্নে, মোসাহেব জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিন রাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবিস্ক্রিপ্সন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমেন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দস্তুরী কেটে ন্যান দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে[১৯৩] ও দাওয়ানজীকে খুসি রাখ্বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এ দিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক রাত্তির কোন্ কোন্ রকম পোসাক পর্বেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাইবাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না তার ভয় নাই) কোথাও গলা ধাক্কা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পূর্ব্বে কল্কেতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা[১৯৪] ছিলেন— ব্রহ্মত্তর[১৯৫] জমীর খাজনা সাদার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে[১৯৬] টাকা আদায় কত্তেন[১৯৭]— অনেকে চোটের কথা কয়ে বড় মানুষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

---

15. "পরিচয় দিচ্চেন। *তার পাশে পাপোসের কিছু আগে "কুকের বাড়ির", "হ্যামিলটন" ও "গিব্সনের" বিলেরা বসে আছে। অনেকের মনিবের কাছে কাজের গাফিলতী অপরাধে মায়িনে কাটা, লাতীটা চড়টা হয়ে গ্যাচে কিন্তু তিন মাস হেঁটে দাওয়ানজীর কাছে পেমেন্টের "পে" লেখাবার অবকাশ পাচ্চে না, এক বার এক বার মনে কচ্চে আজ যা হোক না কেন, টাকা না নিয়ে উঠ্বো না কিন্তু দেউড়ির দরোয়ানের চেহারা মনে পড়াতেই সেটুকু পাগলের খেয়ালের মত— আকাশের রামধনুকের মত সমূলে মিলিয়ে যাচ্ছে।*" 'কুকের বাড়ি' হচ্ছে Cook & Co., Livery Stable Keeper, ঠিকানা ছিল ৩, ৪ ও ৫, ধর্মতলা ষ্ট্রিট, ঘোড়া ও গাড়ি সংক্রান্ত সকল বিষয় যথা, ভাড়া দেওয়া, বিক্রি করা, দেখাশুনার দায়িত্ব নেওয়া ইত্যাদি ছিল এদের ব্যবসা। 'হ্যামিলটন', Hamilton Co. সে যুগের বিখ্যাত অলঙ্কার ও ঘড়ি বিক্রেতা, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রিটে তাদের দোকান কিছুকাল আগেও ছিল। 'গিব্সনের বাড়ি'-র জন্য দ্র. ৬৫১ টীকা। বিলে সই করলে সে যুগে সকল ব্যবসাদারই নামী বাবুদের ধারে যথেচ্ছ কিনতে দিতেন, টাকা আদায়ের ভার ছিল বেচারা বিল সরকারের ওপর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ১৮৬২ খ্রি. প্রকাশিত এই অংশ ১৮৬৮ খ্রি. বর্জন করলেন কেন? বর্ণনাংশের উৎকর্ষ বাড়াতে না কি অন্য কোনো গভীরতর কারণে? ১৮৬২ আর ১৮৬৮-র কালীপ্রসন্নের আর্থিক অবস্থা এক নয়, ১৮৬৫ থেকে বিপর্যয়ের শুরু (ভূমিকা দ্র.) ১৮৬৬-তে তাঁর পাওনাদারেরা, যারা অনেকেই ধারে জিনিস বেচেছিল, টাকা ফেরত পাওয়ার আশা নেই দেখে একের পর এক মামলা রুজু করছে, পাওনাদার সমাকীর্ণ তাঁর বাড়ির চেহারাই তো বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়, সেক্ষেত্রে বর্জন না করে উপায় কি?

একবার[16] বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোনার বেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান, বেণে বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুক্ন নল গুলি জমিয়ে রাখ্তেন এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রী কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম[১৯৮] উসুল হতো। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠ্লেন ও কোনমতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা অনেক ক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্লেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না— তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়— বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোসাক, বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সের্লাই করেন— চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দু বার নিকেশ নেওয়া হয়— ধুতি[17] পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন[18]— বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায়[১৯৯] তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আস্তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেসা) খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, "মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।" বেণে বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর এক বার এক দল বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ সহরের[19] সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধরে "ধরেছি" "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগ্লেন। রাস্তার লোক জমে গ্যালো— সিংগি বাবু অবাক্— ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, "মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আস্ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং, তিনি আর আস্তে পার্চ্চেন না, সেই খানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দোবো না— চলুন! যাতে মার আসা হয়, তাই তদ্বির কর্বেন।" সিংগি

16. 'এক বার এক দল বারোইয়ারি'
17. 'ধুতি *পুরোণো হয়ে ছিঁড়ে গ্যালে প্রথমে পাগ্ড়ি করে মাথায় বাঁধেন, তাতে পুরাণো হলে*'
18. 'বাসন কিনে থাকেন— *চাঁদনীর পোনেরো দিন সন্ধ্যার পর আলো জেলে ভাত খান না— সর্ব্বদা খিদে পেলে খরচ বাড়বে বলে এক দিন অন্তর পাইখানায় যান*'
19. 'সহরের *এক* সিংগি বাবুদের'

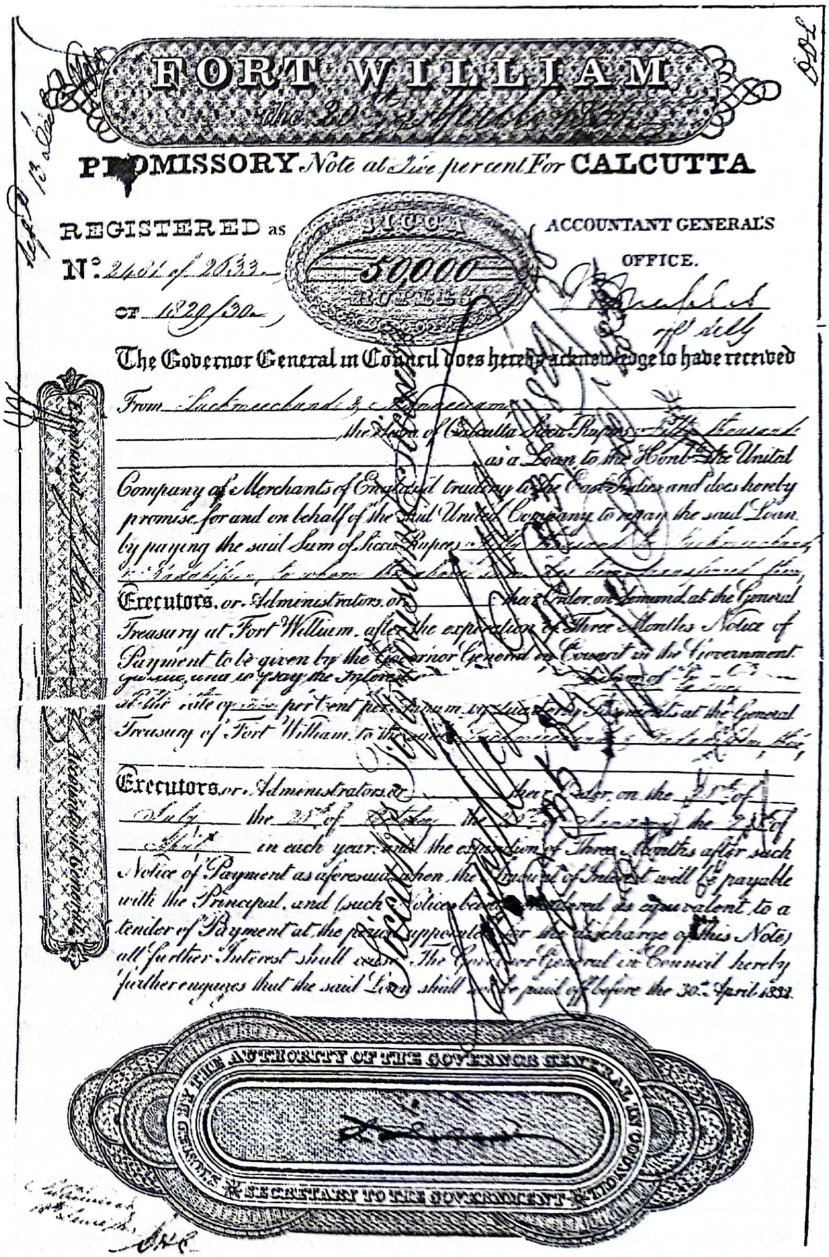
FORT WILLIAM

PROMISSORY Note at Five per cent For CALCUTTA

REGISTERED as

ACCOUNTANT GENERAL'S OFFICE.

N°. 2401 of 1833

or 1829 of 30

SICCA 50,000 RUPEES

The Governor General in Council does hereby acknowledge to have received

From Lachmeechund & Khanee Ram

the Sum of Calcutta Sicca Rupees Fifty thousand

as a Loan to the Hon'ble the United Company of Merchants of England trading to the East Indies and does hereby promise for and on behalf of the said United Company to repay the said Loan by paying the said Sum of Sicca Rupees Fifty thousand

to Radakissen to whom the Bond is now transferred his Executors, or Administrators, or

Assignees, on Demand at the General Treasury at Fort William, after the expiration of Three Months Notice of Payment to be given by the Governor General in Council in the Government Gazette, and to pay the Interest

at the rate of five per cent per Annum up to the day of payment at the General Treasury of Fort William to the

Executors, or Administrators, or Assignees, thereunder, on the 31st of July the 31st of January the 31st of July in each year, and the expiration of Three Months after such Notice of Payment as aforesaid when the Principal will be payable with the Principal, and such Notice being published shall be equivalent to a tender of Payment at the Treasury appointed for the discharge of this Note) all further Interest shall cease. The Governor General in Council hereby further engages that the said Loan shall be paid off before the 30th April 1834

Examined

Accepted in Council

SIGNED BY THE AUTHORITY OF THE GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL

SECRETARY TO THE GOVERNMENT

চিত্র ২ কোম্পানির কাগজ

বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।[২০০, 20]

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা।[21] সাধার বিষয় নানা উদ্ভট কথা আচে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, "আচাভো" "বোম্বাচাক"[২০১] প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজরা,[২০২] পিনেস[২০৩] ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি। গুপ্তিপাড়া, কাচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে কবার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পূজো হয়েছিলো। এতে টক্করা টক্করীও বিলক্ষণ চলেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়; প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।[২০৪]

এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ,[22] ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা[২০৫], মুক্ত ভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়ের লাক টাকা খরচ,[২০৬] যাত্রায় নোট প্যালা,[২০৭] তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হজুর, উঁচুগদি,[২০৮] কার্ত্তিকের মত বাউরি চুল,[২০৯] এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকান কাছা— জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মত "কখনোর" পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু চার বেণে বড় মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোনার বেণে বড় মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই "বারোইয়ারি" "খেমটা" "চোহেল" ও "ফর্‌বার"[২১০] লাঘব হবে সন্দেহ নাই!

---

20. "সাহায্য কল্লেন। *আর এক বার এক দল বারোইয়ারির অধ্যক্ষ সহরের এক সরদার মুক্ষু (তিনিই ধরা পড়ে ছিলেন) বাবুর কাছে বড় বুদ্ধি খাটিয়ে দশ টাকা আদায় করেন'* (টীকা ৫৬৩)
21. *"বারোইয়ারির বিত্তি* সাধার'
22. 'গোলাপজল দিয়ে *ছোঁচান*— (জলশৌচ)'

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে— গয়লারা দুদের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরে আপনার[23] পাটা, বটি, ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে— থানার সাম্‌নে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়েচেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম— অধ্যক্ষরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনো দেখাবেন; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের কর্‌বে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদুরী বালাখানা[২১১] থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লাল্‌ঠন (রং বেরং— সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাঁদরাজি খেরোর জাজিম হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্চে— আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য!

বীরকৃষ্ণ বাবু ধুপছায়া চেলীর[২১২] জোড় ও কলার কপ ও প্লেটওয়ালা[২১৩] (ঝাড়ের গেলাপের[২১৪] মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটী কোমরে বাঁদা আচে— সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসেএটিং[24] হয়েছে!

পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন[২১৫] জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি[২১৬] রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ইন্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র,[২১৭] রাজবল্লভ,[২১৮] মান সিংহ,[২১৯] নন্দ কুমার, জগৎ শেঠ[২২০] প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুল আকড়াই,[২২১] পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী ঝকমারি ও পক্ষির দলে[২২২] বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল[২২৩] কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লেন। শ্যামবাজার[25] রামবাজার,[২২৪] চক ও সাঁকোর[২২৫] বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ আখ্‌ড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্ত গোছ হাড় হাবাতেরা সৌখিন দোহরের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখ্‌ড়াইয়ের

24. 'চেনের *অফিসিয়েট* হয়েচে। নবাবী আমল'
25. 'রামবাজার, শামবাজার'
23. *'মেচুনীরে আপনার আপনার* পাটা'

পুণ্যে চাকরী জুটে গ্যালো। অনেকে পূজারী দাদা ঠাকুরের[২২৬] অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্লেন— কিছুদিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গ্যালো!

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি পূজার কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারি তলায় হাপ আখ্‌ড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটীতে হাফ আখড়াইয়ের দল বসেচে— বীরকৃষ্ণ বাবু বগী চড়ে প্রত্যহ আড্‌ডায় এসে থাকেন— দোয়াররা কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমেয়াৎ হন— ঢাকাই কামার, চাসা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ! ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা,[২২৭] বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম[২২৮] ও নেসায় শিবের বাবা। শরীর ডিগডিকে, পইতে গোছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লাল পেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উট্‌নো বন্দবস্ত। পাল্‌পার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।

অমাবস্যার রাত্তির— অন্ধকারে ঘুরঘুট্টী— গুড় গুড় করে মেঘ ডাক্‌চে— থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্চে— গাছের পাতাটি নড়্চে না— মাটী থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে— পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন আর হন্ হন্ করে চলেচেন— কুকুর গুলো খেউ খেউ কচ্চে— দোকানীরে ঝাপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে— গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো! ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরা আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে— দোয়াররাও মিল ও তাল-দোরস্ত[২২৯]!

সময় কারুই হাত ধরা নয়— নদীর স্রোতের মত— বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না! গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো— রাস্তার ধূলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে— মেঘের কড় মড় কড় মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে[26] ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে— মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এ দিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে অনেকে এসে জম্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকে সকলের[27] অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপ ঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলচে— মজলিস জক্ জক্ কচ্চে— পান, কলাপাতের এঁটো নল[২৩০] ও থেলো হুকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন "ওরে" "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি,[২৩১] মেটো,[২৩২] ঘন্টো ও আটা নেব্‌ড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট্ হয়ে বসে আচেন— অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে— বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌ছেন ও এক একবার ঝিম্‌কিনি ভাংলে

---

26. 'চকমকিতে *ভয়ে* ক্ষুদে ক্ষুদে'
27. 'অনেকে *সকের* অনুরোধে'

মনে কচ্চেন যেন উড়্চি! ঘরটি লোকারণ্য— খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আচেন—[28] থেকে ফক্‌কুড়িটে টপ্‌পাটা চল্‌চে— অনেক সেয়ানা[29] ফরমেসে জুতো যোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে রেখে চেপে বসেচেন— জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই! চক বাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু-এক জন ধরতা দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাক্‌তে বেজার হচ্চেন— দু-এক জন "তাইত" বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির এক জন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোসাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয়— ঝড়ই হক, বজ্রাঘাতই হক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সক্ যে,[30] তিনি অবশ্যই আসবেন!

ধরতা দোয়ার গোবিন্দ[31] বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে "মনালে বঁদিয়া" জিক্কুর টপ্‌পা[২৩৩] ধরেচেন— গাঁজার হুকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ওথাকে গ্যালো। ঘরের এক কোনে হুঁকো থেকে আগুণ পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়্‌চেন ও কেমন করে পড়্‌লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন— এমন সময় একখান গাড়ি গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগ্‌লো! মুখুয্যেদের ছোট বাবু মজ্‌লিস থেকে তড়াক্ করে লাপিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথ বাবু! প্যালানাথ বাবু[32] এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন— দোয়ারদলে হুররে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো— ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন— সেক্‌হ্যাণ্ড, গুড্ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আদ্ ঘণ্টা লাগলো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটে-খেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিচেন, বাবু বড় হিন্দু— একাদশী, হরিবাসর[২৩৪] ও রাধাষ্টমীতে[২৩৫] উপোষ ও উত্থান ও শয়নে[২৩৬] নিজ্জলা[২৩৭] করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব! সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবরন্ সাহেবের[২৩৮] নিকটে তিন মাসমাত্র ইংরিজি লেখা পড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে— সর্ব্বদা পোসাক ও টুপি পরে থাকেন; (টুপিটি এমনি হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা,[২৩৯] কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক। প্যালানাথ বাবুর বাই ও খেমটা মহলে বড় মান! তাদের

---

28. *'থাকে থাকে'*
29. 'ফরমেসে সেয়ানা'
30. 'সক্ যে তিনি *আসবেনই*'
31. 'দোয়ার *গবারাম* বাবু'
32. 'গিয়ে "প্যালানাথ বাবু; প্যালানাথ বাবু! বলে'

কোন দায় দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম[২৪০] করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন[২৪১] ও বারইয়ারের নামে তসবি পড়েন![২৪২] মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লক্ষ্ণৌএ পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরকি[২৪৩] ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ্[২৪৪] করে থাকেন! ইংরিজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন ইংরিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধু কাজ চালাবার জন্য। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ[33] কেতাই এঁর বড় পচন্দ! সর্ব্বদাই নবাবি আমলের জাঁকজমক, নবাবি আমিরি ও নবাবি মেজাজের কথা নিয়ে নাড়া চাড়া হয়।

এ দিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন রন কত্তে লাগ্‌লো— ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো— কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো— বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়িরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙ্গিয়ে মার্‌চে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুশি হয়ে সাবাস! বাহবা! ও শোভান্তরীর[২৪৫] বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন— দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো! রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মতো বেদব্যাস[২৪৬] বিশ্রাম পেলেন— দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন!

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে;[34] কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের[২৪৭] মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুত যা বল্‌চেন, সকলি কাশিরাম খুড়োর[২৪৮] উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেসাটা ভাল— দিব্য জলখাবার,— দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি,[২৪৯] রামধন তর্কবাগীশ,[২৫০] হলধর পঞ্চানন[২৫১] প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর[২৫২] অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দু আঁখর পাঠ কীর্ত্তন অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্ত করেই মজুরা[২৫৩] কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ[২৫৪] করেন। কথা শোনবার ও সং দ্যাখবার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে— কুমোর, ডাক্‌ওয়ালা[২৫৫] ও অধ্যক্ষরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু এক জন আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাবার জন্যে "তফাৎ তফাৎ" কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সং এর তরজমা করে বোঝাচ্চেন![35] সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের[২৫৬] মত বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার!

---

33. 'থেকে *নেড়ে* কেতাই'
34. "কথক বেদীর... ব্যাস বধ করেন" অংশ অনুপস্থিত
35 'সংগুলি বর্দ্ধমানের... গ্রহণ করা ভার' অংশ অনুপস্থিত

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন— অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্য্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন। সং এদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমার্টিনের[২৫৭] মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা— বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোসাক পরে বসে আচেন। কালিদাস,[২৫৮] ঘটকর্পর,[২৫৯] বরাহ, মিহির[২৬০] প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন— রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকী; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, এক দল অগ্রদানী[২৬১] ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে— শ্রীমন্তের মাথায় সালের সামলা,[২৬২] হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায় জামা পরা; ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন।

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে— দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন— মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোসাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন, একদল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে![36]

কোন খানে রাম রাজা হয়েচেন— বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান্ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত পোসাক পরে চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন— শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন— রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী; সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা[২৬৩] ও ফিরিঙ্গি খোঁপার[২৬৪] বেহদ্দ[২৬৫] বাহার বেরিয়েচে![37]

বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার!— বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্‌কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ড্‌চেন অথচ থাকবার ঘর নাই মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর বাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্‌ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেসনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মসারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ) পুলিস্, বড় আদালত, টালার নিলেম,[২৬৬] ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায়[২৬৭] মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন— গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা

---

36. পাহারা *দিচ্ছে! আর এক দিকে কৃষ্ণলীলা— কোথাও কৃষ্ণ নীলবড়ির মত রং গরু চরাচ্চেন রাখালদলের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চার দিকে খেলা কচ্চে, দূরে যসোদা ঘোল মইচেন— ঠিক যেন উড়ে ধোপানী! কদম গাছ— কৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করে গাছে উঠেচেন— নীচে গোপীরে কাপড় গুলি ফিরে পাবার জন্যে দাড়িয়ে রয়েচে; বোধ হচ্ছে যেন নীল বানরে বড়ির গুণ নিয়ে গাছে উঠেচে— মেয়েরা কলা দেখিয়ে ভোলাবার চেষ্টা কচ্চে।"*

37. "বাহার বেরিয়েচে! *আর এক দিকে (কোন হিন্দু দলপতির হুকুমে) বিধবা বিবাহের সং— বিধবা গুটি আষ্টেক্ নেন্‌কুড়ি বেন্‌কুড়ি ছেলে ও মেয়ে নিয়ে এক আঠার বছরের স্কুল বয়কে বিয়ে কচ্চেন। দৈবের এমনি কর্ম্ম! বিধবার বড় ছেলেটির মুখখানি ঠিক যেন দলপতির মুখখানির মত হয়েচে!"*

পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়!

কোথাও অসৈরন সৈতে নারী সিকেয় বসে ঝুলে মরি[২৬৮] সং— অসৈরণ সইতে নারী মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট্ চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা! রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফরমেসনের স্পিচ্ করেন দেখে— সিকেয় ঝুল্‌চেন।

এ সওয়ায় বারোইয়ারি তলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি তা দে" "বুক ফেটে দরোজা" "ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে" "খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন" "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" "হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি" প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই! কিন্তু প্রতিমের দু পাশে "বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবে"র সং বড় চমৎকার হয়েচে! বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর— ভুঁড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত— মাতায় কামান চৈতন ফক্কা ঝুটি করে বাঁদা— গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটি কতক সোণার মাদুলি— হাতে ইষ্টি কবচ— চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া— কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ— গত বৎসর আশী পেরিয়েচেন— অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে! গেরস্তগোচের ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলের পানে আড় চক্ষে চাচ্চেন— হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্র নবাব— ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে— দুদে আলতার মত রং— আলবর্ট ফেসানে চুল ফেরানো— চীনের শূয়ারের মত— শরীরটি ঘাড়ে গদ্‌দানে— হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক[২৬৯]— সিমলের ফিন ফিনে ধুতি মাল কোচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজরাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে[38] হিদে জোলার নাতি"!

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উচু— ঘোড়ায় চড়া হাই ল্যান্ডের গোরা[২৭০] বিবি পরি ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো— মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি— সিংগির গা রূপুলি গিলটি ও হাতি সবুজ মক্‌মল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ— রং ও গড়ন আসল ইহুদি ও আরমানি কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতি পরিরা ভেঁপু বাজাচ্চে— হাতে বাদসাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওলা কুইনের ইউনিকরন্ ও ক্রেষ্ট![২৭১]

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজো শনিবার— বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর ফ্রেণ্ড[39] আহীরীটোলার রাধামাধব বাবুরো ব্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারি তলায় হামরাও[২৭২] হয়েছিলেন— তিনটে বড় বড় অর্ণা[২৭৩] মোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ

38. 'পরিচয়ে বেরোবে *তিনি মেটো, ফির্ণি ও আটা নেবড়ান্ লুসে থাকেন* "হিদে জোলার" নাতি!"
39. 'বাবুর *ফ্রেন্ড ট্যাঁপার গাধামধব* বাবুরো'।

পাঁটা বলিদান করা হয়েচে— মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মণ্ডাটি[২৭৪] ওজনে ডেড়মণ! সহরের রাজা, সিংগি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলস্থ[২৭৫] ফোঁটা, চেলির জোড়, টিকী ও তেলকধারি উর্দ্দি ও তক্‌মাওলা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে— "সুপারিস্" "অনাহুতে" "বেদলে"[২৭৬] ও "ফলারেরা" নিমতলার শকুনির[২৭৭] মত টেঁকে বসে আচেন— কাঙ্গালি, রেও,[২৭৮] অগ্রদানী, ভাট[২৭৯] ও ফকির বিস্তর জমেছিল[40]— পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন— অনেক গরিব গ্রেপ্তার হয়! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে[41] থানার দারোগা ও জমাদারের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায়!

ক্রমে সন্ধে হয়ে এলো— বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য। সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখ্‌তে এসেচেন— সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজলিসে দু এক ঝাড় জেলে দেওয়া হলো— সংএদের মাথার উপর বেল ল্যাল্‌ঠন বাহার দিতে লাগ্‌লো। অধ্যক্ষ বাবুরো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা থেলো হুকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও "এটা কর" "ওটা কর" করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে! দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস[২৮০] বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে— মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী[২৮১] তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে[২৮২] সরঞ্জমও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে!

সহরে টি টি হয়ে গ্যাছে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ আকড়াই[২৮৩] হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো! চার পুরুষে পাঁচ পুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবি আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুনসি ও চাবির সিক্‌লি হঠাৎবাবুর মত স্ব স্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিসিএটিং হলো— জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো!

বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো— এক দিকে কাটগড়া ঘেরা মাটির সং— অন্য দিকে নানা রকম পোসাক পরা কাটগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড় মানুষরা ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লক্কাই লাট্টুর (লাটিম) মত ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু কস দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানের পিক্ গড়িয়ে পড়্‌চে— চাকর, হরকরা, সরকার, ক্যারাণী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যালবার অবকাশ নাই।

---

40. 'জমেছিল— *কিন্তু পুলিসের ড্যামকেষ্টো বাবুর পরামর্শে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের অনুগ্রহে* পাহারাওলারাই তাঁদের বিদেয় দেন—।'

41. 'বার কল্লে দারোগা ও জমাদারের'।

ঢং ঢং করে গির্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেসায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজ ঘরে) শুয়ে পড়্‌লেন। বাঙ্গালির স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগ্গির হাত বন্ধ হয় না (পেট সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়!) ডেড় ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং[২৮৪] ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো[২৮৫]— গোঁড়ারা দু শ বাহবা ও বেশ দিলেন— শেষে একটি ঠাকুরণ বিষয় গেয়ে (আমরা গান্‌টি বুজ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম্, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) উঠে গ্যালে চকের দল আসরে নাবলেন।

চকের দলেরাও ঐরকম করে গেয়ে শোভান্তরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন— এক ঘণ্টার জন্য মজ্‌লিস খালি রইলো; চায়না কোট-ক্রেপের, লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যাড়চা চাদরেরা— পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে পড়লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। চুরোট তামাকও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠলো যে, সেবারে "প্রোক্লেমেসনের উপলক্ষে বাজিতে"[২৮৬] বা কি ধোঁ হয়ে ছিলো! বড় বড় রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না! আদ ঘণ্টা প্রতিমে খানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো!

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াসার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসোর হতে দল বল সমেত আবার উঠে গেলেন। চক বাজারেরা নাব্‌লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন— গোঁড়ারা[২৮৭] — রিভিউয়ের সোল্‌জারদের[২৮৮] মত দল বেঁধে দু থাক হলো। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন— এক দলে মিত্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর বাঁদন্দার![42]

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচার ও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারীও বাকি থাক্‌বে না!

তোপ্ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে— ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, গোড়াদের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভান্তরী"! "জিতা রও"! দিতে দিতে গলা চিরে গেলো; এরই তামাসা দেখ্‌তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন— চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন!

পাখীরা ছি! ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন সুতরাং চকের দলকে তার উতর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণ পণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে

---

42. "দাদাঠাকুর বাঁদন্দার। *ঈশ্বর গুপ্তো এক জন হাফ্ আকড়াইয়ের ভাল বাঁদন্দার ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরলোক হওয়া পর্যন্ত বাঁদন্দারের বিলক্ষণ অপ্রতুল— ঠিকে ও অনা হুতো গোছের বাঁদন্দার নিয়েই বর্তমান কাজ চলে।*"

থাম্‌লে চকের দলেরা নাবলেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে[43]— চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত!" "আমাদের জিত!" করে চ্যাঁচা চেঁচি কত্তে লাগ্‌লেন— (হাতাহাতীও বাকি রইলো না) এ দিকে মধ্যস্থরা ও চকের দলের জিত সাবস্ত কল্লেন। দুও! হো। হো! হুররে ও হাত তালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন— নেসার খোয়ারি— রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়— মুকুয্যেদের ছোট বাবু ও দুচার ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়েন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন— কারু শুধু পা— মোজা পায়ে; জুতো কোথায়, তার খোজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন— ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আকড়ার মজা ভর পুর লুটে বাড়িতে এসে সুত্‌ ঠাণ্ডাই,[২৮৯] জোলাপ ও ডাক্‌তারের যোগাড়্‌ দেখ্‌তে লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিব বাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন। এখনো অনেকের "চোঁয়া ঢেকুর" "মাতা ধরা" "গা ম্যাটি মাটি" সারেনি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে— প্রথমদল গঙ্গাভক্তি— তরঙ্গিণী,[২৯০] দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্‌রি চুল উল্‌কী ও কানে মাকড়ি! অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্‌লেন, তার পর বাসদেব ও মণি গোঁসাই[২৯১] গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্য্যন্ত "কাল জল খাবোনা!" "কাল মেঘ দেখবোনা!!" (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) "কাল কাপড় পরবো না" ইত্যাদি কথা বার্ত্তায় ও "নবীন বিদেশিনীর" গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত্‌ ও সালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আদুলী, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ্‌ বাউতি জালে" প্রভৃতি রকমওয়ারি সংএরও অভাব ছিল না। ব্যালা আট্টার সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ পেঁকে যাত্রা শুন্‌ছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি) কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কামড়াচ্ছে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা সুরে—

---

43. 'প্রস্তুত হচ্চে *আদ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজালিসে দেখা দিলেন*— চকের দলেরা'।

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ী।
মানুষ মেলে[২৯২] টেড্ডা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।[২৯৩]
সুর্‌কি কুটে সারা হতে তোমার মকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।[২৯৪]
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন ছুট্‌তে হতো উকীল বাড়ি" ॥

গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতর বিশেষ নাই; মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখ্‌বার লোক নাই বলেই আমরা নর্দ্দামায়, রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখ্‌তে পাই। সহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখ্‌বার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখ্‌লে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোট লোক মাতালের ভাগ্যে— চারি আনা জরিমানা,— এক রাত্তির গারোদে বাস— পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালী বড় মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়্‌তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা[২৯৫]— বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা। প্রতিমের নকল সিঙ্গি[২৯৬] ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকিরে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া,[২৯৭] ক্যান্টন্‌মেন্ট ফোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেসন্ ও অক্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামী করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিস ও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শামবাজার অঞ্চলের এক বনিদী বড় মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো, বাড়ির মেজো বাবু পাচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুন্‌তে বসেচেন; সাম্‌নে মালিনী ও বিদ্যে "মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী"[২৯৮] গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে— বছর ষোল বয়সের দুটো (ষ্টড্ ব্রেড)[২৯৯] ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেম্‌টা নাচ্চে। মজ্‌লিসে রূপোর[44] গ্ল্যাসে ব্র্যাণ্ডি চল্‌চে— বাড়ীর টিক্‌টিকী ও সালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভো! ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়্‌লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে— মালিনী বাবুদের "দোহাই" দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুল্লে— বাবুর চম্‌কা ভেঙ্গে গ্যালো; দেখ্‌লেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন "কোন্ বেটার সাধ্যি আমার কাছে থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়" এই বলে সাম্‌নের রূপোর[45] গেলাসটি কোটালের রগ ত্যেগে ছুড়ে মাল্লেন— গেলাসটী কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র কোটাল "বাপ"! বলে অমনি ঘুরে পড়্‌লো চারি দিক্

44. 'মজলিসে *কাঁচের* গ্ল্যাসে'। সম্ভব কাঁচের গ্লাসের আঘাত যথেষ্ট মারাত্মক নয় ভেবে হুতোম পরবর্তী সংস্করণে পালটে রূপোর গ্লাস করেন।
45. 'সামনের *কাঁচের* গেলাস্‌টী'।

থেকে লোকেরা হাঁ হাঁ করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গ্যালো— মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না— কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার[46] ঠন্ঠনের "র" ঘোষজা বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজ্লিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্ছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁসেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটাল হঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো— কিন্তু আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে "কেষ্ট ল্যাও"[47] কেষ্ট ল্যাও"[৩০০]বলে খেপে উঠ্লেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বোজালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুজলেন না (কৃষ্ট তাঁরো— নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আর এক বার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটীও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে বেণেটোলার দ্বিপ্চাঁদ[48] গোস্বামীর[৩০১] অনেকগুলি বড় মানুষ শিষ্য ছিল। বার্সিমলের[৩০২] বোস বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। একদিন আমতার রামহরি বাবু বোস্জা বাবুরে এক পত্র লিখ্লেন যে, "ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটি কতক প্রশ্ন আছে, সে গুলি যতদিন পূরণ না হচ্ছে, তত দিন সাক্তই থাক্বেন।" বোস্জা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, রামহরি বাবুর পত্র পেয়ে বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে নদের চাঁদ[49] গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোনাগাজীতে বাসা। দু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন— সকালে বাড়ী আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে, দু চার নিম গোচের[৩০৩] দাঙ্গার দরুণ পুলিসেও দুই এক মোছলেকা[৩০৪] হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোনাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম্ম যেন মূর্তিমন্ত হয়ে সোনাগাজী পবিত্র করেন। নদের চাঁদ[50] গোস্বামী বোস্বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনাগাজী ঢুক্লেন। গোস্বামীর শরীরটী প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতন ফক্কা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপাল) এক ধ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে! গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোনাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা সিমলের মা গোঁসায়ের জুরিস্ ডিক্সনের ভেতর)[৩০৫],[51] গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

---

46. 'এক বার *সিমলের এক ঘোষজা বাবুর*'।
47. 'মশানে কোটালদের হঙ্গামাতে... কেষ্ট ল্যাও *ল্যাও*'।
48. 'বেণেটোলার *ভদ্রেশ্বর* গোস্বামীর'। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃত নাম নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী, চিনতে আরো সুবিধা হবে বলে পরবর্তী সংস্করণে হুতোম 'ভদ্রেশ্বর' নাম পালটে 'দ্বীপচাঁদ গোস্বামী' করে দেন।
49. 'জন্যে *ভদ্রেশ্বর* গোস্বামী'।
50. 'করেন। *ভদ্রেশ্বর* গোস্বামী'।
51. 'ভেতর *সুতরাং অন্যের অধিকার কি?*'

রামহরি বাবু কুটি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রকম নেসায় তর্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে[52] "অব হজরত জাতে লন্ডন কো"[৩০৬] গাচ্চেন, আর এক জন মাতায় চাদর[53] দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা ব্রকদ[৩০৭],[54] গোঁসাইকে দেখ্লে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠ্লেন, বোস্জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বোস্জার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে চোক্ টেপাটেপী হয়ে গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন। এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো— শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্লো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানা প্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন, রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, 'প্রভু! বষ্টুম তন্ত্রের কটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে; আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে; প্রথম "কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন?"

দ্বিতীয়, "এক জন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এবা কি কথা?"

তৃতীয়, "শুনেচি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্ খেতে দোষ কি? আর বষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে, দেখুন্ বলরাম দিন রাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।" প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ্তে লাগলেন; এদিকে বাবুর দলে মুচ্কে হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্তে লাগ্লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠলো "হুজুর! কালীই বড়, দেখুন— কালীতে ও কেষ্টতে কপুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক— তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ— তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়।" একথায় হাঁসির তুফান উঠ্লো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ার্তিমোয় গরম হয়ে পিট্টানের পথ দেখ্বেন কি এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর এক জন "কি কর"! "কি কর"! বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে— জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন! রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসির সীমা রইলো না— অনেক বড় মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভাল বাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এই রূপ ঘটনা হয়।

---

52. 'সঙ্গতে *"কালীঘাটের চণ্ডীপড়া যে দায় পয়সা তারি শিরে"* গাচ্চেন'।
53. 'মাতায় চাদর *জড়িয়ে খ্যামটা* নাচের'।
54. 'একটা *বেয়াড়া* গোঁসাই'।

কলকেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায়। সকল গুলি সৃষ্টি ছাড়া ও অদ্ভুত! চোরবাগানে দনুকর্ণ[55] মিত্তির বাবুর বাপ, ন্যাট ড্রাইব মন্‌কিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন। দনু[56] বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাস করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্‌টিকেল লেখেন। সহরে বাঙ্গালী বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও এমনি সূক্ষ্মবুদ্ধি যে নেই বল্লেও বলা যায়, লেখা পড়া সিকৃতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়োয়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ্ মার ভয়ে অসুদ গেলা গোছ! সুতরাং একজামিন্[57] পাস কর্‌বার পূর্ব্বে দনুকর্ণ[58] বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছলো। দনু[59] বাবুর দু চার স্কুল ফ্রেন্ড সর্ব্বদা আস্‌তেন যেতেন কখন কখন লুকিয়ে চুরিয়ে— চরসটা, মাজমের বরপীখানা,[৩০৮] সিদ্দিটে আস্‌টাও চল্‌তো— ইচ্ছা খানা এক আদ্‌দিন সেরিটে স্যামপিন্‌টারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা তাঁইস[৩০৯] করে থাকেন, সেই দবদবাতেই[৩১০] ব্যাঘাত পড়েছিল!

সমরভেকেসনে কালেজ বন্দ হয়েচে— স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ্ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়াচ্ছেন। পণ্ডিতরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাস্‌বাস্ আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়) দনু[60] বাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুল ফ্রেন্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন; এমন সময় কালেজের প্যারি[61] বাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা সেরি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন। প্যারি[62] বাবু ঘরে ঢোক্‌বামাত্রই চার দিকের দোর, জান্‌লা বন্দ হয়ে গ্যাল— প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে দুদ্ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চল্‌তে লাগ্‌লো— ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধান হলেন— এ দিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠ্‌লো; দোর, জানলা খুলে দেওয়া হলো; চেঁচিয়ে হাসি ও গর্‌রা চল্‌তে লাগলো, শেষে সেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্‌পিচ ও টেবিল চাপ্‌ড়ানো চল্লো,— ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যাল। এ দিকে দনু[63] বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখ্‌লেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দনু[64] বাবুকে যাচ্ছে তাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগ্‌লেন। কর্ত্তার

---

55. 'চোরবাগানে *দাতাকর্ণ* মিত্তির'।
56. '*দাতাকর্ণ* বাবু কালেজে'।
57. 'সুতরাং *এন্‌ট্রান্স* পাস'।
58. 'পূর্ব্বে *দাতাকর্ণ* বাবু'।
59. '*দাতাকর্ণ*' বাবুর।
60. '*দাতাকর্ণ* বাবু'।
61. 'কালেজের *অভয়* বাবু'।
62. '*অভয়* বাবু'।
63. '*দাতাকর্ণ* বাবুর বাপ'।
64. '*দাতাকর্ণ* বাবুকে'।

গালাগালে এক জন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠ্‌লেন ও দনু[৩১১] তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে একটা ঘুসি মাল্লেন, কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিলো, বিশেষত ঘুসোটি ইয়ংবেঙ্গালি[৩১০] (বাঁদুরের বাড়া) ঘুসি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়্‌লেন; বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়্‌লো, গিন্নী বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদ্‌তে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগ্‌লেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এ দিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন "মা বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্! তোমার ভয় কি! ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিন জনে বসে হেল্‌থ[৩১২] করবো, ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফম্‌ড বাবা চাই!"

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিসুয়ার্স, থিফ্ রোগ এণ্ড পিক্‌পকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঞ্জী। আফিসের ফের্‌তা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দুধারি দোকানও ফাক্ যাচ্চে না— পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়্‌লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গ্যাল, শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাঁকুর বাবুদের বাড়ির একজন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রামবাবু তাকে দেখে "আরে ব্যাটা মাতাল" বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে "তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বল্লি!" রামবাবু বল্লেন আমি রাম। চাকর বল্লে "আমি তবে রাবণ" রামবাবু— "তবে যুদ্ধং দেহি" বলে যেমন তারে মাত্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলো। থানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন, চাকর মাতাল কিছু ঠিকে ছিল; পুলিসের সার্জ্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে রামবাবুও সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন "ছি বাবা" "এখন রামের হনুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছি"।

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, আজ সোমবার— শেষ পুজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ, আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেত্তন।

বাই নাচের মজ্‌লিস্ চুড়োন্ত সাজানো হয়েছে, গোপাল মল্লিকের ছেলের[৩১৩] ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের[৩১৪] মজ্‌লিস্ এর কাছে কোথায় লাগে? চক্ বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়ে ছিলো। সহরের নন্নী, নুন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিক্রী, মেডেল ও সার্‌টফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিদু, খুদু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যাম্‌টাওয়ালিরা নিজ নিজ তোব্‌ড়া তুব্‌ড়ি সঙ্গে করে আস্‌তে লাগ্‌লেন— প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ্ কচ্চেন— তাঁদেরও গরবে মাটীতে পা পড়চে না।

---

65. *'দাতাকর্ণ'।*

প্যালানাথ বাবুর হীরের ওয়াচ গারডে ঝোলান আধুলির মত মেকাবী হণ্টীং এর[৩১৫] কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজ্‌লিসে বাতীর আলো শরদের জ্যোৎস্নাকে ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলা মন্দিরের রুনু ঝুনু তালে "আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানিরে" গানের সঙ্গে এক তায়ফা[৩১৬] মজলিস্‌ রেখেছে। ছোট ছোট "ট্যাসল" "হামামা" "তাজিরা"[৩১৭] এ কোণ থেকে ও কোণ এ চৌকি থেকে ও চৌকি করে ব্যাড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) এমন সময় এক খানা চেরেট[৩১৮] গুড্‌ গুড্‌ করে বারোইয়ারি তলায় "গড্‌ সেভ্‌ দি কুইন" লেখা গেটের কাছে থাম্‌লো। প্যালানাথ বাবু দৌড়ে গ্যালেন— গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতো শুদ্ধ একটা দশ মুণী তেলের কূপো ও এক কুটে মোসাহেব নাব্‌লেন, কূপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠোরটা করে ছত্রিশটা আংটি—

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব "বড় বাজারের পচ্চু বাবু তুলোর ও পিস্‌গুট্টের দালাল[৩১৯] বিস্তর টাকা! বেস লোক" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, পচ্চু বাবু মজ্‌লিসে ঢুকে মজ্‌লিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলী হলো, শেষ পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সংএদের ভক্তি ভরে প্রণাম কল্লেন (যথা কেষ্ট বলরাম হনুমান প্রভৃতি) ও বাইজীকে সেলাম করে দু খানি আমেরিকান চৌকী জুড়ে বস্‌লেন, দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাতত কিছুক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকী ইজারা নেওয়া হলো, কুটে মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখতে পায় বড় মান্‌ষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে "পর্ব্বতের আড়ালে আছো" বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠিক ঘট্‌লো।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাস্‌চে, প্যালানাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোর্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চেন, এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো— প্যালানাথ বাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজ্‌লিসে এলেন। রাজা বাহাদুরের গিলটী করা গালা ভরা আশা[৩২০] সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো। অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ দোহারা— মাথায় খিড়কীদার পাগ্‌ড়ী[৩৩১]— জোড়া পরা— পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্‌মাইসের বাদ্‌সা ও ন্যাকার সদ্দার! বাই, রাজা দেখে কাচ্‌ বাগে সরে এসে নাচ্‌তে লাগ্‌লো "পূজোর সময় পরবস্তি[৩২২] হই যেন" বলেই তবল্‌জী ও শারীঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে এক দৃষ্টে দেখ্‌তে লাগলেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগ্‌লো, সহরের অনেক বড় মানুষ রকম রকম পোসাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজ্‌লিস্‌ রন রন কত্তে লাগলো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজ্‌লিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ মজ্‌লিস্‌ থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ার গোচের ফচ্‌কে বাবুরা ভাল হয়ে বস্‌লেন, বাইরা বিদেয় হলো— খ্যামটা আসরে নাব্‌লেন।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড় মানুষ বাবুরো প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেক ছেলে পুলে, ভাগ্‌নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে— খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান— কোন খানে কিস্ না দিলে প্যালা পায় না— কোথাও বল্‌বার যো নয়!

বারোইয়ারি তলায় খ্যামটা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালি ঘুরে কোমর নেড়ে নাচ্‌তে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে "ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি"[৩২৩] গাচ্চে, খ্যামটাওয়ালিরা ক্রমে নিমন্তুন্নেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়্‌লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হলো— খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যক্ষ মহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগ্‌লেন, বারোইয়ারি তলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি[66] তাঁর আমলেও সেই রকম— রাম বসু,[৩২৪] হরু,[৩২৫], নিলু,[৩২৬] রামপ্রসাদ ঠাকুর[৩২৭] ও জগা[৩২৮] প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাত্‌লেন। বাগ্‌বাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর[৩২৯] (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর এক জন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৩৩০],[67] বাগ্‌বাজারের রিফরমেসনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক— তিনি বাগ্‌বাজারেদের উড়্‌তে শেখান। সুতরাং[68] কিছু দিন— বাগ্‌বাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন।[69] তাঁদের

---

66. 'তেমনি' অনুপস্থিত।
67. 'শিবচন্দ্র *ঠাকুর* বাগ্‌বাজারের'।
68. 'সুতরাং' অনুপস্থিত।
69. 'টেক্কা হয়ে পড়েন। *রাজা রাজবল্লভের গলি ছাড়িয়ে খান দুই বাড়ির পরে চিতপুর রাস্তার ধারেই গোঁসাইদের বাড়ির সামনে ও সেটেদের বাড়ির পাসে একখানি আটচালা ছিলো, বাগবাজারের সেইখানে এসে'।* গাঁজাখোর 'পক্ষীর দল'-এর তিনটি আড্ডার কথা বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী— বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজারে *(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৭, পৃ. ৫৬)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বটতলার আড্ডার সঠিক অবস্থান জানিয়েছেন, শোভাবাজারের দক্ষিণে বর্তমান জয় মিত্র স্ট্রিটে জয়চন্দ্র মিত্রের বাড়ির উত্তরাংশে (*ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী,* ভবতোষ দত্ত সম্পা. কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১০৫)। বৌবাজারের আড্ডার অবস্থান অজ্ঞাত, হুতোমের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বাগবাজারের আড্ডার হদিশ জানা যাচ্ছে। চিৎপুর রোড (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণি) ও রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটের সংযোগস্থলের কিছু উত্তরে রাধামাধব গোস্বামী লেন, তার অল্প উত্তরে গোঁসাই লেন। এই অঞ্চলে গোঁসাইদের একাধিক বাড়ি ছিল, রাধামাধব গোস্বামী লেনের মুখে এখনো রয়েছে। শেঠেদের বাড়ির খোঁজ পাওয়া যায় নি, রাজবল্লভ স্ট্রিট মোড়ের বিপরীত দিকে বসাকদের বাড়ি (৫২৫, রবীন্দ্র সরণি, শেঠ ও বসাক একই বর্ণভুক্ত), তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তাঁরা অনেক পরবর্তী কালের বাসিন্দা। খুব সম্ভব রাধামাধব গোস্বামী লেনের মুখে যে গোঁসাইদের বাড়ি, তার লাগোয়া ছিল এই আটচালাটি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, 'বটতলার আমোদের স্থান ভঙ্গ হইলে বাগবাজার নিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও সাহায্যে ঐ বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামির ভবনে কিছুদিন বাবুর *[নিধুবাবু প্রসিদ্ধ সংগীতকার ও বটতলা পক্ষীর দলের প্রধান, অ. না.]* বৈঠক হয়' (তদেব. পৃ. ১১৪)। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রদত্ত তথ্য হুতোমকে সমর্থন করলেও জানানো উচিত যে বাগবাজারের গোস্বামীদের বংশ-কারিকায় রসিকচাঁদের নাম পাওয়া যায় নি।

এক খানি পব্‌লিক আট্‌চালা ছিলো[70] সেইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়্‌তেন ও উড়্‌তেন— এ সওয়ায় বোস্‌পাড়ার ভেতরেও দু চার গাঁজার আড্‌ডা ছিলো। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আদ্‌মরা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার খাঁক্‌তিতে মন মরা হয়ে পড়েচে সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্‌ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন অ্যাখন[71] কেবল তার[72] রুইনমাত্র পড়ে আছে।[73] পূর্ব্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষদের মত ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন,[৩৩১] এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠ্‌তেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিলো— দু তিন ঘন্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল্‌ মাখ্‌তেও ঝাড়া চার ঘন্টা লাগ্‌তো— চাকরের তেল্‌ মাখানীর শব্দে ভূমিকম্পো হতো— বাবু উলঙ্গ[74] হয়ে তেল্‌ মাখতে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয় কর্ম্ম দেখা, কাগজ পত্রে সই ও মোহর চল্‌তো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজ্‌না জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন— গাইয়ে বার্জিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস্‌ পেতো, কিন্তু ভদ্দর লোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না; তার বেলা ন্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন— সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্মে কত্তেন— দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো। রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব,[৩৩২] গুপিমোহন ঠাকুর,[৩৩৩] দ্বারিকানাথ ঠাকুর[৩৩৪] ও জয়কৃষ্ণ সিংহের[৩৩৫] আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা[৩৩৬] প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ[৩৩৭] স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা[৩৩৮] বস্‌লো, রাজা রাজনারায়ণ[৩৩৯] কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ[৩৪০] উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ[৩৪১] প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব[৩৪২] প্রকাশ হলেন— ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙ্গালিদের চোক্‌ ফুটে উঠ্‌লো।

এদিকে বারোইয়ারি তলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হলো, ভাল্‌কোর জগা ও নিম্‌তে রামা ঢোলে "মহিম্নস্তব" "গঙ্গাবন্দনা" ও "ভেটকি মাছের তিন খানা কাঁটা" "অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ"[৩৪৩] "যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা" প্রভৃতি বোল্‌ বাজাতে লাগ্‌লো, কবিওয়ালা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উচু) গান ধল্লেন—

---

70. 'তাঁদের একখানি পব্‌লিক আট্‌চালা ছিলো' অংশ অনুপস্থিত।
71. 'অ্যাখন' অনুপস্থিত।
72. 'তার *মনিমেন্টের* মত রুইনমাত্র'।
73. 'আছে, *সেথায় এখন আসে পাশের বটুমরা খোল কত্তাল নিয়ে কেত্তনের আড়্‌ডা করে থাকেন ও কখন কখন মালসা প্রসাদও পটে।*'
74. 'বাবু *হাফ্‌ ন্যাংটো* হয়ে'।

চিতেন।

"বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক্।
এইবারে, গেরে, তোমার কল্লে সুর্পণখার নাক্ ॥

আস্তাই।

ক্যামন সুখ্ পেলে, কম্বলে শুলে, ব্রহ্মাত্তর,
দেবত্তর, বড় নিতে জোর করে।

এখন জারী গ্যাল ভুর ভাংলো তোমার, আত্তো জুলম্ চল্‌বে না!
[75]পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের[76] পোর[৩৪৪] ভাংলো জাঁক ॥
বে আইনির দফারফা বদ মাইসি হলো খাক্ ॥

মোহড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না ॥
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুস্‌ড়ে গিয়েচেন।
কংশ ধ্বংসকারী লেটোর,[৩৪৫] জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠিদাঙ্গা ফোর্জ চল্‌বে না ॥

জমিদারি কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুন্‌সি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আম্‌মোক্তাররা চোক্‌রাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।

স্ক্যাপেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ী ঠেলে যকসেনের ঘাটে[৩৪৬] চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

"ঝুলিতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকী, সব ফাঁকি।"

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা যুড়ে যাচ্চে— ক্রমে ফরসা হয়ে এলো। বারোইয়ারি তলায় কবি বন্দ হয়ে গ্যালো; ইয়ার গোচের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধ বুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্‌লেন, দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বষ্টম একত্র হলো— সিম্‌লের[77] শাম ও বাগ্‌বাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন!

---

75. পেনেলকোডের... হলো খাক্' পঙ্‌ক্তি দু'টি সর্বশেষে আছে।
76. 'আইনগুণে *জমিদারের* ভাংলো।
77. *'হালুম পুরের* শাম'।

সিম্‌লের[78] শাম উত্তম কিত্তুনী— বয়স্ অল্প— দেখ্‌তে মন্দ নয়— গলাখানি যেন কাঁসি খন খন কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হলো— কিত্তুনী "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরী করি খাঞীছে, আরে, আরে ননী চুরী করি খাঞীছেঁ, তাথইয়া তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়্‌লেন! চার দিক্ থেকে হরিবোল্ ধ্বনি হতে লাগ্‌লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগ্‌লো! কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন— হরিপ্রেমে এক জন গোঁসাইএর দশা লাগলো,[৩৪৭] গোঁড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচ্‌তে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন[79] জিব দিয়ে সেই খানের ধুলো চাট্‌তে লাগ্‌লো!

হিন্দু ধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্‌তে পাইনি! গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধূম্রলোচন[৩৪৮] হবে ছেলে বেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের[80] পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্র হরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালে লীলে গুলি করে থাকেন! পেট ভরে মাল্পো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দেখে চৈতন্য চরিতামৃতের[৩৪৯] মতে

"যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ!
প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমিলো যুবতি।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি ॥"

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা অণ্ডরটেকরের[৩৫০] (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন— পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া[৩৫১] মলে এঁরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন। একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন! এখানে সে উপকথাটিও[81] বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্টব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল— নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামি-সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগা অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা[৩৫২] ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ীর সাম্‌নের বৈঠক্‌খানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটী শিবের মন্দির, একটি সান বাঁধানো পুষ্কর্ণী,

78. *'হালুম পুরের* শাম'।
79. 'পড়েছিলেন *গোঁড়ারা* জিব'।
80. 'বড় *রাজাদের* পয়সা'।
81. *'সে গল্পটীও* বলা'।

তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিলো। ক্রিয়ে কর্ম্মে চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাব্‌তে হতো না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী চাসের জন্যে পাঁচ খানা লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ, নিয়ত নিযুক্ত ছিলো। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দুটী বড় বড় ধানের মরাই ছিলো। গ্রামস্থ ভদ্র লোক মাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেল্‌তেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলে পুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের ব্রকভানু চাটুর্য্যের[82] ছেলে, হরহরি চাটুর্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স ১০।৫ বছরের বেসী ছিলো না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া কি মেয়ে নিয়ে কিছু দিনের জন্যে বন্দ ছিলো। কেবল পাল পার্ব্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও যষ্ঠির বাটায়[৩৫৩] তত্ত্ব তাবাস চল্‌তো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ্ ছাড়্‌লেন, এদিকে বয়স্‌ও কুড়ি একুস্ হলো, সুতরাং চক্রবর্ত্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রকভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রকভানু বাবু চক্রবর্ত্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখ্‌লেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। এক জন দরওয়ান, এক জন সরকার ও এক জন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দ্যাখে নি; সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো— চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো; এক দিকে আশ্ পাস্ থেকে মেয়েরা উঁকী মাচ্চে; এক পাশে কতক গুলো গোডিমওয়ালা ছেলে[৩৫৪] ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে; উঠানে বাজে লোক ধরে না।[83] শেষে জামাই বাবুকে জল যোগ করবার জন্য বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জল যোগের যোগাড় করা হয়েচে— পীঁড়ের নীচে চার দিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিলো; জামাই বাবু যেমন পীঁড়েয় পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন অমনি পীঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো; জামাই বাবু ধুপ্ করে পড়ে গ্যালেন— শালী শেলোজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়্‌লো (জলযোগের সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেস, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকোসা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাই বাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু চার শালা সম্পর্কের জুটে গ্যালো; সহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গ্যালো।

রজনী উপস্থিত— সন্ধে হয়ে গিয়েছে— রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরম সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আস্‌চে— লম্পট শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ের ও

82. 'চাটুর্য্যের *মেজো* ছেলে'।
83. 'উঠানে... না' অনুপস্থিত।

তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝি পোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাক্‌চে। ভাম্, খটাস ও ভোঁদোড়রা শিবের ভাঙ্গা[84] মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে।[85] চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে— এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠ্‌লো; এক প্রহর রাত্তির হয়ে গ্যালো। ছেলেরা জামাই বাবুরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গ্যালো, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়ে— জামাই বাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তখন দুই জনেই বালক বালিকা ছিলেন; সুতরাং হরহরি বাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি! আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাক্‌লে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এর পর যাতে[86] স্ত্রী লেখা পড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে। বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস্ ষ্টো,[৩৫৫] মিস্ টমসন[৩৫৬] ও মিসেস বর্‌করলি[৩৫৭] ও লেডি লিট্‌ন,[87] বুলুয়ার লিটন[৩৫৮] হতে পারে না? বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা— তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝক্‌ড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফর্‌নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান সে কেবল বাপ মা ও ভাতার বর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না![88] বিদ্দেসাগরের স্ত্রী হয় তো বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া— সাফরিদের মাদুলি[৩৫৯]— ও বালসির চর্ন্নমেত্তো[৩৬০] নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাই বাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠ্‌লো, ক্রমে সেই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো— দেখেন যে ব্যালা[89] হয়ে গিয়েছে— তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন!

এ দিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ির গিন্নিরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগ্‌লেন যে " তাইতো গা জামাই এসেচেন, মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক" সুতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে— প্রভু তুরী খন্তী[৩৬১] ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদির আয়োজন হতে লাগ্‌লো!

হরহরি বাবু গুরুপ্রসাদির কিছুমাত্র জান্‌তেন না, গোসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে ব্যাড়াচ্চে! তিনি এসে অবধি

---

84. 'ভাঙ্গা শিবের'।
85. 'ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, *হুতোম প্যাঁচা, চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে*'।
86. 'ভাঙ্গবেন— যাতে'।
87. *'লেডী নিটন বুলুয়ার নিটন'।*
88. 'যায় না!— স্ত্রীর হয় তো'। লক্ষণীয়, পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগরের সরাসরি নামোল্লেখের সংকোচ হুতোম কাটিয়ে উঠেছেন।
89. 'যে *ব্যালায়* ব্যালা'।

যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন! সুতরাং এতে[90] নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধুম?" ছোকরা বল্লে "জামাই বাবু তা জান না, আজ আমাদের— গুরুপ্রসাদি হবে।"

"আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে" শুনে হরহরি বাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে গ্যালেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যাস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যাথায় উপেক্ষা করে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক, ঘণ্টা ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গ্যালেন। নববধূর বাসরে আমোদ কর্‌বার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুট্‌লেন— হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই— কারণ চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনি অনন্যগতি! এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন— শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্‌লো— ফুলগাছেরা ফুলদল[91] উপহার দিতে লাগ্‌লো দেখে আহ্লাদে[92] প্রকৃতি সতী হাস্‌তে লাগ্‌লেন।[৩৬২]

চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধুম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন, হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুক্‌লেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো।

হরহরি বাবু ছোড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখ্‌লেন যে স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগ্‌লে প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গ্যালেন, কন্যাটি কি করে! "বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না— শুড় শুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন বল "আমি রাধা তুমি শাম" কন্যাটিও অনুমতি মত "আমি রাধা তুমি শাম" তিন বার বলেচে এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই "কাঁদে বাড়ি বলরাম"[৩৬৩] বলে গোস্বামীকে রুল সই কত্তে লাগ্‌লেন; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টুমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিলো— প্রভু প্রসাদিকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুল সইয়ের চিৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো কাঁশোর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গ্যালো হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার

---

90. 'সুতরাং *তিনি* নিতান্ত'।
91. 'ফুলদাম'।
92. 'আহ্লাদে' অনুপস্থিত।

দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন, দারোগা ভদ্দর লোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়) তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে তারপর দিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এ দিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো "যা ইনি ক্যামন করে ঘরে ছিলেন!" শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরুপ্রসাদি উঠে গ্যালো, লোকের চৈতন্য হলো; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্ত্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদি[৩৬৪] চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্ব্বাহ হয়।

আর এক বার এক সহুরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ি কেষ্টলীলা করে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুস্থুদি, দিন কতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিলো— চৌকুড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাক্‌তেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেই বাবুদের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন। এক দিন রবিবার বাবুরো বাগানে গিয়েচেন এই অবকাশে বাড়ীর প্রভু,— খুন্তী, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর ভেতরে খপর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ী ফিরে যান— এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়্‌লেন। ছোটবাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখান হলো? প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের আজ্ঞা হাঁ করে সেরে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে এক জন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিলো, সে বল্লে, হুজুর! গোঁসাই সকল রকম নীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকী থাকে কেন? ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো— দরজার পাশে একখান দশ বার মোণ পাথর পড়ে ছিলো, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গ্যালো[93]। সেই অবধি প্রভুরা ত্যাম্‌ন ত্যামন্ স্থলে নীলা কত্তে আর স্বয়ং জান না— প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ী পাল্‌কী চড়ে উপস্থিত হন।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গ্যাল, কেত্তনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

---

93. 'সেই অবধি...উপস্থিত হন' অংশ অনুপস্থিত।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুড়ি সোণার বেণের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোল্‌পাতা[৩৬৫]।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিল্‌টি কাজে পালিস করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাসে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন! বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিকে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পূজো শেষ হলো, প্রতিমে খানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জন কর্‌বার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধন বাবু পুলিস হতে পাস করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্‌-সোয়ার,[৩৬৬] নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশা শোটা, ঘড়ি[৩৬৭] ও [94] পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সঙেরা শার বেঁদে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপোর থেকে রূপো বাঁদান হুকোয় তামাক্‌ খেতে খেতে তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছো বাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাক্‌লে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরো মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যাল, শেষে ইনশালভেন্ট নিয়ে ফরেশডাঙ্গায়[৩৬৮] গিয়ে বাস করেন; কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গ্যালেন! আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে সররবার্টপিল[৩৬৯] সাহেবের বিচারে চোদ্দ বছরের জন্য ট্রান্‌সপোর্ট[৩৭০] হলেন, তাঁর পরিবাররা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে

94. 'ঘড়ি ও *ঢক্কা* একত্র'।

মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্‌লো। নুড়িঘাটা লেনের হজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গ্যালেন। প্যালানাথ বাবু এক দিন কতক গুলি বাই ও মেয়ে মানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে[৩৭১] ব্যাড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা ঝড় উঠ্‌লো, মাজিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্‌টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড় মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের[95] টানে কোথায় যে গিয়ে পড়্‌লেন তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুখুয্যেদের ছোট বাবু ক্রমে ভারি গাঁজাখোর হয়ে পড়্‌লেন, অনবরত গাজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি[৩৭২] রাখ্‌লেন, বাল্‌সীর চরণামৃত খেলেন, সাফরিদের মাদুলি ধারণ কল্লেন কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন, আজও তার ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্‌টী অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পচ্চু বাবু অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর তার অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আচেন, তাঁদের[96] যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।[97]

---

95. 'সুতরাং ডুবে *মলেন*'।

96. 'তাঁদের *কি হয় এর*'।

97. 'বক্তব্য। *যে দেশে এই রকমে টাকা খরচ হয়, যে দেশের ভদ্দর লোকেরা এখনও এমন অভদ্দর, এমন অপকৃষ্ট যে, বারোইয়ারির কবি, খ্যামটা ও হাপ আকড়াইয়ের পচা খেঁউড় পাঁচ জনে একত্র হয়ে শোনেন, তাতে আবার উৎসাহ দেন ও আমোদ করেন, যে দেশে এখনও এমন আমোদ পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে হচ্চে, সে দেশের লোকেরা আবার সভ্যতার অভিমান করেন, আত্মগৌরবে অন্ধ হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর দিতে যান, মিটিং করে বড় বড় ইস্‌পিচ্‌ করেন ও দেশের হিতের জন্য বিব্রত হন, এর বাড়া আর তামাসার কথা কি আছে!*'

[1]হুজুক।

সাধারণে কথায়[2] বলেন "হুনরেচীন" ও "হুজ্জুতে বাঙ্গাল"[৩৭৩] কিন্তু হুতোম বলেন "হুজুকে কল্‌কেতা।" হেতা[3] নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজগুব। কোন কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে "জ্যাটাকে গঙ্গাযাত্রা" দিতে হয়, সুতরাং[4] দিবা রাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিকর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব্‌[5] হুজুক্‌ তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়! [6]পাঠক! যত দিন বাঙ্গালীর বেটর অকুপেসন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ প্রণালীর রিফরমেসন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্‌ দোষের মুলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যাথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আট পৌরে ধূতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

[7]ছেলেধরা।

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুন্‌লেম,[8] সহরে ছেলে ধরার [৩৭৪] বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়া ওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে দ্যায়, সে অনবরত পেটপুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে ওঠে—রং দুদে আল্‌তার মত হয়, অ্যামন কি, টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগ্‌বগিয়ে ফুটে উঠ্‌লে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছ্‌রির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবান হয়[৩৭৫]। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি এক্‌লা বাড়ির বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেম না ও সেই অবধি ন্যেড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালো।

---

1. 'হুজুক' স্থলে *'সহরের হঠাৎ অবতার'।*
2. 'কথায় *বলে থাকে'।*
3. *'কল্‌কেতার নিত্য'।*
4. 'সুতরাং *নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আষাঢ়ে হুজুক্‌ তুলবে,* তার বড়'।
5. 'যে *আষাঢ়ে* হুজুক্‌'।
6. 'পাঠক! যত দিন... সঙ্কুচিত হন না' অংশ অনুপস্থিত।
7. 'ছেলেধরা' শিরোনাম অনুপস্থিত।
8. 'শুন্‌লেম *কল্‌কেতা* সহরে'।

[9]প্রতাপচাঁদ।

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো; এক দিন গুরু মহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েচি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে, "বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ[৩৭৬] এক বার মরে ছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেচেন, সহরের তাবৎ বড় মানুষরা তাঁকে দেখ্‌তে যাচ্চেন—এ বারে পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ, পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে!" নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দ্যায়, শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুঁট্‌রে খুঁট্‌রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম; কেউ বল্‌তো "তিনি এক দিন এক রাত জলে ডুবে থাক্‌তে পারেন;" কেউ বল্‌তো "তিনি গুলিতেও মরেন নি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কাণ কেটে গিয়েছিলো, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী চিনে ফেল্লেন!" কেউ বল্লে "তিনি কোন মহাপাপ করেছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদের মত অজ্ঞাত বাসে গিয়েছিলেন! বাস্তবিক তিনি মরেন নি, অম্বিকা কালনায়[৩৭৭] যখন তাঁরে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, সুদু বাস্ক পোড়ান হয়" সহরে বড় হুজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপচাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শুনা গ্যালো, সুপ্রিম কোর্টের সূক্ষ্ম বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়েচেন। সহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, "তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন'—কেউ বল্লে, "ভাগ্যি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো! তা না হোলে পরাণ বাবু টেরটা পেতেন।" এদিকে প্রতাপচাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে বরানগরে বাস[৩৭৮] কল্লেন। সেথায় বুজরুক হন—খান্‌কি, ঘুসকি[৩৭৯] ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গ্যালো, প্রতাপচাঁদ না পারেন, হ্যান কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর শোনা যায় না, প্রতাপচাঁদ পুরোণো হলো,—আমরাও[10] পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম!

[11]মহাপুরুষ।

পাঠক! পাঠশালা[12] যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে! এক দিন আমরা স্কুলে একটার সময় ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, "ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি এক জন মহাপুরুষ[৩৮০]

---

9. 'প্রতাপচাঁদ' শিরোনাম অনুপস্থিত।
10. 'আমরাও স্কুলে ভর্ত্তি হলেম'।
11. 'মহাপুরুষ' শিরোনাম অনুপস্থিত।
12. 'পাঠক! পাঠশালা' স্থলে 'স্কুল'।

এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশোদ গাছ ও উইয়ের ঢিপী হয়ে গিয়েচে—চোক্ বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন!" "শুনে আমাদের বড় ভয় হলো! ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাব্তে লাগ্লেম; লাট্টু, ঘুড্ডী, কৃকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখ্বার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠ্লো, শেষে আমরা দৌড়ে[13] ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় "বেঙ্গমাবেঙ্গুমী" "পায়রা রাজা" "রাজ পুত্তুর পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর—চার বন্ধু" "তালপত্তরের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে" ও "সোণার কাটি রূপোর কাটি" প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ[৩৮১] ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্তে শুন্তে ঘুমিয়ে পড়্তুম!—হায়! বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাক্বে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিলো; ভূত, পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্ত না—অমর বর পেলেও[14] সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালির মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিক ক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে[15] পর সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধূলো আন্তে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো দু এক গল্প বল্লেন; ঠাকুরমা বল্লেন,—বছর আশি হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ[৩৮২] কাশী যাবার সময় পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকোয় রাখ্লেন। তখন ছাপ্ঘাটীর মোহানায়[৩৮৩] জল থাক্তো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আস্তেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আস্তে হলো। এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্চে, মাজী ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ[16] নৌকোর গলুয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, এরি মধ্যে ড্যাঙ্গার মহাপুরুষও হাস্তে হাস্তে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাজী অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখ্তে পেলেন না, এঁরা

---

13. '*দৌড়ে বুড় ঠাকুরমার*'।
14. '*বর পেলেও কেউ যেন সে সুখের অবস্থা অতিক্রম না করে*'।
15. '*চাকরকে কাল* সকালে'।
16. '*মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। এ দিকে এ মহাপুরুষ নৌকোর গলুয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, ড্যাঙ্গার মহাপুরুষ এসে দাঁড়াবামাত্র চোক চেয়ে দেখ্লেন,* এরি মধ্যে ড্যাঙ্গার'।
উপরের মূল পাঠে ভ্রমবশত *এসে দাঁড়ালেন। এ দিকে এ মহাপুরুষ* অংশটি বাদ পড়ায় অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

সব সেকালের মনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর এক বার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদর বন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিলো, তাঁর গায়ে বড় বড় আশোদ গাছের শেকড় জমে গিয়ে ছিলো, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালা কাঠের মত হয়ে ছিলো। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়্‌লেম।[17]

তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পাএর ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড় জয়ঢাকের মত মাদুলিতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুঁলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্‌নী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়্‌লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু চার সমকক্ষ[18] বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো; একদিন আমরা একটার সময় গোলদিগীর মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা করে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে ব্যাড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয়[৩৮৪] প্রথমে এক বড় মানুষের বাড়ীর রাঁদুনী বামুন ছিলেন, এডুকেসন কৌন্সেলের[৩৮৫] সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেন বাবুর[৩৮৬] সুপারিসে প্রিন্‌সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভাল বাস্‌তেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্ট কত্তে ত্রুটী কত্তো না; পণ্ডিত মহাশয় মাটে আস্‌বা মাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম্, পণ্ডিত মহাশয় মিঠেখিলি[19] পচন্দ কত্তেন, পান পেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, আরে[20] হুতোম! "আর শুনেচো? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিলো, ডাক্তার[21] সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দ্যান, জলে ডুবিয়ে রাখেন; কিন্তু কিছুতেই—ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতন হলো; এখন সেই মহাপুরুষ যা পাচ্চে, তাই খাচ্চে, লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাকা টেনে বাতাস কচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে![৩৮৭]

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়্‌লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিলো—মরিচবিহীন কর্পূরের[৩৮৮] মত—ষ্টপর হীন ইথ্‌রের মত একেবারে উপে গ্যালো।

---

17. 'পড়্‌লেম, *ঠাকুরমাও শুতে গ্যালেন'।*
18. 'দু চার বড় মানুষের'।
19. 'মিঠে খিলি *বড় পচন্দ*'।
20. 'বল্লেন আরে—"আর শুনেচো?'
21. 'ডাক্তার কুঁ সাহেব।'

ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফ্যালা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্লো।

[22]লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা।

[23]আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁদুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো। এক দিন আমরা পড়া বল্তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন্ হয়ে রয়েচি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না কিন্তু ছেলেদের হয়) এক বামুন বাবুদের বাড়ীর ছোট বাবু মুখে শামা পাখির বোল—"বক বকম বক বকম" করে পায়ারার ডাক ডেকে ঘুরে ব্যাড়াচ্চেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম দ্যাখাচ্চেন; এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বল্লে "যে কাল বৈকালে পাক্পাড়ার লালা বাবুদের"[৩৮৯] (শ্রীবিষ্ণু! আজ কাল রাজা) "লালারাজাদের বাড়ি—এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার-পাঁচ জন দরওয়ানকে বঁরশায় বিঁদে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোঁসেনের মত একটা পুরোনো পাত্কোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গীর্গিটের অপ্রতুল[৩৯০] ছিল) আর এক জন ছোকরা বলে উঠ্লো "আরে তা নয়, আমার দাদার কাচে শুনিছি, রাজাদের বাড়ির সামনের গাছে একটা কাগ মেরে ছিলো বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাত্তে[24] এসে," আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, "আরে না হে না, ও সব বাজে কথা।[25] আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়্কি। রাজাদের এক জন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ, তাই দেখে একজন সাহেব ভেংচে ছিলো, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি করে;" অনেকে অনেক রকম কথা বল্চেন, এমন সময় মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাট্টুর কদম্ ও "বক্ বকম্" বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচ্লেন—ঢং ঢং করে দুটো বাজ্লে কেলাস বসে গ্যালো, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুন্লেম, বাঙ্গালা কাগজ ওয়ালারা "এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল,[26] দলের মধ্যে একজনের জলতৃষ্টা পাইল, রাজাদের বাড়ি যেমন জল খাইতে যাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দ্যায়, তাহাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলি

---

22. 'লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা' শিরোনাম অনুপস্থিত।
23. *'এ দিকে স্কুলে আমরা* আর এক'।
24. 'মাত্তে *আসে*'।
25. *'আমার বাড়িও টালার* রাজাদের'।
26. 'বাজিয়ে *যাচ্ছিলো*'।

করিতে হুকুম দ্যান" প্রভৃতি নানা অজ্‌গুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। সহরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিলো, 'অমুক বাবুর মত দাতা কে!" "অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়" (বাবু মুচ্ছুদ্দী মাত্র) "অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে গেচে" "অমুক বেশ্যার নত খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কার স্বরূপ তারে নিজ সহকারী কর্‌বেন, প্রভৃতি আলত পালত কথাতেই পত্র পুরুতেন, কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন—আজ কালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে!

শেষে সঠিক শোনা 'গ্যালো যে, এক জন দরওয়ানকে এক জন ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।

[27]কৃশ্চানি হুজুক।

পাক্‌পাড়া রাজাদের হংগামা চুক্‌তে চুক্‌তে হুজুক উঠ্‌লো "রণজিৎ সিংহের পুত্র দলিপ[৩৯১]—ইসুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁর সঙ্গে সমুদায় সীকেরা কৃশ্চান হয়েচেন, ও জন কতক ভাট্‌পাড়ার ঠাকুরও কৃশ্চান হবেন!" ভাট্‌পাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা কৃশ্চান হবেন শুনে অনেকে চম্‌কে উঠ্‌লেন, শেষে ভাট্‌পাড়ার বদলে পাতুরে ঘাটার শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের[৩৯২]পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন[28],[৩৯৩] বেরিয়ে পড়্‌লেন! সমধর্ম্মা কৃষ্ণ মোহন[৩৯৪] কন্যা উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না! সহরে যখন যে পড়্‌তা পড়ে, শীগ্‌গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়ীকে এক জন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার,[৩৯৫] এক জন বেণে ও কায়স্থও কৃশ্চান দলে বাড়্‌লো—দুচার জন বড় বড় ঘরের মেয়ে মানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চল্‌তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আস পাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না।

[29]মিউটিনি।

[30]পাঠকগণ! এক দিন আমরা মিছে মিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুন্‌লেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে,[৩৯৬] নানা সাহেবকে[৩৯৭] চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লির ন্যেড়ে চীফ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"[৩৯৮] হবেন—ভারি বিপদ! সহরে

27. 'কৃশ্চানি হুজুক' শিরোনাম অনুপস্থিত।
28. 'বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর'।
29. 'মিউটিনি' শিরোনাম অনুপস্থিত।
30. 'পাঠকগণ!' অনুপস্থিত।

ক্রমে হুল স্থুল পড়ে গ্যালো, চুনোগলী[৩৯৯] ও কসাইটোলার[৪০০] মেটে ইঁদ্রুস্, পিদ্রুস্ গমিস্ ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিনটিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্‌লো নানা রকম অদ্ভুত হুজুক্ উঠ্‌তে লাগ্‌লো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হার কেতের[৪০১] মত ইংরেজরা উত্তর পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গ্‌বার উজ্জুগ পেলেন[৪০২]—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন: লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারি মাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালিরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো, ডাক ঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শামচাঁদ[৪০৩] খ্যালাতে লাগ্‌লেন: শামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাই তো কোন ছার! লক্ষ্ণৌ-এর বাদসাকে কেল্লায় পোরা হলো,[৪০৪] গোরারা সময় পেয়ে দু চার বড় বড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্সাল লা[৪০৫] জারি হলো, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপা যন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিস কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল শিক্‌লী পর্‌লেন।[৪০৬] বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা[৪০৭] করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—"যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন—বহুদিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকান্‌দের মত হতে পারেন নি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ) তাঁদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অন্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছাওয়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই কর্‌বেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।" বল্‌তে কি, কেবল আহার ও গুটি কতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েচেন। যদি গবর্ণমেন্টের হুকুম হয়, তা হলে সে গুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতি বাবুরা ফির্‌তি ফলারে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর[31] মিত্র বনাতের প্যান্টুলন ও বিলিতি বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।

---

31. *'বাঘাম্বর বাবু'*। লক্ষণীয়, পরবর্তী সংস্করণে দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে বাঘাম্বর বাবুর শনাক্তকরণ নিশ্চিত করার জন্য হুতোম 'মিত্র' পদবি যোগ করেছেন।

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিং-এর রিকলের[৪০৮] জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের এক শেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্‌তে লাগলো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠ্‌লো।

গান।

"বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথায় পর কুর্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যান্ড নিবাসী তারা।
টানটিয়া টোপির[৪০৯] মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়্‌বে ধরা ॥"

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের ব্যালায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবাবিবাহ[৪১০] হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেন্টে বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের[৪১১] ফাঁসি হবে!"

কোথাউ হুজুক উঠ্‌লো "দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে[৪১২] ও লক্ষ্ণৌএর বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো!"

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ির গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাক্‌বে না! দুই এক জন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন।

ক্রমে সেপাই এর হুজুকের বাড়্‌তি কমে গ্যালো—আজ— দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের[৪১৩] সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো! মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিং-এর পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না" বাড়ি বাড়ি গেয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রেক্লেমেসনে[৪১৪] সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালিরা ফাঁশী ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গির পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠ্‌লো, "যখন যার কপাল ধরে—" ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো[৪১৫]। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেন্টও বাঙ্গালি শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জান্‌তে অবসর পেলেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা"[৪১৬] আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বল্‌তেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালিদের দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড়্‌লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

[32]মরাফেরা।

আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উত্‌লে উঠ্‌লো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাতেই আমাদের জ্যাটামির দোউড় বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠ্‌লেম—কেউ কেউ আদর করে "চালাক দাস" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

ছেলে বেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা[33] কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস[৪১৭] ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফিঃ পয়ার পিছু একটী করে সন্দেশ প্রাইজ্ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোত্‌লা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম; আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটি শাদা বেরাল ছিল (আহা কাল সকালে সিটী মরে গ্যাছে—বাচ্ছাও নাই!) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ[৪১৮] পার হলেম, মাঘের[৪১৯] দুই পাত ও রঘুর[৪২০] তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকী, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কর্ত্তে যাই, ছোড়া গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখ্‌তে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই,[৪২১] কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কালেজ[৪২২] থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক্ এক জন

32. 'মরাফেরা' শিরোনাম অনুপস্থিত।
33. 'রূপকথা'।

সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়্‌লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো—কখন বোধ হতে লাগ্‌লো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে[34] ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন?[৪২৩] (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটি বড় অসঙ্গত হয়,) রামমোহন রায়? হাঁ এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পার্ব্বো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী[৪২৪] সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়্‌লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায়[৪২৫] যাই—বিধবা বিয়ের দালালী করি[৪২৬] ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত,[৪২৭] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত[৪২৮] প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুন যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!

হায় অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগ্‌লামো করেচি, এখন সেই গুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাঁসি পায়; আবার এখন যে পাগ্‌লামি প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো! মৃত্যুশয্যার পাশে যবে এই গুলির ভয়ানক ছবি দ্যাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাক্‌বে, তখন সেই অনন্য আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না। বাপ্ মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে "বাবাগো—মাগো" বলে কাঁদে—আমরাও তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই[35] পাঠক। তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দ্যাখাতে দ্যাখাতে তরে যাব।

প্রলয় গর্ম্মিতে এক দিন আমরা মোটা চাদোর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক জন মুহুরি বল্লে যে "আমাদের দেশে হুজুক্ উঠেছে ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আস্‌বে"[৪২৯]—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাশের[৪৩০] মত সহরের কোন কোন বেণে বাবুরা সিঙ্গিবাহিনী ঠাক্‌রুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু-চার কয়েদী খালাস[36] [৪৩১]করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতক গুলি কয়েদী খালাস কর্ব্বেন, নদের রামশর্ম্মা আচায্যি গুণে বলেচেন। আমরা এই অপরূপ হুজুক্ শুনে তাক্ হয়ে রইলেম! এ দিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠ্‌লো "১৫ই কার্ত্তিক মরা ফির্‌বে।" বাঙ্গালা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা

34. 'তবে কি ব্রিটেনের'।
35. 'নাম ধরেই *পাঠকদের* ভেংচুতে'।
36. 'খালাস *করে অহঙ্কার* করেন'।

বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মে ছিলো, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিক্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো।

সহরের যে খানে যাই, সেই খানেই মরা ফের্‌বার মিছে হুজুক্। আশা, নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল জায়গার মরা ফেরা সেজে যেতে লাগ্‌লো, অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গ্যালো—বাজারে হোত্তেল মাগ্‌গি[৪৩২] হয়ে উঠ্‌লো! ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ই কার্ত্তিক নবাবিচালে এসে পড়্‌লেন। দুর্গোৎবের সময় সন্ধ্যাপূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্‌তরের জন্য মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র ভ্রাতাহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ই কার্ত্তিক দিল্লির লাড্ডু হয়ে পড়্‌লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিস্‌লেন। ছেলে ব্যালা আমাদের একটি চিনের খোরগোশ ছিল, আজ বছর আষ্টেক হল সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার জন্য কচি কচি দুর্ব্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজেরাটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম্।

১৫ই কার্ত্তিক মরা ফির্‌বে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্ত্তিক। অনেকে মরার অপেক্ষায় নিম্‌তলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে[৪৩৩] বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, রাত্তির দশটা বাজে, মরা ফির্‌লো না; অনেকে মরার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মরা ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো!

[37]আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা।

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠ্‌লেম; দু-চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগলেন; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকী পড়্‌তে লাগ্‌লো—আমাদের বিপদে মুচ্‌কে হাসেন ও আমোদ করেন; তাঁদের এক চোক্ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পার্‌লে তার্ বাটিটি নষ্ট হয় স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন। জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগ্‌লো! লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকয়ী ও সূর্পণখা হতেও সরেস![৪৩৪] ক্রমে একদল শত্রু জন্মালেন, এক

37. 'আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা' শিরোনাম অনুপস্থিত।

দল ফ্রেন্ডও পাওয়া গ্যালো। যাঁরা শত্রুর দলে মিস্‌লেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেন্ডরা সাধ্যমত ডিফেন্ড কত্তে লাগ্‌লেন, শত্তুররা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্‌লুম যে যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন;[38] কিছুই খুঁজে পেলুম না বরং সন্ধানে বেরুলো যে নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতক গুলির চিরন্তন ব্রত, সেই রূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছুকাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেম্‌নি এঁরা আপনা আপনি থাম্‌বেন; তবে অনেকের এই পেসা বলেই যা হোক্—পেসাদারের কথা নাই।

[39]নানাসাহেব।

মরা ফেরা হুজুক থাম্‌লে কিছু দিন নানাসাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়্‌লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচ্‌লেন।[435] সাত পেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোঁড়া—লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্‌স সাহেব—নীল বানুরে লঙ্কাকাণ্ডে লং এর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেক্‌ড়ে বাগের উৎপাতের মত ইংলিস্‌ম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলীর ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠ্‌লো।

[40]সাতপেয়ে গরু

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দুপয়সা রেট হলো; গরু রাখ্‌বার[41] জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘন্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগ্‌লো, কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।[436]

[42]দরিয়াই ঘোড়া।

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কত্তে লাগ্‌লেন; বেশির মধ্যে বিক্রী হবার জন্য দুচার মাতালো মাতালো থামওলা সেপাই পাহারা ও গোরা কৌচম্যান্ (যেখানে অন্দর

38. 'পারেন; *কিন্তু* কিছুই'।
39. 'নানাসাহেব' শিরোনাম অনুপস্থিত।
40. 'সাতপেয়ে গরু' শিরোনাম অনুপস্থিত।
41. 'গরু *দ্যাখবার*'। 'রাখ্‌বার' সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ।
42. 'দরিয়াই ঘোড়া' শিরোনাম অনুপস্থিত।

মহলেও ঘোঁড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক্‌টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড় মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক্‌টাকা দর, পিঁজরেয় পূরে চিড়িয়া খানায় রাখ্‌বারও বিলক্ষণ উপযুক্ত; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখিন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা[৪৩৭] আর কোথাও নাই—সেথায় মায় মহারাজ[43], তত্ত্ব, রত্ন, লঙ্কার উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবি কেতার জানোওয়ার আছে, এমন কি এক আদ্‌টির যোড়া নাই।

[44]লক্ষ্ণৌএর বাদসা।

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বস্‌লেন—সহরে হুজুক উঠ্‌লো, "লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোসাক, পায়ে আল্‌তা," কেউ বল্লে, "রোগা ছিপ্‌ছিপে, দিব্বি দেখতে, ঠিক যেন একটি অপ্‌সরা।" কেউ বল্লে, "আরে না, বাদ্‌সাটা একটা কুঁপোর মত মোটা ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেস্ গাইতে পারে" কেউ বল্লে "আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন; সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম; বাদ্‌সা শ্যামবর্ণ, এক হারা, নাকে চস্‌মা, ঠিক্ আমাদের মৌলবী সাহেবের মত", লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিনকতক শহর বড় গুল্‌জার হয়ে উঠ্‌লো। চোর বদমাইসরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরাণো জিনিস বেধড়ক দামে বিক্রী হয়ে গ্যালো; দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম[৪৩৮] হয়ে গ্যালেন। বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ মরা হয়ে গ্যালে খ্যালাতে বার করে গবর্ণমেণ্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পুরে রাখলেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস করে খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগ্‌লেন; সহরের রূদ্দর, ভদ্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেররা মাল সেজে কাঁদুনী গাইতে লাগ্‌লেন—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা জমি নিলেন, দুই এক বড় মানুষ ক্ষ্যাপলা জাল ফেল্‌লেন[৪৩৯]—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বল্লে "কেঁদো মাছ!" কেউ বল্লে "রাণা!" নয় "খোঁটা!"[৪৪০]

---

43. *'মহারাজ'* অনুপস্থিত। ১৮৬২ থেকে '৬৮ খ্রি. মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা মহ্‌তাব চন্দ্ সম্পর্কে হুতোমের ধারণার অবনতি ঘটেছে। নকশার ভূমিকায় হুতোম বর্ধমানের হুজুর আলীকে আসরে নামিয়েছেন বলেছেন, কিন্তু গোটা নকশায় এইটি একমাত্র বর্ধমানের মহারাজার উল্লেখ। লক্ষণীয় শুধুমাত্র এইটুকুকে হুতোম এত গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন ও মনে রেখেছেন যে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন!

44. *'লক্ষ্ণৌ* এর বাদ্‌সা শিরোনাম অনুপস্থিত।

হুজুক।

[45]শিবকৃষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে দ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়ে ছিলেন; আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওলা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি ঠক্‌লেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালির কুলে কালী দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন।[৪৪১] কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্য না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টোবাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়্‌লো—এক জন "এম, ডি, এফ, আর সি, এস"[৪৪২] প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাব ওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

[46]ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

আমাদের সহরে বড় মানুষের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই বর্‌গুণ আছে। "ভাল কত্তে পার্‌বো না মন্দ কর্ব্বো কি দিবি তা দে।" যে ভাষা কথা আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে—"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়োল" হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেসা আশ্রয় করেচেন! যদি এমন পেসাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো? তিনি কেবল ভাজ্‌কে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈতো নয়! আমাদের কল্‌কেতা সহরের অনেক বড় মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁদিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তাঁর কাছে কলকে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড় মান্‌ষের ঘরে ও রকম কত পার পেয়ে গ্যাছে ও নিত্যি কত হচ্চে—সহরের একটি কাশ্মীরী মুখ্‌খু বড় মানুষ আক্ষেপ করে বলে ছিলেন যে "সহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েচি।" শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক্ তাই।

[47]জসটিস্ ওয়েল্‌স।

শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জস্‌টিস্ ওয়েল্‌স নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকর্দ্দমা কর্‌বার সময় যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন "বাঙ্গালীরা মিথ্যেবাদী ও

---

45. 'শিবকৃষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনাম অনুপস্থিত।
46. 'ছুঁচোর ছেলে বুঁচো' শিরোনাম অনুপস্থিত।
47. 'জসটিস্ ওয়েল্‌স' শিরোনাম অনুপস্থিত।

বব্বলের[৪৪৩] জাত্।" এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বল্‌তে পারেন "শতকরা দশ জন মিথ্যেবাদী বা বব্বলে হলে যে আশি নব্বুই জনও মিথ্যেবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই"—চার দিকে অসন্তোষের গুজগাজ্ পড়ে গ্যাল, বড় দলের মোড়োলরা হাতে কাগজ পেলেন, "তেঁই ঘোঁটের" মত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গ্যাল, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কাষ্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালিদের তো এক পদও "সাধারণের" স্থল নাই!! টাউন হাল্ সায়েবদের, নিমতলার ছাত খোলা হল গবর্মেন্টের, কাশীমিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদ্‌নীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে![48]

সহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুণো গলীর আনড়ু পিদ্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসি হন; সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দির ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা কর্ব্বেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন! রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস্ পড়্‌লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, এক বার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচুদলের সুপারিস্ হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিস্‌ওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়্‌লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সাম্‌নের যোড় হস্ত করা পাথরের গড়ুরেরও আহলাদের সীমে রইলো না। বাঙ্গালিদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গ্যাল। সুপারিসওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোনার বেণে বড় মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন নাই—সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যাল, বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেসেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওএল্‌স্—হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌সও[49] ব্রেক হলেন।[৪৪৪]

---

48. 'ঔষধ সাগরে রয়েচে!'—র পর 'টেকচাঁদের পিসী' অংশ সন্নিবিষ্ট। শিরোনাম অনুপস্থিত।
49. 'সেই অবধি ওয়েল্‌স ও * * * *'।

[50]টেক্‌চাঁদের পিসী।

টেক চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী[৪৪৫] ওয়েলসের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েচে শুনে বল্লেন "ওমা আজ কাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুড়োমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীতে[৪৪৬] দোরস্ত কত্তেম!" নারকেলমুড়ি বড় উত্তম অষুধ, হলোয়ের[৪৪৭] বাবা! আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার ধিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগভোগ করে থাকেন; দারজীলিং, সিম্‌লে, সপাটু,[৪৪৮] ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়েও সোদ্‌রাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ্!!!

[51]পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ।

নীলকরী হ্যাঙ্গাম উঠ্‌লো, শোনা গ্যালো, কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা[৪৪৯] খেপেচে। কে তাদের খ্যাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শাঁমচাঁদ?[৪৫০] তবে— "ম্যাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে"[৪৫১] "ইণ্ডিগো কমিসনে"[৪৫২] "হরিশে"[৪৫৩] "লংএ"[৪৫৪] "ছোট আদালতে"[৪৫৫] "কন্ট্রাক্ট বিলে"[৪৫৬] অবশেষে গ্রান্টের রিজাইনমেন্টে[৪৫৭] রোগ সার্‌তে পারেন? না! কেবল শামচাঁদীরা[৪৫৮] সল্লে!!!

নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে[৪৫৯] বিবেচনা করে (ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাইনি) গবর্ণমেণ্টে তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গন্, বোট্ ও এসপেসিয়েল্ কমিসনর[৪৬০] চল্লো—মফস্বলে জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে হুল থুল পড়ে গ্যালো ও আল্‌টার ব্রেড[৪৬১] অবতার হয়ে পড়লেন।

প্রজার দুরবস্থা শুন্‌তে ইণ্ডিগোকমিসন্ বস্‌লো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর[৪৬২] চমকা ভেঙ্গে গ্যাল। (খুড়ী একটু আফিম খান) বাঙ্গালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর একজন খুড়ো কমিসনর হলেন। কমিসনে কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়্‌লো; সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুণ নীলকর দল হন্নে হয়ে উঠ্‌লেন,—ছাই গাদা, কচুবন, ফ্যান গোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে, গির্‌জেয়, প্যালেসে ও প্রেসে তাগ্ কল্লেন! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদ্‌রি লং সায়েবকে কাম্‌ড়ে দিলে![৪৬৩]

প্যায়দারা পর্য্যন্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন, তুমুলকাণ্ড বেঁধে উঠলো। বাদাবুনে বাগ্ (প্ল্যান্টারস্ এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদ্‌লে (ল্যাণ্ডহোল্‌ডর্‌স

50. 'টেক্‌চাঁদের পিসী' শিরোনাম অনুপস্থিত।
51. 'পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ' শিরোনাম অনুপস্থিত।

এসোসিয়েসন) তুল্‌সী বনে ঢুকলেন।[৪৬৪] হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েল্‌স ধমক খেলেন। গ্রান্ট রিজাইন দিলেন—তবু হুজুক মিট্‌লো না! প্রকৃত বাঁদুরে হ্যাঙ্গামে বাজারে নানা রকম গান উঠ্‌লো; চাসার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে মূলো ও মুড়ি খেতে[52] খেতে

গান।

সুর "হাঃ শালার গরু" তাল "টিট্‌কিরী ও ল্যাজমলা।"

উঠ্‌লো সে সুখ, ঘট্‌লো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা, ছিলাম সুখে এই স্থানে ॥
উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানী লোকের মান,
হ্যানো সোণার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে ॥[৪৬৫]

গাইতে লাগ্‌লো। নীলকরেরা এর উত্তরে ক্যাটল্‌ট্রেস্‌পস্‌ বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজেদের স্যামপীন্‌ খাইয়ে ও ঘরঘ্যাঁসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেঁউড়ে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবানুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গ্যালো, মোড়োলেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ি এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগ্‌লেন। কোন কোন আশাসোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেরী চৌকীদারী, তথা ছেলেপুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজেষ্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তথাস্তু!!!

শামচাঁদের অসহ্য টর্‌চরে ভূত পালায়, প্রজারা খেপে উঠ্‌বে কোন্‌ কথা! মিউটিনী ও ব্লাক্‌ অ্যাক্‌টের[৪৬৬] সভাতে তো "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" চটেই ছিলেন, নীলবানুরে হ্যাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়্‌লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কত্তে কর্ত্তা ও গিন্নির য্যামন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে যায়, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সুইপিং ক্লাস্‌ ও নেটিভ্‌ কমিউনিটিকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেন্টও সেই রকম অবস্থায় পড়্‌লেন।

[53]রমাপ্রসাদ রায়।

হুতোমের পাঠক! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেচি যে, "সময় কারও হাতধরা নয়; সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বড় হচ্চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বছর ফিরে যাচ্চে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে "কোন্‌ দিন যে মত্তে হবে তার স্থিরতা নাই।" বরং যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্ছে, শরীর তোয়াজে রাখ্‌চি, আরসি ধরে শোণ

52. 'মুড়ি খেতে খেতে ক্ষেতে ক্ষেতে'।
53. 'রমাপ্রসাদ রায়' শিরোনাম অনুপস্থিত।

নুটির মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্চি, সীমলের কালাপেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠ্চে! শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চস্‌মা ভিন্ন দেখ্‌তে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়্‌চে বই কম্‌চে না! এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ! প্রচণ্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য এক মনে হন্ হন্ করে চলেচেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়ি ভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখ্‌তে পান, তা হলে তিনি য্যামন চম্‌কে ওঠেন্, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি; তখন এই দগ্ধ হৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় এক গাছা মোটা লাঠি থাক্‌লে তিনি য্যামন সাপ্‌টাকে মেরে পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ করেন, আমরাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান কর্‌বার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দ্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্ম্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি—এমনি গম্ভীর ভাব, যে তার প্রভাপ্রভাবে ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতী সরে পালায়—চারি দিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ্ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌বার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠ্‌লেম—ছলনা কুআশায় আবৃত, আশার পরিসর শূন্য, সংসার সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। এক দিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক কচ্চি, এমন সময় আমাদের দলের এক জন বলে উঠ্‌লেন, "আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে" ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুন্‌তে লাগ্‌লেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌতুলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ কর্‌বেন শুনে কার না কৌতুহল বাড়ে! সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্ব্বিক নক্‌সা নিতে লাগলেম।[৪৬৭]

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সঙ্ক্ষেপ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। ক্রিয়ে বাড়ীতে স্যাকরা বসে গ্যাল—ফলারে বামুনরা অ্যাপ্রিন্‌টিস নিতে লাগ্‌লেন—সংস্কৃত কালেজের ফলারের প্রোফেসর্ রকমারী ফলারের লেক্‌চর দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলম্‌নস নোট লিখে ফেল্লেন—এ দিকে চতুষ্পাঠীওয়ালা ভট্টাচার্য্যরা চলিত ও অর্দ্ধ পত্র[৪৬৮] পেতে লাগ্‌লেন; অনাহুত চতুষ্পাঠীহীন ভট্টাচার্য্যরা সুপারিস্ ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি নিমতলা ও কাশীমিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড়ে হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়; জানিত ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে।

ভট্চায্যী মশাইদের ছেলে ব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবচ্ছর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের জন্য!

পাঠকগণ! এই যে উর্দ্দি ও তক্মাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়লঙ্কার বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখ্চেন, এঁরা বড় ফ্যালা যান না। এঁরা পয়সা পেলে না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন! পয়সা দিলে বানর্ওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোসাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন! যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল[৪৬৯] তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজ্ কাল সহরের দলপতি দলে অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েচে, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভেতরটা ফাঁক!—রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব সুবোদের বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়্বেন, সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ও * * * * * প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চল্তে লাগ্লো। দুই এক টাট্কা দলপতিরা (জোর কল্মে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদ বাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন আপন দলে প্রোক্লেমেসন দিলেন, প্রোক্লেমেসন, দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগ্লো, অনেকে দু নৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়্লেন—শান্কীর ইয়ারেরা "বারে বারে মুরগী তুমি"[৪৭০] দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়্তে হলো সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ্ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেসন জুরির শমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়্লো, সে এই—

"শ্রী শ্রী হরিং
শরণং

অষেস শাস্ত্ররত্নাকর পারবরপরম পূজনীয়

শ্রীল
ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ
শ্রীচরণেষু
ধর্ম্ম

সেবক শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ[৪৭১]

শাষ্টাঙ্গে শত সহস্র প্রণীপাত পুরসর নিবেদনং কার্য্যণঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণগতীক কুসল পরে যে হেতুক ৺রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু

রমাপ্রশাদ রায় স্বীয় মাতা ঠাকুরাণীর একোদ্দিষ্ট শ্রার্দ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন এই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নীপতি বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা[৪৭২] মজকুর শম্যক্ প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী সভার দলের অনুগত দলের[54] সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যাভার চলীত নাই সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না।

শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ।
সাং— নূড়ী ঘাটা।

সম্মত ঃ

শ্রীহবীস্বর শর্ম্মাঃ ন্যায়লঙ্কারোপাধীক ঃ

বাব্যঃ সভাপণ্ডীতঃ"

প্রক্লেমসন পেয়ে ভট্চায্যি ও ফলারেরা ডুব্ মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগ্লেন, ডুবে জল খ্যেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে, টের পান; তবুও অনেক জায়গায় চৌকী, থানা ও পাহারা বসে গ্যাল, কিছুতেই কিছু কত্তে পাল্লেন না, টাকার খোসবো প্যাজ রুসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে—শ্রাদ্ধ সভা পবিত্র হয়ে উঠ্লো, বাগ্বাজারের মদনমোহন[৪৭৩] ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর[৪৭৪] পর্য্যন্ত ব্রজের রসে[৪৭৫] গড়াগড়ি দিতে লাগ্লেন। শ্রাদ্ধের দিন সকাল ব্যালা রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গ্যাল, গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুর্চ্চীখানা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধর্লো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দ্যেখ্তেও এত লোকারণ্য হয় না।

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়্লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়্তে লাগ্লো, এক দিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের[৪৭৬] গুণগরিমা ও আদিসুরের[৪৭৭] গুণ কীর্ত্তন কত্তে লাগ্লো, এক দিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গ্যালো, দুদশ জন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগ্লেন, দল দল কের্ত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাঁচের গ্ল্যাস ও ডিসেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগ্লো— বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম কাঁদ্তে লাগ্লেন দেখে—অ্যাম্বিসন হাঁসতে লাগ্লেন![55]

---

54. 'অনুগত দলের *(উমেদারের প্রপৌত্তুর বল্লেও হয়)* সহিত'।
55. 'হাঁসতে লাগ্লেন—*সুদু এই নয়!!!*'

ক্রমে মালাচন্দন[৪৭৮] ও দান সামগ্রী উচ্ছুগ্‌গু হলে সভা ভঙ্গ হলো।[56] কল্‌কেতার ব্রাহ্মণ ভোজন দেখতে বেস্,—হুজুররা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার[৪৭৯] কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন সেগুলি সব বেরোবে—এক এক জন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়ে বাড়িতে ঢুক্‌তে দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় য্যান গুরুমশাই পাঠশাল তুলে চলেচেন! কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয় এক একটা সদ্দার ধোপা—লুচীমোণ্ডার মোট্‌টি একটা গাধায় বইতে পারে না! ব্রাহ্মণরা সিকি, দুয়ানি ও আদুলী দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন; দই মাখান এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গা খুরী ও আঁবের আঁটীর নীলগিরি হয়ে গ্যাল! মাঁছিরা ভ্যান ভ্যান করে উড়্‌তে লাগ্‌লো—কাক ও কুকুররা টাঁক্‌তে লাগ্‌লো—সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাছে। সুতরাং জল সপ্‌সপানি ও লুচি মণ্ডা দই ও আঁবের চপটে এক রকম ভ্যাপ্‌সো গন্ধে বাড়ি মাতিয়ে তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিয়ে বাড়ির ফেরত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচ্‌তে পার্ব্বেন না।

এ দিকে বৈকালে রাস্তায় "কাঙ্গালী" জমতে লাগ্‌লো, যত সন্ধ্যা হতে লাগ্‌লো ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালী বাড়্‌তে লাগ্‌লো—ভারী, দোকানদার, উড়েবেহারা, রেও ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিস্‌তে লাগ্‌লেন; জনতার ও! ও! রো! রো! শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো; রাত্তির সাতটার সময় কাঙ্গালীদের বিদেয় কর্‌বার জন্য প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ী পোরা হলো; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষরা থলো থলো সিকি, আদুলী, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন; চল্‌তি মসাল, লণ্ঠন ও "আও!" "আও!" রাস্তায় রাস্তায় কাঙ্গালী ডেকে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো; রাত্তির তিনটে পর্যন্ত কাঙ্গালী বিদেয় হলো। প্রায় ত্রিশ হাজার "কাঙ্গালী" জমে ছিলো, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ভবতী কাঙ্গালিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরে বিস্তর বাড়ে![৪৮০]

কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের জলপান। ফলারে কেউই ফ্যালা যায় না; বামুন ও রেওদের মধ্যে য্যামন তুখোড় ফলারে আছে, কায়েত, নবশাখ্ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্‌কে পায় না!

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপ্‌কান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক্ যাত্রার নকীব সেজে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্ব নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড় মানুষ বা সাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তুন্নে বামুন থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পূজরী বামুণেও চলে। নেমন্তুন্নে বামুন বা সরকার রামগোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উড়েন্ প্যান্‌সীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান—ছেলেটী কেবল ট্র কাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

---

56. *'ভঙ্গ হলো, কের্ত্তন বিদায় হলেন, ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হলো;'*

আজ্‌কাল্ ইংরাজী কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলে পুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়ে বাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভাণ করে কাটিয়ে দ্যান; অথচ বাড়িতে এক যোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতিশালের হাতি ও ঘোঁড়াশালের ঘোঁড়া খেয়েও পেট ভরে না!

[57]পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচীরও সেইরূপ[58]—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্‌লে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুন্‌কে রঘুর[৪৮১] ভাই[59]! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই! সেবার মৌলুবী হালুম হোঁসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে[60] ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর[৪৮২] হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি—ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুর বাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারের উপাসনার সময় সমাজে কেবল জোন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত মস্‌জিয়া[৪৮৩] পড়তে দেখ্‌তে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে; যদি ইউনিভারসিটিতে বি,এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্।

রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়, এক্ তো মধ্যহ্ন ভোজন বা জলপান রাত্রির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোঁড়ার মত নাল বাঁদান বোধ হবে, ক্রমে

---

57. *'পাঠক!* আমরা প্রকৃত'।

58. 'লুচীরও সেই রূপ—*পাঠকদিগের মধ্যে কারু* বাড়িতে'।

59. 'মুনকে রঘুর *'দাদা'*।

60. *'উপলক্ষে ১৫ই মাঘ দেবেন্দর নাথ ঠাকুর বাবুর বাড়িতে'।* ১৫ তারিখ খুব সম্ভব মুদ্রণপ্রমাদ, তাই পরের সংস্করণে সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্লেষাত্মক উপাধি প্রয়োগের কারণ আরো গভীর। ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজকে একটি ঝাড় লণ্ঠন, তত্ত্ববোধিনী সভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেছিলেন, মাঘোৎসব উপলক্ষে আগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায়দানের ব্যয়ভারও আংশিক বহন করতেন। ১৮৫৭ খ্রি. তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ব্যাপ্তিকাল পাঁচ/ছয় বছরের, সঠিক সালতারিখ জানা না গেলেও অনুমান করা যায় ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ খ্রি. পর্যন্ত। ব্রাহ্মসমাজ তথা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বিরূপতার কারণ জানা নেই, তবে কালীপ্রসন্ন সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্তের সমর্থক ছিলেন (দ্র. ১৪৫ টীকা), যাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ ঘটে। ১৮৬৬ খ্রি. যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্ব স্বীকার করে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, তার অনতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাব ও ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁর একাধিপত্য বজায় রাখার আগ্রহও হুতোমের এই মন্তব্যের কারণ হতে পারে।

সমীচীনরূপে দেখ্‌লে বুজতে পার্ব্বেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গীদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বস্‌তে ভরশা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনরা পর্য্যায় মত[৪৮৪] রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিম খোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগ্‌লো। এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধুম চুক্‌লো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগ্‌লেন।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন— অনেক ভট্টাচার্য্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী ৺ধর্ম্মসভার উমেদারের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শাল্‌গেরামের সাম্‌নে দিব্বি কত্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আচেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুই জানেন! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মর্‌বার সময় বলে গিয়েচেন যে "ধর্ম্ম অবতার! আপনার মত লোক আর জগতে নাই!" এসওয়ায় অনেক শূন্য উপাধিধারী হুজুরেরা ধরা পড়লেন, গোবর খ্যেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতার প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উতোরপাড়া অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টাচায্যিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবোর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম!

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাক্‌বে তত দিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই;[61] গোঁসাইরা হাড়ি, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন; এঁরা এক এক জন হারামজাদ্‌কী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি, এ দিকে এমনি সজ্জা গজ্জা করে ব্যাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্র লোক; বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।

[62]রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

[63]রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোন খানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্‌লো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্ হলেন। মামী ভাগ্‌নেকে ছাঁট্‌লেন[৪৮৫]—ভাগ্‌নে মামীর চির অন্নপালিত হয়েও চির জন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লেন! আমরা যখন ইস্কুলে পড়্‌তুম, তখন সহরের এক বড় মানুষ সোণার বেণেদের বাড়ির শম্ভুবাবু বলে এক জন আমাদের ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড ছিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বল্লেন যে "কাল ড়াত্রে

---

61. 'ভদ্রস্থতা নাই; *কশাই* গোঁসাইরা'।
62. 'রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' শিরোনাম অনুপস্থিত।
63. 'রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায়' অংশ অনুপস্থিত।

আমি ভাই আমাড় স্ত্রীকে বর ঠাট্টা কড়েচি, সে আমায় বল্লে তুমি হনুমান্, আমি অম্নি ফস্ কড়ে বল্লুম তোড় শ্বশুড় হনুমান্" ভাগনে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ কল্লেন। "রসরাজ" কাগজ পুনরায় বেরুলো;[৪৮৬] খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগ্লো। এরি দেখাদেখি এক জন সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কলেজ এডুকেশন মাথায় তুলে "য্যামন কর্ম্ম তেমনি ফল"[৪৮৭] নামে "রসরাজের" জুড়ি এক পচাল পোরা কাগজ বার কল্লেন—রসরাজ ও তেমনি ফলে নড়াই বেঁধে গ্যালো। দুই দলে কৃতাস্ত্র ও সেনা সংগ্রহ করে সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইস্কুল বয়েরা ভূরি ভূরি নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ঘটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান কর্বার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চল্তে লাগ্লো—"পীর গোরাচাঁদের ম্যালা" "পরীর জন্ম বিবরণ" "ঘোঁড়াভূত" ও "ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন" প্রভৃতি প্রস্তাব পরিপূর্ণ রসরাজ প্রতি দিন পাঁচ শ! হাজার! দু হাজার! কাপি নগদ বিক্রী হতে লাগ্লো! কিন্তু "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম"[৪৮৮] মাসে একখানাও ধারে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ, "তিলোত্তমা"[৪৮৯] ও "সীতার বনবাসের"[৪৯০] খদ্দের নাই! কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্চে, এমন সময় গবর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালীশ কল্লেন; "যেমন কর্ম্ম" ও পাছে তেম্নি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন; "রসরাজের" দোয়ার ও খুলীরে, মূল গায়েনকে মজ্লিসে রেখে "চাচা আপন বাঁচা" কথাটি স্মরণ করে মের্দ্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্নে বাবু (ওর্ফে মিত্তির খুড়ো) সফিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রয় কল্লেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণ বাড়ি ঢুক্লেন।[৪৯১] "পীর গোরাচাঁদের" বাকি গীত সেই খানে গাওয়া হলো। পাতর ভাঙ্গা হাতুড়ীর শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ীর ঝুম্ঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদিরা বাজে লোক সেজে "পীরের গীত" শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে "খ্যেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন"—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্নে বাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো) ও রসরাজ সম্পাদকে সেইটির সার্থকতা[৪৯২] হলো। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়্লেম, চস্মা ভিন্ন দেখ্তে পাইনে।[64]

---

64. 'চস্মা ভিন্ন দেখতে পাইনে! *রসরাজ পুনরায় প্রচার হবার কিছু পূর্ব্বে ইন্কম্‌টাক্সের হুজুক ওঠে; একটি কাম্মিরী উল্লুক প্রথমে তার পোষক হন, সাধারণের রহস্যাকর্ষ হবে না বলেই আমরা তার উল্লেখ করি নাই—আমরা কিছু পূর্ব্বেই বলেছি যে "ক্রমে আমরা বুড়ো হয়ে পড়লেম, চস্মা ভিন্ন দেখতে পাইনে, এমন কি জল পর্য্যন্ত হামাম্‌দিস্তেয় ছেঁচে খেতে হয়, সুতরাং আমাদের ছেলেবালার জ্যাটমোটুকু প্যেকে মুরুব্বী আনায় জমে গ্যালো; এঁসো পোরা তাল যে তালসাঁসের রূপান্তর এটি য্যামন বুঝে ওঠা কঠিন, আমরা যে ছেলেব্যালা চালাকদাস ও জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম এটিও সাধারণের বুঝে ওঠা ভার হলো, সহরে টি টি হয়ে গ্যালো আমরা এক জন প্রকৃত মুরুব্বী ও চাঁই! কলিকাতার বড় মানুষ, ছেলে ব্যালা যে রকম গাধা থাকুক না ক্যান বুড়ো হলেই লোকের মুরুব্বী হবেন এটি রেজেষ্টরী করা প্রথা—আইন আদালতের পরামর্শ—বিষয়াদির ব্যবস্থা দেওয়া—বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য শুভ কর্ম্মের আয়োজনের ফর্দ্দ করাই এঁদের কাজ। এক দিন আমরা ধূপছায়া চেলির যোড় পরে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়োলগিরী কচ্চি এমন সময় আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো এসে উপস্থিত হলেন,* হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখ্‌খী কুলীন'।

[1]বুজ্‌রুকী।

[2]পাঠক! আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্ত মুখ্‌খী কুলীন, দেড় শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহরে খান্‌কী মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাক্‌তো। আমাদের খুড়ো ফলার মাত্রেই পাধ্‌ধুলো দ্যান ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুর করেন না, এমন কি তাগে পেলে চলন সই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন্‌ না। বল্‌তে কি আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো এক্‌ রকম সবলোট্‌ গোছের ভদ্দর লোক! খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিম্‌লে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোণা তইরি কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন—পারা ভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েছেন, ভারি বুজরুক! কিন্তু আমরা ক বার কটি সন্ন্যাসীর বুজ্‌রুকী ধরেচি, গুটি কত ভূত লাচার[3] ভূত উড়িয়ে দিয়েচি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া[৪৯৩], ভূতত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজ্‌ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কাতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই, না আসেন, এমন দেবতাই নাই, সুতরাং কখন কখন "সোণা করা" "ছেলে করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ডু সিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান্‌, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

[4]হোঁসেন খাঁ।

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ[৪৯৪] নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দ্যাখা দান— তিনি হজ্‌রত জিনিয়াই সিদ্ধ! (পাঠকরা আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)— "যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্‌সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি টাকা উড়িয়ে দ্যান, নদীজলে চাবীর থলো ফ্যেলে দিয়ে জিনির দ্বারা তুলে আনান" প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

---

1. 'বুজরুকী' শিরোনাম অনুপস্থিত।
2. 'পাঠক!' অনুপস্থিত।
3. '*ভূতচালার*' 'ভূতলাচার' সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ।
4. '*হোঁসেন খাঁ*' শিরোনাম অনুপস্থিত।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোঁসেন খাঁর খবর হলো। হোঁসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্‌সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল স্যামপিন্, দোনা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিস্‌মিস্ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কল্লেন। কাল— রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলানেবু, বেলফুলের মালা, বরফ ও আচার আন্‌লেন— যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হোঁসেন খাঁকে মান্‌তে লাগ্‌লেন, ভাষায় বলে "পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে" ক্রমে হোঁসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগ্‌লেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বুজ্রুকী দ্যাখ্‌বার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো— হোঁসেন খাঁর প্রিমিয়ম্ বেড়ে গ্যালো।

জুচ্চুরী চির'কাল চলে না। "দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের," ক্রমে দুই এক জায়গায় হোঁসেন খাঁ ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লেন— কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কাণমলা, শেষ প্রহার বাকি রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্ব্বে দেবতা নির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু এক ঘা দিতে বাকি রাখলেন না, কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোঁসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের[৪৯৫] অবস্থায় পড়্‌লেন যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বাহির করে দ্যান, শেষে সরকারী অতিথশালা আশ্রয় কল্লেন— হোঁসেন খাঁ জেলে গ্যালেন! জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

[5]ভূত নাবানো।

আর একবার যে আমরা ভূত নাবানো দেখেছিলাম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ার এক শ্যাকরাদের বাড়ীতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; শ্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরাজি ডাক্‌তর বদ্দি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সস্তেন[৪৯৬]—কালভৈরবের স্তব পাঠ—তুক্-তাক্—সাফরিদ্— নারাণ— বালওড়— বাল্‌সী— শোপুর— নুলপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলী ধারণ হলো— তারকেশ্বরে হত্যে[৪৯৭] দিতে লোক গ্যালো— বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গ্যালেন[৪৯৮]— শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্‌তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজ কাল দু এক বাঙ্গালী ডাক্‌তার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান— চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক

5. 'ভূত নাবানো' শিরোনাম অনুপস্থিত।

সহিত মসারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়ে আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরা ধরি করে আস্তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড্ ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবার প্রোগ্র্যাম স্থির হলো— আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো— ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল, কুটিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন— বার্‌ফটকারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তর আড়ি কায়েতদের[৪৯৯] মত (দর্শন মাত্র) সেতল[৫০০] খেলেন, গীর্জ্জের ঘড়িতে ঢং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালে গুম করে তোপ পড়্‌লো। ছেলেরা "ব্যোম্‌কালী কল্‌কেতাওয়ালী" বলে হাত তালী দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাব্‌লেন।

আমাদের প্রতিবাসী, ভূত নাবানোর কথা—প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড় বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই; ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলারের দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি কর্ব্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটী পীড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্‌লেন— অনেকের আপাদ মস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন— দুই এক জন কলেজ বয় ও মোটা মোটা লাটিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মে ছিলো, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে দুটী চ্যালামাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দ্যাখ্‌বার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আস্‌তে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও "কাল ও কৃশ্চানীর" উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার কর্‌বার সম্মতিতে রোজা ভূত আন্‌তে রাজি হলেন— চ্যালারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁশে বস্‌লেন, দরজায় হুড়্‌কো পড়্‌লো— আলো নিব্‌য়ে দেওয়া হলো; রোজা কোশা কুশী ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাক্‌তে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে— বারোইয়ারির গুদম জাৎ সংগুলির মত[৫০১] অন্ধকারে বসে রইলেম।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, যে আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্‌নীর ভয় নিবারণের জন্য একটি ছোট জয় ঢাকের মত মাদুলীতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধূলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দ্যান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাদুলী ছিল, দুটি বাগের নক্ ছিল আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চাম্‌ড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবজ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেব্যালা আমাদের একবার বড় ব্যয়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জট্‌টি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার নুন্নুড়ীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্‌বিসনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই

করি; তাতেই শুন্‌লেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে সে গুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেই গুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেগুলি পোরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না— এই বিবেচনা করে সেই গুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গ্যাল না— সে গুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি— গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুন্‌কে চেলের মুদো[৫০২] বাঁদেন, ন্যেপীর মা বলে আমাদের বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়— জান গুণে বলে দ্যায় যে "চোর বাড়ির লোক, বড় কাল নয় বড় সুন্দরও নয়, শামবর্ণ মানুষটি, একহারা মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক্ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে" জানের গোণাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোজায়, সুতরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলী গুলি পাওয়া গ্যাল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠ্‌লো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না এটিরও নিশ্চয় নাই—সে দিন কল্‌কাতার ব্রাহ্ম সমাজের এক জন ডাইরেক্‌টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সর্‌ষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়—অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূত চতুর্দ্দশীর[৫০৩] প্রদীপ দিতে দেখা যায়।

এ দিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাক্‌তে ডাক্‌তে ভূতের আসবার পূর্ব্ব লক্ষণ হতে লাগ্‌লো, গোহাড়, ঢিল, ইট ও ছুতো হাড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়্‌তে লাগ্‌লো, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ করে য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বস্‌বার জন্য ঘরের ভিতরে যে পীঁড়েখানা রাখা হয়ে ছিলো, শব্দে বোধ হলো সেই খানি দুচির হয়ে ভেঙ্গে গ্যাল— রোজা সভয়ে বলে উঠ্‌লেন— শ্রীযুৎ এসেচেন!

আমরা ছেলে ব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেতনীতে খোঁনা কথা কয়, সিটি আমাদের সংস্কার বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো; আজ তার পরীক্ষা হলো— ভূত পীড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগ্‌লেন, প্রথমেই এসেই কলেজ বয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাক্‌লেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে ডাক্ দিলেন, শেষে ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ত্রুটি করেন নাই; ভূতের খোঁনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড় হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দ্যাখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখতে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড় হস্তে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সর মর্ডান্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় যষ্টি বাঁটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগ্‌লেম।[৫০৪]

লুচীর চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্‌টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে প্রায় আদ ঘণ্টা লাগ্‌লো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উকীর শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে উকীর চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়লো—বমি! হুড় হুড় করে—বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চ্যেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন— আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে এক জন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্‌[৫০৫] মিসিয়ে দিয়াছিলেন, রোজা ও চ্যেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিলো, সে টুকু উপে গ্যাল! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না!

এ সওয়ায় আমরা আরও দুচার জায়গায় ভূতনাবানো দেকেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, "ভূত নাবানো" ও "হোঁসেন খাঁ" কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুসাঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

[5]নাক্‌কাটা বঙ্ক।

হরিভদ্দর খুড়োর কথা মত— এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিম্‌লে পাড়ার বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ির হেড্ ক্যারাণী— আপনার বুদ্ধি ও কৌশল বলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েছেন, বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন— যে রকমে হোক্ কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য!

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলে ব্যালায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। এক দিন মামার বাড়ি খ্যালা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান— তাতে নাক্‌টি ক্যেটে যায় সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাক্ কাটা বঙ্কবেহারি" বলেই তাঁরে ডাক্‌তো, শেষে উকীলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারি বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম; তাঁর দাদা সেলরদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন্ ভাইয়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকা গুলিও রকমারী বটে, সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাক্‌বে বড় বিচিত্র নয়— অল্প দিনের মধ্যে বঙ্কবেহারি বাবুরা সিম্‌লের একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠছিলেন, হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝ্‌তেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই এক

5. 'নাক কাটা বঙ্ক' শিরোনাম অনুপস্থিত।

জন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্র লোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়্লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত আইনবাজ হয়ে থাকে, সুতরাং বঙ্কবেহারি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিলো— আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিম, ইকুটীর খোঁচ ও কমন্লার প্যাঁচে— বঙ্কবেহারী বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর[৫০৬] ছিলেন। ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে ফাঁদ প্যেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও[৫০৭] তাঁর কাচে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যার পরে বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম, আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে মধ্যে বাত শ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেতে পারি নাই; রাস্তা হতে এক জন ঝাঁকা মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই; তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে! কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহারাওলাদের ঝোলায়[৫০৮] যাওয়ায় আরাম আছে—দুঃখের বিষয় এই যে, সেটী সব্ সময় ঘটে না। পাঠকরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন, তা হলে জন্মে আর গাড়ি পাল্কী চড়তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন ইস্প্রীংওয়ালা কৌচ্!

আমরা বঙ্কবেহারী বাবুর বাড়িতে আরও অনেক গুলি ভদ্রলোককে দেখ্তে পেলেম, তঁরাও "সোণাকরার" বুজরুকী দেখ্তে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথা বার্ত্তা থাম্লে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সে ঘরটী বঙ্ক বাবুর বৈটকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা সুদু পায়েই ঢুক্লেম; ঘরটি চার কোনা সমান, মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্ছাল বিছিয়ে বসেচেন, সাম্নে একটী তিরশূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব[৫০৯] সাম্নে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলী ও আগুনের মাল্সা— সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চ্যালা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর!

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠ্শালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় ন্যেড়ে সকলকেই বস্তে বলেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয় তাঁরাই ধন্য! এই কন্দকাটা! এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—এই শেতলা! ছেলেদের কথা দূরে থাকুক বুড়ো মিন্সেদেরও ভয় পাইয়ে দ্যায়! সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা গজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দু সন্তান মাত্রকেই সেওরাতে হয়ে ছিলো! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাতরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাতরের ওপোর পা তুল্তে শঙ্কিত হচ্চে না; রে বিশ্বাস? তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে এক বার এক জনকে

প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বল্‌তে পারে। সুতরাং পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে, আর আমরা ফি বুধবারে[৫১০] ঘণ্টা ক্ষ্যণেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় ন্যেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে যাব— তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজ কাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্মসমাজ, রীতি ও নিয়মও অ্যাড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটী অস্বীকার[৫১১] করেন— ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতগুলি ভদ্র লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছু মাত্র বিষয় জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে "ঘোড়ার ডিম" ও "আকাশ কুসুমের" দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং এক দিন আমরা তারে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাক্‌লেও ডাক্‌তে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বস্‌তে বলে অন্য কথা তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বঙ্কবেহারী বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারী বাবু মাতায় একটি জরীর কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চীরজীবী হয়ে"[৫১২] প্যেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনী মাত্র ব্যবহার করে ছিলেন, আর হাতে একটি লাল রঙ্গের রুমাল ছিল তাতে রিং সমেত গুটীকত চাবী ঝুল্‌চে।

বঙ্কবেহারী বাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও স্যেক হ্যাণ্ড চুক্‌লে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বল্লেন যে এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজ্‌রুকী ও ক্যারামত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশ মত দুই একটা জাহীর করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্কবেহারী বাবু প্রোগ্র্যাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমে ঘটের উপর হতে একটি জবা ফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঘটের উপর থেকে জবা ফুল বর্ষাকালের কড়কট্যে ব্যাংঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, সন্ন্যাসী তার দুহাত তফাৎ বসে রয়েচেন—এ দেখ্‌লে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়, সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক ক্ষাণিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুক্‌খানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠতে্ লাগ্‌লো! এমন সময় এক জন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুদ হয়ে যাবে; পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকদের সন্দেহ হয় তার জন্য সন্ন্যাসী একটী নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায়

মদটুকু ঢ্যেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে তর হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে!

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুহুঙ্কার ছাড়্লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁত্কে উঠ্লো, বুড়োদের বুক গুর্ গুর্ কত্তে লাগ্লো; ক্রমে একজন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে "গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুদ্ হো ব্যেটা!" বলে তাতে এক কুশী জল ফ্যালবামাত্র সরার মদ দুদের মত সাদা হয়ে গ্যাল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এই রকম নানাপ্রকার বুজরুকী ও কার্দ্দানীর প্রকাশ হতে হতে রাত্রির এগারোটা বেজে গ্যাল সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্কবাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো, আমরা রাম রকমের একটি প্রণাম দিয়ে একটি উল্লুক হয়ে বাড়িতে এলেম—একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকা মুটেটি যে রাৎকানা তা পূর্ব্বে বলে নাই সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে উজোন আদক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পোঁচে রেখে তবে বাড়ি যাই, দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিলো, দোকানগুলিও বন্দ হয়ে গ্যাচে সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভোম্বা হয়ে সে রাত্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি "দশদিন চোরের—একদিন স্যেদের" ক্রমে অনেকেই বঙ্কবাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগ্লেন, শেষে একদিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরী ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম; পূর্ব্ব দিনের মত জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্লো, এমন সময় একজন মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাশের[৫১৩] বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন, শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।

সংসারের গতিই এই, একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী[৫১৪] হয়ে পড়ে, বালুঞ্চী[৫১৫] বাঁধা জবাফুল ধরা পড়্তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোব্ড়া-তুব্ড়ির খানাতল্লাসী কত্তে লাগ্লেন; একজন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোন্ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন, সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দ্যান, সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না প্যেরে ঘরের কোনেই (ফ্লোরওয়ালা মেজে নয়) পুতে রেখে ছিলেন তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিলো—সুতরাং একজনের পায়ে ঠ্যাকাতেই সুসন্ধানে বেরুলো। সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদ্কে দুদ্ করেছিলেন, সেদিন তারও জাক্ ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিসের একজন সব অ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জন বল্লেন, যে আমিরিকান রম (মার্কিন আনীস)[৫১৬] নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়, এইরকম ধর পাকড়ের পর বঙ্কবেহারীরবাবু ও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে, আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম, হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি ক্যেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেইদিন থেকে এইরকম বুজ্রুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যেরকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আদ্ গুণও নাই, আমরা সহরে কদিন কটা উর্দ্ধবাহু[৫১৭] কটা অবধূত দেখ্তে পাই? ক্রমে হিন্দু

ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরীরও লাঘব হয়ে আস্‌চে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুসঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে কিন্তু কল্‌কেতা সহরের এমনি প্রসব ক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্চেন যে তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়িসী চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভাণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নিচে ফ্যালে তার জন্যই শশব্যস্ত। একজনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, একদিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে "মা! তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ" সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ভ" বলেও ডাক্‌তে পারি— কল্‌কেতার কি বড় মানুষ কি মধ্যাবস্থ[৫১৮] এক একজন এক একটি রত্ন!! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

[1]বাবু পদ্মলোচন দত্ত
ওরফে
হঠাৎ অবতার।

বাবু পদ্মলোচন ওর্‌ফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়ামুখুলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন, নাউপাড়ামুখুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে, গাঁয়ের জমিদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিরত ছিলেন। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখ্‌তেন—মানীর মান রাখ্‌তেন ও লোকের খাতির ও সেলামাল্‌কীর গুণা[৫১৯] কত্তেন না, ফারশীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা হুঁকা মারা ঢ্যালাফ্যালা ও বিয়ে ভাটির[৫২০] হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপোরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জল জলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ার ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়্‌তে হয়েছিলো কিন্তু নিঃসত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড় ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়ির একটি পোসা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পর্‌বার একখানি লালপেড়ে সাড়ী দাইকে বক্‌সিস্ দ্যান। অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দরেরাও একটি শিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিলো। ক্রমে মহা আনন্দে আট্‌কৌড়ে[৫২১] সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছ ভাল; ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা[৫২২] কুড়িয়ে এনে আঁতুড় ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ ও দুর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন একমাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়্‌তে লাগলেন। গুলীদান্ডা, কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছ্‌লে গেলী প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়্‌লেন। পাঁচ

---

1. 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার' শিরোনাম অনুপস্থিত।

বছরে হাতখড়ি হলো, গুরু মশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুর পাড়ে, নল বনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশীলে রোগেরও অভাব রইলো না; ক্রমে কিছুদিন এই রকমে যায়, একদিন পদ্মলোচনের বাপ্ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষ শূন্য প্রায় হলো; জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে[৫২৩] কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজ্না না দেওয়ায় বিকিয়ে গ্যাল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপোর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্কেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের[৫২৪] বাসায় পেটভাতে ফাইফরমাস্ কাপড় কোচানো ও লুচী ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,—অবকাশমত হাতটাও পাকান হবে— বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন!

পদ্মলোচন কিছুকাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগ্লেন; ক্রমে দু এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড় মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখ্তে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর ন্যান্ তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তর দেখ্তে পাবেন— পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটী বাড়্লেন, ক্রমে অষ্টপ্রহর ঘণ্টার গড়ুরের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্রের পর দু-চারখানা সই সুপারিস্ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয় হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী[৫২৫] কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্র লোকের ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচী ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিলো; ক্রমশ লুচী ভাজ্তে ভাজ্তে ক্রমে লুচী ভাজায় তিনি এমনি তইরি হয়ে উঠ্লেন যে তাঁর মত লুচী অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজ্তে পাত্তো না। বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তারে "মেকর" খেতাব দ্যায়, সুতরাং সেই দিন থ্যেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে[৫২৬,2—" যখন পড়্তা[৫২৭] পড়্তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোণা মুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভ দৃষ্ট ফল্তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দি অনুগ্রহ করে সিপ্সরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগ্লেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট কর্বার অবসর খুঁজতে লাগ্লেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপ ও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল কর্ব্বার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট[৫২৮] কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দিকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

---

2. *'কপাল ধরে মুত্তে বসে—"।'*

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দ্যাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাক্‌তে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচীর ফোসকার মত ফুলে উঠ্‌লো— বের জল পেলে কনেরা য্যামন ফ্যেঁপে ওটে; তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগ্‌লেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দির সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দি কম্ম ছেড়ে দিলেন সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হন।'[৫২৯]

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দি হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুজ্‌তে পাল্লেন, তার পর দিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা[৫৩০] ও পাইকেরে ভরে গ্যাল, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটুগ্যেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোনার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁদুলে[৫৩১] পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগ্‌লেন—ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে লোচ্চার[৫৩২] মত মুখে কাপড় দিয়ে নুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজ কাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড়্‌রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি— রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে স্যেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন— সহরে টিটি হয়ে গ্যাল—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক!

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু[৫৩৩] আছেন" যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখান[3] ও অনন্য মনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলে ব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ির"[৫৩৪] গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে "রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদনদড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার?"—"না আমি যখন যার তখন তার।" তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহুরে জয়কেতুরাও "যখন যার তখন তার"!!!

জয়কেতুরা ভদ্র লোকের ছেলে, অনেকে লেখা পড়াও জানেন তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনসুনে ও ব্রোকই[৫৩৫] বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কল্‌কেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ্ বৎসর হলো সহরের "হঠাৎ বাবুর" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিন্ধন "জয়কেতু" মোসাহেব, "ওস্তাদজী" "ভড়্‌জা" "ঘোষজা" "বোসজা" প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার[৫৩৬] মত ভেসে ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোশায়" জুড়াবার জায়গা পেলেন!

---

3. 'জাতের শ্রেষ্ঠ *দ্যাখেন*।'

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্‌লেন, পড়তাও ভাল চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্‌বিসনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পার্ব্বণো খান—পা চাটেন—দলাদলীর ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিং পেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ড প্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনীর সময় গবর্ণমেন্ট যেমন দোচোকোব্রত[৫৩৭] ভল্‌ন্টিয়ার জুটিয়ে ছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখ্‌লেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত!!!

বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাক্‌লে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতি পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা জান! পদ্মলোচনও পাঁচজন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন— পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটীকারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠ্‌লেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগ্‌লেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগ্‌লো, বাজে লোকে "হঠাৎ" অবতার খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে—ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরে ছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ঈহুদিদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজ্‌রুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতি জুজেস্ ক্রাইষ্ট—এক টুক্‌রো রুটিতে একশ লোক খাইয়ে ছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দু মতের কেষ্টও পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করে ছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিষে একশ লোক খাইয়ে দিলেন"; কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ীর ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যুক্ত পদ্মহস্ত[৫৩৮] পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ি বুড়ি মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে "হাতবুলানো" পাইয়ে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকী প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মরকের শকুনির মত নাচ্‌তে লাগ্‌লেন— টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন— অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভোঁভুঁয়ে ভোঁমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থ হীন উইপোকারা—আন্‌সাড়ে আরুসুলোর দল, আর দু একটা গোডিমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটী ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ্ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও

"যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে সহরের বড় দলে খপর হলো যে কল্‌কেতার ন্যাচর‍্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগ্‌লেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, সহরের বড় মানুষ হলে যে সকল জিনিস্‌পত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবরা ক্রমশ সেই সকল জিনিস্ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত[৫৩৯] পোসাখের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ি গুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর য়্যামন কিছু কাজ হয় নি যা দ্যেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্‌ড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দিরা যেমন হজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন,—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্সায়,[৫৪০] সুতরাং তাঁরা ছাড়্‌বেন কেন।—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান, স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবী বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ্ পড়ে গ্যালে ফরসা হবার পূর্ব্বে বা পাল্‌কী করে বিবি সাহেব বিদায় হন—[১] বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন— স্ত্রীও চাবী হতে পরিত্রাণ পান। ছোকরা গোছের কোন কোন বাবুরা বাপ্ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে এক জন চাকোর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকোর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের ম্যেজ্যেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসী পাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তির ক্যেটে গ্যেলে বাবু আমোদ লুটে ফ্যেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই ট্যের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছ্যেলে ব্যালা থেকে "ধর্ম্ম" যে কার নাম তা শুনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল; তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি এক জন বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস্ করবার যো নাই, তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে— যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখতে পাবেন বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাঁস্‌চেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দ্যাখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আন্‌তে পার্ব্বেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হবে, হয় ত সেকালের নবাবদের মত "জান বাচ্ছা এক গাড়"[৫৪১] হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা

কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব[৫৪২] করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; সহরের বড় মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়ে মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কাম ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্‌নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে[৫৪৩]—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেস জানি অনেক বড় মানুষের বাড়ি, মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের,[৫৪৪] নুন তেলের মত উঠ্‌নো বরাদ্দো আছে! যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্র লোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতর বাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্ম গ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতিসমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না! সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড় মানুষী কেতা, সেই পাকানো কাচা, সেই কোচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরী চুল আজও দ্যাখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুরেরা য্যামন তেমনিই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিলো কেউ হঠাৎ বড় মানুষ হলে রিফাইন্ড গোছের বড় মানুষীর নজীর হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গ্যাল—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাক্‌মারা[৫৪৫] হয়ে পড়্‌লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে— রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগ্‌লেন, পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁর হাত যশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিলো; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠ্‌লো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুম ধাম্ হবার পরামর্শ হতে লাগ্‌লো!

ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো, ঘটক ও ঘট্‌কীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দ্যেখতে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন— "কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তর[৫৪৬] থাক্‌বে" এমনটি শীগ্‌গির যুটে ওটা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোণার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুট্‌লো। আত্মারাম বাবু খাস হিঁদু কাপ্তেনীর কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়, সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এসওয়ায় ভাগ্‌নে জামাই কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজিগিজ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে[৫৪৭] বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় প্যেলেন, রাজভাট

ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধুম! সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক, ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু অ্যাতো নয়।

দিন আস্‌চে; দেখ্‌তে দেখ্‌তেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়ে বাড়িতে নহবত বসে গ্যালো, অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য ও দলস্থদের ঘোঁঠ বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোণার লোহা ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো, বড় মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোণাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদড়া,[৫৪৮] কন্দক,[৫৪৯] গোলাব ও আতর এক এক জোড়া শাল, সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজন্দরে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই!

এ দিকে বিয়ের বাই নাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দী পরা চাকরেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্ছে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজ্‌না[৫৫০] আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তইরির জন্য দর্জীরা এক মনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকেই লালে লাল হয়ে গ্যালো, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরাণ শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন!

১২ই পৌষ[৫৫১] শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিলো, আজ ১২ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে সহরে ঢি ঢি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ"; সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগ্‌লো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চল্‌বার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের[৫৫২] হাত ঝাড়, পাঁঞ্জা ও সিঁড়ি ঝাড়,[৫৫৩], রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ রেশালার[৫৫৪] আগে আগে দুটি চল্‌তী নবত ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপোর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ— তার পেছনে ঘোড়া পঁঙ্‌খী, হাতীপঁঙ্‌খী ও উঠপঁঙ্‌খী ও ময়ূর পঁঙ্খী; পঁঙখী গুলির ওপোরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আসে পাশে তক্‌তানামার ওপোর "মগের নাচ" "ফিরীঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি যাইটেক্ ঢাক্ মায় রোষোনচৌকী—শানাই ভোড়ং[৫৫৫] ও ভেঁপু— তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা; সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্ সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাস গেলাস,[৫৫৬] ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে

ভুঁড়ে ভট্চায্যি—ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পিছনে রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক্ সওয়ার, বরের ইয়ার বক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খান্সামা ও রূপোর সুখাসনে[৫৫৭] বর; সুখাসন খানীর চার দিকে মায় বাতি বেল লণ্ঠন টাঙ্গান, সামনে রুপোর দশ ড্যেলে বসান ঝাড়, দুই পাশে চামর ধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকল গুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাত লণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন ল্যেগে থাক্‌বে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গ্যাল, বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লো, হুতোম প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌সা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর, কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতি বুড়ো ও বওআটে ছোঁড়ারা গ্রাম ভাঁটির[৫৫৮] জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর, সভায় গিয়ে বস্‌লেন, ভাটেরা ছড়া পড়্‌তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থ্যেকে উকী মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলচী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে[৫৫৯] তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতর গ্যেলেন, ছাঁদনা তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেই খানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ি এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন "হাতে দিলেম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু" বর কলেজ বয় আড়চকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্চিলেন সুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি সালাজরা কাণ মলে দিলে, সালীরা, গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল তুক্ তাক্ ও অশুদ্ বিষুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়; আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েচি তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়্‌লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মান ভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাস্‌তে লাগ্‌লেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না" বলে চেচিয়ে উঠ্‌লো, বায়ু

মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরন্তরে পালিয়ে গ্যাল— বিয়ে বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো, হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্ তাকের পর বর কনের গাটছাঁড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুট্‌তে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন, এক কড়া দুদ দরজার কাছে আগুণের ওপোর বসান ছিলো কনেকে সেই দুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়চে দেখ্‌ছি' কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্ তাক্ কল্লে পর বরকনে জিরুতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো— ঢুলীরা ধ্যেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা[৫৬০] ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খ্যেয়ে বিছানায় আড় হলেন—বরকনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, বে বাড়ির বড় গিন্নীর মতে আজকের রাত— কাল রাত্তির।

শীত কালের রাত্তির শীগ্‌গির যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাকঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতস্নানে মেয়ে গুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে,—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চায্যিরা স্নান করে "মহিম্ন পারন্তে" মহিম্ন স্তব[৫৬১] আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এ দিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আট্টার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির অ্যাক অ্যাকটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, অ্যাকেবারে সকাল ব্যালা প্রাতস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা ক্যেটে, গীত গোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পূজো কত্তে বসেন— যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরে ছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জম্‌লেন—মোসাহেবরা "হুজুর! কল্‌কেতায় অ্যামন বিয়ে হয়নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগলেন; ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর চাক্‌রানীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও এক খানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখ্‌লেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল—কতক্ বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড় মানুষদের বাড়ির গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়, শেষে পচে গেলে

মহারাণীর খানায়[৫৬২] ফ্যেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরো এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড় মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি ষাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্ব পরম্পরায় সে গুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আস্‌চে, কিন্তু আজ কাল সেই পাঁঠা গুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেই গুলি—বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক[4]। আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বাই কত্তে হয়। আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের[৫৬৩] গল্প করেচি ইনিই তিনি।

এ দিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যাল, পদ্মলোচন বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগ্‌লেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে ত্যেরো পার্ব্বন ফাঁক দিতেন না; ঘ্যেঁটু পূজোতেও[৫৬৪] চিনির নৈবিদ্দি ও শকের যাত্রা বরাদ্দো ছিলো ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পূজো আচ্ছা কত্তেন; রক্ষিত মেয়ে মানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পূজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ[৫৬৫] দিয়ে দ্যান। ইংরিজী লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্ম গ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দু ধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য অ্যাক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও[৫৬৬] কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—একশ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখ্‌তেন না। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড় মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক যত্নবান্ হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি য্যামন হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবাবিবাহের নাম শুনলে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরাজী পড়্‌লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরাজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটীও তাঁর জানা ছিলো, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

---

4. 'পাঠকগণ'।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষত তাঁর ছেলেব্যালা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল, ডাক্তারী অষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রীভাগীরথী তটস্থ কল্লেন; সেখানে তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।[৫৬৭]

পাঠক! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন অ্যামন নয়, সহরের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলি নিরর্থক হবে!

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহু রূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড় মানুষরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বাবু অ্যাক্ অ্যাক্ তরো, আমরা চড়কের নক্শায় সে গুলির প্রায় গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পার্ব্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফরমেসনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট!

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়ে নিয়েছি;[৫৬৮] আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ট হবো, ততই রং ও নক্সার মাজে মাজে সং সেজে আস্বো—আপনারা যত পারেন, হাত্তালি দেবেন ও হাঁস্বেন।

মাহেশের স্নানযাত্রা।

গুরুদাস গুঁই, সেরুড কোম্পানির[৫৬৯] বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারো আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল—পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি মাত্র!

গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়; এমন কি, কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না খানা ও জিনিস্‌টে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওট্‌বার পূর্ব্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্দর মাসের আরন্দটি[৫৭০] বড় ধুমে গ্যাচে, আর পিটে পার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হয়ে ছিল— ক্রমে স্নান যাত্রা এসে পড়্‌লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে, সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যাল। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগ্‌লো; কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ—মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেন্ড ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন হলো হলধর একটা চুরী মাম্‌লায় গেরেপ্তার হয়ে দু বছরের জন্য জেলে গ্যেছেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাত্‌কোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই তাঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েচে, আর হারাধন গোটা কতক টাকা বাজার দেনার জন্য ফরেশ ডাঙ্গায়[৫৭১] সরে গ্যাছেন; সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নান যাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌লো, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্দ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গমিতে[৫৭২] থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হয়!

এ দিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিসের আয়োজন হতে লাগ্‌লো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে এক খানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী,[৫৭৩] আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরী ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি খিলীর দোনা, মোম বাতি ও মিটেকড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখ্‌লেন।[1]

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধূম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই[2]—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে

---

1. *'সংগ্রহ করে রাখলেন—কাল রাত্তিরের জোয়ারে নৌকায় ওঠা হবে স্থির হলো'।*
2. *'আমোদ নাই, সে কালো নাই— সে রামও নেই।'*

মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন, গোপাল এক জোড় লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়ে ছিলেন, পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটী ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনী তাঁর গায়ে ছিল, আর একটী বিলিতি পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পরে ছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই সুদু পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার ঢাকাই খানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা ময়লা বোধ হচ্চিলো, নতুবা তাঁর চার আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়ে ছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠ্‌তে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময় তাঁর আই, ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন; সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়— বল্‌তে কি, তিনিতো বেশী দিন পরেননি, কেবল্ পূজোর সময় সপ্তমি পূজোর এক দিন পরে গোকুল দাঁয়ের[৫৭৪] প্রতিমে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখ্‌তে যাবার সময় এক বার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পূজো হয়, তাতেই এক বার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা[৫৭৫] শুন্‌তে গেছ্‌লেন— তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবা মাত্র গুরুদাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বস্‌লেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজও খুঁটী ঠ্যাসান দিয়ে উপু হয়ে বস্‌লেন। গুরুদাসের মা চক্‌মকী, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটি বাই করে দিলেন। নবীন চক্‌মকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজ্‌লেন। ব্রজ পাত্‌কো তলা থেকে হুকোটি ফিরিয়ে[৫৭৬] এনে দিলেন, সকলেরই এক এক বার তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুক ধুতে গ্যালেন; অ্যামন সময় ঝম্ ঝম্ করে অ্যাক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠ্‌তে লাগ্‌লো; নবীন, গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।[3] নবীন একটী শখের গাওনা জুড়ে দিলেন।

"শখের বেদেনী বলে কে ডাক্‌লে আমারে"

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির! সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই— ক্রমে বৃষ্টি থ্যেমে গ্যাল, গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লেন; ঘরে অ্যামন তইরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত, আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি ম্যেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

---

3. 'নবীন একটী শখের... কে ডাক্‌লে আমারে' অংশ অনুপস্থিত।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গ্যেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা দুপুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এ দিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং, করে দশটা বেজে গ্যাল, নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পান তামাক খেয়ে, তোবড়াতুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা এক খানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আনতে বল্লেন, তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আন্‌তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল,[4] কলা কানাইবাঁশী ও কুলী বেগুণ আন্তে প্রতিশ্রুত হয়ে ছিলেন।

গুরুদাসের পোসাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি এক খানি সরেস গুল্‌দার উড়ুনী গায় দিয়েছিলেন, উড়ুনীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছ্‌লো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়না কোট—তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরম্যেসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বক্‌লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন, সেথায় কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠ্‌লেন, কিন্তু মাজিরা সুঁট্‌কী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসে ছিল, জোয়ারো আসে নাই, সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্দ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকায় উঠেই আয়েস যুড়ে দিলেন, গোপাল সন্তর্পণে জবাবির[৫৭৭] চৌপলের[৫৭৮] শোলার ছিপিটি খুলে ফেল্লেন, ব্রজ অ্যাক্ ছিলিম গাঁজা তইরি কত্তে বস্‌লেন—আতুরী ও জবাবিরা চল্‌তে সুরু হলো, ফুলুরি ও বেগুণ ভাজীরা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহ গমন কত্তে লাগ্‌লেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌লো—এ দিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

"হেঁসে খেলে নেওরে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে ॥
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দ্যায় ট্যাঁকে।
তখন নুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদ মুখে ॥"

গান জুড়ে দিলেন— ব্রজ গাঁজায় দম্ মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, গোপাল, ও গুরুদাসের ফূর্ত্তি দ্যেখে কে!

---

4. 'কলা কানাইবাঁশী ও কুলী বেগুণ' অংশ অনুপস্থিত: হুতোম এই অংশ পরে যোগ করেছেন বিধবা পিসির অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা বোঝাতে।

এ দিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাছে, বুড়ী মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁকরা ছুঁড়িরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে চলেচে; এমন কি রাস্তায় গাড়ি পালকী চলা ভার; আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টান্‌তে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারি তক্‌রার[৫৭৯] হচ্চে—এক একখানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দুজন, পেছনে এক জন ও কোচ বাক্‌সে দুজন—একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও! গেরস্তর মেয়েরাও বড় ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দর বউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে[5] গ্যাচেন, জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজ্‌বেন!

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্ গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাত্‌লামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,[6] তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়—মৈমন সিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা স্যেজে ন্যাকামি কচ্চেন; বয়েস ষাট পেরিয়েছে, অথচ "রাম" কে "আঁম" ও "দাদা" ও "কাকাকে" "দাঁদা! কাঁকা" বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে "বিদ্যোৎসাহী"[৫৮০] কব্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পূজো করেন—অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ!

কোন পিনাসে এক দল সহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্‌পিচে লিড্‌নি মরের[৫৮১] শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্ছে।

কোন পান্‌সি খানিতে এক জন তিলকাঞ্চনে[৫৮২] নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়ে মানুষের অভাবে পিস্‌তুতো ভাই, ভাগ্‌নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবি খিলি নাই; অ্যামন কি, এক্‌টা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্‌মেজাজ্—এমনি সক্ যে, পানসির পাটাতনের তক্‌তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করো হোক কায় ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এ দিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া দাওয়া হয়েচে, দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, অ্যামন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন "দেখ্ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, অ্যাক্‌টার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দেখাচ্চে; সবই হয়েছে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রার আমোদ হয় না,

---

5. 'একত্র হয়ে *স্নানযাত্রায় চলেছেন, লজ্জা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যাচেন* জগন্নাথের।
6. *'রুদ্রাক্ষীর হার* তাতে'।

যা বল, যা কও"—অমনি কেদার "ঠিক বলেছো বাপ!" বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারাণ বলে উঠ্লেন "বাবা যে নৌকো খানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্‌ষি, আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।"

গুরুদাসের মেজাজ আলী হয়ে গ্যাছে, সুতরাং "বাবা ঠিক বলেছো! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম; ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কব্‌লে অ্যাকটা মেয়ে মানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচপাঁও নাই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ" এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠ্লেন ও মাজিদের নৌকো খুল্‌তে মানা করে দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এ দিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে—

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখ্‌বি মজা রিষ্‌ড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী।"[৫৮৩]
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরে ঘুন্‌সী খাসা,
উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোণামণি।"

গান ধরেছেন, অ্যামন সময় মেকিন্টশ বরন্ কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে রাঁড় নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল; তারা গুরুদাসকে চিন্‌তে পেরে তাদের নৌকো থেকে

"চুপে থাক্ থাক্ থাক্‌রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্‌নে।
গরু চরাস্ লাঙ্গল ধরিস্ এতে তোর য়্যাতো মনে ॥"

গাইতে গাইতে হুর্‌রে ও হরিবোল দিয়ে, সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গ্যাল; গুরুদাসেরাও দুউও হাত্তালি দিতে লাগ্‌লেন; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়ে মানুষ না থাকাতে সেটী ক্যামন ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ হতে লাগ্‌লো! এ দিকে বোটওয়ালারাও চেপে দুউও ও হাত্তালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দ্যে গ্যাল।

গুরুদাস নেসাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গ্যাল, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না, শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোম্‌টার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝম্‌ঝমাবে মল।"[৫৮৪]

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন!

ঘণ্টা ক্ষ্যণেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাছেন, অ্যামন সময় ব্রজ, গোপালও ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথায়ও এক জন মেয়ে মানুষ পেলেন না; তাঁদের জানতে ও সহরের ছুটো[৫৮৫] গোছের বাচ্‌তে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে অ্যাক বারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন, (জয়কেষ্টো মুখুয্যের জেলে জাওয়াতে তাঁর প্রজাদেরো অ্যাতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে

অশোক বনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন[7]?)[8] ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃদ্‌পিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর্‌গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার ॥
কোন্ কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাকী,
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিক্‌লীকাটা ধরা ভার ॥

অ্যামন সময় গুরুদাসও এসে পড়্‌লেন— গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়ে মান্‌ষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যিই জুটিয়ে থাক্‌বে, এ দিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়ে মান্‌ষের সন্ধান কত্তে পাল্লেন না, গুরুদাস বাবু আর ছেড়ে আস্‌বেন না। এ দিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়ে মানুষ না দেখ্‌তে পেয়ে মহাদুঃখিত হয়ে পড়্‌লেন, কিন্তু নেসার এমনি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা, যে তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কিন্তু তিনি কোথায় গ্যেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জানতেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বল্‌তে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দ্যেখে তাঁর ইয়ারেরাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লেন। কেবল নারাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকোয় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

"নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায় ॥
হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি,
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিন মুখী,
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায় ॥"

গাইতে লাগলেন— মাজিরা "জুয়ার বই যায়" বলে বারম্বার ত্যক্ত কত্তে লাগ্‌লো। জলও ক্রমশ উড়োন চন্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইয়ার দলের অসুখের পরিসীমা রইলো না!

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিঁদুরেপটী, শোভাবাজারের ও বাগ্‌বাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও[৫৮৬] দেখে গ্যালেন কিন্তু কোন খানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিরে গ্যালেন।

---

7. 'কত বা দুঃখিত হয়ে ছিলেন? *কেদার বল্লেন ভাই "এই বড়মানুষ ব্যাটাদের জ্বালায় আমাদের মত গরিব দুঃখিদের ছেলের দু দণ্ড আয়েস করা ভার হয়ে উঠ্‌লো, ব্যাটাদের জ্বালায় আর মেয়ে মানুষ পাবার যো নাই— যে দরজায় যাও যেখানেই অ্যাক্ ব্যাটা মেড়ুয়াবাদী ভেড়ীওয়ালা দরওয়ান পাহারা, ব্যাটারা আপনাদের রাঁড়দের মত পাহারায় চৌকিতে রাখে যদি আপনাদের মেগেদের ত্যামন করে রাখতো তা হলে বেয়ারা, চাকর, রাঁদুনী বামুন ও গোঁসাইদের আর প্রভুত্ব থাক্‌তো না, অ্যাক ব্যাটা বড় মানুষ বলে ছিল যে "সে আমার ক্যান মেগের * হলো না—অ্যাত বড় সাদ্দী আমার মেয়ে মান্‌ষের * হয়, তা যা হোক্ স্নানযাত্রাটি গুত্তরে গ্যালো!"—এই কথাবার্ত্তা হচ্চে* অ্যামন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন'।

8. 'ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান..শিক্‌লীকাটা ধরা ভার ॥' অংশ অনুপস্থিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, যে গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসিরে বল্লেন যে "পিসি! আমাদের একটি কথা রাখ্তে হবে" তাঁর পিসি বল্লেন "বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখ্তে হবে? তুমি অ্যাক্টা কথা বল্লে আমরা কি রাখ্বো না! আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন "পিসি যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়, দেখ পিসি সকলেই একটী দুটী মেয়ে মানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসি সুদুই বা ক্যামন করে যাওয়া হয় আমার নিজের জন্য যেন না হলো কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরিমিষ রকমে যেতে মন শচ্চে না— তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাদ্দি তোমারে কেউ কিছু বলে।" পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগ্লেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ অ্যাড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন[৫৮৭]!

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন, নৌকোর ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়ে মানুষ নিয়ে আস্তে দ্যেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগ্লো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কোসে ঝপাঝপ্ করে দাঁড় বাইতে লাগ্লো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগ্লো, গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে

"ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়!
আরে ও! কদম্ তলায় বসি বাঁকা বাঁশরি বাজায়,
আর মুচকে হ্যেঁসে নয়ন ঠারে কুলের বউ ভুলায়॥
হুড়র হো! হো! হো!"

গাইতে লাগ্লেন, দেখ্তে দেখ্তে নৌকো খানি তীরের মত বেরিয়ে গ্যাল।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছ্যেড়েচেন। এ দিকে জোয়ারো মরে এলো, ভাঁটার সারানী পড়্লো— নোঙ্গোর করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকো গুলির পাছা ফিরে গ্যাল[৫৮৮]—জ্যেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেঁউতি জাল তুল্তে আরম্ভ কল্লে সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন তাঁরে সেই খানেই নোঙ্গোর কত্তে হলো— তিলকাঞ্চনে বাবুদের পানসী ডিঙ্গি, ভাউলে বজ্‌রা ও বোট্ বাজার পোট্ জায়গায় ভিড়োনো হলো— গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি ম্যেরে চল্লেন; পেনিটী কামারহাটী কিম্বা খড়দয়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌঁছুবেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, প্রিয় সখী প্রকৃতি প্রিয় কার্য্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগ্লেন, বক্ ও বাল্‌হাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চল্লো, চক্রবাক মিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হলো; হায়! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা য্যামন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে পথের ধারের পুরোণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুর পাড় ও ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেম্‌নি অন্ধকারো এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাতকোর ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দ্যেখে রমণীস্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট্ করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচ্‌কে ছুড়িদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাঁসী ধরে না। নোঙ্গোর করা ও কিনারার নৌকো গুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগ্‌লেন; বোধ হতে লাগ্লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচ্‌তে লেগেচেন, বায়ু চালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোন খানে বালির খালের নীচে এক্‌খানি পিনাশ নোঙ্গোর করে রয়েচে, চাঁদনীর আলোয় বাবুরা পিনাসের ছাতে মজ্‌লিস করে বসেছেন—রকমারী বেধড়ক চল্‌চে, গঙ্গার চমৎকার শোভায়, মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউ এর ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে—

"যে যাবার সে যাক্ সখি আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনা জলে, সে কালা কদম্ব তলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে!"

গান ধরেচেন, কোন খানে এই মাত্র এক খানি বোট্ নোঙ্গোর কল্লে—বাবু ছাতে উঠ্‌লেন, অম্‌নি আর আর সঙ্গীরাও পেচনে পেচনে চল্লো, এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন চাচা! জায়গাটার নাম কি? অমনি বোটের মাজি হজুরে সেলাম ঠুকে "আইগেঁ কাশীপুর কর্‌তা! এই রতন বাবুর গাট"[৫৮৯] বলে বক্‌সিসের উপক্রমণিকা করে রাখ্‌লে; বাবুর দল "ঘাট" শুনে হাঁ করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনী, হাসী ও রসিকতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হলো, দু একটা পোষ মান্‌বারও পরিচয় দ্যাখাতে ত্রুটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

"অনুগত আশ্রিত তোমার।
রেখোরে মিনতি আমার ॥
অন্য ঋণ হলে, বাঁচিতাম পলালে,
এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই।
অতএব তার, ভার, তোমার,
দেখো রে করো নাকো অবিচার ॥"

গান জুড়ে দিলেন— সন্ধ্যা আহ্নিক ওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিন্‌ষেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছ্যেলে, নিষ্কর্ম্মা মাগীরা ঘাটের ওপোর খাতা বেধ্যে দাঁড়িয়ে গ্যাল; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগ্‌লেন—মড়া খেকো কুকুর গুলো খেউ খেউ করে উঠলো— চরন্তী শোয়ার গুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁত্ ভোত্ করে খোয়াড়ে পালিয়ে গ্যাল।

কোন বাবুর বজ্‌রা বরানগরের পাটের কলের সাম্‌নেই নোঙ্গোর করা হয়েচে, গাঁয়ের বওয়াটে ছ্যেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়ে মানুষ দেখে ছোট ছোট নুড়ি পাথর, কাদা

ও মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়েগুলো বন্ধ কত্তে হলো—আরো বা কি হয়!

কোন বাবুর ভাউলে খানি রাশমণির নবরত্নের[৫৯০] শাম্‌নে নোঙ্গোর করেচে, ভেতরের মেয়ে মানুষরা উঁকী মেরে নবরত্নটি দেখে নিচ্চে।[৭]

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আসে পাশেই আছেন, তাঁদের বাঁয়ার এখনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আতুরী ও আনিসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছলেন, তাঁরাই দুনো হয়ে বেরিয়ে আশ্চেন ফুলুরী ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কারু স্তপস্যার ফল লাভও সুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসি আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকো খানি অন্ধকার!

এমন সময় ঝম্ ঝম্ হঠাৎ এক পস্‌লা বৃষ্টি এলো, একটা গোল মেলে হাওয়া উঠ্‌লো, নৌকোর পাছাগুলি দুল্‌তে লাগ্‌লো—মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগ্‌লো, রাত্তির প্রায় দুপুর।

সুখের রাত্তির দেখ্‌তে দেখ্‌তেই যায়—ক্রমে সুখতারার সীতি পরে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দ্যেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, কুমুদিনী ঘোমটা ট্যেনে দিলেন, পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হয়ে এলো, "জোয়ার আইচে"[৫৯১] বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে— ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো, সকল খানিই এখনো রং পোরা কোন কোন খানিতে গলা ভাঙ্গা সুরে—

"এখনো রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিত বিলম্ব কর হোক্ নিশি অবসান ॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান ॥"

শোনা যাচ্চে, কোন খানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোন খানিতে কান্নার শব্দ— কোথাও নেসার গোঁ গোঁ ধ্বনি!

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারো প্যেকে এলো, মালারা[৫৯২] জাল ফেল্‌তে আরম্ভ কল্লে—কিনারায়; সহরের বড় মানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দ্যাখা দিলে, ভট্‌চায্যিরা প্রাতস্নান কত্তে লাগ্‌লেন, মাগী ও মিন্‌সেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে হাগ্‌তে বসেচে, তরকারীর বাজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে চল্লো, আড় খেয়ার পাটুনীরে সিকি ও আধ্ পয়সায় পার কত্তে লাগ্‌লো, বদর ও দফর গাজীর[৫৯৩] ফকীরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্য্যদেব উদয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুট্‌লেন, কিন্তু ইলিশ্ মাছ ধড় ফড়িয়ে মর্য্যে গ্যালেন, হায়! পরশ্রী কাতরদের— এই দশাই ঘটে থাকে।

---

৭. "নবরত্নটি দেখে নিচ্চে, *হায় রে কপাল* !' রাসমণির কালীমন্দির দেখে বারাঙ্গনার নিজ ভাগ্যের প্রতি ধিক্কার হুতোম পরবর্তী সংস্করণে বর্জন করেছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে তিনি মৃতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ পছন্দ করতেন না।

যে সকল বাবুদের খড়্দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার,[৫৯৪] কারু কদিনই জমাঠ বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্ খ্যালাবার জন্য পান্সী তইরি, হাজার টাকার বাচ হবে, এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়াবার জন্য তলায় চরবি ঘসা হচ্চে ও মাজিদের লাল উর্দ্দী ও আগু পেছুর বাদসাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে— গ্রামস্থ ইয়ার দল, খড়্দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয় বাদি মহিন্দর নফর— চীনে বাজারের ক্যাবিনেট্ মেকর—ভারি সৌখিন—সকের সাগর বল্লেই হয়।

এ দিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ নৌকাতেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠ্লেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদী মণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল মেরেচে; এর ভেতরেই নানাপ্রকার দোকান বসে গ্যাছে, ভিকিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বষ্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়চ্চে, লোকের হর্‌রা, মাঠের ধূলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে, অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাদ্ করে সেবা কচ্চেন!

ক্রমে ব্যালা দুই প্রহর বেজে গ্যাল, সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে, গামছা, রুমাল চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদীর ওপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক্; প্রলয় তুফানে জেলেডিঙ্গির তফ্‌রা[৫৯৫] খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা দ্যাখে কে।

ক্রমে ব্যালা প্রায় একটা বেজে গ্যাল, জগন্নাথের আর স্নান হয় না— দশ আনীর জমীদার "মহাশয়" বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না, কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা— তাঁদের আর আসা হয় না; ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়্লো, আস্ পাশের গাছ তলা, আঁম বাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গ্যাল, অনেকের সদ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুঁক্লেন, অনেকেই ধুতরো ফুল দেখ্তে লাগ্লো, ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যাল, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্লো, সকলেই অস্থির, এমন সময় শোনা গ্যাল বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন। চিঁড়ে দই মুড়ী মুড়কী চাটিম-কলা দেদার উঠ্তে লাগ্লো, খোস্ পোসাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন, অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাছে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে শেষে চারটে বেজে গ্যাল, বাচ খ্যালা আরম্ভ হলো— কার নৌকো আগে গিয়ে নিশেন ন্যায় এরি তামাসা দ্যাখ্বার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো, অবশ্যই এক দল জিৎলেন, সকলে জুটে হারের হাত্তালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়ি মুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগ্লো শেষে ততই গরমিবোধ হতে লাগ্লো; কাশীপুরের চিনির কল,[৫৯৬] বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠ্লেন, কেউ বাগ্‌বাজার ও আইরিটোলার ঘাটে নাব্লেন। সকলেরই বিষণ্ণ বদন— ম্লান মুখ; অনেককেই ধরে তুল্তে হলো; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে— ফির্‌তি গোলের দরুণ আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকো খানা বেচে নিতে পাল্লেম না।

দ্বিতীয় ভাগ।

রথ।

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হ্যার একবার; শেষে বিবেচনা মতে,
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো, গুরুদাস গুঁই গুল্‌দার উড়ুনী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ[৫৯৭] ধল্লেন। ক্রমে রথ এসে পড়্‌লো। ফ্যাতো র‍্যতো পরব প্রলয় বুড়ুটে; এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নেই, সুতরাং সহরে রথ পার্ব্বণে বড় অ্যাক্‌টা ঘটা নাই; কিন্তু কলিকাতায় কিছু ফাঁক যাবার নয়। রথের দিন চিৎপুর রোড্ লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো,—ছোট ছোট ছেলেরা বার্নীস করা জুতো ও সেপাইপ্যেড়ে ঢাকাই ধুতি পোরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর চাক্‌রাণীদের হাত ধরে পয়নালার ওপোর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায় রথ দেখ্‌তে দাঁড়িয়েছে। আদ্‌বইসি মাগিরা খাতায় খাতায় কোরা ও কলপ[৫৯৮] দেওয়া কাপড় পোরে রাস্তা যুড়ে চলেচে; মাটীর জগন্নাথ, কাঁঠাল, তাল্‌পাতের ভেঁপু, পাখা ও সোলার পাখি বেধড়ক বিক্রী হচ্চে; ছেলেদের দ্যাখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্চেন; রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেচে—ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল, খত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে অ্যাকখানা রথ এলো—রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি, ভোড়োং ও নেড়ির কবি;[৫৯৯] তার পর বৈরাগীদের দু তিন দল নিমখাসা কেত্তন; তার পেছনে সকের সংকীর্ত্তন গাওনা। দোয়ার দলের সঙ্গে বড় বড় আট্‌চালার মত গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেচে, আশে পাশে কর্ম্মকর্ত্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদঘর্ম্ম—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত, সখের সংকীর্ত্তনওয়ালারা গোচসই বারাণ্ডার নীচে, চৌমাথার ও চকের সাম্‌নে থেমে থেমে গান করে যাচ্চেন, পেচোনে চোতাদারেরা[৬০০] চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন; দোয়ারেরা কি গাচ্চেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুজ্‌তে পাচ্চেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর অ্যাক্‌টা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাত্‌লাম সুরে

"কে মা রথ এলি?
সর্ব্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর্ ঘুরালি।
মা তোর সাম্‌নে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চুড়োর উপর মুক্‌পোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,

মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাকা,
বেহদ্দ ছেনালী।”

গানটি গেয়ে, “মা রথ! প্রণাম হই মা!” বোলে প্রণাম কল্লে। এ দিকে রথ হেল্‌তে দুল্‌তে বেরিয়ে গ্যাল; ক্রমে এই রকমে দু চারখানা রথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে পড়্‌লো—গ্যাস জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁদে করে দ্যাখা দিলে, পুলিসের পাশের সময় ফুরিয়ে এলো, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধূম হয়, রথে তত হয় না বটে; তবু ফ্যালা যায় না।

এ দিকে সোজা ও উল্‌টো রথ ফুরাল, শ্রাবণ মাসে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণ, ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক যায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়্‌লো, ক্রমে কুমোরেরা নায়েকবাড়ী অ্যাক মেটে দো মেটে ও ত্যে মেটে[৬০১] করে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো। কোলা বেঙ্গেরা ক্রোড্‌ কোঁ ক্রোড্‌ কোঁ ক্রোড্‌ কোঁ শব্দে আগমনী গান গাইতে লাগ্‌লো; বর্ষা আঁবের আঁটী, কাঁটালের ভুঁতুড়ি ও তালের এঁসো খেয়ে বিদেয় হলেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজো এলো।

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব বাঙ্গলা দেশের পরব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দরের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে,[৬০২] পূর্ব্বে রাজা রাজ্‌ড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজ কাল পুঁটে তেলিকেও প্রিতিমা আন্‌তে দ্যাখা যায়; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও অ্যাখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হোয়ে পড়্‌লো; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যাল। জায়গায় জায়গায় রং করা পাটের চুল, তবলকীর মালা,[৬০৩] টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল তলওয়ার, নানা রঙ্গের ছোবান প্রিতিমের কাপড় ঝুল্‌তে লাগ্‌লো; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপী, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় ব্যাড়াচ্চে; 'মধু চাই!' 'শাঁকা নেবে গো!' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোন খানে কাঁসারির দোকানে রাশীকৃত মধুপক্কের বাটী[৬০৪] চুমকী ঘটী ও পেতলের থালা ওজোন হচ্চে। ধুপ ধূনো, বেণে মসলা ও মাথাঘসার এক্‌ট্রা দোকান বসে গ্যাছে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে; দোকান ঘর অন্ধকার প্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই লাভে বউনি হচ্চে। সিঁদুর চুপড়ী, মোষাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের[৬০৫] উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাক্‌রেরা আর্‌শী, ঘুন্‌সী, গিল্‌টীর গহনা ও বিলাতি মুক্তো অ্যাক্‌চ্যেটেয় কিন্‌চেন; রবরের জুতো, কম্‌ফরটর, ষ্টিক্‌ ও ন্যাজওয়ালা পাগ্‌ড়ী অগুন্তি উঠ্‌চে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া,[৬০৬] বিলিতি সোণার শীল আংটী ও চুলের গার্ড চ্যেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। অ্যাত দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোর্সমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠ্‌চে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিণ কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে অ্যাক্‌ টুক্‌রো ছেঁড়া কার্‌পেট। সহরের সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আস্‌চে, ততই বাজারের কেনা ব্যাচা বাড়্‌চে, ততই কল্‌কেতা গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক[৬০৭] সাদ্‌তে বেরিয়েচেন; রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় ল্যেগে গ্যাচে।

কোন খানে খুন, কোন খানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁদ চুরী, কোন খানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থ্যেকে দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় ক্যেটে নিয়েচে; কোথাও মাগির নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলীশ বদমাইস পোরা, চোরেরা পূজোর মোর্সমে দেদার কারবার ফ্যালাও কচ্চে। "লাগে তাক্‌ না লাগে তুক্কো" " কিনিতো হাতি লুটীতো

ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েছে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাঙ্কুলে[৬০৮] বসতি কচ্চে; কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়্লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়ীতে[৬০৯] পূজার ভারী ধুম! প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ী গিশ্‌গিশ্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপোর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকী আধুলীর তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গিণ কফ জল জাজিমে পুঁচ্চেন। এ দিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মোশাই, জামাই ও ভাগ্‌নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সাম্‌নে কতকগুলি প্রিতিমেফ্যালা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ,[৬১০] বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক "যে আজ্ঞা" "ধর্ম্ম অবতার" প্রভৃতি প্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও অ্যাক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোস গল্প ও অন্য বড় মান্‌ষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন,—আসল মত্‌লব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা[৬১১] ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারণ্ডায় ঘুচ্চে—পুজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেস হচ্চে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে[৬১২] পিরিলীর বাড়ির[৬১৩] বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের[৬১৪] এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাট্‌চেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গাল্‌চেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ী চেনেন না; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বাণের মুখের জেলেডিঙ্গির মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগনে, নাত জামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল্ কচ্চেন; এ দিগে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপোন্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্চেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও "আজ যাও" "কাল এসো" "হবে না" "এবার এই হলো" প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরীসরকারের হেকমৎ[৬১৫] দ্যাখে কে, সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারি ধুম!

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা দুর্গোমোণ্ডা ও আগা তোলা সন্দেশের ওজোন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড্ কত্তে লাগলো গন্ধবেণেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আজ সহরের বড় রাস্তায় চলা ভার; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে, দোকানে খদ্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এই রূপে ক্যেটে গ্যাল। আজ ষষ্ঠী; বাজারের শেষ কেনা বেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা, আশার শেষ ভরসা। আজ আমাদের বাবুর বাড়ীরও অপূর্ব্ব শোভা; সব চাকর বাকর নতুন তক্‌মা, উর্দ্দী ও কাপড় পোরে ঘুরে বেড়াচ্চে, দরজার দুই দিগে পূর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েছে, ঢুলিরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকি ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে, জামাই ও ভাগনে বাবুরা নতুন জুতো ও নতুন কাপড় পোরে ফররা দিচ্চেন, বাড়ীর কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওনা হচ্চে, কোথাও নতুন তাস জোড়া পরকান[৬১৬] হচ্চে,

সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যালা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘুচ্চে, কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে দু ফোঁটা আতর দাঁনের অবসর হচ্চে না।

এ দিকে শহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভীড়ে সেঁদোনো ভার। রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লীপত্তর ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে; দইয়ের ভার মণ্ডার খুলী ও লুচী কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়্যে গ্যেছে; রেও ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথা যায়?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গ্যাল, কিছু ক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থাম্‌লো, পূজো বাড়িতে ক্রমে "আনরে" "কররে" "এটা কি হোল" কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো, সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে; সেই সঙ্গে সহরের চারি দিগে বাজ্‌না বাদ্দি ব্যেজে উঠলো, নবপত্রিকার স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্‌লো, য্যান সপ্তমী কোর্ মাকান নতুন কাপড় পরিধান করে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে উপস্থিত হলেন।

এ দিকে সহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা বাদ্দি করে স্নান কত্তে বেরুলেন, বাড়ীর ছেলেরা কাঁশর ও ঘড়ী বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো—এদিকে বাবুর কলাবউয়েরও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো, আগে আগে কাড়া নাগ্‌রা, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো তার পেছনে নতুন কাপড় পোরে আশা শোঁটা হাতে বাড়ীর দরওয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁতি হাতে তন্ত্রধারক,[৬১৭] বাড়ীর আচার্য্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু, বাবুর মস্তকে লালসাঠিনের রূপোর রামছাতা ধরেচে, আশে পাশে ভাগ্‌নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা, পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসাহেব ও বাজেদল, তার শেষে নৈবিদ্দ, লাণ্টন ও পুষ্পপাত্র, শাঁক ঘন্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন, ক্রমে ঘাটে পৌছুলে কলাবউয়ের পূজো ও স্নানের অবকাশে হজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বাড়িমুকো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজ্ কাল দু চার এজুকেড্ ইয়ংবেঙ্গাল ও পৌতলিকতার দাস হয়ে পূজো আচ্ছা করে থাকেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিল্‌দোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান, আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পূজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ী নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য, কিন্তু এঁদের বাড়ী প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌউন্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়; প্রতিমের সাম্‌নে বিলিতী চরবীর বাতী জ্বলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠ্‌বার অ্যালাওয়েন্স থাকে। বিলেত থ্যাকে অর্ডর দিয়ে সাজ্ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট্ পরেন, শ্যাণ্ডউইচের শেতল খান্ আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুক্‌লেন। এ দিকে পূজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দি সাজান হলো, সঙ্গতি বুঝে চেলীর শাড়ী, চিনীর থাল, ঘড়া, চুম্‌কীঘটী ও সোণার লোহা; নয় ত কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটীর বদলে খুরী ব্যবস্থা। ক্রমে পূজো শেষ হলো; ভক্তরা অ্যাতক্ষণ অনাহারে থেকে পূজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, বাড়ীর গিন্নিরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গ্যালেন; কারো বা নবরাত্তির। আমাদের বাবুর বাড়ীর পূজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্চে; বাবু মায় ষ্টাফ্ আদুড়গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমোর বেঁধে প্রতিমের কাচ্ থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কাণে আশীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে হাড়কাটের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ্ থ্যেকে অ্যাক্ জন মোসাহেব "খুটী ছাড়! খুটী ছাড়!"[৬১৮] বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাটে পূরে দিয়ে খীল এঁটে দেওয়া হলো, অ্যাক্ জন পাঁঠার মুড়ি ও আর অ্যাক্ জন ধড়টা ট্যেনে ধল্লে—অমনি কামার জয় মা! মা গো! বোল্যে কোপ তুল্লে, বাবুরাও সেই সঙ্গে জয় মা! মা গো! বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগ্‌লেন—ছপ্ কোরে কোপ পড়ে গ্যাল—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক টুপ্ টুপ্ টুপ্, গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়া নাগরা ও ট্যাম্‌টেমী ব্যেজে উঠ্‌লো; কামার শরাতে সমাংস[৬১৯] করে দিলে পাঁঠার মুড়ির মুখ চ্যেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এ দিকে অ্যাক্‌জন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের শরা আচ্ছাদন কর্য্যে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাত্তালী দিতে দিতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠ্‌লেন—প্রতিমার সাম্‌নে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হলে আরতি আরম্ভ হলো, বাবু স্বহস্তে ধবল গঙ্গাজল চামর বীজন কত্তে লাগ্‌লেন, ধূপ ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাল, এই রূপে আধঘণ্টা আরতীর পর শাঁক ব্যেজে উঠ্‌লো, সবাবু সকলে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গ্যালেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দি নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সপ্তমীও ফুরালো। ক্রমে নৈবিদ্দি বিলি, কাঙ্গালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গ্যাল, বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিক্ ক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো—জগা স্যাকরা[৬২০] চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতি দুর্লভ হয়েছে।

ক্রমে ছটা বাজ্‌লো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতী আরম্ভ করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশটাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো; বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুস্‌কী ও খান্‌কীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছ্যেলে ও আদ্‌বইসি ছোঁড়া সঙ্গে খাতায় খাতায় প্রতিমে দেখ্‌তে আস্‌তে লাগ্‌লো। এদিকে নিমন্ত্রিতেরা স্যেজে গুজে এসে টনাৎ করে অ্যাক্‌টা টাকা ফ্যেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরুত অ্যাক্ ছড়া ফুলের মালা নেমন্তুন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাঁকে গুঁজ্‌লেন, নেমন্তুন্নেও হন্ হন্ করে চলে

গ্যালেন। কল্‌কেতা সহরের এই একটি বড় আজ্‌গুবি কেতা অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে দ্যান "বাবুরা ওপরে, ঐ সিঁড়ি মসাই জান্‌ না!" কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যান চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই "আজ্ঞে না আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে থাক্‌" বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন, কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গীরগীটের মত উভয়ে অ্যাক্‌বার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে—সন্দেশ, মেঠাই চুলোয় যাক্‌, পান তামাক মাথায় থাক্‌, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল—দুই অ্যাক্‌ জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ[৬২১] প্যেতে, সাম্‌নে আতরদান, গোলাপ্‌পাস সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের[৬২২] মত বসে থাকেন। কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈ চৈয়ের তুফানে নেমন্তুন্নের সেঁদুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্মকর্ত্তা ত্যেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয় ত বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গ্যাছেন, দালানে জন মানব নাই, নেমন্তুন্নে কার্‌ সমুখে যে প্রণামী টাকাটি ফ্যেল্‌বেন ও কি কর্‌বেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না, কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দ্যেখে প্রতিমে পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন। অথচ এ রকম নিমন্ত্রণ না কল্লেই নয়। এই দরুণ অনেক ভদ্র লোক আজ কাল আর "সামাজিক" নেমন্তন্নে স্বয়ং জান না, ভাগ্‌নে বা ছ্যেলে পুলের দ্বারাতেই ক্রিয়ে বাড়ির পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওৎ করা টাকাটি পাঠিয়ে দ্যান কিন্তু আমাদের ছ্যেলে পুলে না থাকায় ও স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অবধি প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ্‌ ষ্টাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো, ত্যামন ত্যামন আত্মীয় স্থলে (সেফ্‌ অ্যারাইভ্যালের জন্য) রেজষ্টরী করে পাঠান যাবে; যে প্রকারে হোক্‌, টাকাটি পৌঁছনো নে বিষয়! অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিদে করে দিয়েচেন, পূজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন, নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পূজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়তা আরো বৃদ্ধি হয়, অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পূজোর প্রুফ্‌!

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড় মানুষ; চাইল সতন্তর, আরতীর পর বানারসী জোড় পর্য্যে সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন, অম্‌নি তকমা পরা দরওয়ানেরা বাঁকা তলয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগ্‌লো; হরকরা, হুঁকোবরদার, বিবির বাড়ির বেয়ারা ও মোসাহেবরা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সাম্‌নে অ্যাক্‌টা সোনার আল্‌বোলা, ডাইনে অ্যাক্‌টা পান্নাবসান ফুরসি, বাঁয়ে অ্যাক্‌টা হীরে বসান টোপদার গুড়গুড়ি ও পেছনে অ্যাক্‌টা মুক্তোবসান পেঁচুয়া[৬২৩] পোড়্‌লো; বাবু আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আসে পাশে মুক্‌ দিচ্চেন ও আড়ে ২ সাম্‌নে বাজে লোকের ভীড়ের দিকে দেখ্‌চেন—লোকে কোন্‌টার কারিগরীর প্রশংসা কচ্চে; যে রকমে হোক্‌ লোক্‌কে দ্যাখান চাই যে, বাবুর রূপো সোণার জিনিস্‌ অঢেল, অ্যামন কি, বসাবার স্থান থাক্‌লে আরো দুটো ফুরসি বা গুড়গুড়ী দ্যাখান যেতো। ক্রমে অনেক অনাহুত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগ্‌লেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গ্যাল, জুতো চোরে সেই লাঙ্গাতরওয়ালের পাহারার ভেতর থ্যেকেও দু ঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থ্যেকেও ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি য্যামন মন রাখে, সেই রূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্যে আপনার জুতোরও

ওপোর নজর রেখেছিলেন; কিন্তু ওঠ্‌বার সময় দ্যাখেন্, যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে সরেচেন, ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয় ত অ্যাকপাটী ছেঁড়াচটি পড়ে আছে।[৬২৪]

এ দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গুড়ুম্ করে নটার তোপ্ পড়ে গ্যাল; ছেলেরা "বোমকালী কলকেত্তাওয়ালী" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ী নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বোস্‌তে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গ্যালেন, এ দিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজ্‌লিসের উদ্‌যোগ হতে লাগলো, ভাগ্‌নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটী পোরে ফপর দালালী কত্তে লাগ্‌লেন। এ দিকে দুই অ্যাক্‌জন নাচের মজলিসি নেমন্তুন্নে আস্‌তে লাগ্‌লেন। মজ্‌লিসে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক্ একটি "ইজিপ্‌সন্ মমী" স্যেজ্যে মজ্‌লিসে বার দিলেন—বাই সারঙ্গের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।

নেমন্তুন্নেরা নাচ্ দেখ্‌তে থাকুন, বাবু ফররা দিন্ ও লাল চোকে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ অ্যাক্‌বার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাসা আরম্ভ হয়েচে। লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পূজো দ্যেখে ব্যাড়াচ্চে, রাস্তায় বেজায় ভীড়! মাড়ওয়ারি খোট্টার পাল, মাগির খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে, নেমন্তুন্নের হাত লাঠনওয়ালা বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্চে, অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক! কোথায় সকের কবি হচ্চে, ঢোলের চাটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থ্যেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তানে ঘুমন্তো ছ্যেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌চে। কোথাও পাঁচালী আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল্ ইয়ার ছোক্‌রারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাট্‌চেন ও আপনা আপনি বাহোবা দিচ্চেন; রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিষে দক্ষিণা দেবে। কোথাও যাত্রা হচ্চে, মণিগোঁসাই সং এসেচে, ছেলেরা মণিগোঁসায়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আসে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকী মাচ্চে, মজলিসে রাম মসাল জ্বল্‌চে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ম্ম ও মসালের দুর্গন্ধে পূজোবাড়িতে তিষ্ঠন ভার, ধূপ ধূনোর গন্ধও হার মেনেচে, কোন খানে পূজো বাড়ির বাবুরাই খোদ্ মজলিস্ রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেছেন; অ্যাক্ অ্যাক্ বারের হাঁসির গররায়, সিয়াল ডাকে ও মদন আগুণের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপ্‌চেন, সিঙ্গি চোরাকে[৬২৫] কামড়ান পরিত্যাগ করে ন্যাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখ্‌চে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজো কেটে গ্যালো, আজ নবমী; আজ পূজোর শেষ দিন; এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটী জোয়ারের জলের মত বাড়্‌তে ছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নব্বুইটা পাঁটা, শুপারি, আক, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচোইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদা মাটি[৬২৬] কচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ীর মেয়েরা উকী মেরে নবমী দেখ্‌চেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য

প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, র‍্যেওভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মসাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্চে। ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে[৬২৭] ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো,—আজ নিরঞ্জন।

ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশটা ব্যেজে গ্যাল; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো, আরতীর পর বিসর্জ্জনের বাজনা ব্যেজ্যে উঠ্‌লো; বামুনবাড়ীর প্রতিমারা সকালেই জলসই[৬২৮] হলেন। বড় মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিশের পাশ মত বাজ্‌না বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন—এ দিকে এ কাজ সে কাজে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং কর্য্যে দুপুর বেজ্যে গ্যাল, সূর্য্যের মৃদু তপ্ত উত্তাপে সহর নিম্‌কী রকম গরম হয়ে উঠ্‌লো, এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধূলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিব্ বাইর কর্য্যে হাঁপাচ্চে, বোজাই গাড়ির গরুগুলোর মুক্‌দে ফ্যানা পড়চ্চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ন্যাজ মল্‌চে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে; কিন্তু গরুর চাল বেগ্‌ড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভারে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা, আল্‌সে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিক্‌রা অনেক ক্ষণ হলো ফিরেচে, আলু পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালা কিছুক্ষণ হলো ফিরে গ্যাছে। ঘোল চাই মাখম চাই! ভয়সা দই! ও মালাই দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুন্তে গুন্তে ফিরে যাচ্চে, অ্যাখন কেবল মধ্যে মধ্যে পাণিফল! কাগোজ বদোল! পেয়ালা পিরিচ—বিলাতী খেলেনা বর্ত্তন চাই পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা যাচ্চে—নৈবিদ্দি মাথায় পূজো বাড়ির লোক, পূজারী বামুন, প্যটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই। গুপুস্ কর্য্যে একটার তোপ পড়ে গ্যাল। ক্রমে অনেক স্থলে ধূমধামে বিসর্জ্জনের উদ্যোগ হতে লাগ্‌লো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এস্থলে পদার্পণ করেছিল; অ্যাতো দেখে শুনে মনে স্থির জ্যেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি; ছ্যেলে ব্যালা যে পুতুল নিয়ে খ্যেলাঘর পেতেচি, বৌ বৌ খেলেচি ও ছ্যেলে মেয়ের বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পূজো কচ্চি, তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাক্‌চে না। শুধু আমরা ক্যেন—কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থ্যেকেও হয় ত সমাজ না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে পুতুল পূজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাদা রক্ত মেক্যে কোলাকুলী করেন, কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবু "জগদীশ্বর অ্যাক্‌মাত্র" এটি জ্যেনে আবার পুতুল পূজোয় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, বেশ্যালয়ের বারণ্ডা আলাপিতে পূরে গ্যাল, ইংরাজি বাজ্‌না, নিশেন, তুরুক্‌সোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন—তখন "কার্ প্রতিমা উত্তম" "কার্ সাজ ভাল"

"কার্ সরঞ্জাম সরেস" প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্চে, কিন্তু হায়! "কার ভক্তি সরেস" কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এ দিকে, প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দর লোক গোচের দর্শক, খুদে খুদে পোসাক পরা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গ্যাল। কর্ম্ম কর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ্ খেলিয়ে ব্যাড়াতে লাগ্লেন—আমুদে মিন্সে ও ছোঁড়ারা নৌকোর ওপোর ঢোলের সঙ্গতে নাচ্তে লাগ্লো। সৌখীন বাবুরা খ্যাম্টা ও বাই সঙ্গে করে বোট্, পিনেস্ ও বজরার ছাতে বার দিয়ে বস্লেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু অ্যাঁক্টা রংদার গান গাইতে লাগ্লো।

৬২৯"বিদায় হও মা ভগবতি এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার ॥
জষ্ঠিসেরা ধর্ম্মঅবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এ দিকে ধূলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার ॥
পথে হাগা মোতা চল্বে না, লহোরের জল তুল্তে মানা,
লাইসেন্সটেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানায় বাসি ময়লা রবে না ॥
হেলথ্ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর,
ইন্কমের আসেসর সাল্লে সবারে;
আবার গবর্ণরের গুয়ে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার!
অসহ্য হতেছে মা গো! অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই তো জ্বালা মা গো!
মলেও শান্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে কর্ব্বে সৎকার।
হুতোম দাস তাই সহর ছেড়ে আস্মানে করেন বিহার ॥

এ দিকে দেখ্তে দেখ্তে দিনমণি য্যান সম্বৎসরের পূজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদ বসন পরিধান করে দ্যাখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্কচীল উড়িয়ে[৬৩০] "দাদা গো" "দিদি গো" বাজ্নার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুকো হলেন। বাড়ীতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণ ঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলী কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। ক দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কর্ত্তে লাগ্লো—পৌতলিকের মন বড়ই উদাস হলো, কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে, তখন সেটীর তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

রামলীলা।

দুর্গোৎসব অ্যাক বছরের মত ফুরুলো। ঢুলীরা নায়েক বাড়ী[৬৩১] বিদেয় হয়ে শুঁড়ীর দোকানে রং বাজাচ্চে। ভাড়া করা ঝাড়েরা মুটের মাথায় বাঁশে ঝুলে টুনু টুনু শব্দে বালাখানায় ফিরে যাচ্চে। জজ্‌মেনে-বামুনের বাড়ীর নৈবিদ্দির আলো চাল ও পঞ্চশস্য[৬৩২] শুকুচ্চে, ব্রাহ্মণী ছেলে কোলে করে কাটি নিয়ে কাগ তাড়াচ্চেন। সহরটা থম্‌থমে। বাসাড়েরা আজো বাড়ী হতে ফেরেন্ নি, আফিস্ ও ইস্কুল খোল্‌বার আরো চার পাঁচ দিন বিলম্ব আছে।

যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কার কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদরককের কাজ্ করে। দেখুন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখ্‌তেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজ্‌কাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়ীতে বেদেনীর নাচ ও "মদন আগুণের" তানে পরিতুষ্ট হচ্চি, ছোট ছোট ছ্যেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে, পুতুল নাচ, পাঁচালী ও পচা খেঁউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের "হুকুবাবু"[৬৩৩] ও "সুন্দরের" সং নাবাতে হুকুম দিচ্চি। মল্ল যুদ্ধের তামাসা দ্যাখ "বুল্‌বুল্ ফাইট"[৬৩৪] ও "ম্যাড়ার লড়ায়ে"[৬৩৫] পর্য্যবসিত হয়েছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজ্‌কাল্ আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে অ্যাক্‌পক্ষের "খেঁউড়ে" জিত ধরাই আছে।

আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না ক্যান? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমী, চুষী ও শোলার পাখীতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি, লাটিম, লুকোচুরী ও বৌ বৌ খ্যালাই আমাদের যুবত্বের এন্ট্রানস্ কোর্শ হয়, শেষে তাস্, পাশা ও বড়ে টিপে মাত্ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐ গুলী পুরোনো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আস্‌তে হয়; বেশীর ভাগ বয়সের পরিমাণের সঙ্গে ক্রমশ কতকগুলী আনুসঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।

রামলীলা এদেশের পরব্ নয়—এটি প্রলয় খোট্টাই। কিছু কাল পূর্ব্বে চানকের[৬৩৬] সেপাইদের দ্বারা এই রামলীলার সূত্রপাত হয়, পূর্ব্বে তারাই আপনা আপনি চাঁদা করে চানকের মাঠে রামরাবণের যুদ্ধের অভিনয় কত্তো; কিছুদিন এরকমে চল্যে, মধ্যে একেবারে রহিত হয়ে যায়। শেষে বড়বাজারের দুচার ধনী খোট্টার উদ্যোগে ১৭৫৭ শকে পুনর্ব্বার "রামলীলা" আরম্ভ হয়। তদবধি এই বার বৎসর,[৬৩৭] রামলীলার ম্যালা চলে আশ্চে। কল্‌কেতায় আর অন্য কোন ম্যালা নাই বলেই অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্ম্মা বাবু, মাড়ওয়ারি খোট্টা, বেশ্যা ও বেণেই অধিক।

পাঠকবর্গ মনে করুন, আপ্‌নাদের পাড়ার বনেদী বড়মানুষ ও দলপতি বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদির ওপোর বার দিয়ে বসেছেন। গদির সাম্‌নে বড় বড় বাক্‌স ও আয়না পড়েচে, বাবুর প্রকাণ্ড আল্‌বোলা প্রতি টানে শরদের মেঘের মত শব্দ কচ্চে, আর মুস্ক[৬৩৮] ও মুসর্ব্বর[৬৩৯] মেশান ইরাণী তামাকের খোস্‌বে বাড়ী মাত করেচে। গদির কিছু দূরে অ্যাক্‌জন খোট্টা সিদ্ধির মাজুম, হজ্‌মীগুলি ও পালং তোড়[৬৪০] প্রভৃতি "কুয়ৎকি চিজ্‌"[৬৪১] রুমালে বেঁধে বসে আচেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের অ্যাক্‌জন সম্পন্ন জহুরীর পুত্র, এক্ষণে সহরেই বাস, হয়ত বছর কতক হলো আফিমের তেজমন্দি[৬৪২] খ্যালায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্য পোষ্য হয়েচেন। মনে করুন, তাঁর অনেক প্রকার হাকিমী ঔষধ জানা আছে, সিদ্ধি সম্পর্কীয় মাজুমও উত্তম রকম প্রস্তুত কত্তে পারেন; বিশেষত বিস্তর বাই, কথক ও গানেওয়ালীর সহিত পরিচয় থাকায় আপন হেক্‌মত ও হুনুরিতে আজ্‌কাল বাবুর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেচেন। এঁর পাশে ভবানীবাবু ও মিসুয়ার্স আর্টফুল ডজর্‌স[৬৪৩] উকীল সাহেবদের হেড্‌কেরানী হলধরবাবু। ভবানীবাবু ঐ অঞ্চলের অ্যাকজন বিখ্যাত লোক, আদালতে ভারী মাইনের চাকরি করেন, এ সওয়ায় অন্তঃশিলে কোম্পানির কাগজের দালালী, বড় বড় রাজা রাজড়ার আমমোক্তারী ও মকদ্দমার ম্যানেজারি করা আছে। অ্যামন কি, অনেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, ভবানীবাবু ধড়িবাজিতে উমেশ[৬৪৪] হতে সরেস ও বিষয় কর্ম্মে জয়কৃষ্ণ[৬৪৫] হতেও জবর। ভবানীবাবুর পার্শ্বস্থ হলধরও কম নন্‌—মনে করুন, হলধর উকীলের বাড়ীর মকদ্দমার তদ্বিরে, ফ্যের ফন্দিতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর। হলধরের মোচা গোঁপ, মুসকের[৬৪৬] মত ভুঁড়ি, হাতে ইষ্টিকবচ, কোমরে গোট ও মাদুলি, সরু ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরিধান তার ভিতরে অ্যাক্‌টা কাচ, কপালে টাকার মত অ্যাক্‌টা রক্তচন্দনের টিপ ও দাঁতে মিসি[৬৪৭]—চাদরটা তাল পাকিয়ে কাঁদে ফেলে অনবরত তামাক খাচ্চেন ও গোঁপে তা দিয়ে য্যান বুদ্ধি পাকাচ্চেন—অ্যামন সময় বাবুর মজ্‌লিসে ফলহরি বাবু ও রামভদ্দর বাবু উপস্থিত হলেন, ফলহরি ও রামভদ্দরকে দেখে বাবু সাদর সম্ভাষণে বসালেন, হুঁক্কাবরদার তামাক দিয়ে গ্যাল, বাবুরা শ্রান্তি দূর করে তামাক্‌ খ্যেতে খ্যেতে একথা সে কথার পর বল্লেন "মশাই আজ রামলীলার বড় ধুম। আজ্‌ শুন্‌লেম লক্ষণের শক্তিশেল হবে, বিস্তর বাজী পুড়্‌বে, এখানে আসবার সময় দেখ্‌লেম ও পাড়ার রামবাবুর চৌকুড়ি গ্যাল। শম্ভুবাবু বগীতে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্চেন—আজ্‌ বেজায় ভীড়। মশাই যাবেন না?" তখনি ভবানীবাবু এই প্রস্তাবের পোষকতা কল্লেন—বাবুও রাজী হলেন—অমনি "ওরে! ওরে! কোন্‌ হ্যায় রে! কোন্‌ হ্যায়!" শব্দ পড়ে গ্যাল; আসে পাশে "খোদাবন্ধ" ও "আজ্ঞা যাইয়ের" প্রতিধ্বনী হতে লাগ্‌লো—হরকরাকে হুকুম হলো বড় ব্রিজ্‌কা[৬৪৮] ও বিলাতি জুড়ি তইরি কত্তে বল। শীগ্‌গির।

ঠাওরাণ্‌, য্যান এ দিকে বাবুর ব্রীজ্‌কা প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, পেয়ারের আরদালীরা পাগ্‌ড়ী ও তক্‌মা পরে আয়নায় মুখ দেখ্‌চে। বাবু ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোসাক্‌ পচ্চেন। চার পাঁচ জন চাকরে পড়ে চাল্লীস রকম প্যাটর্নের ট্যাসল দেওয়া টুপি ও সাটীনের চাপ্‌কান পায়জামা বাছুনি কচ্চে। কোন্‌টা পল্লে বড় ভাল দ্যাখাবে বাবু মনে মনে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্লান্ত হচ্চেন, হয়ত অ্যাক্‌টা জামা পরে আবার খুলে ফেল্লেন। অ্যাক্‌টা টুপি মাথায় দিয়ে

আয়নায় মুখ দেখে মনে ধচ্চে না; আবার আর একটা মাথায় দেওয়া হচ্চে, সেটাও বড় ভাল মানাচ্চে না এই অবকাশে অ্যাক্জন মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, ক্যামন হে? এটা কি মাথায় দেবো। মোসাহেব সব দিক্ বজায় রেখে "আজ্ঞা পোসাক্ পল্লে আপনাকে জ্যামন খোলে সহরের কোন শালাকে অ্যামন খোলে না" বল্চেন, বাবু এই অবসরে আর অ্যাক্টা টুপি মাথায় দিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, "এটা ক্যামন?" মোসাহেব "আজ্ঞে অ্যামন আর কারো নাই" বলে বাবুর গৌরব বাড়াচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে "আপরুচি খানা ও পররুচি পিন্না" বয়েদটা নজির[৬৪৯] কচ্চেন। এই প্রকার অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনার পর, হয়ত অ্যাক্টা বেয়াড়া রকমের পোশাক পরে, শেষে পোমেটম,[৬৫০] ল্যাভেন্ডার ও আতর মেখে, আংটী, চেন ও ইষ্টিক বেচে নিয়ে দুঘন্টার পর বাবু ড্রেসিংরুম হতে বৈটকখানায় বার দিলেন। হলধর, ভবানী, রামভদ্দর প্রভৃতি বৈটকখানাস্থ সকলেই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলেই য্যান "আজ্ঞে পোসাকে আপনাকে বড় খুলেচে" বলে নানা প্রকার প্রশংসা কত্তে লাগ্লেন, কেউ বল্লেন, "হুজুর, একি গিব্সনের বাড়ির[৬৫১] তইরি?" কেউ ঘড়ির চেন, কেউ আংটী ও ইষ্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কত্তে আরম্ভ কল্লেন।

মোশাহেবদের মধ্যে যাঁদের কাপড় চোপড় গুলি, বাবুর ব্রিজ্কা ও বিলাতী জুড়ির যোগ্য নয়, তাঁরা বাবুর প্রসাদি কাপড় চোপড় পরে, কানে আতরের তুলো গুঁজে, চেহারা খুলে নিলেন, প্রসাদি পোসাক পরে মোশাহেবদের আর আহ্লাদের সীমা রইলো না। মনে হতে লাগ্লো "বাড়ির কাছের উঠ্নোওয়ালা মুদি মাগি ও চেনা লোকেরা য্যান দেখ্তে পায়, আমি ক্যামন্ পোশাকে হজুরের সঙ্গে যাচ্চি"; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মোসাহেব সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে থাকেন যে, তাঁরা যখন বাবুদের সঙ্গে বড় বড় গাড়ী ও ভাল কাপড় চোপড় পরে বেরোন্ তখন কেউ তাঁদের দেখ্তে পায় না, আর গামছা কাঁদে করে বাজার কত্তে বেরুলেই সকলের নজরে পড়েন।

এ দিকে টুং টাং টুং টাং করে মেকাবী ক্লাকে পাঁচটা বাজ্লো "হুজুর গাড়ি হাজির" বলে হরকরা হজুরে প্রোক্লেম কল্লে, বাবু মোশাহেবদের সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠ্লেন—বিলাতী জুড়ি কৌচম্যানের ইঙ্গিতে টপাটপ্ টপাটপ্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে গ্যাল।

এ দিকে চাকরেরা "রাম বাঁচলুম্" বলে কেউ বাবুর মছলন্দে গড়িয়ে পড়লো, কেউ হজুরের শোনাবাঁদান হুকোটা টেনে দেখ্তে লাগ্লো—অনেকে বাবুর ব্যবহারের কাপড় চোপড় পরে ব্যাড়াতে বেরুলো, সহরের অনেক বড়মানুষের বাড়ি বাবুদের সাক্ষাতে বড় আঁটা আঁটী থাকে, কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বাড়ির অনেক ভাগ উদোম্ এলো হয়ে পড়ে!

ক্রমে বাবুর ব্রিজ্কা চিতপুর রোডে এসে পড়্লো। চিতপুর রোডে আজ্ গাড়ি ঘোঁড়ার অসম্ভব ভিড়। মাড়ওয়ারী খোট্টা ও বেশ্যারা খাতায় খাতায় হুল্লড় ও কেরাঞ্চীতে রামলীলা দেখ্তে চলেচে; যাঁরা যোত্রহীন, তাঁরাও সকের অনুরোধ অ্যাড়াতে না পেরে হেঁটেই চলেচেন—কল্কেতা সহরের এই একটী আজব্ গুণ যে, মজুর হতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলের মনে সমান শক্। বড় লোকেরা দানসাগরে[৬৫২] যাহা নির্ব্বাহ কর্ব্বেন, সামান্য লোককে ভীক্ষা বা চুরী পর্য্যন্ত স্বীকার করেও কায় ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কত্তে হবে।

WATCH CHAIN.

No. J. 497.

Fancy Watch Chain set with fine Brilliant Diamonds and Pearls attached. From Rs. 2,000 to Rs, 3,000.
Fine Roses and Pearls attached. From Rs. 1,000 to Rs 1,500.

চিত্র ৩ ঘড়ির চেন

আন্দাজ করুন, য্যান এ দিকে ছক্কড় ও বড় বড় গাড়ীর গতিতে রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সহর অন্ধকার করে তুল্লে। সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে সুরতপরিশ্রান্ত নাগরের মত ক্লান্ত হয়ে শ্রান্তি দূর কর্‌বার জন্যই য্যান অস্তাচল আশ্রয় কল্লেন; প্রিয়সখী প্রদোষের পিছে পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সতিনী সর্ব্বরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়ে ছিলো, অ্যাখন পাকিদের সঙ্কেত বাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশ দিক সকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বিহারস্থল প্রস্তুত কত্তে আরম্ভ কল্লে। এ দিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলো। রামলীলার রঙ্গভূমি, রাজা বাহাদুরের বাগান খানি পূর্ব্বে সহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপ কুমারদের কল্যাণে আজ্‌কাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছে। পূর্ব্বে রামলীলা ঐ রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুরের[৬৫৩] বাগানেতেই হতো; গত বৎসর হতে রহিত হয়ে রাজা নরসিংহ বাহাদুরের[৬৫৪] বাগানে আরম্ভ হয়েচে। নরসিংহ বাহাদুরের ফুল গাছের উপর যার পর নাই শক্ ছিল এবং চিরকাল এই ফুলগাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গ্যাচেন, সুতরাং তাঁর বাগান সহরের শ্রেষ্ঠ হবে বড় বিচিত্র নয়। অ্যামন কি অনেকেই স্বীকার করেচেন যে, গাছের পারিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানীর বাগান হতে বড় খাট ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন; বড় বড় গাছগুলি উপ্‌ড়ে বিক্রি করা হলো, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্য্যন্ত পড়ে রইলো না, যে প্রকারে হোক্ টাকা উপার্জ্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং শেষে এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠ্‌লো, ঘরে বাইরে বানর নাচ্‌তে নাগ্‌লো, সহরে শোরোট্ উঠ্‌লো এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে "রামলীলা" কিন্তু এবার গাড়ি ঘোড়ার টিকিট। রাজা বদ্দিনাথের বাগানে রামলীলার সময় টিকিট বিক্রি করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর বড় মান্‌সে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন তাতেই সমুদায় খরচ কুলিয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় দুই তিন বৎসর হলো দেহত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরেরা বাগান খানি ভাগ করে নিলেন, মধ্যে দেইজি[৬৫৫] পাঁচিল পড়্‌লো সুতরাং অন্য বড় মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহ দ্যাখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়। বল্‌তে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর! অনেকেই রং তামাসায় অপব্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট সত্ত্বেও রামলীলার বাগান গাড়ি ঘোড়া ও জনতায় পরিপূর্ণ, লোকের বেজায় ভীড়।

এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা জনতার জন্য অধিক দূর যেতে পাল্লে না, সুতরাং হজুর দল বল সমেত পায়দলে ব্যাড়ানোই সঙ্গত ঠাউরে গাড়ি হতে নেবে ব্যাড়াতে ব্যাড়াতে রঙ্গভূমির শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দু সারি দোকান বসেচে, মধ্যে মধ্যে নাগরদোলা ঘুচ্চে—গোলাবি খিলী, খেলেনা, চনেচুর ও চিনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চিৎকার উঠ্‌চে। ইয়ারের দল খাতায় খাতায় প্যারেড্ করে ব্যাড়াচ্চে, রাঁড়, খোট্টা, বাজে লোক ও বেণের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চার দিকে ব্যেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক্ গাড়ির সার, কোন গাড়ির ওপোর অ্যাক্‌জন শৌখিন ইয়ার দু চার দোস্ত ও দুই

একটি মেয়েমানুষ নিয়ে মজা কচ্চেন। কোন খানির ভেতোরে চিনে কোট ও চুলের চ্যেনওলা চার জোন ইয়ার ও একটী মেয়ে মানুষ, কোন খানিতে গুটি কত পিল ইয়ার টেক্কা জ্যাঠা ছোলে ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবি খিলি ও চরসে মজা লুট্চে। কতগুলি গাড়ি নিছক খোট্টা মারওয়ারী ও মেড়ুয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোশাকি বাবুতে পূর্ণ।

আমাদের হজুর এই সকল দেখ্তে দেখ্তে থন্নুমল বাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌঁছিলেন—সেথায় বেজায় ভীড়! দশ বারোজন চৌকীদার অনবরত সপাসপ্ করে বেত মাচ্চে; দু জন সার্জ্জন সবলে ঠেলে রয়েচে তথাপি রাখ্তে পাচ্চে না। থেকে থেকে "রাজা রামচন্দ্রজীকা জয়"! বলে খোট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চেঁচিয়ে উঠ্চে, সকলেরি ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে, কিন্তু কার্ সাধ্য সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়।

হজুর অনেক কষ্টেসৃষ্টে ব্যাড়ার দ্বার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিস্লেন। রণক্ষেত্রের অন্য দিকে লঙ্কা! মনে করুন সেথায় সাজা রাক্ষসেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্চে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ির দিকে মুক ন্যেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্চে। সাজা বানরেরা লাফাচ্চে ও গাছ পাতরের বদলে ছেঁড়া কুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোড়া ছুড়ি কচ্চে—বাবু এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপার দ্যেখে যারপরনাই পরিতুষ্ট হয়ে ব্যাড়ার পাশে পাশে হাঁ করে ঘুরে ব্যাড়াতে লাগ্লেন, আরো দু চারজন বেণে বড় মানুষ ও ব্যাদড়া বনেদী বাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গ্যালেন, মধ্যে মধ্যে দালাল ও তুলোওয়ালা ইন্ফুলুয়েনসল্ রিফরম্ড খোট্টার দলের সঙ্গেও বাবুর সেখানে সাক্ষাৎ হতে লাগ্লো, কেউ "রাম রাম", কেউ "আদাব" কেউ "বন্দীগি" প্রভৃতি সেলামাল্কীর সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা কত্তে লাগ্লো; এঁরা অনেকে দুই প্রহরের সময় এসেচেন, রাত্তির দশটার পর ভর পেট রামলীলে গীলে বাড়ি ফির্বেন।

রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবু ও দু চার সবস্ক্রাইবর বড়মানষের ছেলেদের ব্যাড়াতে দেখে ম্যানেজার বা তাঁর আসিষ্টেন্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে পানের দোনা উপহার দিয়ে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থ দুচার কাগজের সংয়ের তরজমা করে বোজাতে লাগ্লেন, কত গাড়ি ও আন্দাজ কত লোক এসেচে, তার অ্যাক্টা মন্গড়া মিমো দিলেন ও প্রত্যেক বানর ভাল্লুক ও রাক্ষসের সাজ্গোজের প্রশংসা কত্তেও বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে "এ দফে বড়ি আচ্ছা হুয়া, আর বরস্ এসা নেহি হুয়া থা" প্রভৃতি কম্প্লিমেন্ট দিয়ে ম্যানেজরদের আপ্যায়িত কত্তে লাগ্লেন। এ দিকে বাজিতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হলো ক্রমে চার পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজী পুড়ে সে দিন রামলীলা বরখাস্ত হলো। রাম লক্ষ্মণকে আরতী করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হলো। কেরাঞ্চীর ঘোঁড়ারা বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে বহু কষ্টে গাড়ি নিয়ে প্রস্থান কল্লে। বাবু সেই ভীড়ের ভিতর হতে অতি কষ্টে গাড়ি চিনে নিয়ে সওয়ার হলেন—সে দিনের রামলীলার এই রকমে উপসংহার হলো।

আমাদেরো এ সকল বিষয়ে বড় শক্, সুতরাং আমরাও একখানি ছ্যাক্ড়া গাড়ির পিছনে বসে রামলীলা দেখ্তে যাচ্ছিলেম, গাড়িখানির ভিতরে অ্যাক্জন ছুতোর বাবু, গুটি দুই

গেরস্থারী রাঁড় ও তাঁর চার পাঁচ জন দোস্ত ছিল, খানিক্ দূর যেতে না যেতেই অ্যাক্টা জন্মজ্যেঠা ফচ্‌কে ছোঁড়া রাস্তা থেকে "গাড়োয়ান পিছুভারী! গাড়োয়ান পিছুভারী" বলে চেঁচিয়ে ওঠায় গাড়োয়ান "কেরে শালা" বলে সপাৎ করে অ্যাক্ চাবুক ঝাড়্‌লে। ভেতর থেকে "আরে কেরে, ল্যে বে যা, ল্যে বে যা" চীৎকার হতে লাগ্‌লো—অগত্যা সেদিন আর যাওয়া হলো না, মনের শক্ মনেই রহিলো!

শরতের শশধর সচ্ছ শ্যাম গগনমাঝে নক্ষত্রসমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে প্রণয়িণী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠবতী হয়ে রয়েচেন। চক্রবাক দম্পতী কত প্রকার সাধ্য সাধনা কচ্চে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্চে না, সপত্নীর দুর্দ্দশা দর্শন করে সচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাঁস্‌তেচে, চাঁদের চির অনুগত চকোর চকোরী সর্ব্বরীর দুঃখে দুখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভর্ৎসনা কচ্চে, ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়ীরাও চীৎকার করে চকোর চকোরীর সঙ্গে যোগ দিতেচে, লম্পট শিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েচেন, এ সময় নিকটস্থ হলে রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই য্যান পবন বড় বড় গাছপালায় ও ঝোপেঝাপের আসেপাশে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেচেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়নজল শিশিরচ্ছলে বনরাজী ও ফুলদামে অভিষিক্ত কচ্চে!

এ দিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা ও বিলাতী জুড়ি টপাটপ্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে ভদ্রাসনে পৌঁছিল। বাবু ড্রেসিংরুমে কাপড় ছাড়্‌তে গ্যালেন, সহচরেরা বৈটকখানায় বসে তামাক্ খেতে খেতে রামলীলার জাওর কাট্‌তে লাগ্‌লেন এবং সকলে মিলে প্রাণ খুলে দু চার অপর বড় মানুষের নিন্দাবাদ জুড়ে দিলেন। বাবুও কিছু পরে কাপড়ে চোপড় ছেড়ে মজলিশে বার দিলেন, গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যাল।

বোধ হয়, মহিমার্ণব পাঠকবর্গের স্মরণ থাক্‌তে পারে যে, বাবু রামভদ্দর হজুরের সঙ্গে রামলীলা দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বর্ত্তমানে দু চার বাজে কথার পর বাবু, রামভদ্দরবাবুকে দু অ্যাক্টা টপ্‌পা গাইতে অনুরোধ কল্লেন, রামভদ্দর বাবুর গাওনা বাজনায় বিলক্ষণ শক্, গলাখানিও বড় চমৎকার, যদিও তিনি এ বিষয়ে পেসাদার নন; কিন্তু সহরের বড় মানুষ মহলে ঐ গুণেই পরিচিত, বিশেষত বাবু রামভদ্দরের আজকাল সময় ভাল, কোম্পানীর কাগজের দালালী ও গাঁতের মাল[৬৫৬] কেনার দরুণ বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার কচ্চেন, বাড়িতে নিত্যনৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসবও ফাঁক যায় না। বাপ মার শ্রাদ্ধ ও ছেলে মেয়ের বিয়ের সময় দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলা আছে। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণেরা প্রায় বাবুর দলস্থ। কায়স্থ ও নবশাকও অনেকগুলি বাবুর অনুগত। কর্ম্মকাজের ভীড়ের দরুণ ভদ্দরবাবুর বারোমাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল মধ্যে মধ্যে পাল পার্ব্বণ ও ছুটীটা আস্ঠায় বাড়ি যাওয়া আছে। ভদ্দর বাবুর সহরের বাদুড়বাগানের বাসাতেও অনেকগুলি ভদ্দর লোকের ছেলেকে অন্ন দেওয়া আছে ও দু চার জন বড় মানুষেও ভদ্দরবাবুরে বিলক্ষণ স্নেহ করে থাকেন। রামভদ্দরবাবু সিমলের রায়বাহাদুরের সোণার কাটি রূপার কাটী ছিলেন ও অন্যান্য অনেক বড় মানুষেই এঁরে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন, সুতরাং বাবু অনুরোধ করবামাত্র ভদ্দরবাবু তানপুরা মিলিয়ে একটী নিজ রচিত গান জুড়ে দিলেন, হলধর তবলা বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ফ্যাল ওয়াটের[৬৫৭] সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন। রামলীলার নক্‌শা এইখানেই ফুরাইলো।

রেলওয়ে।

দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে,[৬৫৮] রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কাল অক্ষরে ছাপানো ইংরেজী বাঙ্গালায় এস্তেহার মারা গেছে; অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্চেন—তীর্থযাত্রীও বিস্তর। শ্রীপাঠ নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই অবকাশে বারানসী দর্শন কত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী শ্রীপাঠ জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের অ্যাক্‌জন কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে, বাবাজীর অনেক শিষ্য সামন্ত ও বিষয় আসাও প্রচুর ছিল। বাবাজীর শরীর স্থূল, ভুঁড়িটী বড় তকিয়ার মত প্রকাণ্ড, হাত পাগুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদময়। বাবাজীর বর্ণ কোষ্টীপাতরের মত, হুঁকোর খোলের মত ও ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত চুক্‌চুকে কাল। মস্তক কেশহীন করে কামান, মধ্যস্থলে লম্বাচুলের চৈতনচুট্‌কি সর্ব্বদা খোপার মত বাঁধা থাক্‌তো; বাবাজী বহুকাল কচ্চ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, সুতরাং কৌপীনের উপর নানা রঙ্গের বহির্বাস ব্যবহার কত্তেন। সর্ব্বদা সর্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা মাখা ছিল ও গলায় পদ্ম বিচি তুল্‌সি প্রভৃতি নানা প্রকার মালা সর্ব্বদা পরে থাক্‌তেন, তাতে একটী লাল বনাতের বড় বালিশের মত জপ মালার থলি পীতলের কড়ায় আকক্ষ ঝুল্‌তো।

বাবাজী একটী ভাল দিন স্থির করে প্রত্যুষেই দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন কল্লেন ও তাড়াতাড়ি যথাকথঞ্চিৎ বাড়ীর বিগ্রহের প্রসাদ পেয়ে দুই শিষ্য তল্পিদার ও ছড়িদার[৬৫৯] সঙ্গে লয়ে মঠ হতে বেরিয়ে গাড়ির সন্ধানে চিৎপুর রোডে উপস্থিত হলেন। পাঠক বর্গ মনে করুন, যেন স্কুল ও আফিস খোলবার অ্যাখনো বিলম্ব আছে, রামলীলার মেলার অ্যাখনো উপসংহার হয়নি, সুতরাং রাস্তায় গহনার কেরাঞ্চী থাকবার সম্ভাবনা কি, বাবাজী অনেক অনুসন্ধান করে শেষে অ্যাক্ গাড়ির আড্‌ডায় প্রবেশ করে অনেক কসামাজার পর অ্যাকজনকে ভাড়া যেতে সম্মত কল্লেন। এদিকে গাড়ি প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, বাবাজী তারি অপেক্ষায় অ্যাক্ বেশ্যালয়ের বারন্ডার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীপাঠ কুমার নগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও রেল গাড়িতে চড়ে বারানসী দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে কিছু পূর্ব্বেই বাবাজীর শ্রীপাঠে উপস্থিত হয়ে সেবাদাসীর কাছে শুন্‌লেন, যে বাবাজীও সেই মানসে কিছু পূর্ব্বেই বেরিয়ে গ্যাচেন, সুতরাং এঁরই অনুসন্ধান কত্তে কত্তে সেইখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী যারপরনাই কৃশ ছিলেন, দশ বৎসর জ্বর ও কাশী রোগ ভোগ করে শরীর শুকিয়ে কঞ্চি ও কাটের মত পাকিয়ে গেছিল, চক্ষু দুটী কোটরে বসে গ্যাছে, মাংসমেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল কখান কঙ্কাল মাত্রে ঠেকেচে; তায় এক মাথা রুক্ষ তৈলহীন চুল, অ্যাক্‌খানা মোটা লুই দুপাট করে গায়ে জড়ানো, হাতে অ্যাক্‌গাছা বেঁউড় বাঁশের[৬৬০] বাঁকা লাটী ও পায়ে অ্যাক্ জোড়া জগন্নাথি উড়ে জুতো। অনবরত কাস্‌চেন ও গয়ার ফেল্‌চেন এবং মধ্যে মধ্যে শামুক হতে অ্যাক্ অ্যাক্ টিপ নস্য লওয়া হচ্চে। অনবরত নস্য নিয়ে নাকের নলি

এমনি অসাড় হয়ে গ্যাচে, যে নাক দিয়ে অনবরত নস্য ও সর্দ্দি মিশ্রিত কফজল গড়াচ্চে, কিন্তু তিনি তা টেরও পাচ্চেন না, অ্যামন কি, এর দরূন তাঁরে ক্রমে খোঁনা হয়ে পড়্তে হয়েছিল এবং আলজীবও খারাপ হয়ে যাওয়ায় সর্ব্বদাই ভেট্‌কি মাচের মত হাঁ করে থাক্‌তেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হলেন। প্রথমে পরস্পরে কোলাকুলি হলো, শেষে কুশল প্রশ্নাদির পর দুই বন্ধুতে দুই ভেয়ের মত একত্রে বারানসী দর্শন কত্তে যাওয়াই স্থির কল্লেন।[৬৬১]

এদিকে কেরাঞ্চী প্রস্তুত হয়ে বাবাজীদের নিকটস্থ হলো, তল্পিদার তল্পি নিয়ে ছাতে, ছড়িদার ও সেবাৎ পেছোনে ও দুই শিষ্য কোচ্‌বক্‌সে উঠ্‌লো। বাবাজীরা দুজনে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। প্রেমানন্দ গাড়িতে পদার্পণ কর্‌বা মাত্র গাড়িখানি মড়্‌মড়্‌ করে উঠ্‌লো, সাম্‌নে দিকে জ্ঞানানন্দ বসে পড়লেন। উপরের বারন্ডায় কতকগুলি বেশ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বাবাজীকে দেখে পরস্পর "ভাই! অ্যাক্‌টা অ্যাক্‌গাড়ি গোঁসাই দেখেছিস্‌! মিন্‌সে য্যান কুম্ভকর্ণ" প্রভৃতি বলাবলি কত্তে লাগ্‌লো। গাড়োয়ান গাড়িতে উঠে সপাসপ্‌ করে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার রাস হ্যাঁচ্‌কাতে হ্যাঁচ্‌কাতে জীবে ট্যাক্‌ ট্যাক্‌ শব্দ করে চাবুক মাথার পরে ঘোরাতে লাগ্‌লো, কিন্তু ঘোড়ার সাধ্য কি, যে অ্যাক্‌ পা নড়ে; কেবল অনবরত নাতি ছুড়্‌তে লাগ্‌লো ও মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম্ম করে আসোর জমকিয়ে দিলে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাক্‌তে পারে, যে আমরা পূর্ব্বেই বলে গেছি, কলিকাতা আজব সহর! ক্রমে রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। এই ভিড়ের মধ্যে অ্যাক্‌টা চিনের বাদামওয়ালা ফচ্‌কে ছোঁড়া বলে উঠ্‌লো, "ওরে গাড়োয়ান! অ্যাক্‌দিকে অ্যাক্‌টা ধুম্মলোচন ও আর অ্যাক্‌দিকে অ্যাক্‌টা চিম্‌ড়ে সওয়ারি, আগে পাষাণ ভেঙ্গে নে,[৬৬২] তবে গাড়ি চলবে। অমনি উপর থেকে বেশ্যারা বলে উঠ্‌লো "ওরে এই রোগা মিন্‌সেটার গলায় গোটা কতক পাথর বেঁধে দে, তা হলে পাষাণ ভাঙ্গা হবে"। প্রেমানন্দ এই সকল কথাতে বিরক্ত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলে উঠে খানিক্‌ক্ষণ ঘাড় গুঁজে রইলেন, শেষে ইষৎ ঘাড় উঁচু করে জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, "ভায়া! সহরের স্ত্রীলোকগুলা কি ব্যাপিকা দেখেচো!" ও শেষে "প্রভো তোমার ইচ্ছা" বলে হাই তুল্লেন! জ্ঞানানন্দও হাই তুল্লেন ও দুবার তুড়ি দিয়ে অ্যাক্‌ টীপ নস্য নিয়ে বল্লেন, "ঠিকঁ বঁলেঁচোঁ দাঁদাঁ, ওঁরা ভত্তাঁর কাছে উঁপদেঁশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁঞাদের রাঁমারঁঞ্জিকার পাঁঠ দেওঞা উঁচিত।

প্রেমানন্দ রামারঞ্জিকার নাম শুনে বড়ই পুলকিত হয়ে বল্লেন, "ভায়া না হলে আর মনের কথা কে বলে, রামারঞ্জিকার মত পুঁথী ত্রিজগতে নাই, প্রভো তোমার ইচ্ছা!" জ্ঞানানন্দ অ্যাক্‌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অ্যাক্‌ টীপ্‌ নস্য নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথাটা চুল্‌কে বল্লেন, "দাঁদাঁ শুনেচি বিবিরাঁ নাঁকি রামারঞ্জিকা পড়্‌ছেঁ! প্রেমানন্দ অমনি আহ্লাদে "আরে ভায়া রামারঞ্জিকা পুঁথীর মত ত্রিজগতে হ্যান পুঁথী নাঞি! প্রভো তোমার ইচ্ছা!"

এ দিকে অনেক কসলাতের পর কেরাঞ্চী গুড়ি গুড়ি চল্‌তে লাগ্‌লো, তল্পিদারেরা গাড়ির ছাতে বসে গাঁজা টিপ্‌তে লাগ্‌লেন, মধ্যে শরতের মেঘে অ্যাক্‌ পসলা ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বাবাজীরা গাড়ির দরজা ঠেলে দিয়ে অন্ধকারে বারোইয়ারির গুদম্‌জাত্‌ সংগুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে জ্ঞানানন্দ বাবাজী

অ্যাক্‌বার গাড়ির ফাটলে চক্ষু দিয়ে বৃষ্টি কিরূপ পড়্‌চে তা দেখে নিয়ে অ্যাক টীপ নস্য নিলেন ও বার দুই কেসে বল্লেন, "দাঁদাঁ অ্যাঁক্‌টা সংকীর্ত্তন হঁক, শুঁধু শুঁধু বসে কাঁল না হরছে এন্না।" প্রেমানন্দ সংগীত বিদ্যার বড় প্রিয় ছিলেন, নিজে ভাল গাইতে পারুন আর নাই পারুন, আড়ালে ও নির্জ্জনে সর্ব্বদা গলাবাজী কত্তেন ও দিবারাত্র গুন্‌গুনোনির কামাই ছিল না। এ ছাড়া বাবাজী সংগীত বিষয়ক অ্যাক্‌খানা বইও ছাপিয়ে ছিলেন এবং ঐ সকল গান প্রথম প্রথম দু অ্যাক্ গোঁড়ার বাড়ি মজলিস করে গায়ক দিয়ে গাওনো হয়, সুতরাং জ্ঞানানন্দের কথাতে বড়ই প্রফুল্লিত হয়ে মল্লার ভেঁজে গান ধল্লেন—পাঠশালের ছেলেরা য্যামন ঘোসাবার[৬৬৩] সময় সদ্দার পোড়োর সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে গণ্ডায় এ্যাণ্ডা বোলে সায় দিয়ে যায়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের সংগীত শুনে উৎসাহান্বিত হয়ে মধ্যে মধ্যে দুই অ্যাক্‌টা তান মার্‌তে লাগ্‌লেন। ভাঙা ও খোনা আওয়াজের একত্র চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেল্‌লে, তল্লিদার তড়াক্ করে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গাড়ির দরজা খুলে দ্যাখে যে বাবাজীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে চীৎকার করে গান ধরেচেন। রাস্তার ধারে পাহারাওয়ালারা তামাক্ খেতে খেতে ঢুল্‌তে ছিল, গাড়ির ভেতরের বেতরো বেয়াড়া আওয়াজে চম্‌কে উঠে কল্‌কে ফেলে দৌড়ে গাড়ির কাছে উপস্থিত হলো। দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকী মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেম গানে এমনি মেতে গিয়েছিলেন, যে তখনো তান মারা থামে নি। শেষে সহসা গাড়ি থামা ও লোকের গোলে চৈতন্য হলো ও পাহারাওয়ালাকে দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়্‌লেন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে অ্যাক্‌টা নক্‌দা[৬৬৪] মুটে ঝাঁকা কাঁদে করে বেকার চলে যাচ্ছিল, এই ব্যাপার দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে "পুঙ্গির বাই গাড়িমদ্দি ক্যালাবতী লাগাইচেন"[৬৬৫] বলে চলে গ্যাল। পাহারাওয়ালাকে কল্‌কে পরিত্যাগ করে আস্‌তে হয়েছিল বলে সেও বাবাজীদের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করে পুনরায় দোকানে গিয়ে বস্‌লো। রেলওয়ে ব্যাগ হাতে অ্যাক্‌জন সহুরে নব্য বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ির অপেক্ষায় অ্যাক্ দোকানে বসে ছিলেন, বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিণসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত কত্তে ছিল, এক্ষণে বাবাজীদের গাড়োয়ানের সঙ্গে ঐ অবকাশে ভাড়া চুক্তি করে হুড়মুড় করে গাড়ি মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন। এদিকে গাড়োয়ানও গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে। তল্লিদার খানিক দৌড়ে দৌড়ে শেষে গাড়ির পেছনে উঠে পড়্‌লো।

আমাদের নব্য বাবুকে অ্যাক্‌জন বিখ্যাত লোক বল্লেও বলা যায়, বিশেষতঃ শহরের সন্নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ স্থলে একটী ব্রাহ্ম সভা স্থাপন করে স্বয়ং তার সম্পাদক হয়েছিলেন, এ সওয়ায় সেই গ্রামেই একটী ভারী মাইনের চাকরী ছিল। নব বাবু রিফরমড্ ক্লাসের টেক্কা ও সমাজের রঙ্গের গোলাম স্বরূপ ছিলেন, দিবারাত্র "সামিগ্রী কত্তেন" ও সর্ব্বদাই ভরপুর থাক্‌তেন—শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় কারগো নিতেন, মধ্যে মধ্যে বানচাল হওয়ারও বাকি থাক্‌তো না। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ফরণিচর ও লাইব্রেরীর বই কিন্‌তে বাবু ছুটী নিয়ে শহরে এসেছিলেন, কদিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজেই[৬৬৬] প্রকৃতির প্রিতি ও প্রিয়কার্য্যসাধন[৬৬৭] করে বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা হয়। মাতাল বাবু গাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রথমে প্রেমানন্দ বাবাজীর ভুঁড়ির উপর টলে পড়্‌লেন, আবার ধাক্কা পেয়ে জ্ঞানানন্দের মুখের

উপর পড়ে পুনরায় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে টলে পড়্লেন। বাবাজীরা উভয়ে তটস্থ হয়ে মুখ চাওয়া চায়ি কত্তে লাগলেন। মাতাল কোথা বস্বেন, তা স্থির কত্তে না পেরে মোছলমানদের গাজীমিয়ার ধ্বজার মত অ্যাক্‌বার এ পাশ অ্যাক্‌বার ওপাশ কত্তে লাগলেন।[৬৬৮]

বাবাজীরা মাতাল বাবুর সঙ্গে অ্যাক্ খাঁচায় পোরা বাজ ও পায়রার মত বাস করুন, ছক্কড়খানি ভরপুর বোঝাইয়ে নবাবীচ্যেলে চলুক, তল্পিদাররা অনবরত গাঁজা ফুঁক্‌তে থাক্। এদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সহর আবার পূর্ব্বানুরূপ গুল্‌জার হয়েছে—মধ্যাবস্থ গৃহস্থরা বাজার কত্তে বেরিয়েচেন, সঙ্গে চাকর ও চাক্‌রাণীরা ধামা ও চাঙ্গারী নিয়ে পেচু পেচু চলেচে। চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়, সুতরাং কাদার জন্য পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচ্চে, কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেচেন। আলু পটল! ঘি চাই! গুড়! ও ঘোল! ফিরিওয়ালারা চীৎকার কত্তে কত্তে যাচ্চে, পাছে মেচুনীরা মাচের চুপড়ি মাথায় নিয়ে হাত ন্যেড়ে হন্ হন্ করে ছুটেছে, কারু সঙ্গে মেছোর কাঁদে বড় বড় ভেটকী ও মৌলবীর মত চাপ দাড়ী ও জামাজোড়া পরা চিংড়ি ভরা বাজরা ও ভার। রাজার বাজার,[৬৬৯] লালা বাবুর বাজার[৬৭০], পোস্তা ও কাপুড়ে পটী জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানে বিবিধ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হচ্চে, দোকানদারেরা ব্যতিব্যস্ত, খদ্দেরদের বেজায় ভীড়! শীতলা ঠাকরুণ নিয়ে ডোমের পণ্ডিত[৬৭১] মন্দিরের সঙ্গে গান করে ভিক্ষা কচ্চে, খঞ্জনি ও অ্যাক্‌তারা নিয়ে বষ্টুম ও ন্যাড়া ন্যেড়িরা গান কচ্চে, চার পাঁচজন "তিন দিবস আহার হয় নাই, বিদেশী ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর! দাতালোক" ঘুচ্চেন, অনেকের মৌতাতের সময় উত্তীর্ণ হয়েচে, অন্য কোনো উপায় নাই কিছু উপার্জ্জনও হয় নাই, মদতওয়ালা ধার দেওয়া বন্ধ করেচে, গতকল্য গায়ের চাদরখানিতে চলেছে—আজ আর সম্বল মাত্র নাই। ম্যাথরেরা ময়লা ফেলে এসে মদের দোকানে ঢুকে কসে রম টান্‌চে ও মুদ্দাফরাশদের সঙ্গে উভয়ের অবলম্বিত পেসার কোন্‌টা উত্তম, তারি তক্‌রার হচ্চে। শুঁড়ি মধ্যস্থ হয়ে কখন মুদ্দফরাশের কাজ ম্যাথরের পেশা হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে মুদ্দফরাশকে সন্তুষ্ট কচ্চেন, কখন ম্যাথরের পেশা শ্রেষ্ঠ বলে মানচেন। ঢুলী, ডোম, কাওরা ও দুলে বেহারারা কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের সহায়তা কচ্চে; হয়ত অ্যামন সময় অ্যাকদল ঝুমুর বা গদাই নাচ[৬৭২] আসরে উপস্থিত হবামাত্র তর্কাগ্নিতে অ্যাকবারে জল দেওয়া হলো—মদের দোকান বড়ই সরগরম। সহরের দেবতারা পর্য্যন্ত রোজগেরে! কালী ও পঞ্চানন্দ প্রসাদী পাঁঠার ভাগা দিয়ে বসেচেন[৬৭৩] অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী উঠ্‌নো বরাদ্দ করা আছে, কোথাও রসুই করা মাংসেরও সরবরাহ হয়, খদ্দের দলে মাতালবেনে ও বেশ্যাই বারোআনা। আজকাল পাঁঠা বড় দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হওয়ায় কোথাও কোথাও পাঁঠি পর্য্যন্ত বলি হয়, কোন স্থলে পোসা বিড়াল ও কুক্কুর পর্য্যন্ত ক্যেটে মাংসের ভাগায় মিশান দেওয়া হয়! যে মুখে বাজারের রসুই করা মাংস অক্লেশে চলে জায়, সেথায় বেরাল কুকুর ফ্যালবার সামগ্রী নয়। জলচর ও খেচরের মধ্যে নৌকো ও ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে কেবল খাট খাওয়া নাই।

পাঠকগণ! অ্যাতক্ষণ আপনাদের প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের গাড়ি রেলওয়ে টরমিনসে পৌঁছুলো প্রায়, দেখুন! আপনাদের বৈটকখানার ঘড়ি নটা বাজিয়ে দিয়ে পুনরায় অবিশ্রান্ত

টুকুটাকু করে চল্‌চে, আপনারা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হন, চন্দ্র ও সূর্য্য অস্তাচলে আরাম করেন, কিন্তু সময় অ্যাক্ পরিমাণে চল্‌চে ক্ষণকালের তরে অবসর, অবকাশ বা আরামের উপেক্ষা বা প্রার্থনা করে না। কিন্তু হায়! আমরা কখন কখন এই অমূল্য সময়ের এমনি অপব্যয় করে থাকি, যে শেষে ভেবে দেখে তার জন্য যে কত তীব্রতর পরিতাপ সহ্য কত্তে হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

এ দিকে ব্রাহ্ম বাবু শেষে থপ্ করে জ্ঞানানন্দের কোলে বসে পড়্‌লেন, ব্রাহ্মবাবুর চাপনে জ্ঞানানন্দ মৃতপ্রায় হয়ে গুড়িশুড়ি ম্যেরে পেনেল সই হয়ে রইলেন, বাবু সরে সাম্‌নে বসে খানিক্ অ্যাক্ দৃষ্টে প্রেমানন্দের পানে চেয়ে ফিক্ করে হেসে রেলওয়ে ব্যাগটী পায়দানে নাবিয়ে জ্ঞানানন্দের দিকে অ্যাক্‌বার কটাক্ষ করে নিয়ে পকেট হতে প্রেসিডেন্‌সি মেডিকেল হল[৬৭৪] ল্যাবেল দেওয়া একটী ফায়েল বার করে সিসির সমুদায় আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে খানিক্ মুখ বিকৃত করে রুমালে মুখ পুঁচে জেব হতে দুডুমো সুপুরি বাই করে চিবুতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ব্রাহ্ম বাবুর গাড়িতে ওঠাতেই বড় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং উভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কত্তেছিলেন, কারণ বাবুর একটী কাল বনাতের পেনটুলেন, ও চাপকান পরা ছিল, তার ওপোর অ্যাক্‌টা নীল মেরিনোর[৬৭৫] চাইনা কোট, মাথায় অ্যাক্‌টা বিভর হেয়ারের[৬৭৬] চোঙ্গাকাটা ট্যাসল লাগানো ক্যাটিকৃষ্ট ক্যাপ্[৬৭৭] ও গলায় লাল ও হলদে রঙ্গের জাল বোনা কম্‌ফরটার, হাতে একটী কারপেটের ব্যাগ ও অ্যাক্‌টা বিলিতি ওকের গাঁট বাই করা কোঁদো কোঁত্‌কা। এতদ্ভিন্ন বাবুর সঙ্গে একটী ওয়াচ্ ছিল, তার নিদর্শন স্বরূপ একটী চাবি ও দুটী শিল[৬৭৮] চুলের গার্ড চ্যেনে ঝুল্‌চে, হাতের আঙ্গুলে একটী আংটীও পরা ছিল, জ্ঞানানন্দ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, যে সেটীর ওপরে "ওঁ তৎসৎ" খোদা রয়েচে। ব্রাহ্ম বাবু আরকের ঝাঁজ সাম্‌লে প্রেসিডেনসি ডাক্তারখানার ল্যাবেল মারা ফায়েলটা গাড়ি হতে রাস্তায় ছুড়ে ফ্যেলে দিয়ে দেখ্‌লেন, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ অ্যাক্‌দৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্চেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে একটু মুচ্‌কে হেঁসে জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "প্রভু! আপনার নাম?" জ্ঞানানন্দ, বাবুকে তাঁর দিকে ফিরে কথা কবার উদ্যম দেখেই শঙ্কিত হয়ে ছিলেন, অ্যাখন প্রথম অ্যাক্‌বার অ্যাক্ টীপ নস্য নিলেন, শামুকটা বার দু'চার ঠুক্‌লেন, শেষে অতি কষ্টে "আমার নাম পুঁচ করছেনঞ, আমার নাম শ্রীজ্ঞানানন্দ দাস দেব, নিবাঁস শ্রীপাট কুমারনগর!" মাতাল বাবু নাম শুনে পুনরায় একটু মুচকে হেঁসে পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, "দেব বাবাজীর গমন কোথায় হবে?" জ্ঞানানন্দ এ কথায় কি উত্তর দেবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে প্রেমানন্দের মুখ চেয়ে রইলেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও ধ্বড়িবাজ লোক, অনেক স্থলে পোড় খাওয়া হয়েছে, সুতরাং এই অবসরে বল্লেন, "বাবু আমরা দুইজনেই গোঁসাই গোবিন্দ মানুষ। ইচ্ছা, বারানসী দর্শন করে বৃন্দাবন যাব, বাবুর নাম?" মাতাল বাবু পুনরায় কিঞ্চিৎ হাসলেন্ ও পকেট হতে দুডুমো সুপুরি মুখে দিয়ে বল্লেন, "আমার নাম কৈলাসমোহন্ বাড়ি এইখানেই, কর্ম্মস্থানে যাওয়া হচ্চে", প্রেমানন্দ বাবুর নাম শুনে কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে বল্লেন, "ভাল ভাল উত্তম!" ব্রাহ্ম বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, দেব বাবাজী কি আপনার ভ্রাতা? এতে প্রেমানন্দ বল্লেন, "হাঁ বাপু অ্যাক প্রকার ভ্রাতা বল্লেও বলা যায়;

বিশেষতঃ সহধর্ম্মী, আরো জ্ঞানানন্দ ভায়া বিখ্যাত বংশীয়—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ওনার পূর্ব্ব পিতামহ।" মাতালবাবু এই কথায় ফিক্ করে হাস্‌লেন ও প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন উনি তো জয়দেবের বংশ, প্রভু কার বংশ? বোধ হয় নিতাই চৈতন্যের স্ববংশীয় হবেন? এই কথায় রহস্য বিবেচনায় প্রেমানন্দ চুপ্ করে গোঁ হয়ে বসে রইলেন। মনে মনে যে যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তার মুখ দেখে ব্রাহ্মবাবু জান্‌তে পেরে অপ্রস্তুত হবার পরিবর্ত্তে বরং মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে বাবাজীদের যথাসাধ্য বিরক্ত কত্তে কৃতনিশ্চিত হয়ে প্রেমানন্দের দিকে ফিরে বল্লেন, প্রভু! দিব্বি স্যেজেচেন। সহসা আপনারে দেখে আমার মনে হচ্চে, য্যান কোথাও যাত্রা হবে, আপনারা স্যেজেগুজে চলেচেন। প্রভু একটী গান করুন দেখি, মধ্যে আপনাদের তানের ধমকে তো অ্যাকবার রাস্তায় মহামারী ব্যাপার ঘটে উঠেচিল, দ্যাখা যাক্ আবার কি হয় শুনেচি প্রভু! সাক্ষাৎ তানস্যান। প্রেমানন্দের সঙ্গে বাবুর এই প্রকার যত কথাবার্ত্তা হচ্চে জ্ঞানানন্দ ততই ভয় পাচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে গাড়ির পার্শ্ব দিয়ে দেখ্‌চেন রেলওয়ে টরমিনস কত দূর, শীঘ্র পৌঁছুলে উভয়ের এই ভয়ানক ব্যলীকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।

এদিকে ব্রাহ্ম বাবুর কথায় প্রেমানন্দও বড়ই শঙ্কিত হতে লাগ্‌লেন, ছ্যেলেব্যালা তাঁর মাতাল, ঘোড়া ও সাহেবদের উপর বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণা ছিল, তিনি অনেক বার মাতালের ভয়ানক অত্যাচারের গল্প শুনেছিলেন। অ্যাক্‌বার অ্যাক্‌জন মাতালবাবু তাঁর হরিমন্দিরাটী[৬৭৯] জিব দিয়ে চেটে নিয়েছিলো ও কিছুদিন হলো আর অ্যাক্ প্রিয়শিষ্য অ্যাক্‌টা ভেটো[৬৮০] ঘোড়ার নাথিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং অতি বিনীতভাবে বল্লেন, বাবু আমরা গোঁসাইগোবিন্দ লোক, সংগীতের আমরা কি ধার ধারি! তবে প্রেমসে কহো রাধাবিনোদ, হরি ভক্তের প্রেমের—তাঁরি প্রেমে দুটো সংকীর্ত্তন করে মনকে শান্ত করে থাকি। ক্রমে ব্রাহ্মবাবু সেই ক্ষণমাত্র সেবিত আরকের তেজ অনুভব কত্তে লাগ্‌লেন, ঘাড়টি দুলতে লাগ্‌লো চক্ষু দুটী পাক্‌লো হয়ে জিব কথঞ্চিৎ আড় হতে লাগ্‌লো অনেকক্ষণের পর, "ঠিক বলেচো বাপ্।" বলে গাড়ির গদি ঠেস দিয়ে হেলে পড়্‌লেন এবং খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে পুনরায় উঠে প্রেমানন্দের দিকে ওৎ করে ঝুক্‌তে লাগ্‌লেন ও শেষ তাঁর হাতটী ধরে বল্লেন, বাবাজী, আমরা ইয়ার লোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা। শোনো অ্যাক্‌টা গাই আমিও বিস্তর ঢপের গীত[৬৮১] জানি, প্রভুর সেবাদাসী আছে তো? বলে হা! হা! হা! হেস্যে টলে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে হাত ন্যেড়ে চীৎকার করে এই গান ধল্লেন,

চায় মন চির দিন, পূজিতে সেই পুতুলে।
রং চঙ্গে চক্‌চকে, সাধে কি ছেলে ভুলে ॥
ডাক্ রাং অভ্‌বরে, চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করে।
তায় সোনালী রূপালী, চুমকী বসমা[৬৮২] আলো ধরে ॥
আহ্লাদে পেহ্লাদে ক্যোলে, তামাক্ খেগো বুড়ো ফ্যোলে।
কও কেমনে রহিব খ্যালাঘর কিসে চলে ॥
চির পরিচিত প্রণয় সহজে কি ভগ্ন হয়।

থেকে থেকে মন ধায় চোরাসিঙ্গি পাটের চুলে ॥
শম্মার সাহস বড় ভূতের নামে জড়োসড়ো।
ঘরে আছেন গুণবতী, গঙ্গাজলে গোবর গুলে ॥

সঙ্গীত শেষ হবার পূর্ব্বেই কেরাঞ্চী রেলওয়ে টরমিনসে উপস্থিত হলো। ব্রাহ্ম বাবু টল্‌তে টল্‌তে গাড়ি থাম্‌বার পূর্ব্বেই প্রেমানন্দের নাক্‌টা খাম্‌চে নিয়ে ও জ্ঞানানন্দের চুল গুলা ধরে গাড়ি হতে তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়্‌লেন।

আজ আরমানি ঘাট[৬৮৩] লোকারণ্য, গাড়ী পালকীর যেরূপ ভীড়, লোকেরও সেইরূপ রল্লা। বাবাজীরা সেই ভীড়ের মধ্যে অতিকষ্টে গাড়ি হতে অবতীর্ণ হলেন। তল্পিদার, ছড়িদার, সেবাৎ ও শিষ্যরা পরস্পরের পদানুরূপ প্রোসেসন বেঁধে প্রভুদ্বয়কে মধ্যে করে শ্রেণী দিয়ে চল্লেন। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দুজনে পরস্পর হাত ধরাধরি করে হেল্‌তে দুল্‌তে যাওয়ায় বোধ হতে লাগ্‌লো য্যান অ্যাক্‌টা আরশুলো ও কাঁচপোকা একত্র হয়ে চলেচে।

টুনুনাং ন্টাং টুনুনাং ন্টাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেত ঘণ্টা বাজ্‌চে, থার্ডক্লাস বুকিং আফিসে লোকের ঠ্যেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাশীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে, ও গুঁতো লাগাচ্চে, তথাপি নিবৃত্তি নাই। "মশাই শ্রীরামপুর!" "বালি বালি!" "বর্দ্ধমান মশাই! আমার বর্দ্ধমানেরটা দিন্ না," শব্দ উঠ্‌ছে, চারিদিকে কাটের ব্যাড়াঘেরা বুকিং ক্লার্ক সন্ধ্যাপূজার অবসরমত ঝোপ্ ব্যুঝে কোপ্ ফেল্‌চেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোওানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবা মাত্র চোপ্ রও ও নিকালো, কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট্ বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম নিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। কম্‌ফরটর মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক্ ঝড়াক্ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, সিস্ দিচ্চেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেল্‌চেন। পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদে জানলাটুকুতে অনেকে হজুরের মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়। যদি চীৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল, সেখানে ক্লার্ক বাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু অ্যাত নয়। ফাষ্টক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে চুঁ শব্দটী নাই, ক্লার্ক রিক্ত হস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সারও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবর বেশে থার্ডক্লাস বুকিং আফিসের নিকট যাচ্চেন, অ্যামন সময় টুনুনাংন্টাং টুনুনাংন্টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো, ফোস্ ফোস্ করে ইষ্টিমারের ইষ্টিম ছাড়তে লাগ্‌লো, লোকেরা রল্লা বেঁধে, জেটি দিয়ে ইষ্টিমারে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—জল্‌দি! চলো! চলো! শব্দে রেলওয়ে পুলিশের লোকেরা হাঁক্‌তে লাগ্‌লো। বাবাজীরা অতিকষ্টে সেই ভীড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক্ করে হেঁসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট বাট্‌তে লাগ্‌লেন। এ দিকে ঝ্যপ্ ঝ্যপ্ ঝ্যপ্ শব্দে ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছ্যেড়ে দিলে এদিকে প্রেমানন্দ, মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন্ শীঘ্র দিন্ ইষ্টিম খুল্লো ইষ্টিম চল্লো বলে চিৎকার কত্তে

লাগ্‌লেন, কিন্তু কাটাকপাটের হজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই সিস দিয়ে "মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান ধল্লেন—মশাই শুন্‌চেন কি? ইষ্টিম খুলে গ্যাল, এর পর গাড়ি পাওয়া ভার হবে, একি অত্যাচার মশাই। ক্লার্ক "আরে থামো না ঠাকুর" বলে অ্যাক্ দাবড়ি দিয়ে অনেকক্ষণের পর কাটাদরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটী বন্ধ করে পুনরায় "ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন"—মশাই বাকি পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন জে? সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে "জমাদার ভিড় সাফ্ করো, নিকালো, নিকালো" বলে ক্লার্ক সেই কাটগড়ার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, রেল পুলিসের পাহারাওলা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবল সমেত টারমিনস হতে বাই করে দিলে—প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং আফিসের দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। এদিকে ক্লার্ক কাটাদরজার ফাটল দিয়ে মদন আগুনের শেষটুকু গাইতে গাইতে উঁকী মাত্তে লাগ্‌লেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনস পরিহার করে অন্য ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময় পাশের ঘাটের গহনার ইষ্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে অতিকষ্টে সেই ইষ্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়্‌লেন—গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপ্‌টানে[৬৮৪] হট্‌প্রেসের ফরমার[৬৮৫] ও ইক্কু কলের গাঁটের[৬৮৬] মত জাঁত[৬৮৭] সহ্য করে পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই এস্টেসনে উপস্থিত হলেন।—টুনুনাংন্টাং টুনুনাংন্টাং শব্দে অ্যাক্‌বার ঘণ্টা বাজ্‌লো। বাবাজীরা অ্যাক্‌বার ঘণ্টা বাজবার উপেক্ষা করার ক্লেশ ভুগে এসেছেন, সুতরাং এবার মুকুয়ে তল্‌পি তল্‌পা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা কত্তে লাগলেন—প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে ট্রেনের পথ দেখ্‌চেন, জ্ঞানানন্দ নস্য লবার জন্য সামূকটা ট্যাকে হতে বাই করবার সময় দ্যাখেন যে, তাঁর টাকার গেঁজেটি নাই। অমিনি দাঁদাঁ সর্ব্বনাশঞ হলোঁ! সর্ব্বনাশঁ হলোঁ! আমার গেঁজেটি নাই বলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, প্রেমানন্দ, ভায়ার চীৎকার ও ক্রন্দনে যারপরনাই শোকার্ত্ত হয়ে চীৎকার করে গোল কত্তে আরম্ভ কল্লেন, কিন্তু রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা "চপ্‌রাও" "চপরাও" করে উঠলো, সুতরাং পাছে পুনরায় এষ্টেসন হতে বাই করে দ্যায় এই ভয়ে আর বড় উচ্যবাচ্য না করে মনের খেদ মনেই সম্বরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন ও ততই নস্য নিয়ে নিয়ে সামূকটা খালি করে তুল্লেন।

এদিকে হস্ হস্ হস্ করে ট্রেন টরমিনসে উপস্থিত হলো, টুনুনাংন্টাং টুনুনাংন্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজ্‌লো, লোকেরা রল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগ্‌লো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগ্‌লো ভেতর থেকে "আর্ কোথা আস্‌ছো।" "সাহেব আর জায়গা নাই" "আমার বুঁচকী! আমার বুঁচকীটা দাও।" "ছেলেটি দেখো! আ মলো মিন্‌সে ছেলের ঘাড়ে বসেচিস্ জে।" চিৎকার হতে লাগ্‌লো, কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চীৎকারে কর্ণপাত করেন না! অ্যাক্ অ্যাক্‌খানি থার্ড ক্লাস কাঁকড়ার গর্ভের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই অ্যাক্‌জন এষ্টেসন মাষ্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকী মাচ্চেন—যদি নিশ্বাস ফ্যালবার

স্থান থাকে, তাহলে আর যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্লাক্‌হোলের[৬৮৮] যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখ্‌লে অ্যাক্‌দিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপরিন্টেণ্ডেন্টকে সাহস করে বল্‌তে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ড ক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্ল্যার্কহোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় অধিক নয়![৬৮৯]

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দলবল নিয়ে এক্‌খানি গাড়িতে উঠলেন, ধপাধপ্ গাড়ির দরজা বন্ধ হতে লাগ্‌লো, "হরকরা চাই মশাই!" "হরকরা সার, হরকরা", "ডেলিনু সার! ডেলিনুস!"[৬৯০] কাগজ হাতে নেড়েরা ঘুচ্চে—লাবেল! ভাল লাবেল![৬৯১] লাল খেরোর দোবুজোন[৬৯২] কাঁদে চাচারা বই বেচ্চেন—[৬৯৩] টুনুনাংন্টাং টুনুনাংন্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজ্‌লো, ইষ্টেসন্ মাষ্টার্ খুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কম্‌ফরটার জড়িয়ে বেরুলেন, অল্‌রাইট্ বাবু? বলে গার্ড হজুরের নিকটস্থ হলো—অল্‌রাইট্! গুড মর্নিঙ্ স্যার, বলে এস্টেসন মাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন— এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে জাবার সঙ্কেত করে পকেট হতে খুদে বাঁসিটি নিয়ে সিসের মত শব্দ কল্লে, ঘটাঘট্ ঘটাস্ ঘড়্ ২ ঘটাস্ শব্দে গাড়ি নড়ে উঠে হস্ হস্ হস্ করে বেরিয়ে গ্যাল।

এদিকে বাবাজীরা চাটগা ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোগের মত থার্ড ক্লাস্ বদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে কত্তে চল্লেন—জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়োর[৬৯৪] আয়মাদার[৬৯৫] আকক্ষ লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় রোসুনের খোস্‌বে জয়দেবের বংশধর যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি বাতাসে উড়ে জ্ঞানানন্দের মুখে পড়্‌চে, জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি?. পেছন্‌দিকে দুজন চিনেম্যান হাত রুমালে খানার ভাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমানন্দ গাড়িতে প্রবেশ করেচেন বটে, কিন্তু অ্যাখনো পদার্পণ কত্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ির পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটী এমনি ঠ্যেস ম্যেরে গেছে যে গাড়িতে প্রবেশ করে পর্য্যন্ত শূন্যেই রয়েচেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড়্ চড়্ কল্লে অ্যাক্ অ্যাক্ বার কারু কাঁধ ও কারু মাথার ওপোর হাত দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু ওৎ সাব্যস্ত হয়ে উঠ্‌চে না—তাঁর পাশে অ্যাক্ মাগী একটী কচি ছ্যেলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাবাজী হাত ফ্যালবার পূর্ব্বেই মাগী "বাবাজী কর কি! কর কি! আমার ছ্যেলেটী দেখো!" বলে চিৎকার করে উঠ্‌ছে, অমনি গাড়ির সমুদায় লোক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত দুটী জড়োসড়ো করে ধোপার বুচকী ও আপনার ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য কচ্ছেন—ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে অ্যাক্‌দল গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে অ্যাক্‌টা ফোচ্‌কে ছোড়া—বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফ্যোঁসে যায় বলে পাপীয়ার ডাক্ ডেকে ওঠায় গাড়ির মধ্যে অ্যাক্‌টা হাসির গর্‌রা পড়ে গ্যাল—প্রভো! তোমার ইচ্ছা বলে প্রেমানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লেন। এদিকে গাড়ি ক্রমে বেগ সম্বরণ করে থাম্‌লো বাইরে বালি! বালি! বালি! শব্দ হতে লাগ্‌লো।

বালি অ্যাক্‌টা বিখ্যাত স্থান! টেকচাঁদের বালির বেণীবাবুও বিখ্যাত লোক—আলালের ঘরের দুলাল মতিলাল[৬৯৬] বালি হতেই তরিবত পান; বিশেষতঃ বালির ব্রিজটাও বেশ।

বালির যাত্রীরা বালিতে নাব্‌লেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দল্‌টা বালিতে নাবায় প্রেমানন্দ হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন—দলের ছোড়াগুলো নাব্বার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে অ্যাক্‌টা চিমটী ক্যেটে গ্যাল। উতরপাড়া বালির লাগোয়া, আজকাল জয়কৃষ্ণের কল্যাণে উতরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত।[৬৯৭] বিশেষতঃ উতরপাড়া মডেল জমিদারের নর্ম্ম্যাল ইস্কুল[৬৯৮] প্রায় ইস্কুলের কোর্স লেক্‌চরর ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা হোল্‌ডর, শুন্‌তে পাই, গুরূজীর দু একটী ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লীশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েচেন!

বাবাজীরা যে সকল এষ্টেসন পার হতে লাগ্‌লেন সেই সকলেই এষ্টেসন মাষ্টার সিগ্‌নেলার বুকিং ক্লার্ক ও অ্যাপ্রিনটিসদের, অ্যাক্ প্রকার চরিত্র, অ্যাক্ প্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে "পুলিসম্যান পুলিসম্যান" বলে চিৎকার করে সহসা ভদ্রলোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্চেন।

কেউ দুটী গরিব ব্যাওয়ার জীবন সর্ব্বস্ব স্বরূপ পুঁটুলিটী নিয়ে টানাটানি কচ্চেন—ওজোন কচ্চেন। কোথাও বাঙ্গাল গোচের যাত্রী ও কোমোরে টাকার গেঁজেওয়ালা যাত্রীর নিজে টিকিট নিয়ে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্য পেড়াপিড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিসম্যান হাজির। কোন এস্টেসনের এষ্টেসন মাষ্টার কম্‌ফরটার মাথায় জড়িয়ে চিনেকোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন—অ্যাপ্রিনটিস ও কুলিদের ওপোর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে, হঠাৎ হজুরের কম্যান্ডিং আস্‌পেক্ট্র দেখে অ্যাক্‌দিন "ইনি কে হে?" বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইস্‌পর কত্তে পারে! বল্‌তে কি, হজুরতো কম্ লোক নন—" দি এষ্টেশন মাষ্টার!"

যে সকল মহাত্মারা ছেলে ব্যালা কল্‌কেতার চিনে বাজারে "কম স্যার! গুড সপ্ স্যার!" টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ অ্যাকবার তো সি!" বলে সমস্ত দিন চিৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এমটি হাউস,[৬৯৯] সাত পুকুর ও দম্‌দমায় নিয়ে ব্যাড়ান ও ক্লায়েন্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাতড়ান্ আর্‌সুলার কাঁচপোকার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদ্‌লে "দি এষ্টেসন মাষ্টার" হয়ে পড়েচেন—যে সকল ভদ্রলোক অ্যাক্‌বার রেলওয়ে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে অ্যাক্‌বার মাত্র এই মহাপুরূষরা কন্‌ট্যক্টে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্ম্মচারীদের সর্ব্বদাই কম্‌প্লেন করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট জ্যান "পুলিস ম্যানের" ভয়েই এগুতে ভয় করেন, শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনেন নাই কেবল লাল সাদা গ্রীন্ সিগ্‌নাল—এষ্টেসন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু! ও আগেই স্বজাতীর অপমান কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর![৭০০]

টীকা

১ মুলুকচাঁদ শর্ম্মা— প্রচলিত ধারণা 'মুলুকচাঁদ শর্ম্মা' নামের আড়ালে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কারণ, 'সহৃদয় কুলচূড়' বিশেষণ, 'শর্ম্মা' পদবির ব্রাহ্মণত্ব, বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কালীপ্রসন্নের নিজের 'বিনয়াবনত দাস' অভিধা গ্রহণ, মুলুকচাঁদকে 'পূজনীয়' (পাঠভেদ 1 উৎসর্গপত্র, দ্র.) আখ্যা দেওয়া ও 'শ্রীচরণে অঞ্জলি দান'। দ্বিতীয়ত, মুলুকচাঁদকে 'স্বদেশ' (পাঠভেদ 3 উৎসর্গপত্র, দ্র.) ও 'বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষু' বলা হয়েছে। মুলুকচাঁদ শর্ম্মার দ্বিতীয় উল্লেখ পাওয়া যায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার (টীকা ৪২৪ দ্র.) বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (২৫.৩.১৮৬৪ খ্রি.) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনে,

"শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্ম্ম প্রদত্ত।

প্রথম, 'ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি হইয়াছে' যিনি লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যূন বিংশতি পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র, পরীক্ষক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, 'বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' ১২ পেজি ফরমার একশত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা। পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।'

এই বিজ্ঞাপন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে মুলুকচাঁদ ছদ্মনামের আড়ালে কোনো ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল।

২ শ্রীহুতোম প্যাঁচা— কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম। তিনি এই বিশেষ ছদ্মনামটি কেন গ্রহণ করেছিলেন জানা যায় না, বিগত কালের পক্ষীর দলের (টীকা ২২২ দ্র.) অনুকরণে অথবা নিছক কৌতুকে, বলা মুশকিল। তবে পশুপাখিদের মধ্যে প্যাঁচার প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা নিয়ে দেশিবিদেশি বহু গল্প আছে, তার অনেকগুলিতে নিশাচর বলে প্যাঁচা সকলের গোপন কীর্তি জানতে পারে, এমন কথাও বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, নকশার অনুসরণে রচিত 'সমাজ কুচিত্র'-এর প্রণেতা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'নিশাচর'। 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনাম নিয়ে নকশার 'জবাব' লেখক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-তে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি, '...লোকালয়ে যাদের যশের সীমা নাই এমত মানবগণের কুচ্ছ করিবার কারণ কেও বাঁশবাগানের টীয়ে কেহ বাবলাতলায় ঘুঘু, কেহবা পচাপুকুরের ব্যাং, কেহবা মেটে রাস্তার বেঁড়ে কুকুর, কেহবা ধেড়ে প্যাঁচা হোয়ে লেখনীধোরে লোককে কত কথাই বলে। মানীলোকের তাহাতে মানের লাঘব হয় না; তবে কুকুরের কান্না এবং কালপ্যাঁচার ডাক অনেকেই ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন ভাবিয়া থাকেন।'

৩ স্বয়ং ও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই— মূল পাঠ্যাংশেও হুতোম একই কথা বলেছে। (টীকা ৫৬৮ দ্র.)। তাঁর আত্মপরিচয়মূলক অংশগুলির জন্য দ্রষ্টব্য, টীকা ৩৮২, ৪২১, ৪২৪, ৪২৬ প্রভৃতি। হুতোম প্যাঁচা কে, তা নির্ধারণের জন্য এই সাক্ষ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তা ছাড়া লক্ষণীয়, ব্যক্তি বিশেষকে সরাসরি আক্রমণের অভিযোগ হুতোম অস্বীকার করেছেন এবং কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে জানিয়েছেন তিনি নিজেকেও রেয়াৎ করেননি। দ্বিতীয় ভূমিকায় তিনি অধিকতর সাহস অর্জন করেছেন, যার আরও বহু অন্য প্রমাণও আছে, এবং মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন '... ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসোরে এলেন?'

৪ নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম— ১৮৬০ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে লেখক-পরিচয় বিহীন নীলদর্পণ নাটক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রের বয়ান ছিল, 'নীল দর্পণং/ নাটকং/ নীলকর-বিষধর-দংশন

কাতর-প্রজানিকর/ ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং। ঢাকা/ শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক/ বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত।/ শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন।' নাটকে বিবৃত নীলকর অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বিবরণ দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হলে, মূলত নীলকরদের সংগঠন 'ল্যান্ড হোল্ডারস এ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন' আদালতে নালিশ করে। ইংরাজি অনুবাদে শুধুমাত্র মুদ্রক সি. এইচ. ম্যানুয়েল-এর নাম ছাপা হয়েছিল, তিনি অভিযুক্ত হচ্ছেন দেখে রেভারেন্ড জেমস লঙ, যিনি অনুবাদ ও সরকারি মহলে প্রচারকার্যের মূল হোতা ছিলেন, অনুবাদ ও প্রকাশনার সকল দায়িত্ব স্বীকার করে নেন। বিচারে লঙের একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। এই ঘটনা দেশে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, টীকা ৪৫৪, ৪৬৩।

৫ নক্‌শার প্রথমভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত— বর্তমান সটীক সংস্করণের প্রথম ভূমিকা 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা', ১৮৬২ খ্রি. সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা' ১৮৬৮ খ্রি. প্রকাশিত নকশার প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, হুতোম সেই সংস্করণের কথাই বলছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে হুতোম কথিত 'দ্বিতীয়বার মুদ্রিত' ও প্রকাশিত (নকশার প্রথম ভাগ) সংস্করণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ— হুতোম প্যাঁচার নক্সা Part 1.
Printer: কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী, কাব্যরত্নাকর প্রেস, ৩৪-১ আমহার্ষ্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।
Publisher: গোপীনাথ চক্রবর্তী
Copyright holder: কালীপ্রসন্ন সিংহ, জোড়াসাঁকো
Edition: Second
Date of Publication: 15.10.1868
Pages: 138
Number of copies printed: 1,000
Size: 8V0
Price: Re1-0-0
Comments: A picture of Calcutta life.

৬ লক্ষ্মীর বরযাত্র— সম্পদের সাথী, সুসময়ের বন্ধু।

৭ খেঁউর— অকথ্য গালাগাল, অশ্লীল গ্রাম্য গীত বা পদ্য।

৮ পচালে— পাঁচালির অশ্লীল ভাষা > বা পচা + গাল > আল, অশ্রাব্য, অকথ্য ভাষা।

৯ দাদ তোলা— ফা° দাদ = প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নেওয়া।

১০ যে কলমে... গ্রন্থের অনুবাদক— কালীপ্রসন্ন সিংহ পণ্ডিতদের সহযোগিতায় ১৮৫৮ খ্রি. মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খ্রি. মধ্যে তা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১১ ডঙ্ক ধরা— সাপের ফণা তোলা।

১২ বাগাম্বরবাবুর... আসোরে এলেন— বাগাম্বর (মিত্র), প্যালানাথ, পদ্মলোচন (দত্ত), ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিক, (রাজা) অঞ্জনারঞ্জন (দেব) বাহাদুর, বর্ধমানের হজুর আলী অন্তত এই সাতজন হুতোমের স্বীকৃতি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে বাস্তব চরিত্র। বাগাম্বর (টীকা ১২৩ দ্র.), প্যালানাথ ও অঞ্জনারঞ্জনের পরিচয় অজ্ঞাত, পদ্মলোচন (টীকা ৫৬৭ দ্র.), ছুঁচো শীল (টীকা ২২৩ দ্র.), বর্ধমানের হজুর আলী অর্থ বর্ধমানের প্রভু অর্থাৎ মহারাজা মহ্‌তাব চন্দ মহ্‌তাব্ (১৮২০-৭৯ খ্রি.)। হজুর আলী বা হুজুর আলি আখ্যার পিছনে 'যো হুজুর'-এর ব্যঞ্জনা থাকা বিচিত্র নয়, একনিষ্ঠ ইংরাজ-আনুগত্যের জন্য মহ্‌তাব চন্দের প্রসিদ্ধি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিচারপতি ওয়েলস, যিনি নীলদর্পণ মামলার (টীকা ৪৬৩ দ্র.) ও দেশীয়-বিদ্বেষী উক্তির জন্য এদেশীয়দের সম্মিলিত প্রতিবাদের (টীকা ৪৪৪ দ্র.) সম্মুখীন

হয়েছিলেন, তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য দেশীয়দের প্রতিবাদ সভার ঠিক পরেই চরমপন্থী সাহেবরা তাঁর প্রতি আস্থা জ্ঞাপনার্থে এক সভা করে ৭. ৯. ১৮ ৬১ খ্রি.। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার (৫.৯.১৮৬১ খ্রি.) খবর অনুযায়ী সেই আস্থা-প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী ভারতীয় একজনই, মহ্‌তাব চন্দ্‌ মহ্‌তাব।

১৩ পাগ্‌ড়ীর কলগী— আ০ কলগী, পাগড়ির সামনে লাগাবার পালকযুক্ত রত্নময় ভূষণ। চিত্র ৪ দ্র.

১৪ হুতোমের নক্‌শায়... চটী বই ছাপান— হুতোমের নকশার জনপ্রিয়তা বটতলার (বর্তমান রবীন্দ্র সরণি ও দানী ঘোষ সরণি [বিডন স্ট্রিট] মোড়ের উত্তর এলাকা, চিত্র ২৮ দ্র., তৎকালে বাঙলা লোকরঞ্জক বইয়ের প্রকাশকদের আড্ডা) প্রকাশকদের যে উৎসাহিত করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বইয়ের পূর্ণ তালিকা পাওয়া আজ অসম্ভব, কয়েকটির নাম করা যেতে পারে, তার মধ্যে নকশা, প্রহসন, গল্প সবই আছে। প্রকাশকরা সবাই কিন্তু বটতলার নন। *ঘর থাকে বাবুই ভেজে*— ব্যোমকেশ

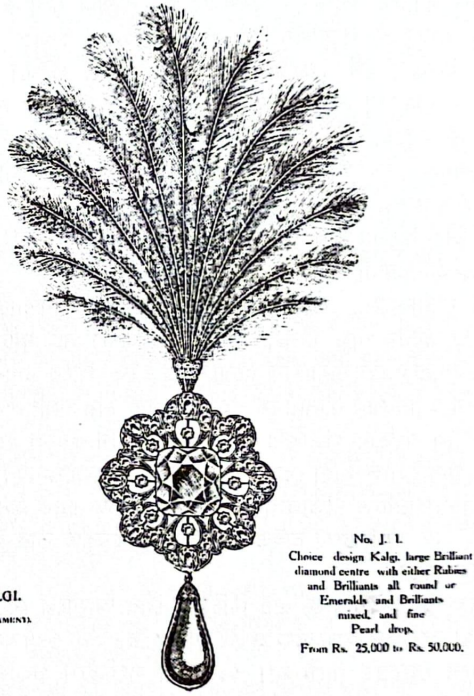

চিত্র ৪ কলগী

বাঙ্গাল (হরিশ্চন্দ্র মিত্র) ১৮৬৩ খ্রি., *কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে*— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩ খ্রি., *আপনার মুখ আপুনি দেখ*— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩ খ্রি., *কাশীতে হয় ভূমিকম্প নারীদের একি দম্ভ*— মুন্‌শী নামদার (ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) ১৮৬৩ খ্রি., *মুষলং কুল নাশনং*— দ্বারকানাথ মিত্র ১৮৬৪ খ্রি., *বিধবা বিলাস*— যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৪ খ্রি., *কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী*— ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ১৮৬৫ খ্রি., *সমাজ কুচিত্র*— নিশাচর (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ১৮৬৫ খ্রি., *কিছু কিছু বুঝি*— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৭ খ্রি., *বারুণী বিলাস*— নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৭ খ্রি., ইত্যাদি । সকলেরই উদ্দেশ্য এক, বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ, অনাচার লোকসমক্ষে প্রকাশ করা। কেউ সোজাসুজি না বললেও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রমণও এর অন্তর্গত।

১৫ হুতোমের উতোর...দেখেন ও দ্যাখান— 'উত্তর'-এর অপভ্রংশ উতোর, কবি গানে একপক্ষ গানের মাধ্যমে যে প্রশ্ন করে তার নাম 'চাপান', প্রতিপক্ষের উত্তরের নাম 'উতোর'। হুতোম তাঁর নকশায় যে সব ব্যক্তিকে কটাক্ষ করেছিলেন সম্ভবত তাদের কারুর হয়ে হুতোমের উতোর বা জবাব দিতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩ খ্রি.)। *আপনার মুখ*-এর প্রধান চরিত্র নববাবু কালীপ্রসন্নের আদলে রচিত, এমন কী, নকশায় হুতোমের আত্মপরিচিতিমূলক অংশ কোনও কোনও জায়গায় প্রায় অবিকৃতরূপে উদ্ধৃত *আপনার মুখ*-এর যে বৈশিষ্ট্যকে হুতোম 'বমন অপহরণ' বলেছেন।

১৬ সাত পেয়ে গোরু... হোঁসেন খাঁর জিনি— প্রতারণা করে অর্থ উপার্জনের তৎকালীন তিনটি নমুনা, টীকা ৪৩৬, ৪৯৪ দ্র.।

১৭ ... প্রকাশ করিতে পারি— 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-র দ্বিতীয় খণ্ড কোনওদিনই প্রকাশিত হয়নি। 'দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বতা' কালীপ্রসন্নের সমাজ হিতৈষিতা, দানশীলতা ও 'ভারত আপনার যশরূপ যশ' মহাভারত অনুবাদের প্রতি ইঙ্গিত। কিন্তু ভোলানাথ এ চিঠি লিখেছিলেন কেন? যিনি 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-তে কালীপ্রসন্ন ও তাঁর পিতৃপুরুষের কুৎসা গেয়েছেন, তিনি সেই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য কালীপ্রসন্নের কাছেই অর্থ ভিক্ষা করছেন, এ নিতান্ত অস্বাভাবিক। সুকুমার সেনের ধারণা এই চিঠি প্রচ্ছন্ন ব্ল্যাকমেলিং, ভোলানাথ অর্থ চাইছেন বইটি প্রকাশ করার জন্য নয়, না করার জন্য। সত্যব্রত দে'র ধারণা '... অর্থপ্রার্থনা করে ভোলনাথ যে পত্র লিখেছিলেন তার সংযোজিত... কবিতায় তিনি [মহা] ভারত অনুবাদকর্মের সঙ্গে নিজে যুক্ত হবার প্রার্থনা জানিয়েছেন।'

১৮ কায়ারূপ কারাবাসে... কর আধ্যানরে— ত্রিপদী কবিতাটির প্রথম ও দ্বিতীয় পদে 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' ও তৃতীয় পদে 'ভোলানাথ মুখোপাধ্যা(য়)' নাম দুটি পাওয়া যায়। সনৎ কুমার গুপ্ত চিঠি (ও কবিতাটি) ভোলানাথের রচনা নাও হতে পারে এমন ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু ভোলানাথ এ ধরনের অ্যানাগ্রাম রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ *আপনার মুখ*-এর শেষে তাঁর রচিত একটি গান, যার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির প্রথম অক্ষর যোগ করলে হয় 'ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কানাইলাল লাহা'। কানাইলাল লাহা ভোলানাথের একজন পৃষ্ঠপোষক।

১৯ হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে— চির পরিচিত রীতি অনুসারে বলার অর্থ দানশীল কালীপ্রসন্নের কাছে যারা অর্থভিক্ষা চাইত, স্বভাবজ মহত্ত্ববশত তাঁর রীতি ছিল তাদের নাম বা দানের কথা প্রকাশ না করা।

২০ শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্— এই বিচিত্র নামের আড়ালে কে, তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। সকলেই চেষ্টা করেছেন আক্ষরিক অর্থ উদ্ধার করে রহস্য ভেদ করতে, ছদ্মনামের কূটভেদে যে পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটে না। ১৮৬৮-র সংস্করণে প্রকাশকের নাম 'শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্', পরবর্তী কয়েকটি সংস্করণে (যথা সন ১২৮০, ১২৮৮, ১২৯১, ১৩০২ প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত, 'শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যাক-ইয়ার্-ইয়ার' (পুস্তক পরিচয় দ্র.)। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই সব সংস্করণে আর একটি 'ইয়ার' শব্দের সংযোজন কোনও গূঢ় অর্থ বহন করে না কি অন্ধভাবে অনুসৃত মুদ্রাকর প্রমাদ, জানা নেই।

সুকুমার সেন সম্ভাব্য অর্থ স্থির করেছেন, আরবি তা' = দুগ্ধবতী গাভী, আরবি লা হুল্ = কিছুতেই নয়, ইংরাজি ব্ল্যাক = কালো, কালি, ফারসি ইয়ার = প্রসন্নতা, সৌহার্দ্য, ফারসি ইয়ার = বন্ধু। অর্থাৎ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেকে এই নাম দিয়ে সই করছেন, এর অর্থ তুমি অর্থাৎ ভোলানাথ কালীপ্রসন্নের কাছে কোনও রকম সাহায্য পাবে না। অপর এক জায়গায় লিখেছেন '...প্রকাশকের স্বাক্ষর আছে—' শ্রীতালা হুল ব্ল্যাক ইয়ার ইয়ার'। আরবী, ফারসী ও ইংরেজী মিশাইয়া নির্মিত নামটির অর্থ 'শ্রী সিংহ কালীপ্রসন্নের সুহৃদ'। এটি নবীনকৃষ্ণের লেখনীপ্রসূত

হওয়াই সম্ভব।' নকশার লেখক হিসাবে ভুবনচন্দ্র ও নবীনকৃষ্ণের সম্ভাব্যতার জন্য *ভূমিকা* দ্রষ্টব্য। আর তালা হুলের যে অর্থ তিনি করেছেন তা স্বকল্পিত ও উদ্ভট। রাজ্যেশ্বর মিত্রের ধারণা 'তাল হুল' বলে কোনও শব্দ না থাকাই সম্ভব এবং শব্দটিকে 'তা' এবং 'লাহুল' (লাহউল) এইভাবে ভাবাটাও কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয়... আসলে শব্দটা হচ্ছে 'তাল্লুল' যার মানে নিকৃষ্ট আমোদে বা লঘু তামাসা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা। 'ব্ল্যাক ইয়ার' কথাটাতে বোঝাচ্ছে কালো বন্ধু অর্থাৎ যে বন্ধু তেমন সৎ নয়।... পরের ইয়ার শব্দটির মানেও বন্ধু। তা হলে কথাটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে— 'তাল্লুলে ব্ল্যাক ইয়ারে ইয়ার' অর্থাৎ লঘু এবং নিকৃষ্ট তামাসায় হীন চরিত্র বন্ধুর বন্ধু।' পরেশচন্দ্র দাসের সিদ্ধান্ত 'আরবী 'তালা' = ঈশ্বর... আরবী 'হুল' = হোম করা, নিবেদন করা, উৎসর্গ করা, ইংরেজী 'ব্ল্যাক' = কালো বা কালী; ফারসী 'ইয়ার' = বন্ধু, প্রসন্ন। এখন এই 'তালা হুল্ ব্ল্যাক্— ইয়ার' পদগুচ্ছের অর্থ দাঁড়াল ঈশ্বরে নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত (অনুগত) কালীপ্রসন্ন। এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' উৎসর্গ করা হয়েছে 'মুলুকচাঁদ শর্মা' ছদ্মনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।' এই অনুবাদও কষ্টকল্পিত।

'তালা হুল' যিনিই হন, 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা' যে হুতোমের রচনা তা বিষয়বস্তু ও রচনারীতি থেকে স্পষ্ট। 'তালা হুল' হুতোম প্যাঁচার অপর একটি ছদ্মনাম হতে পারে, কারণ সে যুগে রেওয়াজ ছিল মূল বইয়ের লেখক হিসাবে একটি ও ভূমিকা লেখক হিসাবে আরেকটি ছদ্মনাম নেওয়ার। যেমন সমাজ কুচিত্র-এর লেখক 'নিশাচর', ভূমিকা লেখক 'শ্রীবি, মুক, পেন, কোং', দুটিই লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। আর এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে, নক্‌শার ১৮৬৮-র সংস্করণের প্রকাশকের প্রকৃত নাম গোপীনাথ চক্রবর্তী।

২১ **'কহই টুনোয়া...সিখাওয়ে কোতোয়ালী'। টুনোয়ার টপ্পা**—টপ্পাকার টুনোয়ার পরিচয় অজ্ঞাত। কোতোয়ালী শব্দের আক্ষরিক অর্থ Police Station, থানা বা পুলিসি শাসন প্রকরণ। কিন্তু এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে ওকিবহাল, বহুজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে। 'কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ' অধ্যায়ের শেষ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য।

২২ চড়কী—পিঠে বঁড়শি আকৃতির 'কাঁটা' বিঁধিয়ে যারা চড়কে উঠে ঘুরত।

২৩ **বাণ**—সূচ্যগ্র লোহার শলাকা, আড়াই থেকে চার/পাঁচ হাত লম্বা, গাজনের সন্ন্যাসীরা যা সাধারণত জিভে ফুঁড়ত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত বঁড়শি আকৃতির hook যা দিয়ে চড়কীর পিঠ ফোঁড়া হত তাকেও বাণ বলেছেন, কিন্তু তার প্রকৃত নাম কাঁটা।

২৪ **দশলকি**—গাজনের সন্ন্যাসীদের 'উদরের উভয় পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া দুই ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্র বাণ বিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে ঘৃত-সিক্ত বস্ত্র খণ্ড জড়াইয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ধুনা প্রজ্বলিত করা হইত, ইহাকে দশলকি বাণ বলিত।'

২৫ **বঁটি**—বঁটি ব্যবহৃত হতো বঁটি ঝাঁপে, 'গুণচটের ভেতর ঘাস পুরে প্রকাণ্ড বড় গদি করিত। সেই গদির উপর তিন-চারখানা বেশ মাঝারী গোছের বঁটি খাড়া করে রেখে দিত' আর সন্ন্যাসীরা উঁচু করে বাঁধা বাঁশের ভারা থেকে তার ওপর ঝাঁপ দিত।

২৬ **সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি**—১৮৫৭ খ্রি. সিপাই বিদ্রোহের পর ঢাকার তাঁতিরা নতুন ফ্যাশন চালু করে, সিপাই পেড়ে শাড়ি ও ধুতি।

২৭ **ছোবান**—রং করা, রাঙানো।

২৮ **কোম্পানির বাংলা দখল**—কোম্পানি অর্থ 'ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হতে থাকে, পূর্বাঞ্চলের নবাব ইব্রাহিম খান ডাচ, ফরাসি ও ইংরাজদের চুঁচুড়া, চন্দননগর ও কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন। দিল্লির সম্রাট ফররুখশিয়ারকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ১৭১৭ খ্রি. ইংরাজ কোম্পানি বাঙলায় বাণিজ্য করার আদেশপত্র আদায় করে। ১৬৫১ খ্রি. থেকে তারা যে বাৎসরিক নামমাত্র করের বিনিময়ে

সর্বপ্রকার শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করছিল, তা বজায় রইল, তার সঙ্গে পেল তাদের জমিদারি সংলগ্ন ৩৮টি গ্রাম খরিদের অধিকার। কিন্তু সুবাদার মুর্শিদ কুলি খান ইংরাজদের বাণিজ্যের অতিরিক্ত কোনও অধিকার দিতে অস্বীকার করেন এবং ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলার সময়ে চরমে পৌঁছায়। পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন (১৭৫৭ খ্রি.)। তাঁকে সরিয়ে নিজে নবাব হওয়ার জন্য মীরজাফর ইংরাজদের সঙ্গে পূর্বেই যে গোপন চুক্তি করেন, তার অন্যতম শর্ত ছিল, কোম্পানি ফরাসি ও অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করবে এবং তার খরচ চালাবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি কোম্পানিকে দেওয়া হবে। তারপর মীরকাশিম যখন ইংরাজের সঙ্গে গোপন সন্ধি করে মীরজাফরকে পদচ্যুত করে নিজে নবাব হলেন তখন সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম, এই তিন জেলার রাজস্ব কোম্পানিকে দিতে হল। মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে মীরজাফর আবার নবাব হওয়ার জন্য ইংরাজদের সঙ্গে যে চুক্তি করলেন তার শর্ত অনুসারে কোম্পানি ওই তিনটি জেলা অধিকার করল এবং স্থির হল যে নবাব সীমিত সংখ্যক সৈন্য রাখতে পারবেন অর্থাৎ তিনি কোনওমতেই আর কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না। এর ফলে ইংরাজ বাঙলার সামরিক শক্তির কার্যত অধিকারী হল। ১৭৬৫ খ্রি. ১২ই আগস্ট সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম কোম্পানিকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করে ফারমান দিলেন, যার ফলে তারা এই তিন প্রদেশের রাজস্ব অধিকার লাভ করল। স্থির হল, আদায়কৃত রাজস্ব থেকে দিল্লির বাদশাহ ও বাঙলার নবাব বার্ষিক বৃত্তি পাবেন। এইভাবে ক্রমে সকল ক্ষমতা ইংরাজ হস্তগত করল এবং মুর্শিদাবাদে থাকল বৃত্তিভোগী এক নামসর্বস্ব নবাব। সুতরাং ১৭৬৫ খ্রি. থেকে কার্যত বাঙলায় কোম্পানির রাজস্ব শুরু।

২৯ নন্দকুমারের ফাঁশী—নন্দকুমার রায় (১৭০৫?—১৭৭৫ খ্রি.), প্রথম জীবনে মুর্শিদকুলি খানের আমিন, পরে হুগলির ফৌজদারের দেওয়ান হন। ইংরাজের সঙ্গে চক্রান্তের অংশীদার হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ সিরাজের পতনের পর নানা উচ্চপদ লাভ করেন। বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে কোম্পানি রেসিডেন্ট ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের সহায়ক ছিলেন, তাই মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাবি পেলে তাঁর সুপারিশে দিল্লির বাদশাহ নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি দেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর ক্ষমতাচ্যুত নন্দকুমার অন্যান্যদের সঙ্গে কোম্পানি নিযুক্ত রেজা খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে দরখাস্ত করেন। রেজা খাঁর পদচ্যুতির পরও পূর্বক্ষমতা ফিরে না পেয়ে হেস্টিংসের উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতির প্রতি কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিশোধপরায়ণ হেস্টিংস দলিল জাল করার নালিশ করলেন নন্দকুমারের বিরুদ্ধে। বিচারপতি ইম্পে নন্দকুমারকে জালিয়াতির অপরাধে ফাঁসির আদেশ দেন এবং ৫. ৮. ১৭৭৫ খ্রি. সে আদেশ কার্যকরী করা হয়। নন্দকুমারের ন্যায় অতুল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, তায় আবার ব্রাহ্মণ, তাঁর ফাঁসি দীর্ঘকাল একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে ছিল।

৩০ নিমকের দাওয়ান—কোম্পানি রাজস্বের দুটি অন্যতম উৎস ছিল নিমক বা লবণ আর আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা। ১৭৭২ খ্রি. হেস্টিংস ব্যক্তিগত মালিকানায় লবণ তৈরি বন্ধ করে কোম্পানির হাতে একচেটিয়া অধিকার তুলে দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আশানুরূপ অর্থপ্রাপ্তি না হওয়াতে ১৭৭৬ খ্রি. হেস্টিংস লবণ তৈরি বিক্রির অধিকার লিজ দেন বেসরকারি ব্যবসায়ীদের। কিন্তু লাভ না হওয়াতে ব্যবসায়ীরা লিজ প্রত্যাখ্যান করে। ১৭৮০ খ্রি. থেকে শ্বেতাঙ্গ এজেন্টদের নিযুক্ত করা হল একেকটি লবণ-প্রস্তুতকারী অঞ্চলের (নিমক মহাল) দায়িত্বে এবং স্থির হল যে উৎপাদিত লবণ পূর্ব নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হবে। ১৭৮৬-৮৭ খ্রি. পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলেছিল, লর্ড কর্নওয়ালিস এর সামান্য পরিবর্তন করে উৎপাদিত লবণ নিলামে বিক্রির বন্দোবস্ত করেন।

সল্ট এজেন্টদের পরবর্তী অধস্তন পদ দেওয়ান। লবণ ব্যবসায়ে বিধিনিষেধ থাকায় চোরাকারবার হত প্রচুর, আরও বহুবিধ অন্যায় উপায়ে টাকা রোজগার করা যেত। শ্বেতাঙ্গ সল্ট এজেন্ট দেশীয় হালচাল ভাল বুঝতেন না সুতরাং দেওয়ানই ছিলেন প্রায় সর্বেসর্বা। অর্থোপার্জনে যাদের ছুৎমার্গ ছিল না, তাদের কাছে নিমকের দেওয়ানি তো বটেই, নিমক মহালে সাধারণ আমলার চাকরিও ছিল লোভনীয়। গিরিশচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'ইহা কাহারও অবিদিত নাই, যে পূর্বে নিমক মহলের আমলাদিগের খুব রোজগার ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেও কলিকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি সেকালের এই নিমক মহলের চাকরির টাকা। লোকে বলিত যে,

নূনে ভণ্ড, কাপাসে চোর।
দেখ্ তোর্ না দেখ্ মোর্ ॥

নিমক মহল ও কাপড়ের কুঠী উভয়েই সেকালে টাকার গাছ (Pagoda tree) ছিল।'

৩১ কবলাতে—অভিহিত হতে।

৩২ বংশজ—কুলীন-পূর্ব পুরুষের বংশজাত কিন্তু কোনও কারণে কুলীনত্ব হারিয়েছেন এমন কৌলীন্যহীন ব্যক্তি বা বংশ।

৩৩ শ্রোত্রিয়—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের তিনটি ভাগ, কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীন।

৩৪ লক্ষ্মীর খুঁচী—লক্ষ্মীর হাতে চাল মাপবার কুন্‌কে বা ধানের আধার, গৃহস্থের বাড়ি লক্ষ্মীর প্রতীকস্বরূপ পূজার জায়গায় থাকে।

৩৫ দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরা—বৃহদ্ধর্মপুরাণে ডোলাবাহি বা ডুলি বহনকারী যে জাতের উল্লেখ আছে, তারাই পরবর্তীকালের দুলে বেয়ারা। হাড়ি বর্ণের পূর্বনাম হড্ডি, তারও উল্লেখ ঐ পুরাণে আছে। কাওরা—কেওড়া বা ক্যাওরা নামেও পরিচিত। দুলে, হাড়ি, কাওরা অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের উপবর্ণ, অস্পৃশ্য, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে যাদের কোনও স্থান নেই।

৩৬ উত্তরি সূতা—গলায় পরার জন্য আধোয়া মোটা সুতোর মালাকৃতি গোছা।

৩৭ ঢাকের টো—ঢাকের বাঁয়ার ধারে।

৩৮ রপ্টে—ফা° রফ্ তহ্ হি°> রপ্টে = চলে, যেতে, ধীরে চলে।

৩৯ মূল সন্ন্যাসী—গাজনের সন্ন্যাসীদের শীর্ষ স্থানীয়, যার দায়িত্ব সন্ন্যাসী সংগ্রহ, সন্ন্যাস দেওয়া ও সকল আচার পালন করা।

৪০ মেকাবি ক্লাক—MaCabe & Co-র তৈরি Clock ঘড়ি। James McCabe (১৭৮১-১৮১১) অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বেলফাস্ট থেকে লণ্ডনে এসে ঘড়ি তৈরির কারখানা খোলেন। ১৮৯৪ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত 'Britten's Old Clocks and Watches and their makers' জানাচ্ছে 'This house was much esteemed for fine watches and clocks, especially in India.' ১৮৮৩ খ্রি. সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

৪১ ফেটিং—ই° Phaeton, ফিটন চারচাকার হাল্কা গাড়ি, সাধারণত এক ঘোড়ায় টানত। চাল খোলা, অনেক সময় দরকার পড়লে টেনে নেওয়া যায় এমন ভাঁজ করা চামড়ার চালও থাকত। ফিটনের নানা বৈচিত্র্য আছে। চিত্র ৫ দ্র.

৪২ সেলফ ড্রাইভীং বগী—ই° Self driving buggy, হালকা এক ঘোড়ার গাড়ি, ইংলিশ বগি দু-চাকার, আরোহী স্বয়ং চালাতেন। চিত্র ৬ দ্র.

৪৩ ব্রাউহ্যাম—ই° Brougham, লর্ড ব্রুআম (১৭৭৮—১৮৬৮ খ্রি.) কর্তৃক ১৮৩৬ খ্রি. উদ্ভাবিত হালকা ঢাকা গাড়ি, এক ঘোড়ায় টানে। ভেতরে দুজন, মোটামুটি চারজনও বসতে পারে। ব্রুআম গাড়ির বৈশিষ্ট্য, সামনের দুটি চাকা এমনভাবে লাগানো থাকে যাতে অল্প জায়গার মধ্যে গাড়ি অনায়াসে ঘুরতে পারে। চিত্র ৭ দ্র.

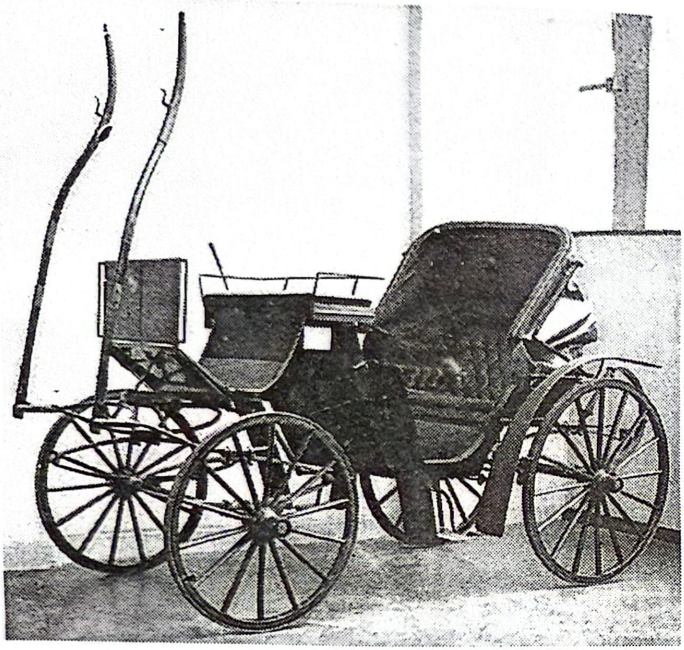

চিত্র ৫ ফিটন

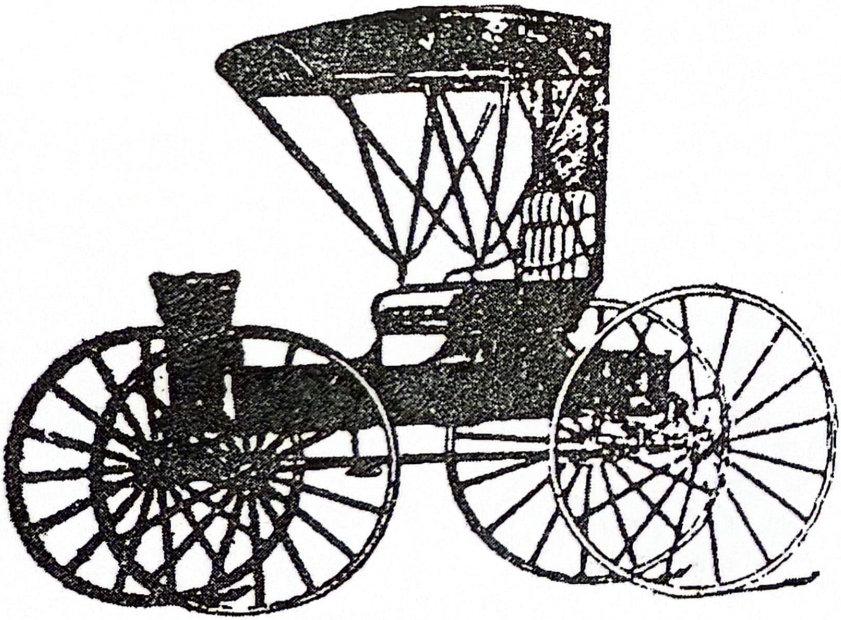

চিত্র ৬ সেলফ ড্রাইভীং বগি

৪৪ **মোসাহেব**—স্তাবক, অনেক সময় ধনীদের বাড়ি মাসিক মাইনেতে নিযুক্ত হতো। এদের "কাজ ধনী লোকের স্তব করা ও মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা। ইহারা বাবু ন্যায় অন্যায় যাহা বলেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া 'আজ্ঞে' 'যে আজ্ঞে' শব্দে সায় দেয়। 'আজ্ঞে' 'যে আজ্ঞে' কথা দুটী মোসাহেবরা সর্ব্বদা ব্যবহার করে এবং ভালরূপ অভ্যস্ত করিয়া রাখে। মোসাহেবদের কার্য্য প্রত্যহ বাবুর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে এবং অপরাহ্নে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিবার অগ্রে যাইয়া আসর সরগরম করিয়া বসিয়া থাকা এবং বাবু আসিলে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করা; মোসাহেবেরা বাবু হাঁচলে 'জীব' বলে এবং হাই তুলিলে তুড়ি দেয়। বাবু চলিতে পাছে কষ্ট পান, এজন্য প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় 'আপনি বসুন, আমি আপনার হয়ে যাচ্ছি' বলে মন যোগাইয়া থাকে এবং তামাক চাহিলে পাছে তাঁহার তামাক চাহিতে গলা ভাঙ্গে এই আশঙ্কায় তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে 'তামাক দেরে' বলিয়া নিজের গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহারা ধনী লোকের বাস্তুঘুঘু। যে বাড়ীতে ইহাদের যাতায়াত হয়, সেখানে ঘুঘু না চরায়ে ছাড়ে না। বাবুর স্ত্রীলোক আবশ্যক হইলে তাহাও আনিয়া দেয়।"

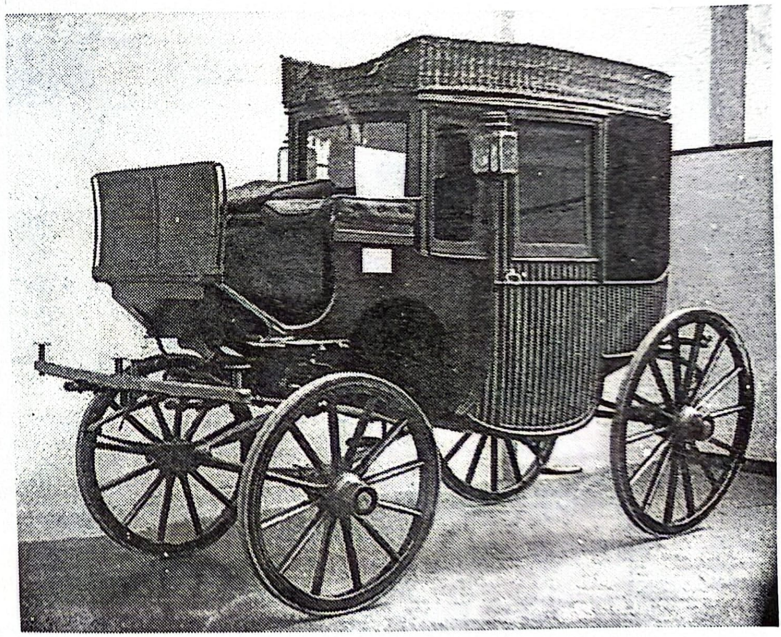

চিত্র ৭ ব্রুআম

৪৫ **মালভরা মোদাগাড়ী**—বেশ্যা ও মদভরা গাড়ি।

৪৬ **তক্‌মা নিতে বারণ**—মুষ্টিমেয় যাঁরা Coat of arms পেয়েছিলেন, তাঁরা তো বটেই, অন্যান্য ধনী পরিবারেরাও নিজস্ব insignia তৈরি করে গাড়িতে ও দরওয়ান, পেয়াদা, সইস, কৌচম্যান প্রভৃতি পাগড়িতে ও কোমরবন্ধে ব্যবহার করতেন। তক্‌মা দেখে লোকে চিনতে পারত কোন বাড়ির কর্মচারী বা গাড়ি। "রাত্রে সহরের ব্যাপার দেখে কে, কত ২ লক্ষ্মীবন্ত ভাগ্যধর বাবুদিগের

ARMY & NAVY STORES LTD.
Chowringhee, CALCUTTA.

No. 10 DEPARTMENT
SERVANTS' CLOTHING.

SERVANTS' CLOTHING.

Few things create a more favourable impression in House or Office than a smartly dressed Staff—Let the Stores quote you.

COLD WEATHER UNIFORMS.

Please state ages of servants when ordering. Any style to order.

Made from the good quality Navy Blue Cloth, Khaki or Lovat Melton, with pure rubber, lined warm Flannelette, and thoroughly shrunk.

Chapkan. From Rs. 13-12
Achkan. From Rs. 13-12
Trousers. From Rs. 6-8
Gyce's Jacket. From Rs. 12-8

Pyjamas, Khaki Drill ... From Rs. 2-8

Bearers' Flannel Coat, buttoning all the way down with stand up collar. From Rs. 12-8

HOUSE UNIFORMS.

Chapkan, White Drill ... Rs. 5-8
Achkan, White Drill ... Rs. 5-8
Pyjamas, White Drill ... Rs. 2-12
Bearers' Paper Coats ... Rs. 5-4
Chapkans White Long cloth ... Rs. 4-8
Achkans, White Long cloth ... Rs. 4-8
Pyjamas, White Long cloth ... Rs. 2-8
Chapkan, Khaki Drill ... Rs. 5-8
Achkan, Khaki Drill ... Rs. 5-8
Pyjamas, Khaki Drill ... Rs. 2-12
Bearers' Paper Coats, Khaki ... Rs. 5-4

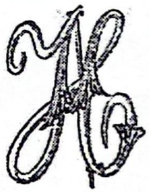

STYLE "A" SINGLE LETTER BADGES.

Brass ... Each, Rs. 1-8
White Metal ... Each, Rs. 1-8

MONOGRAMS AND CRESTS MADE TO SPECIAL DESIGNS.

Brass ... Each, from Rs. 3-8
White Metal ... Each, from Rs. 3-8
Crest Motto in Garter, Each, from Rs. 4-8

SPECIAL QUOTATIONS TO CLUBS AND OFFICES ON REQUEST.

STYLE "B" SINGLE LETTER BADGES.

Brass ... Each, Rs. 2-8
White Metal ... Each, Rs. 2-0

DOUBLE LETTER BADGES AND MONOGRAMS.

Brass ... Each, Rs. 3-8
White Metal ... Each, Rs. 2-0

Style "A" LIVERIES.

No. 1 Quality Spinner's Wigan Khaki or White Drill D. B. Jacket and Jodhpores or Breeches, made to measure. Rs. 17-8

No. 2 Quality Khaki D. B. Jacket and Jodhpores or Breeches, all machine made. Rs. 12-8

English Melton D. B. Jackets and Jodhpores, lined Cyclonette. In Blue, Brown, Green or Grey, made to measure. ... Rs. 22-8

In a superior quality Blue, Khaki or Green serge, D. B. Jacket and Jodhpores, lined Bannockette. Every care is taken in the cut and finish of these garments ... Rs. 26-0 superior quality serge.

PUTTEES.

Cotton Webbion. Rs. 1-12
Woollen ... Rs. 2-12

"ANCOS" SUPER QUALITY CHAUFFEURS' LIVERIES.

Made from a good selection of Melton, trimmed and edged with fancy pipings, finished with a stand collar, four pockets and five buttons down the front. Made to measure. Rs. 32-8

OVERCOAT FOR CHAUFFEURS.

In a good quality Khaki or Grey coat and, lined Italian, D. B. and a B. strap, belt, and cape collar. Rs. 22-8

CAPS.

Blue cloth, with black peaks, spring front. Rs. 6-8

Khaki Drill, with peak, springs in front Rs. 4-12

Cap Covers, extra. Each, As. 12

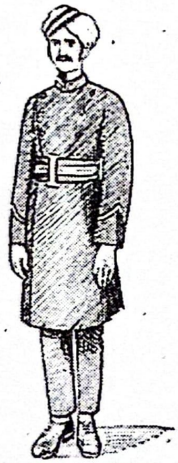

EXTRAS FOR LIVERIES.

Cloth peaked Kullah, Caps, to wear in centre of Puggree. Rs. 1-0 and 1-8

Puggrees.
White Muslin, Rs. 3-8
Khaki ... Rs. 3-8
Coloured ... Rs. 5-8

Puggree Bands, any colour Rs. 2-8 and 3-8

Cummerbands, coloured Melton ... Rs. 4-8

Puttees, Serge, in Khaki or Navy Blue. Per pair, Rs. 2-12

Leather Belts for Syces, 2 ins. wide, nickel buckle. Rs. 3-8

Style "C" LIVERIES.

White Drill Breast Plate and Cuffs. Rs. 2-8

Coloured Melton Breast Plate and Cuffs, any colour ... Rs. 7-8

Coloured Broadcloth Collar and Cuffs. Rs. 12-8

Gilt or White Metal Buttons, small, dozen. From Rs. 1-8

Gilt or White Metal Buttons, large, dozen. From Rs. 2-8

Chaprassies' Shoulder Cross Belts, best broadcloth, any colour. Rs. 8-8

The Stores have an additional stock of superfine face and broadcloth in various shades, together with two qualities of gold lace and trimmings, suitable for Uniforms, Coats, Sleevelets, Chaplans, Achkans, for household and personal servants.

CONTRACTS AND SPECIAL ORDERS.
The Stores have a Special Department for the execution of wholesale clothing orders, and is in a particularly favourable position to quote for contract work of this nature.

PRICES SUBJECT TO MARKET FLUCTUATIONS.

চিত্র ৮ ভৃত্যদের পোশাক

রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে গাড়ী ঘোড়া দাঁড় করান রোয়েছে; গাড়ির সামনে দুপাশে দুটো আতশী গেলাসের লন্ঠানের ভিতরে যেন রং মশালের মতন ধক্ ধক্ কোরে আলো জ্বোলচে এবং আলোতে সহিস কৌচমানদিগের তকমাগুলো যেন ঝকমক কোচ্চে, এবং বাবুদিগের নাম পড়া যাচ্ছে, বোধ হোচ্চে, বাবু যেন সাক্ষী রেখে বেশ্যালয়ে ঢুকেছেন।" চিত্র ৮ দ্র.

৪৭ খাতির নদারৎ—ফা° খাতর্ নদারদ্= পরোয়া না করা, খাতির না করা, উপেক্ষা।

৪৮ কুটীওয়ালা—Merchant house-এর কর্মচারী, কুঠিওয়ালা।

৪৯ গহনার ছক্কড়—গহনা অর্থ যে যানে আরোহীরা ভাগ করে ভাড়া দেয় অর্থাৎ share-এর যান। ছক্কড় এক ঘোড়ায় টানা চার আরোহীর গাড়ি, পরবর্তীকালে III Class Carriage বা Hackney Carriage বা ছ্যাকরা গাড়ি।

৫০ শিবে কাছে মাথা চালা—চড়কের ঝাঁপখেলার "পূর্ব্বে শিবের অনুমতি লইতে হইত। অনুমতি লওয়ার প্রথা এইরূপ, সন্ন্যাসীরা শিবের ঘরের সম্মুখে বসিয়া মাথা ঘুরাইতে থাকে, ইহাকে মাথা চালা বলে, সেই সময় পূজারী ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর শিবের মস্তকে ফুল, গঙ্গাজল চড়াইতে থাকেন। যতক্ষণ না শিবের মাথার ফুল পড়িয়া যায়, ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা প্রাণপণে মাথা চালিতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কাহারও মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িত।"

৫১ বোকো—ই° bouquet আক্ষরিক অর্থ ফুলের স্তবক, এ স্থলে সুগন্ধিবিশেষের brand name

৫২ পায়নাপেল—সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, 'ওঁদের তখন pineapple ব'লে কি এরকম পাতলা কাপড়ের জামা করা ফ্যাশন ছিল...'।

৫৩ বাজে আদায়—জমিদার তার ন্যায্য পাওনা রাজস্বের অতিরিক্ত আরও যে সব টাকা আদায় করত তার একটি 'বাজে আদায়', 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার ১২ই মাঘ, ১২৭৭ সনের সংখ্যায় এক পত্র লেখক 'জমিদারের দশবিধ আয়'-এর মধ্যে 'বাজে আদায়'-কে অন্যতম বলেছেন। 'বাজে আদায়' জমিদারের নিয়মিত বা ন্যায্য পাওনা নয়, মূলত অপরাধীর জরিমানাই এর অন্তর্গত। ভূস্বামীরা "কুকর্ম্মের উপর কর স্থাপন করিয়া ধনোপায়ের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা 'বাজে আদায়ের' প্রধান অঙ্গ। এশব্দের কি বিষম তাৎপর্য্য! কত চুরি, কত কলহ, কত ভ্রূণ হত্যাই বা ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে! এই সমুদায় কার্য্যের সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম সন্ধান পাইলেও তাহার সুশিক্ষিত দূতেরা তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া দারুণ দুর্ব্ব্যবহার সহকারে প্রভু সমীপে উপস্থিত করে, রাজ্য শাসন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, স্বাধিকারে দুক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয় এমনও তাঁহার মানস নহে, কেবল ধন তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করাই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন"।

৫৪ আবগারীর আইন...খদ্দের ফিচ্চে না—তৎকালীন আবগারি আইন মোতাবেক সূর্যাস্তের পর মদের দোকান খোলা রাখা নিষেধ। অথচ শুঁড়িরা দোকানের সদর দরজা বন্ধ করে পিছনে ছোট দরজা খুলে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যেত। সমসাময়িক 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-য় এক বাবু তার মোসাহেবদের বলছে, "সে কি হে! তবে নাকি রাজার আবগারির উপর ভারি তম্বি? রাত্রে আবগারির দোকানের দরজা খোলা থাকিলে জরিবানা করেন। সরকার বাবু কহিল, মহাশয়! রাজার শাসন খুব আছে, লোকের লজ্জা নাই, মাঝে২ প্রায় জরিবানা হোচ্চে, তথাপি ক্ষান্ত হয় না। বাবু কহিলেন, কেন রাত্রে সুঁড়িরা ত দরজা বন্দ করে? সরকার বাবু কহিল, মহাশয় সদর দরজাটা বন্দ হয় বটে, কিন্তু কত ২ সুঁড়ির দোকানের পেছনে যে একটা ছোট দরজা খোলা থাকে, তাহাতে তেমন আটটা দরজার কাজ করে, সুঁড়িদের রোজগারের দরজাই সেইটে। সদর দরজা দিয়া ইতর লোকেরা দুই চার পয়সার মদ কিনে খায় বৈ ত নয়। আমারদিগের মতন কতকগুলিন গৃহস্থগোচ ভদ্রলোকের ছেলেরা যে মাতাল হোয়ে উটেচেন, তাহারা মুখে কাপড় জড়িয়ে সেই ছোট দরজা দিয়া দোকানে প্রবেশ করে, এক এক জন এক এক বোতল ধান্যেশ্বরী সহজেই দাঁড়াভোগ দ্যান কিম্বা এককেলে দুই বোতল দুই বগলে নিয়ে চাদর ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া এসেন। মহাশয়! সে ছোট দরজা সর্ব্বদাই খোলা থাকে।"

৫৫ **খাতায় খাতায়**—ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে।

৫৬ **সন্ধ্যা জ্বালা...ময়দা পেসা**—ভোর চারটে নাগাদ ময়দার দোকানে ময়দা পেষা শুরু হত। তাৎপর্য বাবুরা সন্ধ্যাদীপ জ্বলা দেখে অর্থাৎ সন্ধ্যায় বেরিয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফিরবেন।

৫৭ **মেছোবাজারের...চৌমাথা**—সে সময়ে বর্তমান লালবাজারের মোড় থেকে উত্তরে বাগবাজার স্ট্রিট মোড় পর্যন্ত চিৎপুর রোডের (বর্তমান রবীন্দ্র সরণি) দু'পাশ ছিল সবথেকে জনবহুল এলাকা। হুতোম বর্তমান টেরিটি বাজারের উত্তর থেকে বটকৃষ্ণ পাল এভিনিউ ও রবীন্দ্র সরণির মোড় পর্যন্ত কয়েকটি প্রধান জায়গার কথা বলছেন। 'মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা'র অপর নাম শেখ ফয়জাতুল্লার বাজার, সমকালীন ডিরেক্টরিতে এর সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে পূর্বে হরিণবাড়ি লেন, পশ্চিমে লোয়ার চিৎপুর রোড ও দক্ষিণে টিরেটা বাজার স্ট্রিট। হুতোম অন্যত্র (পৃ.৭৮) বলেছেন 'জোড়াসাঁকোর হাঁড়ি হাটা', জোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার গায়ে গায়ে লাগা অঞ্চল, সেই হেতু ভুল হতে পারে নতুবা জোড়াসাঁকোয় আমাদের অজানা আর একটি হাঁড়ি হাটা থাকতে পারে, যদিও পাশাপাশি এলাকায় একই নামের দুটি বাজার বা পাড়া থাকার সম্ভাবনা কম। 'চোরবাগানের মোড়', মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণি মোড়। 'জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান' ঐ এলাকায় স্বর্ণকার ও বন্ধকী কারবারিদের দোকান। 'সোনাগাজীর গলি' বর্তমান সোনাগাছি লেন। 'আহিরিটোলার চৌমাথা' বর্তমান বটকৃষ্ণ পাল এভিনিউ ও রবীন্দ্র সরণি মোড়। চিত্র ২৮ দ্র.

৫৮ **পীল ইয়ার**—ফা° পীলহ্ = হাতি, এ স্থলে মস্ত বখাটে অর্থে ব্যবহৃত।

৫৯ **দুর্গাপ্রদীপ**—বড় প্রদীপ, স্যাকরারা যার আগুনে blow pipe দিয়ে কাজ করে।

৬০ **রোকোড়ের দোকানদার**—নগদ টাকার সোনারূপা ইত্যাদি বেচাকেনার দোকান।

৬১ **কৈফিয়ত কাট্‌চে**—আ°কইফিয়ৎ = বিস্তারিত বিবরণ; বিক্রিবাটার বিস্তারিত হিসাব করছে।

৬২ **শোভাবাজার রাজাদের ভাঙ্গা বাজার**—বর্তমান শোভাবাজার বাজার, মালিক ছিলেন শোভাবাজার রাজপরিবার। ১৭৮৪-৮৫-র ম্যাপে এর নাম Nobkisson's Bazar, নবকৃষ্ণের (টীকা ২১৬ দ্র.) বাজার।

৬৩ **গুলিখোর**—আফিম থেকে প্রস্তুত গুলির নেশাখোর। আফিম উত্তাপে গলিয়ে তার সঙ্গে শুকনো খোলায় ভাজা কুচি করা পেয়ারাপাতা মিশিয়ে ছোট ছোট গুলি পাকানো হয়, কলকেতে সেবন করার জন্য। গুলিখোরদের চেহারা হত শীর্ণ, শিরাবহুল আর চোখ বিস্ফারিত। 'গুলিখোরের অনেকগুলি চিহ্ন আছে। যথা—প্রায়ই চক্ষু বুজাইয়া থাকে, নেশা ছুটিবার আশঙ্কায় সহজে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। গোলমালে বড় বিরক্ত হয়,—কেহ কথা কহিলে "আস্তে আস্তে" বলিয়া তাহাকে নিষেধ করে।...যে রাস্তায় সচরাচর যাতায়াত করে, তাহতে একটি ঢেলা থাকিতে দেয় না,—পাছে হোঁচট লাগিয়া নেশা ছুটিয়া যায়। যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে, ঐ গৃহের কোন স্থানে ছাতা কিংবা ব্যাগ টাঙ্গাইয়া রাখিতে দেয় না,—পাছে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে।' এছাড়া এরা অত্যন্ত কদলী প্রিয়। 'গুলির ধূম পেটে প্রবেশ করিলে নেশা হয়; কিন্তু কর্কশ দ্রব্য চিবাইতে হইলে ধূম বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা! এ জন্য গুলি টানিয়া কলা চট্‌কাইয়া সেই কলা অতি সতর্কতার সহিত মুখে দিয়া গিলিতে পারিলে কলা-সহিত ধূম পেটের মধ্যে প্রবেশ করে।' আজগুবি গল্পের জন্যও গুলিখোররা প্রসিদ্ধ ছিল। দ্র. টীকা ১৭৫

৬৪ **মৌতাতের সম্বল**—নেশার পয়সা জোগাড়।

৬৫ **নীলের রাত্তির**—চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন নীলপূজা, সেই রাত।

৬৬ **বেল লণ্ঠন**—গোলাকৃতি চিম্‌নিযুক্ত লণ্ঠন।

৬৭ **দেওয়ালগীরি**—দেওয়ালে টাঙানো যায় এমন লণ্ঠন, অনেক সময় দু-ডেলে বা চার-ডেলে অর্থাৎ দুটি বা চারটি শাখাযুক্ত হতো, দেওয়ালগিরি।

৬৮ মেয়ে পাঁচালি—পুরুষ-বর্জিত পাঁচালি গানের দল। পাঁচালিতে কবিগানের মতো দু'দল থাকত, তবে উত্তর প্রত্যুত্তর হতো না। মূল গায়ক বা গায়িকা সুর ও তান সহকারে পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনা করত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটা গান করত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'তখনকার দিনে মেয়েদের কার্য উপলক্ষে মেয়ে-পাঁচালীর প্রথা ছিল অর্থাৎ মেয়ে-যাত্রার দল। তারা নিজেরাই সাজিত আর ভাঁড়ের পালা করিত। ছেলেবেলায় আমি দক্ষযজ্ঞ বা পার্বতীর বিবাহ এইসব পালা শুনিয়াছি।' সজ্জিত অভিনেত্রীদের যাত্রাপালা ও মেয়ে-পাঁচালির মধ্যে খুব সম্ভব মহেন্দ্রনাথ গুলিয়ে ফেলেছেন, মেয়ে-পাঁচালি ও মেয়ে-যাত্রা মোটেই এক নয়। টীকা ৫৮৩ দ্র.

৬৯ বারফট্‌কা—ঘরের চেয়ে বাইরে থাকা বেশি পছন্দ করে, বাইরে ফুর্তি করে বেড়ায়, বেশ্যাসক্ত অর্থে ব্যবহৃত।

৭০ জক্কী—যক্ষী, অত্যন্ত কৃপণ, যখের মতো ধন আগলে থাকে।

৭১ রোঁদ—টহল, ই° round।

৭২ কার্দ্দানি—ফা° কার্‌দানী= কর্মকৌশল, কৃতিত্ব।

৭৩ ক্যারামত—আ° করামৎ= বাহাদুরি, কৃতিত্ব।

৭৪ কোরকাপ—ফা° কোর=অন্ধ কাপ (কাপট্য) খল কপটতা।

৭৫ তোপ পড়া—যে যুগের কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে প্রতিদিন তিনবার কামান দাগা হতো সময়জ্ঞাপক হিসাবে। হুতোম সকালের তোপের কথা বলছেন, এ ছাড়া দুপুরের তোপ বেলা একটার সময় ও রাতের তোপ রাত নটার সময় পড়ত। এ সংক্রান্ত সরকারি নিয়ম ছিল,

"Morning and Evening Guns

Morning and Evening guns to be fired in the three Presidencies at the Head Quarters of the Army, and of all General Offices or Division Commands, including the Head Quarters of the Regiment of Artillery. At all Fortresses or Cantonments, with a permanent Garrison Staff, at Head Quarters of all Districts or Brigadier's Command or Field Forces, at all Camps or posts at which a force is stationed of or equal to, two corps. (Cavalry or Infantry) with a Company or more of Artillery or Field Battery.

Noon-day Guns

Noon-day Guns to be fired at all large Military Stations.

৭৬ গন্ধেশ্বরী—গন্ধবণিকদের উপাস্য মূষিকবাহিনী দেবী, মুদির ব্যবসা সাধারণত গন্ধবণিকরাই করত।

৭৭ রেস্ত—আর্থিক সামর্থ্য।

৭৮ উলো অঞ্চলে মড়ক—নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে ১২৬৩ সনের (১৮৫৬ খ্রি.) ভাদ্র মাসে ম্যালেরিয়া জ্বর ভয়াল মহামারী আকারে দেখা দেয়। কথিত আছে উলার তিন-চতুর্থাংশ লোক এতে মারা যায়। ১৮২৪ কিংবা ২৫ খ্রি. এই জ্বর প্রথম যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে দেখা যায় তারপর ক্রমশ নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে।

৭৯ গো দাগা—হাতুড়ে পশু চিকিৎসক। গরুর রোগ সারাবার জন্য বা তাকে চিহ্নিত করার জন্য গায়ে লোহা পুড়িয়ে দাগ দেওয়া হতো। এ প্রথা প্রাচীন, 'কৃষি পরাশর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "The customs of marking the cows with heated iron... mentioned by the author, (*of krsi=Parasara, A.N*) are still to be found in most of the interior districts of Bengal, and the practices have the same significance even to-day."

৮০ চাণক্য শ্লোক—ঐতিহাসিকদের মতে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী-অভিভাবক, অসাধারণ বিদ্বান ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্য খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। চাণক্যের অপর নাম কৌটিল্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো চাণক্যের নীতিগ্রন্থগুলি যেমন, 'চাণক্যসূত্র', 'চাণক্যনীতিদর্পণ', 'চাণক্যরাজনীতিশাস্ত্র', 'বৃদ্ধচাণক্য', 'লঘু চাণক্য শ্লোক' অতি বিখ্যাত। সব শ্লোকই যে চাণক্য রচিত এমন না হওয়াই সম্ভব। অর্থশাস্ত্র ও এই গ্রন্থগুলি থেকে সংকলিত শ্লোকসমষ্টিই চাণক্য শ্লোক। হুতোমের সময়ে চাণক্য শ্লোক শিশুপাঠ্যগুলির একটি, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'নিতান্ত শিশু বয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।' রাজনারায়ণ বসুও তাঁর আত্মচরিতে শিক্ষারম্ভের সময় চাণক্য-শ্লোক পাঠের কথা বলেছেন।

৮১ দাতাকর্ণের পুঁথি—দাতাকর্ণের গল্প, দানশীল কর্ণ ও তার স্ত্রী পদ্মাবতী কেমন করে অতিথি-ব্রাহ্মণের তৃপ্তির জন্য স্বহস্তে পুত্র বৃষকেতুকে হত্যা করে তার মাংস রান্না করে দিল, তারপর ছদ্মবেশী দেবতা-অতিথির বরে পুত্র পুনর্জীবিত হল, ইত্যাদি। সেযুগে লোকপ্রিয় কথা, পরবর্তীকালে যাত্রা-থিয়েটারেও অভিনীত হত।

৮২ ইংলিসম্যান—ইংরাজি সংবাদপত্র 'The Englishman', প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১. ১০. ১৮৩৩ খ্রি.। ১৮৩৩ খ্রি. 'John Bull' নামে আর একটি পত্রিকার স্বত্ব তৎকালীন প্রখ্যাত সাংবাদিক J. H. Stocqueler কিনে নেন এবং তার নতুন নামকরণ করেন 'The Englishman'। খুব সম্ভব ১৮৩৯ খ্রি. থেকে নতুন নাম হয় 'The Englishman and Military chronicle' চিত্র ৯ দ্র.।

৮৩ হরকরা—ইংরাজি সংবাদপত্র 'The Bengal Hurkaru and Chronicle'. ১৭৯৮ খ্রি. Dr. Charles Maclean-এর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত, তখন নাম ছিল 'The Bengal Hurkaru',

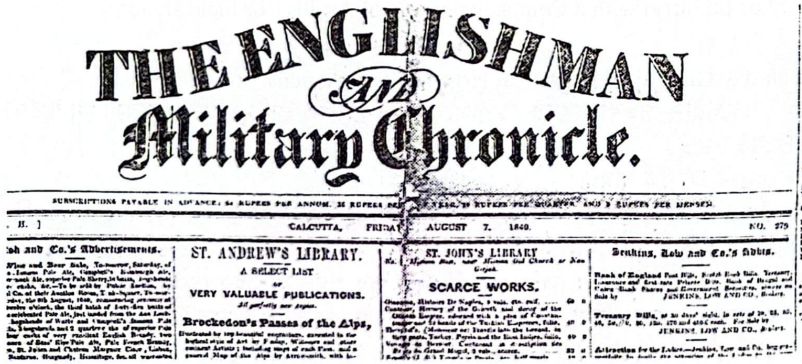
THE ENGLISHMAN
AND
Military Chronicle.

SUBSCRIPTIONS PAYABLE IN ADVANCE: 24 RUPEES PER ANNUM. 12 RUPEES PER HALF-YEAR, 6 RUPEES PER QUARTER AND 2 RUPEES PER MONTH.

CALCUTTA, FRIDAY, AUGUST 7, 1840. NO. 379

ST. ANDREW'S LIBRARY.
A SELECT LIST
OF
VERY VALUABLE PUBLICATIONS.
Brockedon's Passes of the Alps,

ST. JOHN'S LIBRARY
SCARCE WORKS.

Jenkins, Law and Co.'s Advts.

চিত্র ৯ 'The Englishman'

সরকারি হুকুমে সম্পাদককে ভারত ত্যাগ করতে হওয়ায় পত্রিকাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নব পর্যায়ে প্রকাশিত হতে থাকে ১৮২৮ খ্রি. থেকে। ১৮৩৬ খ্রি. 'The Bengal Chronicle' এর সঙ্গে মিলে 'The Bengal Hurkaru and Chronicle' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। হুতোমের সময়ে এর নাম 'The Bengal Hurkaru and The India Gazette'।

৮৪ ফিনিক্স—ইংরাজি সংবাদপত্র 'The Phoenix'. ১৮৫৫ খ্রি. নভেম্বরে বারত্রয়িক রূপে প্রথম প্রকাশ, মালিকানার অন্যতম অংশীদার H. D. Chick ছিলেন সম্পাদক। ১৮৫৬ খ্রি. জুন মাস থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হয়, সর্বাঙ্গীণ এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য এর খ্যাতি ছিল। পরবর্তীকালে 'সিটিজেন' পত্রিকার সঙ্গে মিলে যায়, পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন J. W. O'Sullivan। ছাপা হতো Phoenix Press থেকে, ঠিকানা ২৩, লালবাজার স্ট্রিট, প্রকাশক ছিল Sanders & Cones Co.।

৮৫ এক্সচেঞ্জ গেজেট—'The Calcutta Exchange Gazette Daily Advertiser' পত্রিকা, ১৮১৮ খ্রি. থেকে প্রকাশিত, Mackenzie, Lyall and Co-র মালিকানাধীন The Calcutta Exchange Press, ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট থেকে ছাপা হত। রবিবার বাদে দৈনিক প্রকাশিত হত। মূলত, ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর ও বিজ্ঞাপনের কাগজ। এর একটি বাংলা সংস্করণও ছিল।

৮৬ সিপ্‌সরকার—যে সব কোম্পানি, জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে, তাদের কর্মচারী শিপসরকার। সে যুগে এই সব কোম্পানিকে 'কাপ্তেনী অফিস' বলত, অধুনা Ship Chandlers। শিপসরকাররা ন্যায্য অন্যায্য দুপথেই রোজগার করত। 'সিপ্‌সরকারদের উপার্জ্জনের অনেক পথ আছে। প্রথমত ইহারা জাহাজ চলিয়া যাইবার সময়ে কাপ্তেনের নিকট পুরস্কার পায়; তদ্ভিন্ন তাহারা এই কাপ্তেনী আফিস হইতে মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। তৎপরে প্রতিদিন কাপ্তেনকে কোন দ্রব্য কিনিয়া দিয়া, যথা—এক টাকার ছোলা কিনিয়া দিয়া—এই আফিসে আসিয়া পাঁচসিকার কিনিয়া দিয়াছি বলিয়া টাকা লয়।'

৮৭ রিপুকর্ম্ম—রিপুকররা তখন ফেরিওয়ালার মতো হেঁকে বেড়াত। "ডাক রিপুকম্যকে যত ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় আছে তার সামনে ফেলে দাও। দর দস্তুর হয়ে গেল। ...একটু ফর্‌দা যায়গায় মাদুর বিছিয়ে বসে পড়ল। ...ছোট (Thimble) অঙ্গুস্তান মাঝের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে কাপড়ে গাঁথা ছোট বড় নানা আকারের ছুঁচ জামার কাপড় অনুযায়ী বেছে নিলে। আর সাদা কাপড় হলে সাদা, হলদে কাপড় হলে হল্‌দে বা অন্য রং হলে সেই রংয়ের তাসা বার করে সূচে গলিয়ে বেশ নিবিষ্ট মনে কাজ শুরু হল। যে জামাতে তালি দিতে হবে তাতে তালি দিলে,—যেটায় রিপু করতে হবে সেটা ধীরে ধীরে রিপু করলে... কাজকর্ম সেরে জামাকাপড় বুঝিয়ে দিলে আর পয়সা ক'গণ্ডা ছোট একটা থলি বার করে তাতে রেখে দিলে, তারপর পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে... আস্তে আস্তে খালি পায়ে চলে গেল 'রিপুকম্য, রিপুকম্য'।" সাধারণত এদের দেখা পাওয়া যেত রবিবার বা ছুটির দিনে।

৮৮ হেড রাইটর—টাইপরাইটার তখনো অনাবিষ্কৃত, প্রত্যেক অফিসে কাগজপত্রের নকল রাখবার জন্য অনেক নকলনবিশ কেরানি থাকত, যাদের বলা হত writer, হেড রাইটার তাদের প্রধান, আজকের Section Officer।

৮৯ আলবার্ড ফেসান—কুইন ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর অনুকরণে মাথার একপাশে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ানো।

৯০ আড়ে গেলেন—গোটাই গিলে ফেলা বা অর্ধচর্বিত অবস্থায় গলাধঃকরণ।

৯১ মুচ্ছুদ্দী—আ° মুতসদ্দী, কার্যাধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক বা accountant; প্রকৃত পক্ষে ইওরোপিয় মালিকদের এরাই ছিল দক্ষিণহস্ত, সময়ে সময়ে মালিকের পুঁজি জোগানের ভারও নিত। মাস মাইনে ছাড়া মাল কেনাবেচায় এদের প্রাপ্য ছিল দস্তুরি বা কমিশন।

৯২ কলাগেছে থাম—নীচে মোটা উপরে সরু, বেলনাকৃতি (cylindrical) থাম, যার উপরাংশ আয়োনিয়ান (Ionian) ধরনে অলংকৃত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের চারটি থামের গুচ্ছ (composite pier) ব্যবহৃত হত।

৯৩ চোটাখোর বেণে—দৈনিক বা সাপ্তাহিক দেয় সুদকে চোটা বা সুদ বলে, চোটা সুদে টাকা ধার দেয় এমন বেনে। চোটা সুদের হার সাধারণত বেশি হয়।

৯৪ ব্যাভার বেণে—ব্যবহার > ব্যাভার। অর্থ নিশ্চিত জানা নেই, ব্যবহারে বেনে, অর্থাৎ জাতে বেনে নয় অথচ বেনের ন্যায় ব্যবহার—হতে পারে অথবা জলচল অর্থাৎ (জল) ব্যবহার চলে এমন বেনে, হতে পারে।

৯৫ বেঁউতি জাল—একপ্রকার মোটা সুতোয় বোনা চূড়াকৃতি জাল, নদীতে স্রোতের প্রতিকূলে পাতা থাকে, স্রোতে মাছ জালে ঢুকে চূড়ায় জমে।

৯৬ কটাল—কোটাল; পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় যে জোয়ার আসে।

৯৭ সুতোশোন—সুতোশোন কী বস্তু জানা নেই, তবে লোহার তৈরি কোনও অস্ত্র, কারণ কামাররা তৈরি করত (দ্র. কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ, পাঠভেদ 6)।

৯৮ কালীঘাট থেকে আসচে—সাধারণত চড়কের সন্ন্যাসীরা কোনও কালীমন্দিরে গিয়ে শরীরে বাণ ফুঁড়ত। "কলিকাতার সন্ন্যাসীরা অতি প্রত্যুষে কালীঘাটে পিয়া বাণ ফুড়িয়া আসিত। অন্যান্য কালীস্থানেও বাণ ফোঁড়ার রীতি প্রচলিত ছিল।"

৯৯ সকের দলের পাঁচালি—অপেশাদার গায়কদের পাঁচালি গানের দল। পূর্বে মূল গায়ক চামর হাতে কয়েকজন দোহারের সহযোগিতায় পাঁচালি গাইত। হুতোমের সময়ে এর নব্য রূপ, দুই পক্ষে গান ও ছড়ার মাধ্যমে উত্তর প্রত্যুত্তরে পাঁচালি গাইত। হাফ আখড়াইয়ের সঙ্গে এই পাঁচালির মূল প্রভেদ, হাফ আখড়াইয়ের মতো পাঁচালিতে আসরে বসে গান বাঁধা হত না। শুরুতে 'সাজ' (টীকা ২৮৫ দ্র.) বাজানোর পর 'ঠাকরুণ' বা 'শ্যামাবিষয়ক' একটি গান গাওয়া হত। তারপর 'কাটানদার' (অর্থ, যে অপর পক্ষের যুক্তি কাটান দেয়, খণ্ডন করে) সেই বিষয়ে একটি ছড়া কাটত। তারপর আবার গান, শেষ হলে একদল উঠে যেত ও প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামত। তারাও ঐরকম শ্যামাবিষয়ক গেয়ে শেষ করে উঠে যেত। তারপর আবার পূর্বের দল এসে সাজ বাজিয়ে, 'সখীসংবাদ'-এর মহড়া গানটি গেয়ে ছড়া কাটত। প্রতিদ্বন্দ্বী দল আবার আসরে আসত, ইত্যাদি।

১০০ হাপ্ আক্‌ড়ায়ের দোয়ার—হাফ আখড়াই (দ্র. টীকা ২৮৩) গানের সহকারী গায়ক বা দোহার।

১০১ কারচোপ—ফা° কারচোবী, জরির সূচীকর্ম।

১০২ কাবা—আ° কবা, হাঁটুর নীচে পর্যন্ত লম্বা, ঢিলে ঘের, ঢিলে আস্তিন সামনে খোলা জামা।

১০৩ নেজামত আদালত—ফা° নিজামৎ, নাজিমের দপ্তর। ফৌজদারি আপিল আদালত। ১৭৭৪ খ্রি. সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হওয়ার পর কলকাতা শহরের সীমার মধ্যের মামলার বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় তার ওপর। আর কলকাতার চৌহদ্দির বাইরের মামলার জন্য ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত, দুটি আদালত, যারা সুপ্রিম কোর্টের পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬২ খ্রি. ১লা জুলাই হাইকোর্ট স্থাপিত হলে এই ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে। সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত, দুই আদালতের অবস্থান ছিল বর্তমান ২৪৬ নং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের বাড়িতে।

১০৪ নম্বরওয়ারী—নম্বর অনুসারী, serially, মামলার ধরন (ab Seriatum)

১০৫ মোৎফরেক্কা—আ° মুৎ-ফরক্কাত্, বিবিধ প্রকার, miscellaneous, কোনও বিশেষ একটি আইনের অধীনে আবেদন জানানোর সময়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বহির্ভূত কোনও বিষয়ে আবেদন জানানোর আরজি এইভাবে গ্রাহ্য হয়। যেমন সম্পত্তির হস্তান্তর সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে

Pre-emption-এর আবেদন একটি মুৎফরাক্কা আবেদন। অনুরূপভাবে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই জামিনের আবেদন (Bail Petition) একটি মুৎফরাক্কা আবেদন।

১০৬ লোনা লাগা—"তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোণা লাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, একারণ আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল; এবং ক্রমশ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গায়ের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল।"

১০৭ চণ্ডীর গান—পদ্যে চণ্ডীর আখ্যায়িকা সুর ও তান সহযোগে মূল গায়ক বালক দোহারদের নিয়ে গাইত।

১০৮ পেলেদের—সম্ভবত 'ছেলেদের' মুদ্রণ প্রমাদ।

১০৯ বাইজানের ভেড়ুয়া—বাইজিদের দলে সহকারী পুরুষ, স্ত্রীলোকের আদেশ পালনকারী ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ।

১১০ কাশ্মিরী গাধা—অশ্বতর, খচ্চর।

১১১ খ্যাম্‌টা নাচ—লঘু ছন্দের চটুল নৃত্য। চন্দননগর বা চুঁচুড়া নিবাসী কোনও সংগীতজ্ঞ নাকি খ্যামটা নাচের উদ্ভাবক, তারপর পানিহাটি নিবাসী মোহন মুখোপাধ্যায় নিজে শিখে কলকাতার নাচওয়ালীদের শেখান। পরে কাশীনাথ ওরফে কেশে চাসাধোপা এই নাচ গোপাল উড়ের (দ্র. টীকা ৫৭৫) বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় প্রবর্তন করেন। অনেক যাত্রা, অপেরা, থিয়েটারের লোক এবং বেশ্যারা কেশের কাছে খ্যামটা নাচ শেখে।

১১২ ঝুমুর—পণ্ডিতদের অনুমান প্রাচীন কালিয় দমন যাত্রার কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গের গানগুলির নাম ছিল ঝুমুর। বালক-গায়কের দল ঐকতানে ঝুমুর গাইত। বাংলা ঝুমুরের সঙ্গে সাঁওতালি ঝুমুর গানের সাদৃশ্য আছে। ঊনবিংশ শতকে ঝুমুর গান নিচু স্তরের শস্তা আমোদ রূপে গণ্য হত।

১১৩ উনপাঁজুরে—যে গরুর পাঁজরের একটি হাড় কম, কুলক্ষণাক্রান্ত।

১১৪ বোড়স্যা—বর্তমান বড়িশা।

১১৫ চব্বিশ ঘন্টা সোনাগাজীতেই—উত্তর কলকাতার গণিকাপল্লী সোনাগাছি (টীকা ৫৭ দ্র.), পীর গাজি সনা উল্লাহ্ শাহের দরগা এখানে অবস্থিত, যার বিকৃত রূপ সোনাগাজী বা সোনাগাছির নামে এলাকার নাম। অস্যার্থ বেশ্যালয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাটানো।

১১৬ সেলার নামলেই পাইকেরে—জাহাজের sailor বা নাবিকরা মাইনের টাকা পকেটস্থ করে বন্দরে নামামাত্র দালাল ও পাইকার (সব থেকে নিম্নশ্রেণীর বা ছোটো দালালদের 'পাইকার' বলা হত) শ্রেণীর লোক ঘিরে ধরত। উদ্দেশ্য, তাকে বেশি দামে বাজে জিনিস কিনিয়ে, শহর ঘুরিয়ে, গণিকা পল্লীতে ফুর্তি করিয়ে যেনতেন প্রকারেণ টাকাগুলি হাতানো। 'ডকেতে চীনাবাজারের দালালরা ঘোরাফেরা করত। এই দালালরা জানত যে সেলাররা পাঁচ ছ মাসের মাইনে পকেটে পুরে ঘোরাফেরা করত। যদি কোন দালাল এই রকম একটা সেলারকে কব্‌জা করে চীনাবাজারে ঢোকাতে পারে ত পঞ্চাশ ষাট টাকার রোজগার ঠেকায় কে?' অমৃতলাল বসুর বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য "এক শ্রেণীর বাঙালী ছিল, হিন্দু মুসলমান দুই-ই বিশেষ ভদ্রঘরের নয়—যাদের লোকে বলত গোরার দালাল। তাদের ধুতি চাদর কামিজের বাহারের বিশেষ পারিপাট্য ছিল,

ঘাড়-কামান চুলে কেতাদোরস্ত টেরি, মদ খেয়ে হজম করবার খুব ক্ষমতা, ছাতিতে ও কব্জিতে গোরা-দমন শক্তি। এরা কেল্লার গোরা লালবাজারের সেলার *[লালবাজারে নাবিকদের সরকারি বাসস্থান 'সেলার হোম' ছিল। অ. না.]* নিয়ে চাঁদনীতে বাজার করে দিত, মদের দোকানের হিসাব মিটিয়ে দিত, মনুমেন্টে নিয়ে গিয়ে চড়াত, সোসাইটি কি না মিউজিয়ম, জলটুনী [*ভবানীপুরে ফরস্টার সাহেবের জলটুঙ্গি বা water pavilion। অ. না.*] দেখাত, সাতপুকুরে বেড়াতে নিয়ে যেত, দমদমা ঘুরিয়ে আনত, আর চমৎকার হাস্যরসোদ্দীপক ইংরাজী বলত; নমুনা চান? 'ইউ ডগ্ ড্যাম গোটে হেল মাস্টার টমি, ডোন্ গো উয়োম্যান হাউস, সো মেনি মনি সঙ্গে দেন নো যাদু মন্তর, টেক্ অল, গিভ ইউ ফক্কা; কিপ টু রুপি, রিমেন্ডার অল গিভ মাই জিম্মে;—আন্ডারস্ট্যান্ড জ্যাক্—"

১১৭ সাতপুকুরের বাগান—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে চিড়িয়া মোড়ের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল, সাতটি পুকুরসহ বিশাল বাগান, এখনো সেখানে একটি রাস্তা সেভেন ট্যাঙ্কস লেন তার স্মৃতিবাহী। একটি সমসাময়িক বর্ণনা, "...for advantages of land and water, of houses and ghats and bridges, groves and trees and flowers, and walks and garden statues, for proximity to town, for accomodation within doors and out, for internal fittings-up and external beauty of structure, and laying out of the ground around, the Seven Tanks, designed and laid out by the taste and munificance of one of the princely Tagores, who formerly owned it, now the property of the Rothschild of the metropolis, Babu Shama Churn Mullick, stands pre-eminent..."

১১৮ এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—১৮৭৫ খ্রি. বর্তমান ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম তৈরি হলে, এশিয়াটিক সোসাইটির (স্থাপিত ১৭৮৪ খ্রি.) সংগ্রহ তাতে স্থানান্তরিত হয়। তার আগে পার্ক স্ট্রিটে সোসাইটির পুরানো বাড়িতে এই মিউজিয়ম ছিল।

১১৯ বালির ব্রিজ—উত্তরপাড়া ও বালিকে যুক্তকারী বালি খালের উপর সেতু, ১৮৪৬ খ্রি. ১৩ই ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন হয়, তৈরি হয়েছিল মূলত উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে। প্রথমবারে বিফল হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তৈরি এই সেতুকে তখন কারিগরি সাফল্যের নিদর্শন মনে করা হত, উপরন্তু কলকাতার কাছাকাছি এই ধরনের দ্বিতীয় সেতু না থাকায় হয়ে উঠেছিল অন্যতম দর্শনীয় বস্তু।

১২০ বাগবাজারের খালের কলের দরজা—কলকাতার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে বেড় দিয়ে আছে যে Circular Canal, তা কাটা শেষ হয় ১৮৩৩ খ্রি.। ওই বছরেই বাগবাজারে, যেখানে খালের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ, সেখানে একটি lockgate বা জলকপাট বসানো হয়। লকগেটটি এখনো আছে, তবে খালের মুখ সম্প্রতি বন্ধ করে দেওয়ার পর আবার খোলা হয়েছে। চিত্র ২৮ দ্র.

১২১ মকরর—আ° মর্কর্র=নিযুক্ত।

১২২ বস্ট—ই° Bust, আবক্ষ মূর্তি।

১২৩ বাগাম্বর মিত্র—নিঃসন্দেহে দিগম্বর মিত্র (১৮১৭—৭৯ খ্রি.), পিতার নাম শিবচন্দ্র, আদি নিবাস কোন্নগর। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিও-র শিষ্যদের অন্যতম। প্রথমে শিক্ষকতা, কেরানিগিরি, তহশীলদারি ইত্যাদি করার পর কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর গৃহ শিক্ষক হন। কৃষ্ণনাথ তাঁকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন, তা থেকেই তাঁর শ্রীবৃদ্ধির শুরু। কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যার পর তিনি স্বাধীনভাবে রেশম ও নীলের ব্যবসা করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন ও কয়েকটি জমিদারি কেনেন। ভারতসভার সহ-সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। বহুবিবাদ-রদ আইনের বিরোধিতা করেন। কলকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ। প্রথমে C. S. I. ও পরে 'রাজা' উপাধি লাভ।

১২৪ ইকুটী—ই° Equity, সমতা বিধানের আইন, কোনও ব্যক্তির প্রতি অনুষ্ঠিত কোনও অন্যায়ের প্রতি-বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। বিহিত নিয়মাবলী, লিপিবদ্ধ পূর্বসিদ্ধান্ত ও প্রতিষ্ঠিত নীতির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে বিচারকেরা একে ব্যাপকতা দান করেন, অর্থাৎ এর পরিধি বিস্তৃততর করা হয়। সম্পত্তির কোনও ভোগাধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন যেখানে কোনও সাহায্য করতে পারে না সেখানে এর প্রয়োগ হয়। 'কমন ল' (টীকা ১২৫ দ্র.)-এর সাহায্যে দানের অসুবিধা দেখা দিলে এটি কমন ল'কে সাহায্য করে। অর্থাৎ ইক্যুয়িটি কমন ল-এর পরিপূরক হিসাবে কাজ করে, প্রতিবন্ধক হিসাবে নয়।

১২৫ কমন লা—ই° Common Law (Lex Communis) বিধিবদ্ধ আইনের অতিরিক্ত অলিখিত আইন। লিখিত আইনে কোনওরকম বিধান না থাকলেও আদালত কোনও বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্রে ওই বিষয়ের রীতি, পদ্ধতি ও নিয়মাবলী অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তা বৈধ। একেই 'কমন ল' বলা হয়। ১.১১.১৮৭৫ খ্রি. পূর্বে অর্থাৎ Judicature Act প্রচলিত হওয়ার আগে ইংল্যান্ডের তিনটি প্রধান আদালতে ইক্যুয়িটি (টীকা ১২৪ দ্র.) কার্যকর না হলে এর প্রয়োগ বহুল প্রচলিত ছিল।

১২৬ উট্‌নোওয়ালা—উঠ্=ওঠা=বিক্রি হওয়া। মাসিক বা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের শেষে মূল্য দেওয়ার বন্দোবস্তে জিনিস কেনা, যেমন, মুদির দোকান থেকে চাল, নুন, তেল ইত্যাদি। উটনোওয়ালা বা উঠানাদার মহাজন, যে এই রকম শর্তে জিনিস ধারে দিয়েছে।

১২৭ শমন—ই° Summons, আদালতের তলব।

১২৮ ওয়ারিন—ই° Warrant, গ্রেপ্তারের বা ডিক্রিজারির পরোয়ানা।

১২৯ সফিনে—আ° সফীনা ই° Subpoena, আদালতে হাজির হওয়ার আদেশপত্র।

১৩০ কান্নে-খেকো—যে ঘুড়ির দুদিকের ওজন সমান নয়, ফলে একদিকে কাত হয়ে ঘুরছে।

১৩১ খতেন—খতিয়ান, জমিদারি আদায়-খরচের বা জমিজমার স্বতন্ত্র ফর্দ, বিবরণ।

১৩২ ওঠ্‌সার কিস্তি—দাবাখেলার চাল, উঠকিস্তি বা ই° Discovered check.

১৩৩ চুলের গার্ড চেন—পকেটঘড়ির সঙ্গে লাগাবার জন্য চুল দিয়ে বোনা সরু চেন, guard chain.

১৩৪ ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—ই° Catechist, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যারা শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক গির্জা ও মিশনে ক্যাটেকিস্ট থাকতেন, সাধারণত মাতৃভাষায় প্রচারের সুবিধার জন্য দেশি খ্রিস্টানরাই এই পদে নিযুক্ত হতেন, যেমন ১৮৫৮ খ্রি. রেভারেণ্ড ডাফ সাহেবের Bengal Mission of the Free Church of Scotland-এর ক্যাটেকিস্টরা হলেন ভগবতীচরণ মুখার্জি, কালিদাস চক্রবর্তী, দীননাথ আঢ্য ও বৈকুণ্ঠনাথ দে। প্রসঙ্গত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে জীবন শুরু করেন একজন ক্যাটেকিস্ট রূপে।

১৩৫ নকীব—রাজদরবারের ঘোষক, পুতুলনাচে যে চরিত্র অন্যদের আগমন ঘোষণা করে।

১৩৬ ফ্রিওয়ালা—ফেরিওয়ালা।

১৩৭ ঢাকের গটরা—হি° গট=দল, সম্প্রদায়, ঢাকির দল।

১৩৮ রং বাজাচ্চে—হরিচরণ রং বাজানোর অর্থ বলেছেন, বাজনা শ্রুতিমধুর করার জন্য গতের মাঝে ছোট ছোট বোল বাজানো, কিন্তু মনে হয় একই ছোট বোলের পুনরাবৃত্তিকেই বোধহয় রং বাজানো বলা হত।

১৩৯ হেতে কোঁতকা—হাতখানেক দীর্ঘ মোটা লাঠি।

১৪০ আমানি—দু-তিন দিনের বাসি ভাত বা পান্তার জল, টক স্বাদের ঈষৎ মাদক পানীয়

১৪১ মড়ুঞ্চে পোয়াতী—সন্তান হয়ে বাঁচে না এমন মৃতবৎসা সন্তানসম্ভবা।

১৪২ জেলার পুরাণ হাকিম...ধুক্‌পুক্ করে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কেউ কেউ যেমন খোলাখুলি নীলকর জাতভাইদের স্বার্থরক্ষা করতেন, তেমনি তাঁদের অনেকে ন্যায়পরায়ণ,

নিরপেক্ষও ছিলেন। 'নীল-দর্পণ'-এ নীলকর রোগ সাহেব রায়ত নবীনকে শাসাচ্ছে, "এ আর অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি আর কুটির লোক ধর্য়ে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট, তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব।"

১৪৩ **দাড়াগুয়া পান**—দাঁড়া (দণ্ডায়মান) + গুয়া (সুপারি) ও পান। দণ্ডায়মান নববধূর মঙ্গলার্থে হাতে পানসুপারি দানের স্ত্রীআচার, সাদর অভ্যর্থনা।

১৪৪ **কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তা**—ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূর্ণ কলস উৎসর্গের প্রথা, ব্যঙ্গার্থে মাতাল বাবুরা, যারা মদের কলসি উৎসর্গ করে।

১৪৫ **বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ**—এই মন্তব্যটির কিঞ্চিৎ তাৎপর্য আছে। সেযুগে ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে মত পার্থক্যের জন্য বুদ্ধিজীবীদের ভিন্ন ভিন্ন জোট ছিল। কালীপ্রসন্ন কোন জোটের মতাবলম্বী ছিলেন, তার ইঙ্গিত এই মন্তব্যে পাওয়া যায়। তত্ত্ববোধিনী সভা-র মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সৃষ্ট হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। সভার অধিপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন অক্ষয়কুমার দত্তকে, এবং প্রকাশিতব্য রচনার গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য একটি 'গ্রন্থাধক্ষ্য সভা' তৈরি হয়, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার অনুমোদনে ও উৎসাহে পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যকে গৌণ করে সমাজহিতকর বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। ক্রমে যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের অনুগামীরা, যাঁরা দলে ভারি ছিলেন, ভোটের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত উপাসনা পদ্ধতির বিরোধিতা ইত্যাদি শুরু করলেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার বিরোধ ক্রমশ বাড়তে লাগল, অবস্থা তুঙ্গে উঠল সকল ব্রাহ্মের শ্রদ্ধাভাজন রাজনারায়ণ বসুর ধর্মবিষয়ক একটি প্রবন্ধ গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে। ক্রুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে লিখলেন যে কতকগুলো নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হয়েছে, এদেরকে বহিষ্কৃত না করতে পারলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা হবে না। এবং কার্যত তাই ঘটল।

কালীপ্রসন্ন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে অক্ষয়কুমার ও তাঁর অনুগামীদের মতের সমর্থক।

১৪৬ **মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা**—চড়কে মূল উল্লম্ব দণ্ডটিকে বলা হয় চড়কগাছ। তার ওপর আড়াআড়ি যে দণ্ড, যেটা ঘোরে, তার নাম মোচ। হিঁ মোচ অর্থ গোঁফ, চড়কী মোচে চড়লে এক প্রান্ত তার ভারে নুয়ে পড়ত, অপর প্রান্ত যে দড়ির টানে ঘুরছে, তার আকর্ষণে ঝুঁকে পড়ত, অর্থাৎ চড়কগাছের ওপর মোচ প্রায় অর্ধচন্দ্রের আকার নিত, যার দু'প্রান্ত মাটির দিকে ঝুঁকেছে। গোঁফের সঙ্গে এর সাদৃশ্যহেতু নাম মোচ। ঘি কলা দেওয়া হত কেন্দ্রস্থলে, যে pivot কেন্দ্র করে মোচ ঘুরবে, lubricant বা পিচ্ছিলকারক হিসাবে।

১৪৭ **ক্রমে কৃশ্চানী...এক হবে**—মন্তব্যটি অন্যত্রও আছে (পৃ. ১২০)। হুতোমের দূরদৃষ্টির সার্থক প্রমাণ। ১৮৬২ খ্রি. খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে, ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সম্মিলিত উপাসনা, আচার্যের পরিচালিত উপাসনা প্রভৃতি কতিপয় মিল ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বিশেষত কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তা প্রায় হুবহু অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৪৮ **জুড়ি**—দু' ঘোড়ায় টানা চারচাকার বড় গাড়ি।

১৪৯ **ষ্টেট ক্যারেজ**—দুই, কোনো ক্ষেত্রে চার ঘোড়ায় টানা, চার চাকার, ঢাকা বড় বিলাসবহুল গাড়ি, অভিজাতরা অনুষ্ঠানাদিতে চড়ে যেতেন। চিত্র ১২ দ্র.

১৫০ **কাঁসারীদের সং**—কলকাতায় সেযুগে চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন কাঁসারিপাড়ার সঙের মিছিল বার হত। বর্তমান তারক প্রামানিক রোড ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচুর কাঁসারির (যারা কাঁসা পিতলের বাসন ইত্যাদি তৈরি, বিক্রি করে) বাস ও কর্মশালা ছিল, সেই হেতু অঞ্চলের নাম কাঁসারি পাড়া (চিত্র ২৮ দ্র.)। এই সঙের মিছিলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তারকনাথ প্রামানিক,

কাংস্যবণিক সম্প্রদায়ের প্রতিভূ। বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে বা নিছক হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে চলমান 'সঙ' বেরোত। কুশীলবেরা চরিত্রানুযায়ী সাজগোজ করে গান গাইত, ছড়া কাটত।

১৫১ পালকী গাড়ী—পালকির দুটো ডান্ডা বাদ দিয়ে তলায় চাকা লাগিয়ে, এক ঘোড়ায় টানা এই ছোট, নিচু গাড়ির সৃষ্টি। ব্রাউনলো নামে এক সাহেব ১৮২৭ খ্রি. চালু করেন, তাই এর অপর নাম 'ব্রাউনবেরি'। চিত্র ১০ দ্র.

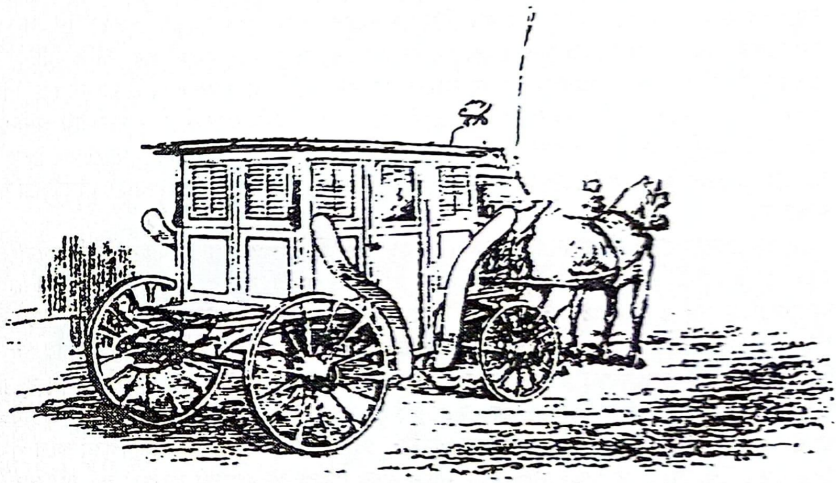

চিত্র ১০ পালকী গাড়ী

১৫২ নবশাক—নবশাখ, নয়টি সৎশূদ্র জলচল সম্প্রদায়ের সমাহার, বারুই, কামার, কুমোর, মালাকর, ময়রা, নাপিত, সদ্‌গোপ, তাঁতি ও তেলি। পরে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি সম্প্রদায়, গন্ধবণিক, কলিতা, কাঁসারি, কান্ত, কুরী, মধুনাপিত, পাতিয়াল, রাজু শাঁখারি, শূদ্র এবং তামলী।

১৫৩ রামমোহন রায়—(১৭৭৪?-১৮৩৩ খ্রি.) রাধানগর গ্রামে জন্ম, পিতা রামকান্ত। পটনায় ফারসি ও আরবি ভাষা শিক্ষা, পনের ষোলো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে প্রচুর ভ্রমণ, পরে পিতার অনুরোধে বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হন। রংপুরের কলেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের দেওয়ান থাকাকালীন একেশ্বরবাদ প্রচার শুরু করেন। কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পর 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মসমাজ' (দ্র. টীকা ৩৩৭)। সহমরণ প্রথা রদ আইনের প্রধান উদ্যোক্তা (দ্র. টীকা ৩৪০)। ইংরাজি শিক্ষার সমর্থক, ১৮২৩ খ্রি. অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর বাদশাহের দূত রূপে 'রাজা' উপাধি সহ লণ্ডন যাত্রা। ১৮৩১ খ্রি.

পৌঁছবার পর বাদশাহের দৌত্যে সফলতা অর্জন করেন, যথেষ্ট সম্মানেরও অধিকারী হন। ব্রিষ্টল শহরে মৃত্যু।

১৫৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.) পিতা দ্বারকানাথ, অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র, প্রথম জীবনে বিলাসী, পিতামহীর মৃত্যুর পর থেকে ঈশ্বরানুসন্ধান। ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪২ খ্রি. ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বৃত হন। খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব থেকে যুবকদের রক্ষার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁকে 'জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক' উপাধি দেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁর উদ্যোগে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে একটি আবেদনপত্রও পাঠানো হয়। ১৮৬৭ খ্রি. ব্রাহ্মরা তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধি দেন।

১৫৫ বিদ্যেসাগর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রি.) পিতা ঠাকুরদাস, ১৮২৯ খ্রি. কলকাতায় এসে একাদিক্রমে বারো বছর সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা। শিক্ষা সংস্কারের কাজ শুরু করেন, ১৮৫১ খ্রি. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। স্কুল বিভাগের সর্বস্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা, সাধু বাংলা গদ্য রীতি সৃষ্টিকর্তা। ১৮৫৪ খ্রি. বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন ও সাফল্য লাভ করেন (দ্র. টীকা ৪১০)। ১৮৫৫-১৮৭৩ খ্রি. বহুবিবাহ নিরোধের জন্য প্রবল সংগ্রাম করেন, কিন্তু সরকারি অনিচ্ছার জন্য আইন প্রণীত হয় নি। স্ত্রীশিক্ষা ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা। দৃঢ়চেতা, তেজস্বী ব্যক্তিত্ব, ১৮৫৮ খ্রি. সরকারি চাকুরি ত্যাগ। শেষ জীবনে প্রায়ই সাঁওতাল পরগনার কারমাটারে বাস করতেন।

১৫৬ কেশব সেন—কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রি.), পিতা প্যারীমোহন। হিন্দু কলেজের ছাত্র, ১৮৫৭ খ্রি. গুডউইল ফ্রেটারনিটি সভা প্রতিষ্ঠা। একই বছরে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। অসাধারণ বাগ্মী। ১৮৬২ খ্রি. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে বৃত হন ও 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর গোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৮৬৬ খ্রি. 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে পৃথক সমাজ গঠন করেন। ১৮৭০ খ্রি. ইংল্যান্ডে গিয়ে নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৭৮ খ্রি. স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবিবাহের রীতি ভঙ্গ করে কুচবিহার রাজপরিবারে কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তাঁর গোষ্ঠীর একাংশ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করে পৃথক হয়ে যায়। কিছুদিন পরে তিনি 'নববিধান' নামে নতুন ধর্মপ্রণালী প্রচলন করেন। বহু ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তিকার লেখক।

১৫৭ শ্বশুরবাড়ী আহার করা—হুতোম এর দ্বারা সেকালে নব্য-প্রচলিত কোন সামাজিক প্রথার কথা বুঝিয়েছেন স্পষ্ট নয়। কারণ, তৎকালে জামাতাদের শ্বশুরবাড়ি আহার এমনকী ঘর-জামাই থাকা যথেষ্টই চালু প্রথা।

১৫৮ বাঁ নাক বেঁধান—সে যুগে নাক বেঁধানো, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গীয় মেয়েদের অবশ্যকর্তব্য ছিল, তা না হলে তাদের 'হাতের জল শুদ্ধ' হত না। বর্তমানে সাধারণত হিন্দু মেয়েরা বাঁ নাক ও মুসলমান মেয়েরা ডান নাক বিঁধিয়ে থাকে। হুতোমের বক্তব্য অনুযায়ী তা হলে একসময় হিন্দু মেয়েরাও ডান নাকই বেঁধাত, বাঁ নাক বেঁধানোর প্রচলন হয় পরে। পুরাতন কয়েকটি দুর্গা প্রতিমায় ডান নাকে নথ অবশ্য দেখা যায়। এখনো পশ্চিমবাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দু কুমারীদের ডান নাকই আগে বেঁধানো হয় পরে বিয়ের সময় বাঁ নাক বিঁধিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে সম্ভবত ডান নাকে যে অলংকার পরা হয় তার নাম বেসর বা বাঁ নাকেরটিকে নথ বলা হয়।

১৫৯ কড়িগণা—কড়ি ছিল অর্থমূল্যের সর্বনিম্ন একক। চার কড়িতে এক গণ্ডা, কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, চার পণে এক আনা, ষোল আনায় টাকা। ১৮৫৮ খ্রি. দেখা যাচ্ছে কড়ি প্রায় লুপ্তির মুখে, "...cowries, are also still partially made use of for fractional payments... but their value

is subject to considerable fluctuation, and they are now nearly superseded by the copper currency."

১৬০ মাকুঠেলা—বস্ত্র বয়ন, তন্তুবায়দের বৃত্তি। কলকাতার আদি বাসিন্দা শেঠ-বসাকরা জাতিতে তন্তুবায়।

১৬১ ভালুকের লোম ব্যাচা—ভালুকের কাঁপুনি দিয়ে 'জ্বর' আসে, কুসংস্কার, ভালুকের লোম মাদুলিতে ধারণ করলে মানুষের জ্বর, বিশেষত পালা জ্বর (Remittent fever) ভাল হয়ে যায়, সেজন্য ভালুকের লোম বিক্রি হত।

১৬২ থরকামান চৈতন্যফক্কা—শিখার চারদিকে একগুচ্ছ চুল রেখে মাথার বাকিটা কামানো।

১৬৩ বেলুন ওড়া—১৮৩৬ খ্রি. রবার্টসন সাহেব বেলুনে চড়ে উড্ডীয়মান হয়ে কলকাতাবাসীকে মুগ্ধ করেন। তিনি চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করতেন এজন্য, এবং যথারীতি ধনী বাবুরা সাহায্য করতেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা (২৬.৩.১৮৩৬ খ্রি.) জানাচ্ছে মুচিখোলা থেকে সাহেব উড়ে অল্পদূরে নেমে পড়ায় কেউ বলছে সাহেবের বেশি চাঁদা লাভ হয়নি বলেই এমন করেছেন, কেউ বলছে এ সব প্রতারণা, কলকাতাবাসীদের অনেক টাকা আছে, তা হস্তগত করবার জন্য সাহেব এই কল করেছেন ইত্যাদি, কিন্তু তার কোনওটাই সত্য নয়। তবে রবার্টসন সাহেবের ইচ্ছা 'গড়ের মাঠ হইতে পুনরায় বেলুন যন্ত্রে ঊর্দ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়।' আরোহীবিহীন বেলুন উড়িয়েও অনেকে আনন্দ করতেন, যেমন, ২৩.১১.১৮৫৪ খ্রি. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কান্দীতে নিজের জমিদারিতে বেলুন ওড়ানোর খবর প্রকাশিত হয়।

১৬৪ ঘোড়ার নাচ—বাজনার তালে ঘোড়াকে নাচতে শেখানো যায়, ঘোড়ার নৃত্যকুশলতার উল্লেখ আছে চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা'-য়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক চরিত্র বলছে তার বন্ধু মেলা থেকে ঘোড়া কিনে আনত, তারপর দুই বন্ধুতে তাকে নাচ শিখিয়ে বেশি দামে বিক্রি করত। তার কথায় 'ঘোড়ার নাচ দু-রকম জমৈতি আর ফনৈতি। জমৈতিতে যে-সব ঘোড়ার তালিম বেশী, তারা বেশী দামে বিক্রী হয়।' হুতোমের আমলে ঘোড়ার নাচ কলকাতায় অন্যতম বিনোদন, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় (২৪.১০.১৮৫০ খ্রি.) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন, "কলিকাতার অক্টরলোনি মনুমেন্টের নিকটস্থ অশ্ব নৃত্যশালা শ্রীযুত হিলর ও জর্ডন সাহেবেরা সর্ব্বসাধারণকে সমাদর পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যে আপনারদের দল সহযোগে (১২) বারো দফা অশ্বের নাট্যক্রিয়া করিবেন, তাহা প্রত্যেক বারে ভিন্ন প্রকার হইবেক, তাঁহারা আগামী জানুআরি মাসে মান্দ্রাজ গমন করিবেন প্রযুক্ত অল্পদিন এখানে থাকিবেন মাত্র। এখানে অল্পদিন বাসের কালে কলিকাতাস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের সাহায্য সমাদর পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন কলিকাতা, ২১, অক্টোবর ১৮৫০ Hillier & Jourdan"

হাটখোলা দত্তবাড়ির যতীন্দ্রমোহন দত্ত, বাড়ির পর্দানশীন মেয়েদের দেখাবার জন্য তাঁদের বাড়ির উঠোনে সম্ভবত এই রকম এক দল কর্তৃক অনুষ্ঠিত ঘোড়ার নাচের কথা শুনিয়েছেন 'বাড়ির উঠানে ঘোড়ার নাচ' শীর্ষক আখ্যানে। দত্তবাড়ির হরিশ্চন্দ্র দত্ত তাঁর নাতি সুরথকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ির উঠোনে দু'দিন ঘোড়ার নাচের অনুষ্ঠান করেন।

১৬৫ বরাখুরে—বরাহের ন্যায় খুর বিশিষ্ট অলক্ষণে গোরু, বিশেষার্থে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৬৬ গোলাপি খিলি—পানের খিলি, কিন্তু হাল্কা নেশা হওয়ার জন্য কোনও লঘু মাদক মশলার সঙ্গে দেওয়া থাকত। 'রঙ' অর্থে ছাড়া গোলাপি বা 'গোলাবী' শব্দটিই ব্যবহৃত হত হাল্কা নেশা বা নেশাগ্রস্ত অবস্থা বোঝাতে, যথা, 'নীরদচন্দ্র রমেশ্বরী টেনে গোলাবীগোচ নেশা কোরে বোসে আছেন....'।

১৬৭ Beggars Bush— *The Beggar's Bush* নামক কমেডি থেকে উদ্ধৃত। খুব সম্ভব ১৬২২ খ্রি. নাটকটি প্রথম অভিনীত হলেও মুদ্রিতাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৪৭ খ্রি.। আখ্যাপত্রে দুজন লেখকের নাম আছে Francis Beaumont (১৫৮৪-১৬১৬ খ্রি.) ও John Fletcher (১৫৭৯-১৬২৫ খ্রি.)। মূল আখ্যাপত্রের প্রতিলিপির জন্য চিত্র ১১ দ্র.। পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞ যেমন E.H.C. Oliphant প্রমুখের ধারণা Philip Massinger (১৫৮৩-১৬৪০ খ্রি.) এই নাটকের অপর লেখক। আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা Fletcher ও Massinger-ই মূল লেখক, Beaumont রচিত কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত দৃশ্য স্থান পেয়েছে মাত্র। ভিক্ষুকদলের বাস্তবানুগ রূপায়ণ ইত্যাদি কারণে নাটকটি প্রশংসিত হয়েছিল।

১৬৮ গুলদার— বুটিদার।

১৬৯ কেরাঞ্চি— 'A kind of ricketty and sordid carriage resembling... the skeleton of an old English hackney-coach of 1800-35 (which no doubt was the model), drawn by wretched ponies... standing for native hire in various parts of the city.' চিত্র ১৩ দ্র.

১৭০ গ্যাল্‌ব্যানিক সক— ইটালির বোলোনা শহরের অধিবাসী Luigi Galvani (১৭৩৭-৯৮ খ্রি.) ছিলেন শারীরতত্ত্ববিদ, গবেষণার সময় লক্ষ্য করেন, সিক্ত অবস্থায়, মৃত ব্যাঙের দেহ লোহা ও তামার সংস্পর্শে এলে পেশী সংকোচন দেখা দেয়। সেই সূত্রে স্থির বিদ্যুতের সংযোগে জৈবিক দেহের আন্দোলন তাঁর আবিষ্কার (১৭৯১ খ্রি.)। তৎকালীন কলকাতায় বাতরোগের চিকিৎসায় 'গ্যালভানিক শক'-এর প্রয়োগ চালু হয়েছে, হুতোমের বর্ণনা থেকে তা জানা যাচ্ছে। ইংল্যান্ডে ওই চিকিৎসা তার আগেই চালু হয়ে গেছে।

১৭১ লালদিকি— লালদিঘি, বর্তমান বি-বা-দী বাগ। সেযুগে লালদিঘি বা Great Tank বলা হত।

১৭২ তেরজুরী— Government Treasury, বর্তমান রাজভবনের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ট্রেজারি বিল্ডিং।

১৭৩ ছোট আদালত— ছোট আদালত অর্থ Small Causes Court, কিন্তু সেযুগে আর্থিক ঋণ সংক্রান্ত নালিশ ও দেউলিয়া ঘোষণার আবেদন বিচার ইত্যাদি যে আদালতের এক্‌তিয়ারভুক্ত তাকেও ছোট আদালত বলা হত। ছোট আদালত ব্যাঙ্কশালে বর্তমান ঠিকানায় যাওয়ার আগে একাধিকবার ঠিকানা পাল্টেছে। Mendes-এর ১৮৪০ খ্রি. Annual Directory-তে বলা হয়েছে ছোট আদালত বা Court of Requests-এর অবস্থান ৯-২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে। ১৮৫৬ খ্রি. তৈরি হেশামের ম্যাপে দেখা যাচ্ছে Insolvency Court-এর অবস্থান বর্তমান হাইকোর্টের উত্তর-পশ্চিম কোণে। Sanders & Cones-এর ১৮৫৮ খ্রি. Annual Directory-তে Calcutta Court of Small Causes-এর ঠিকানা ১৯, চৌরঙ্গি রোড।

১৭৪ নবদ্ধাগমনের বউ—নববধূ + আগমন = নববধ্বাগমন-এর বিকৃত রূপ, স্বামীগৃহে যাত্রী সদ্য বিবাহিতা নববধূর ন্যায়।

১৭৫ গুলির আড্‌ডা—আফিম থেকে প্রস্তুত গুলির ধূমপানের আড্ডা। গুলির আড্ডার মালিককে বলা হত আড্ডাধারী, পয়সার বিনিময়ে যার ঘরে বসে গুলিখোরেরা নেশা করত, নেশার সাজসরঞ্জাম ও গুলি সেই জোগাত। গুলির আড্ডার একটি বর্ণনা, 'একখানি ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে ২০/২৫ জন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের অষ্ট অঙ্গের শিরাগুলি দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকের চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উদ্‌যোগ হইয়াছে। সকলেরই সম্মুখে এক একটি কল্‌সীর কাণার উপর একটী ডাবা হুঁকা। নল্‌চের মাথার দিক্ অর্দ্ধেক আন্দাজ কাটা। তদুপরি এক একটী ভাঙ্গা কল্কের বাঁট। হুঁকায় এক একটী এক-হাত দেড়-হাত আন্দাজ নল লাগান। প্রত্যেকে ধূমপান করিতেছে ও এক একবার শোলা চুষিতেছে; কখন কখন পরস্পরে সোহাগ করিয়া নলের মধ্য দিয়া উজান

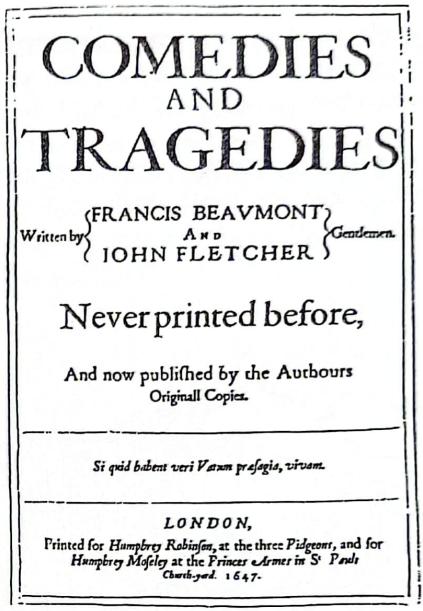

COMEDIES
AND
TRAGEDIES

Written by FRANCIS BEAVMONT AND IOHN FLETCHER Gentlemen.

Never printed before,

And now published by the Authours
Originall Copies.

Si quid habent veri Vatum presagia, vivam.

LONDON,
Printed for *Humphrey Robinson*, at the three *Pidgeons*, and for *Humphrey Moseley* at the *Princes Armes* in S^t *Pauls* Church-yard. 1647.

চিত্র ১১ ১৬৪৭ খ্রি. প্রকাশিত Beavmont ও Fletcher-এর প্রথম ফোলিওর আখ্যাপত্র

চিত্র ১২ স্টেট ক্যারেজ

ফুৎকার পাড়িয়া পরস্পরকে গুলি মারিতেছে এবং সকলে নানারূপ গল্প করিতেছে!' শোলা চোষার কারণ, গুলির ধুমপানের পর মুখ তিতো হয়ে যায়, যার পয়সা আছে সে মিঠাই খেত, বাকিদের জন্য আড্ডাধারী এক বাটি জলে চিনি গুলে তাতে গোটাকতক শোলার টুকরো ভিজিয়ে রাখত, তারা তাই চুষত।

১৭৬ টাপ—ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, নরম্যাণ্ডি ও ওয়েলার বৃহৎ আকৃতির ঘোড়া।

১৭৭ নিমখাসা—ফা° নীম্ = আধা, প্রায়, মাঝারি; মাঝারি ভালো।

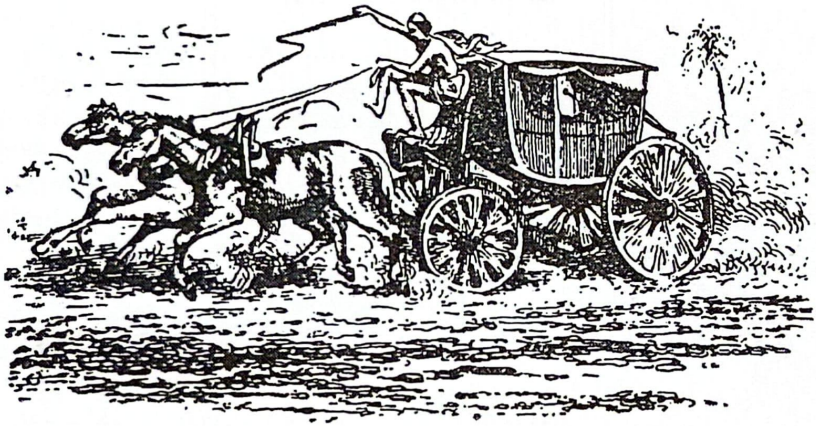

চিত্র ১৩ কেরাঞ্চি

১৭৮ বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষিপুত্তুর—বীরকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে জোড়াসাঁকোবাসী ধনী শিবকৃষ্ণ দাঁ (১৮৩৭-৭৩ খ্রি.), কেবলচাঁদ, গোকুলচন্দ্র দাঁ (টীকা ৫৭৪ দ্র.)। গোকুলচন্দ্র সম্ভবত ১৮৪০ খ্রি. মাসতুতো ভাই হলধর দত্তের পুত্র শিবকৃষ্ণকে দত্তক নেন। কানাইধন দত্ত প্রকৃতপক্ষে শিবকৃষ্ণের শ্যালক কৃষ্ণধন দত্ত, যিনি তাঁর ব্যবসা দেখাশুনা করতেন।

শিবকৃষ্ণ ছিলেন কলকাতায় বারোইয়ারি পূজোর অন্যতম উদ্যোক্তা, "...পূর্ব্বে শান্তিপুর, উলো, গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া ও চুঁচুড়ায় বারোয়ারি পূজার বড়ই ধুম ছিল।... বারোয়ারি লইয়া টকরা-টকরিতে বিলক্ষণ অর্থ ব্যয় হইত। উহা শেষে কলিকাতায় আরম্ভ হয়। যোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁর গদীতে উহার জন্য বড় ধুমধাম হইত। তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার ধনী ও ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে বারোয়ারি বৃত্তি লইয়া পূজা করিতেন।' শিবকৃষ্ণের কয়লাখনি, বড়বাজারে লোহার ব্যবসা ও ইস্ট ইন্ডিয়া ও ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ঠিকাদারি ব্যবসা ছিল। ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। (টীকা ২৭১ দ্র.)

১৭৯ কোম্পানির কাগজ—সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকারপত্র, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব শেষ হওয়ার পরেও পূর্বের মতো কোম্পানির কাগজ বলা হত। চিত্র ২ দ্র.

১৮০ ভাউলে—The *Bhouliya* is a lighter description of the same character of boat [*Bajra, A. N.*], varying in its dimensions from the size of a medium bujra to that of our common dengee, or passage-boat. It is of general utility, and suitable, according to its size and the member of hands you may be pleased to engage for it (from four to eight, or, in the larger kind, even twelve,) for all occasions, from a short suburban trip to an up-country journey;' চিত্র ১৪ দ্র.

১৮১ ইষ্টিকবচ—ইষ্টকবচ, ইষ্টদেবতার নামোদ্দিষ্ট বা ইষ্টমন্ত্র সংকলিত বড় কবচ।

১৮২ কড়া—কড়ি, টীকা ১৫৯ দ্র.

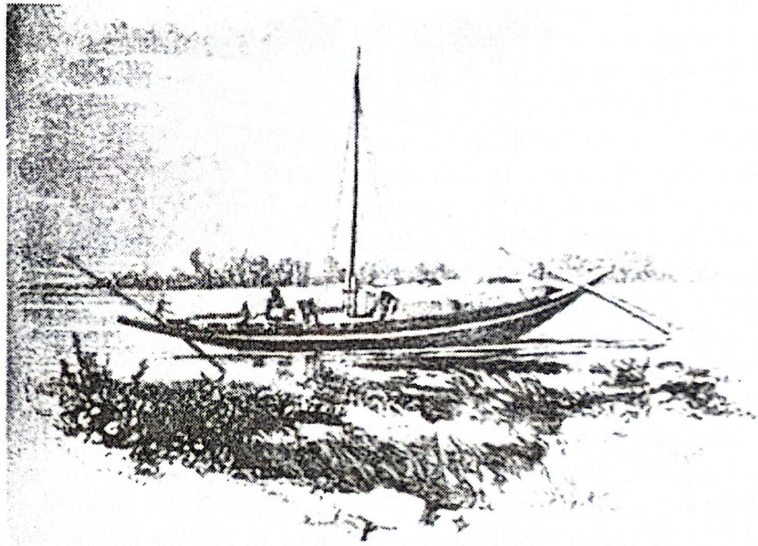

চিত্র ১৪ ভাউলে

১৮৩ বার্ষিক সাদা—বাৎসরিক বৃত্তি বা অর্থসাহায্য আদায়, সাদা = সাধা।

১৮৪ নুড়িঘাটা... বড় মানুষের—'নুড়িঘাটা' পাথুরিয়াঘাটার নামান্তর, 'কায়স্থ বড় মানুষ' বিশেষ করে বলার তাৎপর্য, পাথুরেঘাটাবাসী অন্য ধনী ব্যক্তির সঙ্গে পাঠকরা যেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গুলিয়ে না ফেলেন, পাথুরেঘাটায় ধনী অনেকে থাকলেও মুখ্য 'কায়স্থ' ধনবান একজনই, খেলাৎ চন্দ্র ঘোষ (টীকা ১০০ দ্র.)। হেমেন্দ্র কুমার রায় বলেছেন, ' হুতোম তাঁর নক্সায় নুড়িঘাটার এক জমিদারকে অমর করে রেখেছেন। তাঁর পেটে বোমা মারলেও এ-বি-সি-ডি নির্গত হ'ত না। কিন্তু তিনি যখন জুড়ী গাড়িতে চ'ড়ে বেড়াতে বেরুতেন, তখন লোক দেখানো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে পড়তে যেতেন একখানা উল্টে ধরা ইংরেজী সংবাদপত্র। তথাকথিত নুড়িঘাটার জমিদার এবং পাথুরিয়াঘাটার প্রখ্যাত ধনপতি খিলাতচন্দ্র ঘোষ হচ্ছেন অভিন্ন ব্যক্তি।"

১৮৫ খবর নদারক—খবর রাখে না, খবর দেবে না অর্থে।

১৮৬ এৎলা—আ° ইৎত্লা, বা° এত্তেলা = খবর, সংবাদ।

১৮৭ দাদুনে—যাকে দাদন = অগ্রিম মূল্য দেওয়া হয়েছে।

১৮৮ তিলবুনে, মাছ ছেড়ে—একত্রে ভোজন করা ছাড়া, জন্মতিথিতে পালনীয় অপর আচারগুলি আজ অজানা। এদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, 'জন্মতিথি পূজা... ইহাতে দুগ্ধের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করা, তিল বপন করা ও মৎস্যজীবীর নিকট হইতে জীবিত মৎস্য আনিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া প্রধান অনুষ্ঠান।...দুগ্ধের সহিত গুড় ভোজনের অর্থ এই যে, ভগবান আমায় এক বৎসর যখন বাঁচাইয়া রাখিলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সুখাদ্য ভোজন করি, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য তিলের ন্যায় বংশবৃদ্ধি হউক, আর তৃতীয়টিতে একটি জীবের প্রাণদান করা হইল।...নববস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া পূজান্তে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, বরের ন্যায় চিত্রিত পিঁড়ায় বসিয়া, দিবসে প্রদীপের আলোকে বন্ধুবান্ধব ও সমবয়সীদিগের সহিত একত্র বসিয়া আহার করাটিও দেখিতে অতি সুন্দর।'

১৮৯ বেতরগোছের—ফা° বে+হি° তরহ্ (প্রকার) > বেতর = প্রথাবিরোধী, অশোভন।

১৯০ ষাট বৎসরে—খুব সম্ভব এটি পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী খেলাৎ চন্দ্র ঘোষের প্রতি কটাক্ষ, কারণ, কলকাতায় একমাত্র তাঁরই জন্মতিথিতে অতীব ধুমধাম হত, তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও তা অব্যাহত ছিল। সংবাদ প্রভাকর (৬.১.১৮৫৯ খ্রি.) পত্রিকায় তার খবর, "পাতুরেঘাটা নিবাসী গুণরাশি প্রিয়ভাষী ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয় ২১ পৌষ মঙ্গলবার দিবসে স্বীয় জন্মতিথি পূজা অতি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে পাতুরেঘাটাস্থ তাঁহার সুরম্য ভবনে ঐ দিবস রজনীতে নৃত্যগীতাদিতে যথেষ্ট সমারোহ করিয়া ছিলেন, তদ্বিশেষ এই, যে, প্রথমে 'রোপড্যানসিং' সুন্দররূপ হইয়াছিল তাহাতে নৃত্যকীর নৃত্য অবলোকনে সভাস্থ সকলে মোহিত হইয়াছিলেন, বাটীর সম্মুখে বাঁধা রোষনাই হয়, এতদ্ব্যতীত বিবি এবং বাই নাচ প্রভৃতি প্রমোদকর ব্যাপার হইয়াছিল, এই ব্যাপারে নাগরিক এবং ইতস্তত ইংরাজ এবং বাঙ্গালি প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আহারাদি এবং আমোদ প্রমোদে বিশেষত বাবুর সুপ্রিয়ভাষে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন, প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর খেলৎ বাবুকে দীর্ঘজীবী * * নিরাপদ করুন, তিনি স্বীয় বর্ষ বৃদ্ধি * * উপলক্ষে প্রিয়জন ও সজ্জনদিগ * * এইরূপ বর্ষে বর্ষে আমোদি করি * * থাকুন।"

১৯১ চোহেল—হি° চহল্ = কাদা, পাঁক; নীচ আমোদ, মাতামাতি অর্থে।

১৯২ হালত—অবস্থা।

১৯৩ ঘরপোড়া কাটের হিসাবে—লোকসানের মধ্যেও যে টুকু লাভ করা যায়, ঘর পুড়েছে কিন্তু কিছু পোড়া কাঠ লাভ হয়েছে।

১৯৪ অষ্টমের পেয়াদা—১৮১৯ খ্রি. ৮ নং আইনকেই 'অষ্টম' আইন বলা হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent settlement) করেন, জমিদার নির্দিষ্ট দিন সূর্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারলে সরকার সেই জমিদারি নিলামে বিক্রি করে দেবে। প্রায়শ জমিদাররা খাজনা দিতে না পারায় অনেক জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন '...নামে মাত্র চিরস্থায়ী...চিরস্থায়ী দূরে থাক্ কাহারও জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না।' অষ্টম আইন এই বিপদ থেকে জমিদারদের রক্ষা করে। সরকার যেমন নিজে খাজনা আদায় না করে তার ভার জমিদারের উপর দিয়েছে, তেমনি জমিদার তার জমিদারি পত্তনী দিয়ে খাজনা আদায়ের ভার দিল পত্তনীদারের উপর। অষ্টম আইনে পত্তনীদারের মতো মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার জমিদারের অধিকারের ন্যায় স্বীকৃত হল ফলে জমিদার অনাদায়ী পত্তনী জমিদারি নিলাম করে খাজনার টাকা সরকারকে দিতে লাগল। পত্তনীদার আবার তার অধস্তন কয়েকটি শ্রেণি তৈরি করল, এই ভাবে জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্তী বেশ কয়েকটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়। প্রজাশোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেল, অষ্টম আইন অনুযায়ী খাজনা উশুল করতে আসা পেয়াদারা নির্মম, নির্দয় হত।

১৯৫ ব্রহ্মত্তর—ব্রাহ্মণকে দত্ত খাজনামুক্ত ভূসম্পত্তি, ব্রহ্মোত্তর।

১৯৬ উনানে পা দিয়ে—উনান ভেঙে দেবে অর্থাৎ বাস উঠিয়ে দেবে।

১৯৭ টাকা আদায় কত্তেন—হুতোমের সময়েও মফস্বলে বারোইয়ারি চাঁদা আদায়কারীদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল, এক পত্রলেখক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (২৩-৬-১৮৬২ খ্রি.) জানাচ্ছেন, '...কয়েক দিবস হইল আমি ঐ ত্রিবেণীর নিকটবর্তী গহরপুর ও বাগাটী এই উভয় পল্লিতে বারোএয়ারি পূজার মহান্ আড়ম্বর হইতেছে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম...যাহারা ঔষধাভাবে আজিও জ্বরের (ম্যালেরিয়া মহামারী, টীকা ৭৮ দ্র.) দুর্ম্মোচ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, কোন কোন মহাত্মারা এরূপ লোকের নিকট হইতে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, যদি কেহ উৎপীড়িত হইয়াও অসঙ্গতি প্রযুক্ত অর্থদানে অসক্ত হইল, তাহা হইলে কোন গুণ পুরুষ বলপূর্ব্বক তাহা ঘটী বাটী লইয়া প্রস্থান করিতে[ছে]ন।'

১৯৮ কাপড় কাচার দাম—কৃপণ বাবুর বৈঠকখানায় হুঁকো একটি, নিম্নবর্ণ স্পৃষ্ট হুঁকোয় উচ্চবর্ণ তামাক খাবে না, সেজন্য প্রত্যেক জাতের লোক নিজে নিজের জন্য কলাপাতার নল বানিয়ে তা দিয়ে হুঁকোয় তামাক খেত, তাতে হুঁকো এঁটো হত না। ধোপারা কলাপাতা পুড়িয়ে ক্ষার সংগ্রহ করত কাপড় কাচার জন্য। এই কৃপণ, কলাপাতার এঁটো নলগুলো ধোপাকে দিয়ে পরিবর্তে বিনামূল্যে কাপড় কাচাত।

১৯৯ এ সওয়ায়—এ ছাড়া, এ ব্যতীত।

২০০ দশটাকা সাহায্য কল্লেন—কানা চোখে চশমা ও 'সিংহ' ধরা দুটি গল্পই কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া-কাহিনী'-তে পাওয়া যায়। নদীয়ার উলা-বীরনগরের ব্রাহ্মণরা 'কোনও এক কৃপণ ধনীর নিকট মায়ের পূজার কারণ চাঁদা ভিক্ষা করিতে গমন করেন। বাবুটি বয়সে প্রবীণ, স্থূল কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও অসম্ভব কৃপণ ছিলেন। বাবুটি ব্রাহ্মণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনায় উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন, 'দেখ ঠাকুর বার বার কেন আর ও প্রসঙ্গ আনিতেছ; আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না কারণ দেখিতেই তো পাইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওটা আমার কুষ্ঠীতেই লিখে না," তখন ব্রাহ্মণ অনন্যগতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন "মহাশয় যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতো বোধ হইতেছে না, দেখিতেছি আপনার একটি চক্ষু নাই, যেটি আছে সেটিও ক্ষীণ শক্তি, সেইটির জন্যই পরকলা ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাজে খরচ যদি নাই তবে যে চক্ষুটি একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন সেটিতে পরকলা কেন?" বাবু নিরুত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরথ হইয়া বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় পাইলেন।' উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (দ্র. ৩৪৩ টীকা), অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যিনি কালো চশমা ব্যবহার করতেন, তাঁর কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইতে গিয়ে এক ব্রাহ্মণ নাকি অন্ধ চোখে চশমার অপব্যয় দেখিয়ে সাহায্য আদায় করেন। হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শান্তিপুরের ঘাটে নৌকোয় আছেন খবর পেয়ে উলার ব্রাহ্মণরা মল্লবেশে এক এক গাছি রশি নিয়ে বজরার সামনে 'ব্যাটা সিংহ কোথায়' রবে আস্ফালন শুরু করেন। দেওয়ান বেরিয়ে আসতে প্রধান পাণ্ডা বললেন, মহামায়ার সিংহের পায়ে ব্যথা, কাল রাত্রে তাই মা আদেশ দিয়েছেন তাঁকে আনবার জন্য তোমায় নিয়ে যেতে, এখন সে দায়িত্ব তোমার। গঙ্গাগোবিন্দ হৃষ্টচিত্তে সে বার পূজার সমস্ত ব্যয় ভার নিজে বহন করেন।

২০১ আচাভো, বোম্বাচাক—'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' প্রয়োগও দেখা যায়। আচাভুয়া = অসম্ভব; বোম্বাচক=ভম্ভচক্র, ভম্ভ=ধোঁয়া। অসম্ভব বিষয়ের দুর্বোধ্য রূপ, কিম্ভূতকিমাকার।

২০২ বজরা—'The *Bujra* is a large and commodious, but generally cumbrous and sluggish boat, having more pretensions to comfort than speed; nevertheless it is frequently used for up-country journeys, চিত্র ১৫ দ্র.

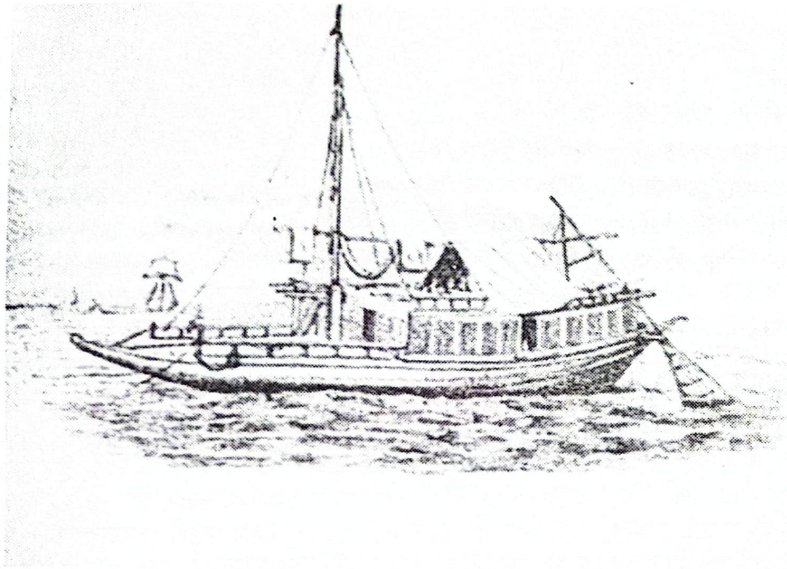

চিত্র ১৫ বজরা

২০৩ পিনেস—'The *Pinnace*, the largest and handsomest is perhaps more frequently a private than a hired boat the property of the planter or merchant. When hired in Calcutta it is, I believe, more used for family pleasure trips, or very short journies, than for any lengthy travel, as its hire is expensive. In size this vessel may vary from twelve to twenty tons burthen, and from forty to fifty feet in length. It is rigged something after the fashion on a schooner; has two rooms, besides bathing closets; carries large sails, and a crew of probably twelve or fifteen men, who of course ply their oars when there is no wind to bring the sails into use.' চিত্র ১৬ দ্র.

২০৪ গুপ্তিপাড়া...ব্যয় হয়—কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের হলেও, হুগলি, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে বারোইয়ারি পূজার সমতূল বিবরণ পাওয়া যায় ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণে, "...দেখিয়াছি, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে, বালী, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, চাতরা, বৈদ্যবাটী, ফরাসডাঙ্গা, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চুঁচুড়া, হুগলি, সাহেবগঞ্জ, বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, গহরপুর, চন্দ্রহাটী, নসরাই, ডুমুরদহ, বলাগড় প্রভৃতি কত গ্রামেই বারোয়ারি পূজার ধূম ছিল। পূর্ব্ব কূলে সুখচর, খড়দহ, আতপুর, মূলাযোড়, ভাটপাড়া, নৈহাটী, গড়িফা, হালিসহর, কাঁচরাপাড়া, সুখসাগর, চাকদহ প্রভৃতি সকল গণ্ডগ্রামই বারোয়ারি পূজার মহোৎসবে উৎফুল্ল হইত।... পূর্ব কূলের শান্তিপুর ও পশ্চিম কূলের গুপ্তিপাড়ায় যেরূপ সকল উৎসবেই ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিত, বারোয়ারি পূজার উৎসবে ততোধিক চলিত।... গুপ্তিপাড়ার বারোয়ারি পূজায় যে বিলক্ষণ ব্যয়ভূষণ ও ধূমধাম হইত, তাহা এখনও ভাগীরথীর দুই ধারে কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু বারোয়ারি

মহোৎসবে পূর্ব্ব কূলের শান্তিপুরও অকুণ্ঠিত ছিল। ব্যয়ভূষণ ও ধূমধামে শান্তিপুর যে গুপ্তিপাড়ার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিত; উভয় গ্রামের জয় পরাজয় যে পর্যায়ক্রমে এদিকে ওদিকে ঢলিত, তাহা আমার পূর্ব্বতন লোকে চক্ষে দেখিয়াছেন, আমি কর্ণে শুনিয়াছি।"

২০৫ কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা—অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে কলকাতার আট বাবু তাদের বাবুয়ানার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিলেন "...হাটখোলা দত্তবংশে খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামতনু দত্ত। শৈশবাবস্থা হইতেই লক্ষ্মীর ক্রোড়ে পালিত হইয়া কি করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। অর্থের সদ্ব্যবহার করা ত দূরের কথা তাহা লইয়া সর্ব্বদাই বাবুয়ানার চরমসীমায় খরচ করিতে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। সেই সময়ের লোকে তাঁহাকে 'বাবু তো বাবু তনু বাবু' বলিয়া সম্বোধন

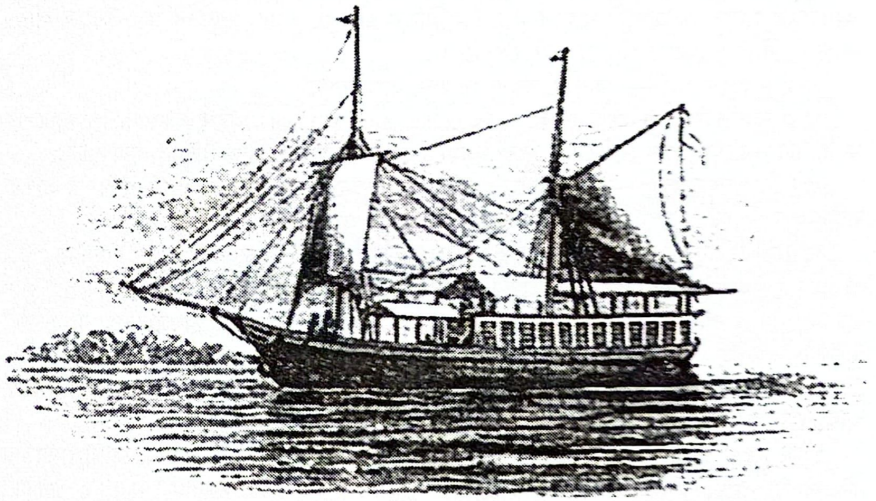

চিত্র ১৬ পিনেস

করিত এবং তাঁহার পরবর্তীকালেও লোকে বাবুয়ানার উপমা দিতে হইলে সর্ব্বদাই তনুবাবুর সম্বন্ধে কোন একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐ সম্বন্ধে মহিমা প্রচার করিত। তিনি প্রত্যহ নূতন নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং ঐ বস্ত্রগুলি ঢাকা হইতে বহুমূল্য ক্রীত ও সুন্দররূপে ধৌত হইয়া আসিত। তাঁহার কোমরে দাগ যাহাতে না পড়ে তজ্জন্য ঐ বস্ত্রের একদিকের পাড় কাটিয়া ফেলা হইত এবং ঐ বস্ত্র একবার পরিত্যাগ করিলে উহা পুনরায় তাঁহার ব্যবহারের উপযুক্ত হইত না। শুনা যায় যে ঐ বস্ত্রগুলি প্রত্যেকটি তৎকালে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইত।"

২০৬ কুকুরের বিয়ের লাকটাকা খরচ—দ্র. ৩১৪ টীকা।

২০৭ যাত্রায় নোট প্যালা—যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দর্শকরা খুশি হয়ে যে দর্শনী বা বখশিস দিতেন, তার নাম প্যালা বা পেলা। সাধারণ জন সিকি, আধুলি, টাকায় দিতেন, বাবু দিতেন নোটে, নোট অর্থ 'নম্বরী নোট' অর্থাৎ একশো টাকা।

২০৮ উঁচু গদি—বৈঠকখানায় অন্যদের বসবার স্থানের থেকে উঁচু, পুরু গদি বাবুর জন্য নির্দিষ্ট, 'বাবু আদুড়গায়ে আড়াই হাত উঁচু গদীর মাঝখানে নীলগিরির ন্যায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন', একই অর্থে হুতোম অন্যত্র ব্যবহার করেছেন। পৃ. ১৫৮ দ্র.

২০৯ বাউরি চুল—মাথার পিছনে ও দুপাশে থাক থাক কাটা ঘাড় পর্যন্ত চুল।

২১০ ফর্‌বা— মুদ্রণপ্রমাদ, হুতোম অন্যত্র পৃ. ৭৮ দ্র. লিখেছেন 'ফররা', একই অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। ফর্‌রা-র অর্থ ফূর্তি, আমোদ ইত্যাদি, উৎস আ° ফরাহ্ = আনন্দ, ফুর্তি, মজা।

২১১ ফৌজদুরী বালাখানা—বর্তমান কলুটোলা স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণি মোড়ের উপর উত্তর-পূর্ব কোণের বাড়ি (চিত্র ২৮) বালাখানা অর্থ উঁচু পাকা বাড়ি, দোতলা দালান; হুগলির ফৌজদাররা একসময় এই বাড়িতে আদালত বসাতেন, সেজন্য নাম ফৌজদারি বালাখানা। বিশ্বকোষে বালাখানা অর্থ দেওয়া হয়েছে ই° barrack, ফৌজদারি বালাখানায় ফৌজদারের সৈন্য প্রহরীরা থাকত। হুতোমের সময়ে ফৌজদারি বালাখানা সভাসমিতির জায়গা, এসব অনুষ্ঠানাদিতে কাজে লাগে এমন জিনিসপত্র ভাড়াও পাওয়া যেত সেখানে।

২১২ ধূপছায়া চেলী—দোরঙা, ময়ূরকণ্ঠী সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ।

২১৩ কলার কপ ও প্লেটওয়ালা—ইং coller, cuff ও pleat। অবনীন্দ্রনাথের শিশুকালের কথা, 'সে সময়ে ফ্যাশান বেরিয়েছে বুকে মড়মড়ে-পেলেট-দেওয়া চোস্ত ইস্তিরি-করা শার্ট...।'

২১৪ ঝাড়ের গেলাপ—আ° গিলাফ্ > গেলাপ = ঢাকনা, ওয়াড়, খোল। যখন ব্যবহারে লাগত না, ধুলোবালি থেকে রক্ষার জন্য ঝাড়লণ্ঠনকে কাপড়ের ওয়াড় পরিয়ে রাখা হত।

২১৫ বংশলোচন—বংশলোচন একপ্রকার অস্বচ্ছ সাদা পদার্থ, বুড়ো বাঁশের গাঁটে জন্মায়, পূর্বে ঔষধি রূপে ব্যবহৃত হত। এই বস্তুর অপর বাংলা নাম 'বংশক্ষীর', ভারতের অন্যত্র 'বাঁশকপূর' বলা হয়ে থাকে। ফারসি নাম 'তবশীর' (tabasheer), সংস্কৃত নাম 'তবক্ষীর'-এর বিকৃত রূপ। 'দাদু যখন আস্ত বাঁশ ফালি করেন তখন মাঝে মধ্যে বংশলোচন পাওয়া যায়— সাদা একটা চকচকে বস্তু, হৃদ্‌রোগের মহৌষধ।' কচি বাঁশে বংশলোচন জন্মানো, নিচু বংশে বিখ্যাত, প্রতাপশালীর জন্ম, ব্যঙ্গার্থে।

২১৬ নবো মুনসী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি—মুন্‌সী > মুনসি = আরবি, ফারসি ভাষার শিক্ষক বা পণ্ডিত, নবকৃষ্ণ দেব গভর্নর ড্রেকের মুনসি ছিলেন, পরে 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব পান, সুতরাং নবো মুনসি যে নবকৃষ্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি কি কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ অথবা ব্যাপকার্থে 'অতি সাধারণ শ্রেণী'কে বুঝিয়েছে? বিশেষত চলতি কথায় যখন 'পুঁটে তেলি'র অর্থ অতি সাধারণ, হেঁজি পেঁজি লোক এবং সেই অর্থে হুতোম পরেও ব্যবহার করেছেন পৃ. ৬৬, ৮৮ দ্র. কিন্তু বাঙলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবকৃষ্ণ দেবের সমসাময়িক দুই ব্যক্তি প্রকৃতই ছিলেন, যাঁরা জাতে বেনে এবং তিলি, দুজনেই দুটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে নকু ধর ও কান্ত নন্দী।

নবো মুনসি— রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩?— ১৭৯৭ খ্রি.) প্রকৃত পদবি কুণ্ডু। আরবি, ফারসি ও ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসি ভাষার শিক্ষক। সিরাজউদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করার যে ষড়যন্ত্র হয় তার সকল লেখাপড়া তাঁর দ্বারাই হয়েছিল। তারপর গভর্নর ড্রেকের মুনসি ও ক্রমে পররাষ্ট্র সচিব হন এবং ইংরাজ-ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। সিরাজের মৃত্যুর পর তিনি মীরজাফর, আমীরবেগ, রামচাঁদ রায়ের সঙ্গে নবাবি গুপ্ত ধনাগার থেকে আট কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। ইংরাজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ লর্ড

ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে ১৭৬৬ খ্রি. 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও ছয়হাজারি মনসবদারি পদ পান। ১৭৭৬ খ্রি. হেস্টিংস তাঁকে সুতানুটির তালুকদারি দেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ও কবিগানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ছিরে বেণে— কলকাতার পোস্তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ওরফে নকু ধর। ক্লাইভ ও হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, নবকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের ইনিই পরিচয় করিয়ে দেন। মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজদের নয় লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় (১১.১২.১৮৪৯ খ্রি.) তাঁর উত্থানের এক বিবরণ দিয়েছেন। 'নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী যিনি এতদ্দেশে ব্রিটিস গভর্নমেন্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন, প্রথম সময়ে ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহাবল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে ২ গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে আসিল, নকুধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ঐ গোরা বহুদিন নকুধরের বাটীতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকুধর ইংরেজি ভাষার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরেজিতে ইংরেজেরা নকুধরকে দোভাষী করিলেন, কোন ইংরেজ দুই প্রহর রাত্রিতে টাকা চাহিয়াছেন নকুধর দিয়াছেন, নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে ব্রিটিস গভর্নমেন্টকে স্থাপিত করেন।' এই কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ অবশ্য নেই।

পুঁটে তেলি— কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু (১৭২০?—১৭৯৪ খ্রি.) পিতা রাধাকৃষ্ণ, অতি সামান্য অবস্থা থেকে উত্থান। কোম্পানির চাকরিতে ঢুকে ক্রমে ১৭৫৪ খ্রি. ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান হন এবং ১৭৬৪ খ্রি. হেস্টিংসের ইংল্যান্ডে প্রস্থান পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। এ ছাড়া লবণ, রেশম কাপড়ের ব্যবসা সহ কয়েকটি লাভজনক জমিদারিরও মালিক ছিলেন। বাংলায় কোম্পানি রাজত্ব বিস্তারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

২১৭ কৃষ্ণচন্দ্র— কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-৮২ খ্রি.) নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা, পিতা রঘুরাম। তিপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন, বাদশাহ শাহ্ আলম কর্তৃক 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত হন। সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত, তাঁর রাজসভায় বহু পণ্ডিত, কবি, নৃত্যগীত শিল্পী পোষিত হতেন, তার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্র স্বনামে বিখ্যাত। সাধক কবি রামপ্রসাদও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু, হিন্দু সনাতন আচার ও বিভিন্ন পূজাপার্বণের পুনঃপ্রবর্তক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

২১৮ রাজবল্লভ— রাজবল্লভ সেন (গুপ্ত) (১৬৯৮-১৭৬৩ খ্রি.) পিতা দুর্লভরাম। বলদারণীয়া— ঢাকার জমিদার, জাতে বৈদ্য। আলীবর্দ্দী খাঁ-র জামাতা নোয়াজিস খাঁ-র অধীনে সরকারি চাকুরি। নোয়াজিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা ঘসেটি বেগমের দেওয়ান হন। সিরাজ ঘসেটির ধনরত্ন হস্তগত করার ইচ্ছায় রাজবল্লভকে আটক করেন কিন্তু তার পূর্বেই পুত্র কৃষ্ণবল্লভ কলকাতায় পালিয়ে এসে ইংরাজের আশ্রয় নেন। কোম্পানির প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় লর্ড ক্লাইভকে সাহায্য করেন। 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। মীরজাফরের সময় সুবে বাংলার দেওয়ানি পদ লাভ করেন, মীরকাশিমের রাজত্বকালে বিহারের শাসনকর্তা হন কিন্তু মীরকাশিম তিনি ইংরাজপক্ষীয় বলে তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করেন। রাজবল্লভ সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসমাজপতি রূপে গণ্য হতেন, তিনি পূর্বাঞ্চলের বৈদ্যদের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার ও অল্পবয়স্ক বিধবাদের পুনর্বিবাহ চালু করতে চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হন।

২১৯ মানসিংহ—রাজা মানসিংহ (?-১৬১৪ খ্রি.) পিতা অম্বরের রাজা ভগবানদাস। আকবরের হাজারী মনসবদার, সুদক্ষ সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ। মেবারের রানা প্রতাপকে পরাজিত করেন। বাঙলা ও বিহারে মুঘল আধিপত্য বিস্তার করেন। ভগবানদাসের মৃত্যুর পর অম্বরের রাজা হন।

২২০ জগৎশেঠ—কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, আঠারো শতকের প্রথম ভাগে মুর্শিদাবাদে ফতেচাঁদ নামে এক জৈন শ্রেষ্ঠী দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক বংশানুক্রমিক 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত হন। এই বংশের আদি পুরুষ হীরানন্দ সতেরো শতকের শেষভাগে রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসা করে অর্থশালী হন এবং বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করেন। তাঁর সাত পুত্রের কনিষ্ঠ মানিকচাঁদ ঢাকা কুঠি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ ও মুর্শিদাবাদে গদি স্থাপন করেন। ক্রমে বাঙলা সুবার কোষাধ্যক্ষ হন। ১৭২২ খ্রি. তাঁর মৃত্যু হলে দত্তক পুত্র ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী হন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর আস্থাভাজন মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ নবাব হন। সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে যাঁরা আলীবর্দীকে নবাব করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। তাঁর মৃত্যুর পর পৌত্র মহাতাবচাঁদ জগৎশেঠ হন। সিরাজকে অপসারণের ষড়যন্ত্রে তিনি ইংরাজদের সহযোগিতা করেন, মীরজাফরের পতনেও তাঁর সহায়তা ছিল। তারপর মীরকাশিম নবাবি লাভ করলে মহাতাবচাঁদ তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেননি তার কারণ মীরকাশিমের ইংরাজ-বিরোধিতা। ইংরাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ করার জন্য মীরকাশিম তাঁকে মুঙ্গের দুর্গে বন্দি করে রাখেন। পরে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীরকাশিম যখন মুঙ্গের ত্যাগ করে যান তখন মীরকাশিমের আদেশে অন্যান্য বন্দির সঙ্গে মহাতাবচাঁদকেও গঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। জগৎশেঠ পরিবারের ধনদৌলত ছিল কিংবদন্তী বিশেষ। মহাতাবচাঁদের মৃত্যুর পর থেকে ধীরে ধীরে জগৎশেঠ পরিবার হতগৌরব হতে থাকে।

২২১ ফুল আকড়াই—ফুল আখড়াইয়ের প্রকৃত নাম আখড়াই, পরিবর্তিত রূপ হাফ আখড়াইয়ের উদ্ভবের পর ফুল আখড়াই আখ্যা পায়। আখড়াই গান যৌথভাবে সাধারণত দশ-বারো জন গায়ক মিলে গাইতেন। ঈশ্বর গুপ্ত আখড়াই গানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'সর্ব্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখ্‌ড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ বৎসরের ন্যূন নহে...', অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে আখড়াইয়ের জন্ম। প্রাথমিক এর দুটি অংশ ছিল খেউড় ও প্রভাতী, বাদ্যযন্ত্র নামে মাত্র, সুর টপ্পার অনুসারী। গানের কথা ও বিষয়, বিশেষত খেউড়ে, অশ্লীল ও কদর্য। ক্রমে সুরে ও যন্ত্রানুষঙ্গে বৈচিত্র্য আসে, গানের তিনটি অংশ হয় ভবানী বিষয়ক, খেউড় ও প্রভাতী, গানের কথাও রুচিসম্মত হয়। আখড়াই গানে উত্তরপ্রত্যুত্তর ছিল না, দুই দলে লড়াই, যে পক্ষের সুর ও গাওনা ভাল হত তারাই বিজয়ী হতেন। প্রখ্যাত গায়ক ও গীতিকার রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু আখড়াই গানের সংস্কার করে প্রকৃত সংগীতরসিকের উপভোগ্য রূপ দেন ও শখের আখড়া স্থাপন করে সংগীত শিক্ষা দেন। তাঁর মাতুল কুলুইচন্দ্র সেনও উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সাহায্য করেন। নিধুবাবুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত যেমন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, গরানহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক, শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষ প্রভৃতিরা শখের আখড়াই গানের দল করেছিলেন। যাঁরা নিজেদের বাড়িতে আসর বসিয়ে, অর্থসাহায্য করে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা নবকৃষ্ণ দেব, রাজা গোপীমোহন দেব, গোপীমোহন ঠাকুর প্রভৃতি। ১৮৩২ খ্রি. নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু কর্তৃক হাফ আখড়াইয়ের উদ্ভবের ফলে ধীরে ধীরে আখড়াই গান লুপ্ত হয়ে যায়। হাফ আখড়াইয়ের জন্য দ্র. ২৮৩ টীকা।

২২২ গোখুরী, ঝকমারি ও পক্ষির দল—ফুর্তিবাজ নেশাখোরদের, যাদের অনেকেই নৃত্যগীত পটু, বিভিন্ন নামের দল। গোখুরী, অথবা গুখুরি, ঝকমারি অপেক্ষা পক্ষীর দল ছিল বেশি

খ্যাতিমান। মদ এরা পছন্দ করত না, মূলত গাঁজা, তা ছাড়া গুলি, আফিমেরই আদর ছিল বেশি। এদের ছড়াই ছিল, 'দেবের দুর্ল্লভ দুগ্ধ ছানা, তা না হলে গুলি রোচে না, কচুঘেচুর কর্ম্ম না রে যাদু। শুঁড়ির দোকানে গিয়া, ট্যাক টাক ফেলে দিয়া, ঢুক করে মেরে দিলে শুধু।' পক্ষীর দলের দুটি প্রধান আড্ডা ছিল, শোভাবাজারের জয় মিত্রের বাড়ির উত্তরদিকে, পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নিমতলার রামনারায়ণ মিশ্র, দ্বিতীয়টি বাগবাজারে (দ্র. কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, 69, পাঠভেদ), পৃষ্ঠপোষক শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দ্র. ৩৩০ টীকা)। অনাথকৃষ্ণ দেব হুতোমের মতো শিবচন্দ্র ঠাকুর (মুখোপাধ্যায়)-কে পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন এবং জানিয়েছেন তিনি রাজা নবকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ছিলেন। শোভাবাজারের আড্ডার দলপতি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক নিধুবাবু। পক্ষীর দলের সদস্যরা নেশা করার পারঙ্গমতার ভিত্তিতে এক একটি পাখির নাম পেত এবং সেই পাখির ডাক, চালচলন অনুকরণ করত। 'একবার এক ভদ্রসন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া কাঠঠোক্‌রার পদ পাইল। কয়েকদিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না। অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অম্‌নি সে "কড়ড়্‌ঠক" করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুকরাইয়া দিল।' ১৮৩১ খ্রি. দেখা যাচ্ছে পক্ষীর দল তত দিনে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

২২৩ রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল—এই নামগুলি ছিরে বেনে, পুঁটে তেলির মতো (দ্র. টীকা ২১৬) ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষ কি না সন্দেহ হতে পারে। হুতোমের স্বীকৃতি অনুযায়ী অন্তত দুটি নাম নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও ব্যক্তির (দ্র. টীকা ১২)। এই পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীলের 'নাম' ব্যতীত তাদের শনাক্ত করার দ্বিতীয় কোনও সূত্র হুতোম দেন নি। হুতোম প্রদত্ত ব্যঙ্গনামগুলির সাধারণত মূল পদবি অবিকৃত থাকে ও একই সঙ্গে দুটি নাম বলায় মনে হয় তারা পরস্পরের সমসাময়িক এবং হয়তো বা ঘনিষ্ঠ। সে সময়ে মল্লিক এবং শীল পদবিধারী পরস্পরের পরিচিত যে দুই ব্যক্তির নাম কাগজপত্রে পাওয়া যায় তাঁরা হলেন হলধর মল্লিক এবং মতি শীল।

রামা মুদ্দফরাস— একজন প্রকৃত রামা মুর্দাফরাস ছিলেন, মারা যান ১৮৩৭ খ্রি. নাগাদ, নিমতলা শ্মশানে শবদাহ করে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা উপার্জন করে রেখে যেতে পেরেছিলেন। ইনিই হুতোম উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি না বলা শক্ত।

কেষ্টা বাগদী— শোনা যায়, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের এক নাতির গায়ের রং ঘোর কালো ছিল বলে তাঁকে লোকে 'বাগদি রাজা' বলত। শোভাবাজার রাজ পরিবারে ছোটো তরফের সকলের নাম— কৃষ্ণ দেব, মধ্যপদ 'কৃষ্ণ'-এর অপভ্রংশ 'কেষ্টা', তবে তাতেই প্রমাণ হয় না হুতোম-উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তিনিই।

পেঁচো মল্লিক— হলধর মল্লিক, সে যুগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম, মতিলাল শীলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, সামাজিক উন্নতির জন্য দুজনে একত্রে কাজও করেছেন।

ছুঁচো শীল— মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪ খ্রি.) নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে চরম দুরবস্থায় পড়েন। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়মে জিনিস সরবরাহ ও পরে শিশিবোতল ও কর্কের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ক্রমে তিনি দশ-বারটি ইংরাজ কোম্পানির মুৎসুদ্দি এবং তিনটি বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ হন। পরে নিজে আমদানি রপ্তানি শুরু করে বারো-তেরটি জাহাজ কেনেন। একাধিক জমিদারির মালিক। অতিথিশালা, ঠাকুরবাড়ি, অবৈতনিক স্কুল, কলকাতার মেডিকেল কলেজ প্রভৃতির জন্য তাঁর দান প্রচুর।

২২৪ রামবাজার—আপজন সাহেবের কলকাতার ম্যাপে (১৭৯২-৯৩ খ্রি.) রামবাজার এলাকার অবস্থান দেখানো আছে বর্তমান রবীন্দ্র সরণি বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলের উত্তর-পশ্চিম দিকে, হরিনাথ দেওয়ান স্ট্রিটের কাছে। চিত্র ২৮ দ্র.

২২৫ চক ও সাঁকো—অনুমান, চক (শোভা) বাজার বা (বাগ) বাজার দুইয়ের একটি। হাফ আখড়াই দল দু'এলাকারই ছিল। সাঁকো বলা বাহুল্য জোড়াসাঁকো।

২২৬ পূজুরী দাদাঠাকুরের—সম্ভবত হরু ঠাকুরের (টীকা ৩২৫ দ্র.) প্রতি কটাক্ষ। পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি (দীর্ঘাঙ্গী) বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ, কবিওয়ালাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেম বলে সকলে ডাকত 'ঠাকুর'। তাঁর প্রতি রুষ্ট নীলমণি পাটনী মতান্তরে রাম বসুর উক্তি স্মরণীয়,

'তুমি, এই হরু কি সেই হরি ঠাকুর?—
যাঁর শ্রীপাদপদ্ম শিরে ধরে উদ্ধার হ'ল গয়াসুর।
বটে, ব্রাহ্মণ আর শালগ্রাম উভয়ে অভিন্,
কিন্তু বায়াত্তুরে পেয়ে ঠাকুর হয়েছ অচিন্,
তোমার চক্করে লেগেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতিক্ষীণ,
ঠাকুর, বাঁচবে না আর বেশি দিন।'

দরিদ্র পরিবারে জন্ম, 'হরুঠাকুরের পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ি প্রতিবাসিদিগের মধ্যে বিশেষ এক জন গণ্য ও মান্য ছিলেন না। কিন্তু সৎকর্ম্ম করিয়া সদাচার দ্বারা সামান্যরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন।' হরু ঠাকুরের বাল্যকালে লেখাপড়া বিশেষ এগোয়নি, বাবার মৃত্যুর পর অর্থ উপার্জনের কোনও পন্থা না থাকায় বিশেষ অর্থকষ্টে পড়েন, প্রথমে 'সৌখীন' বা অপেশাদাররূপে গাওনা শুরু করলেও পরে রাজা নবকৃষ্ণের বৃত্তি ভোগী হন। তাঁর আনুকূল্যে যথেষ্ট অর্থশালী হয়ে নিজ বাড়ি, বিষয়াদি করতে পেরেছিলেন।

২২৭ ইয়ারের টেক্কা—টেক্কা বা Ace, ইয়ার এখানে কুচরিত্র বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত, তার দলের সেরা।

২২৮ চিড়িয়ার গোলাম—চিড়িতনের গোলাম, Jack of Club, অল্পমূল্য বা মূল্যহীন, বেশ্যার বংশবদ ব্যক্তিত্বহীন অর্থে।

২২৯ তাল-দোরস্ত—সঠিক তালে গাইতে বা বাজাতে সক্ষম, তালজ্ঞান আছে।

২৩০ কলাপাতের এঁটো নল—টীকা ১৯৮ দ্র.

২৩১ ফির্নি—চালের গুঁড়ো, দুধ, চিনি সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন।

২৩২ মেটো—অজ্ঞাত।

২৩৩ জিক্কুর টপ্পা—জিক্কু নামক টপ্পাকারের পরিচয় অজ্ঞাত।

২৩৪ হরিবাসর—দ্বাদশী তিথির প্রথম পাদ।

২৩৫ রাধাষ্টমী—চান্দ্র ভাদ্রের শুক্লাষ্টমী।

২৩৬ উত্থানে ও শয়নে—উত্থান একাদশী, চান্দ্র কার্তিক শুক্লা একাদশী; শয়ন একাদশী, চান্দ্র আষাঢ় শুক্লা একাদশী।

২৩৭ নিজ্জলা—নির্জলা উপবাস।

২৩৮ সারবর্ন্ সাহেব—Sherburne সাহেবের স্কুল ছিল জোড়াসাঁকোয়। ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে (বাড়িটি বর্তমানে লুপ্ত, তার জায়গায় আছে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, ২২৮, রবীন্দ্র সরণি) পরে বৌবাজারে উঠে যায়। ১৮০০-১৮০১ খ্রি. নাগাদ এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচলিত ধারণা, তাঁর বাবা ছিলেন ইংরাজ ও মা, যমুনা নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণের দৌহিত্র বলে পরিচয় দিতেন, হিন্দু গুরুমশায়দের মতো ছাত্রদের থেকে পূজাবার্ষিকও নিতেন। তাঁর স্কুলে প্রধানত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরাই পড়ত, তাঁর ছাত্রদের অনেকেই, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিরা উত্তরজীবনে ধনাঢ্য ও যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁরা শিক্ষককে আজীবন মাসোহারা বা বাৎসরিক বৃত্তি দিয়ে গেছেন।

২৩৯ রামজামা—লম্বা ঝুলের ঢিলে জামা।

২৪০ আফোতের তামাম—আ° আফৎ = বিপদ, তমাম্ = শেষ, বিপদের শেষ, বিপদ কাটানো।

২৪১ ফয়তা দেন—আ° ফাতিহা = মৃত মুসলমানের আত্মার কল্যাণার্থ ভোজ্যাদি দানসহ প্রার্থনা বিশেষ।

'মানী লোকের রাখবা মান,
গোরিব লোককে কর্‌বা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।'

২৪২ বারইয়ারের নামে তসবি পড়েন—ইসলাম ধর্মের, মূলত শি'য়া সম্প্রদায়ের হাসান, হুসেন, জয়েন-উল-আবিদীন, মুহম্মদ বাকির, আলি ইবন মুসা-উর-রিজা, আলি নখি, হাসান-অল-আসকারী, মাহদী প্রমুখ বারোজন ইমামের নাম জপ করা, আ° তসবিহ্ > তসবি = জপমালা।

২৪৩ বুজরুকি—ফা° বুজূর্গী = বিজ্ঞ আচরণ, প্রাজ্ঞতা।

২৪৪ এনসাফ্—আ° ইন্‌সাফ্ = সুবিচার, ন্যায় বিচার।

২৪৫ শোভান্তরী—বাহবা, সাবাস।

২৪৬ বেদব্যাস—কথকতার আসরে কথক বা পাঠক যে উঁচু বেদিতে বসে পাঠ করেন, তাকে বলে 'ব্যাসাসন'। 'চার-পাঁচটি জোড়া চৌকিতে স্থাপিত হয়েছে ব্যাসাসন; যিনি পাঠক তিনিই সাময়িকভাবে বেদব্যাস।'

২৪৭ বৃষোৎসর্গের ষাঁড়—হিন্দুমতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে একটি ষাঁড়কে কিনে, মৃতজনের প্রেতত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। (টীকা ৪৯৫ দ্র.)।

২৪৮ কাশিরাম খুড়ো—কাশীরাম দাস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমান জেলার সিঙ্গী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত মহাভারত বাঙালির ঘরে ঘরে সুপরিচিত। সম্ভবত আদি, সভা, বন পর্ব শেষে বিরাট পর্বের কতকাংশ রচনার পর তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর মহাভারতের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথমেই।

২৪৯ গদাধর শিরোমণি—বেদিতে বসে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদির আখ্যায়িকা, গীত সংযুক্ত পাঠ ও ব্যাখার নাম কথকতা। গদাধর শিরোমণি কথকতার সৃষ্টিকর্তা, তৎকালে এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। সঠিক সাল তারিখ জানা যায় না, তবে অনুমান তাঁর সময়কাল ১৭৬০ খ্রি. পূর্বে নয়। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে তাঁর বাস ছিল, তিনি বর্ধমান রাজবাড়ির শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন, কথকতা করে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছেন। রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা হয় তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্য, তাঁরা সকলেই প্রায় তাঁর রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করতেন। কথকতার 'সাট' হচ্ছে ব্যাখ্যার ধরন ও বিশেষ বর্ণনাংশ, গুরুর কাছে শিখে শিষ্যরা লিখে রাখতেন।

২৫০ রামধন তর্কবাগীশ—কুশদহ নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত রামরাম তর্কালঙ্কারের পৌত্র, চতুষ্পাঠীর খ্যাতনামা অধ্যাপক ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। গদাধর শিরোমণি-পরবর্তী কালের সব থেকে প্রসিদ্ধ কথক। গদাধর ও রামধনকে, উনিশ শতকে প্রচলিত কথকতা রীতির প্রবর্তক বলা হয়। '...ভাগবত থেকে কথকতার জন্য নির্দিষ্ট আখ্যান বাছা ও লেখা এবং সেই কাহিনীর মাঝে মাঝে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট গানের বিন্যাসের রীতি রামধনের হাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল।' রামধনকে 'কথকশিরোমণি' বলা হত, সংগীতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য'-এ তাঁর উল্লেখ আছে।

২৫১ হলধর পঞ্চানন—বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

২৫২ শ্রীধর—শ্রীধর ভট্টাচার্য (কথক) (১৮১৬-? খ্রি.) হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ায় জন্ম, পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। যৌবনে পাঁচালি ও কবি গাইতেন, পরে

কথকতা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কথকতার গুরু বহরমপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্য। শ্রীধর নিজে সংগীতজ্ঞ ও বিখ্যাত গীতিকার, তাঁর রচিত টপ্পা, শ্যামা ও কৃষ্ণ বিষয়ক গান প্রসিদ্ধ। তিনি নিধুবাবুর সমসাময়িক, তাঁর রচিত অনেক গান নিধুবাবুর নামে চলে আসছে।

২৫৩ **মজুরা**—ফা° মুজরা, অর্থের বিনিময়ে গায়ক বাদকদের অনুষ্ঠান।

২৫৪ **ব্যাস বধ**—অর্থ যথেচ্ছ কল্পনায় কথকের দ্বারা পুরাণকাহিনীর বিপর্যয় ঘটানো। কথক বা পাঠক যে আসনে বসে পাঠ-ব্যাখ্যা করেন তার নাম ব্যাসাসন (টীকা ২৪৬ দ্র.) স্বকল্পিত ব্যাখ্যায় এই আসনের অমর্যাদা ব্যাস বধ।

২৫৫ **ডাক্‌ওয়ালা**—প্রতিমার ডাকের সাজ সরবরাহকারী।

২৫৬ **বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারত**—বর্ধমানের মহারাজা মহ্‌তাব চন্দ্‌ মহ্‌তাব ১৮৫৮ খ্রি. বেতনভোগী বিশ জনেরও বেশি পণ্ডিত ও প্রায় সমসংখ্যক সহকারী পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত অনুবাদ শুরু করান। অনুবাদিত বাঙলা মহাভারত পর্বে পর্বে প্রকাশিত হতে থাকে, প্রথম প্রকাশিত হয় আদিপর্ব, তার আখ্যাপত্র:

শ্রীমহাভারতং।
শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিতং।
আদিপর্ব্ব।
শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌ চন্দ বাহাদুর
স্যাজ্ঞয়া ব্যয়েন চ
বর্দ্ধমান
সত্যপ্রকাশ যন্ত্রেণ মুদ্রিতম্‌।
শ্রীতারকনাথতত্ত্বরত্ন গোপালধন চূড়ামণি রামতনুতর্কসিদ্ধান্তৈঃ আশুতোষ শিরোরত্ন
প্রভৃতি—
বুধগণৈরপি পরিশোধিতঞ্চ।
শকাব্দাঃ ১৭৮৪।

১৮৭৯ খ্রি. মহ্‌তাব চন্দের মৃত্যুর আগে শান্তিপর্ব পর্যন্ত মুদ্রিত হয়, বাকি পর্বগুলির মুদ্রণ শেষ হয় তাঁর পোষ্যপুত্র আফ্‌তাব চন্দের আমলে, ১৮৮৪ খ্রি.।

২৫৭ **ডেমার্টিন**—Day and Martin-এর তৈরি জুতোর কালো কালি, সেকালে প্রতি বোতলের দাম ৮/৯ আনা।

২৫৮ **কালিদাস**—কালিদাস খুব সম্ভব গুপ্তযুগের কবি, তাঁর উল্লেখ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২ খ্রি.)-র আইহোলি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। তাঁর নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত থাকলেও পণ্ডিতদের মতে অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব মহাকাব্য এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার খণ্ডকাব্যকেই নিঃসন্দেহে তাঁর রচনা বলা চলে। লোকোত্তর প্রতিভার জন্য কালিদাস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলে স্বীকৃত। কিংবদন্তী, কালিদাস প্রমুখ নয় জন পণ্ডিতগুণীদের দ্বারা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত হত এবং তাদের 'নবরত্ন' বলা হত। রাজা বিক্রমাদিত্য সম্ভবত গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩৭৫-৪১৫ খ্রি.)।

২৫৯ **ঘটকর্পর**—ঘটকর্পর বা ঘটখর্পর বিখ্যাত ঘটকর্পর কাব্যের রচয়িতা, নবরত্নের অন্যতম। অনেকের ধারণা ঘটকর্পর নাট্যকার ভাসের নামান্তর।

২৬০ **বরাহ, মিহির**—বরাহমিহির একই ব্যক্তি, অথবা পিতা বরাহ ও পুত্র মিহির তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। নবরত্নের অন্যতম।

২৬১ **অগ্রদানী**—পতিত ব্রাহ্মণ, যাঁরা শ্রাদ্ধকার্যে প্রেতের উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডদানাদি গ্রহণ করেন, এঁরা যাজন কিংবা শাস্ত্রাদি অধ্যাপনায় অনধিকারী।

২৬২ সালের সামলা—শালের চ্যাপটাকৃতি জড়ানো মস্তকাবরণ, শামলা।

২৬৩ ঝাঁপটা—অলংকার বিশেষ, মাথার অর্ধেক থেকে একদিকের কপালে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিত্র ১৭ দ্র.

২৬৪ ফিরিঙ্গি খোঁপা—'...চুলেতে চুলেতে একটা বিনুনি (বেণী) করে তাতে নানা রকম ফিতে জরি দিয়ে ঘুরিয়ে একটা চাকার মত করে পিছনে বাঁধত। তাতে সজারুর কাঁটা, পরে লোহার কাঁটা দিয়ে আটকে রাখত, তাকে বলতো ফিরিঙ্গী খোঁপা'। (চিত্র ১৮ দ্র.)।

২৬৫ বেহদ্দ = বে—ফা০ নঞর্থক উপসর্গ+আ০ হদ্= সীমা>সীমাহীন, মাত্রাতিরিক্ত।

২৬৬ টালার নিলেম—Tulloh & Co.-নিলাম ঘর, ঠিকানা ১ ও ২, ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, বর্তমান বি-বা-দী বাগ। চিত্র ২৮ দ্র.।

২৬৭ ব্রহ্মসভা—ব্রাহ্মসমাজের আদিকালে 'ব্রাহ্ম' অপেক্ষা 'ব্রহ্ম' শব্দটি সাধারণে অধিকতর প্রচলিত ছিল, তাই সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'ব্রহ্মসভা' 'ব্রহ্মসমাজ' ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২৯ খ্রি. সম্পাদিত ব্রাহ্মসমাজের জমি কেনার কোবালা পত্রেও 'ব্রহ্মসমাজের নিমিত্তে' বলা আছে (দ্র. ৩৩৭ টীকা)।

২৬৮ অসৈরণ...মরি—অসৈরণ অর্থ রীতিবহির্ভূত আচার ব্যবহার, তা সহ্য করতে না পারায় শিকায় ঝুলচে।

২৬৯ পিচের ইষ্টিক—Peach কাঠে তৈরি ছড়ি।

২৭০ হাইল্যান্ডের গোরা—স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার্স।

২৭১ বারোইয়ারি...ক্রেষ্ট—শিবকৃষ্ণ দাঁ-র প্রতিমার সাজসজ্জার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 'সে সময় কলকাতায় একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁর বাড়ী, ভোজন করেন কুমারটুলী অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী, আর রাত্রি জেগে নাচ দেখেন স'বাজারের রাজবাড়ীতে। শিবকৃষ্ণ দাঁর মত অমন পরিপাটী ঠাকুর সাজান আর কোথাও হ'ত না...'। ব্রিটিশ সাজসজ্জার অনুকরণে unicorn ও royal crest যুক্ত দেবীপ্রতিমা তখনকার চালু ফ্যাশন। চিত্র ১৯ দ্র.।

২৭২ হামরাও—ফা০ হমরাহ্=স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজকর্মে, বৃহৎ ব্যাপারে সহায়তা করা।

২৭৩ অর্ণা—অরণ্য>অরণ্যা>অর্ণা? বুনো বা বুনো জন্তুর ন্যায় বিশাল আকৃতি। Pargiter অর্ণী শব্দের চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত অর্থ দিয়েছেন বুনো মহিষ।

২৭৪ আগাতোলা মণ্ডা—যে মণ্ডাকে নৈবেদ্যের চূড়ায় বসানো হয়, আগমণ্ডাও বলা হত। কুমারটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়ির নৈবেদ্য-আড়ম্বরের খ্যাতি ছিল (টীকা ২৭১ দ্র.), মহাষ্টমীর মহানৈবেদ্যের চূড়ায় যে মণ্ডটি বসানো হত, তার ওজন ১০/১২ সেরের কম হতো না।

২৭৫ সহরের রাজা...দলস্থ—সে যুগের কলকাতায় দলাদলি ছিল হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সামাজিক প্রতিপত্তির শিখরে ওঠার লক্ষণ ছিল দলপতি হওয়া, ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই দলপতি হতেন, তাঁদের কাজ ছিল দলের সদস্যবৃদ্ধি, জাতপাতের বিচার, অপর দলের সামাজিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও সকলপ্রকার সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অনুমতি দান। প্রয়োজনানুযায়ী শাস্ত্রের বিধান দেওয়ার জন্য একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও তাঁরা পুষতেন। দু'ধরনের দল ছিল, একই জাতের দল, মিশ্রিত জাতের দল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি দল ছিল, মদনমোহন দত্তের দল ও কৃষ্ণচরণ মিত্রের দল। ক্রমশ দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে, ১৮২০ থেকে ১৮৫০ খ্রি. মধ্যে কলকাতায় অন্তত পাঁচটি বড় দল ছিল, দলপতিরা ছিলেন, রাজা রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দে, ঠাকুর পরিবার, বিশ্বনাথ মতিলাল ও কালীনাথ মুন্সী। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় (২৪.৯.১৮৩১ খ্রি.) 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে উদ্ধৃত সংবাদে জানা যাচ্ছে দলাদলির খবর প্রকাশ করার জন্য দলবৃত্তান্ত পত্রিকা প্রকাশিত হবে, আদি দলপতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভিন্ন তথ্যও আছে, '...দলবৃত্তান্ত পত্রে কেবল দলাদলির সম্বাদ

JHAPTA.

[HEAD ORNAMENT].

No. J. 22.

Fine Jhapta set Brilliant diamonds and fine Pearl strings.
From Rs. 2,000 to Rs. 3,000.

Mixed Rubies or Emeralds and Brilliant diamonds and fine Pearl strings
From Rs. 1,000 to Rs. 2,000.

Mixed Rubies or Emeralds, Roses and Pearls strings.
From Rs. 400 to Rs. 800.

চিত্র ১৭ ঝাঁপটা

চিত্র ১৮ ফিরিঙ্গি খোঁপা

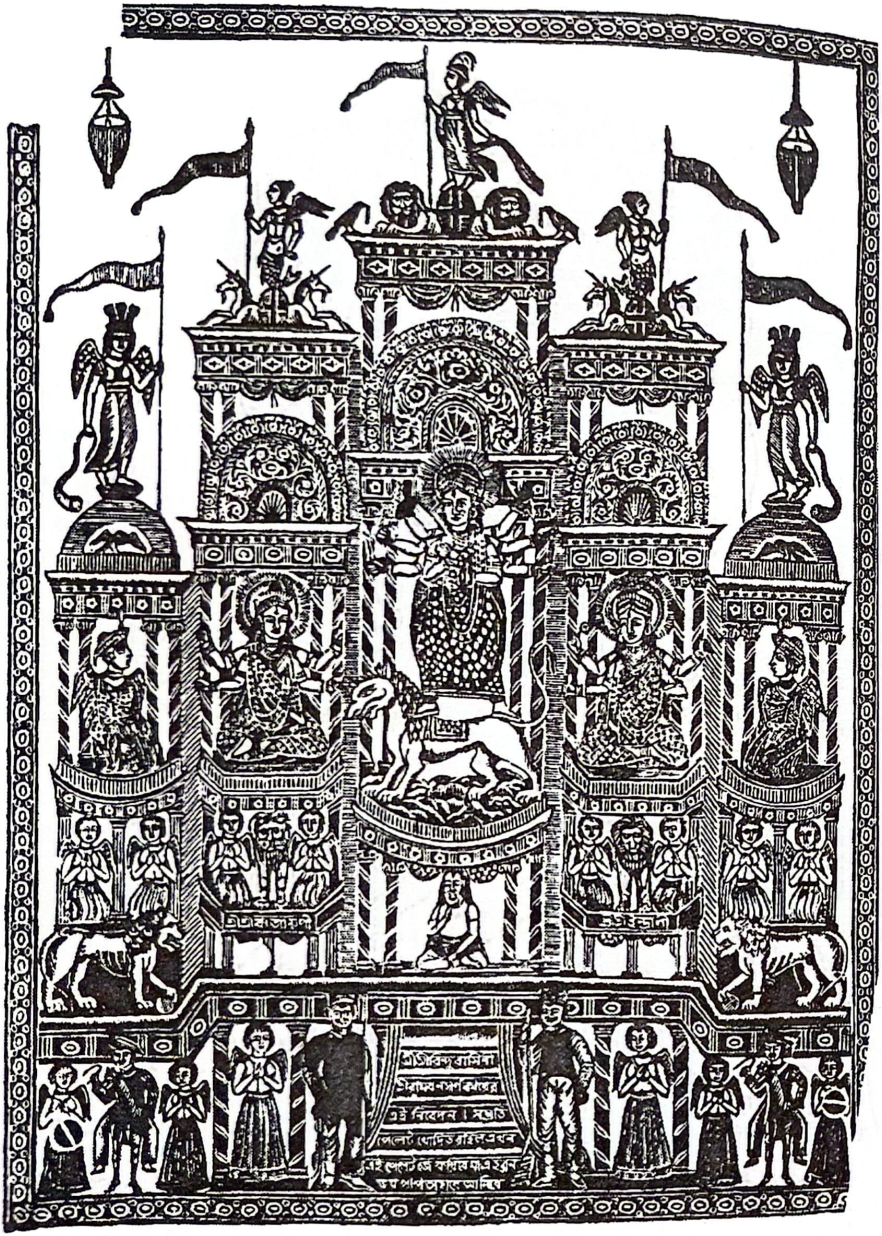

চিত্র ১৯ কাঠখোদাই ছবি 'শ্রীশ্রীবিন্দুবাসিনী', অলংকরণে বিলিতি পরী, ইউনিকর্ন ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষণীয়।

সর্বদাই প্রকাশ হইবে... এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে ২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের স্ব ২ জাতীয়েরও বিশেষ ২ দল আছে। অপর নবশাক ভিন্ন সুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয় এ একটা বৃহদ্ব্যাপার বটে...।' হুতোম রাজা বলতে বুঝিয়েছেন শোভাবাজারের রাজাদের, সিংগি = জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, দে = আশুতোষ দে ওরফে ছাতুবাবু, মিত্র সম্ভবত দর্জিপাড়ার মিত্র পরিবার ও দত্ত = হাটখোলার দত্ত পরিবার। ঊনবিংশ শতকের 'দলাদলির ট্র্যাডিশন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কলকাতার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থরাই ছিলেন দলাদলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মুষ্টিমেয় কয়েকটি সমাজপতি পরিবারের হাতে ছিল দলাদলি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।'

২৭৬ **বেদলে**—বে+দলীয়, দলবহির্ভূত বা অন্যদলের।

২৭৭ **নিমতলার শকুনি**—নিমতলা শ্মশানঘাটের শকুনির মতো। আজকের দিনে কলকাতার শ্মশানঘাটগুলিতে শকুনির উপস্থিতি গল্পকথা, কিন্তু সে সময়ে নিমতলায় 'ইট্‌পাটকেল ও মড়ার হাড় চারিদিকে ছড়ান থাকিত এবং অনেক শকুনি, হাড়গিলে আশেপাশে বসিয়া থাকিত। অসাবধানে চলিলে পায়ে মড়ার হাড় ফুটিয়া যাইত।... তখন কাঠ, বাঁশ দিয়া মড়া খানিক পোড়ান হইত, বাকিটা শকুনি খাইত।' কোলসওয়ার্দি গ্রান্টের (Rural Life in Bengal, ১৮৬০ খ্রি.) বইয়ের ১২ পৃষ্ঠায় নিমতলা শ্মশানে শকুনি বসে থাকার ছবি আছে।

২৭৮ **রেও**—বা রেয়ো, বিনা নিমন্ত্রণে আগমনকারী, রবাহুত।

২৭৯ **ভাট**—রাজা এবং তাঁর বংশের গুণকীর্তন করা ছিল ভাটদের কাজ। উনিশ শতকের কলকাতাতে এই পেশা অনেকের ছিল, সাধারণত নিম্নবিত্ত ব্রাহ্মণরাই ভাট হতেন, অন্যতম পদবি 'ভট্ট'। 'তখনকার দিনে প্রত্যেক সমারোহ ব্যাপারেও ভাট আসিয়া উপস্থিত হইত। ভাট আসিয়া প্রত্যেক বংশের নাম, দোষগুণ বর্ণনা করিত অর্থাৎ কুলজি আওড়াইত। লোকে ভয়ে ভয়ে ভাটকে সন্তুষ্ট করিত এবং ভালো রকম দক্ষিণা দিত।' সমসাময়িক এক ভাটের বর্ণনা,'... গা খোলা, সুধু পা, কাঁধে দুছট্ ফেলা, হাড় পেকে দুশমন চেহারার রিপুকরের বেশে মাথায় পাগড়ী ও এসে 'বাবুর বোলবোলা হোগ্' বোলে উপস্থিত।...ও মশয় ভট্টের সদ্দার এঁর ভয়ে লোকের বাড়ী বিবাহ শ্রাদ্ধশান্তি হওয়া ভার, এঁর জন্যে আগে মুড়িটী রাখ তবে কোপ কর, কিছু না দিলে ইনি ছড়া কেটে, গাঁগা কোরে, শাপ দিয়ে সহর ফাটিয়ে বেড়ান।... ভাটেদের গুণের মধ্যে তাঁরা বাবুর নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় আগমনি গেয়ে তাঁকে সদ্যঃ স্বর্গে তোলেন, অথচ বাবু নেশা ও রাঁড়েতে ডুবে আছেন।'

২৮০ **চরস্**—ভাঙ্ বা সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস একই গাছের (Cannabis Sativa, *Linn*, Indian Hemp) নানা রকম উৎপাদন। চরস '...is the concreted resinous exudation from the leaves, slender stems, and flowers... It is eaten in a sweetmeat, or smoked like ganja.'

২৮১ **মিটে...ইরানী**—তামাকের রকমারি, অম্বুরি ও ইরানি সুগন্ধি তামাক।

২৮২ **অন্তঃশিলে**—অন্তঃসলিলা, লুকোনো, গোপন।

২৮৩ **হাফ আকড়াই**—(ফুল) আখড়াই থেকে হাফ আখড়াইয়ের সৃষ্টি হয় ১৮৩২ খ্রি., সৃষ্টিকর্তা মোহনচাঁদ বসু। উদ্ভব প্রায় আকস্মিক, মোহনচাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁর দল বাগবাজারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর কবিযুদ্ধ (সখের দাঁড়া কবি) হয়, বাগবাজারের জয় হলে তাঁর এক খুল্লতাত বড়াই করে আগামীবার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গান শোনাবার প্রতিশ্রুতি দেন। মোহনচাঁদের সঙ্গে পরামর্শের পর ঠিক হয় যে আখড়াই এখন করা শক্ত, তাছাড়া সে গানের ধরন পুরনো। নতুন গান আখড়াইয়ের মতো রাগরাগিণী নির্ভর হবে, কিন্তু তার মতো ওস্তাদি জটিলতা থাকবে না। দাঁড়া

কবি থেকে অনেক উন্নত ধরনের গান হবে অথচ কবির মতো উত্তর প্রত্যুত্তরও চলবে, মূল গায়কের সঙ্গে থাকবে দোহার দল। পরিকল্পনা মতো এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাফ আখড়াইয়ের আবির্ভাব।

হাফ আখড়াইতে তিন ভাগে গান হত, ঠাকরুণ বিষয় বা ভবানী বিষয় বা সারদা বিষয়— দেবীর স্তুতি, বিরহ বা সখীসংবাদ— কৃষ্ণরাধা প্রেমবিষয়ক, তারপর খেউড়। প্রত্যেক ভাগের তিনটি বিভাগ 'চিতেন', 'মহড়া' ও 'অন্তরা'। উত্তর প্রত্যুত্তর শুরু হতো দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বিরহ বা সখীসংবাদ থেকে, সময় সময় বিরহ ও খেউড় দুবার পালটা গাওয়া হত।

গানের নমুনার জন্য ২২.১১.১৮৫৪ খ্রি. 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তার কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এক হাফ আখড়াই লড়াইয়ের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করা যায়, এক পক্ষ বাগবাজার অপর পক্ষ জোড়াসাঁকো। বাগবাজার সখীসংবাদের পালটা মহড়ায় গাইল:

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কোরে আমরা ত্যজি প্রাণ।

এ সময়, দীন দয়াময়, ধর রূপ মনোময়, ভবের ভরসা তুমি হরি, তব রূপ ধ্যানে মরি, প্রাণান্তে পদপ্রান্তে, দিও স্থান ॥' ইত্যাদি

জোড়াসাঁকোর উতোর:

'তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা রবে না, খেদে খেদে ত্যজনা ত্যজনা পরাণ।

ব্রজধাম, সুখধাম, নিত্যধাম জাননা।

তোমরা অবলা কুলবালা, হইওনা উতলা, সময়ে শ্রীচরণে পাবে স্থান ॥' ইত্যাদি

বাগবাজার খেউড়ের মহড়ায় গাইলো:

'কেন ওরে প্রাণ, প্রাণরে হয়েছে এমন।

কি ভাবেতে ঢল ঢল, কি রসেতে টলটল, তায়, খল খল হাস কি আভাষ', ইত্যাদি

চিতেন

'এসেছি আশাতে পেয়ে দুখ।

সদয় হও, একবার কথা কও, প্রাণরে তুলে বিধুমুখ ॥' ইত্যাদি

জোড়াসাঁকোর উতোর:

মহড়া।

'মাগ বলে আমায়, একি দায়, সুপাদ গোছালে।

মস্তরাম বাবাজী হয়ে, আমার চাও কর্ত্তে বিয়ে, তোমার সোহাগিনী বোন্ ফেলে ॥'

চিতেন

'ঢল ঢল, টল টল, খল হাস।

ছল ছল, কেন চক্ষে জল, শুন তার আভাষ ॥' ইত্যাদি

২৮৪ মোচোং—'মোচঙ্গ-যন্ত্র বিশুদ্ধ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং দেখিতে কতকাংশে ত্রিশূলের অগ্রভাগের ন্যায়। ইহার মধ্যভাগে একখানি পাত্‌লা সরু লোহার পাত সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটি বাম হস্তের সাহায্যে দন্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা উক্ত লোহার পাতে আঘাত দিয়া বাজাইতে হয়... যদিচ এই যন্ত্রের সন্তোষজনক ধ্বনি-মাধুর্য্য নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আভ্যন্তরিক ঐকতানিকা সহযোগে বাদিত হইলে এক প্রকার শুনিতে মন্দ লাগে না।' এর ইং নাম Jew's harp।

২৮৫ সাজ বাজা—ঐকতান বাদন, concert।

২৮৬ প্রোক্লেমেসনের উপলক্ষে বাজি—সিপাহি বিদ্রোহের পর রানী ভিক্টোরিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, সেই ঘোষণাপত্র বা proclamation বিজ্ঞাপিত হয়

১.১১.১৮৫৮ খ্রি.। এই উপলক্ষে রাজধানী কলকাতায় বিশেষ সমারোহ হয় যার অন্যতম অঙ্গ ছিল বাজি পোড়ানো। অনুষ্ঠানটি সফল হয়নি, বাজির আলোকচ্ছটা অপেক্ষা ধোঁয়াই বেশি হয়েছিল, 'দিল্লির পতন', 'রানী ভিক্টোরিয়া' ও 'মনুমেন্ট' প্রভৃতি যা যা বাজিতে দেখাবার কথা ছিল, তা দর্শককে হতাশ করে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২.১২.১৮৫৮ খ্রি.) বিফলতার জন্য প্রবল সমালোচনা করে 'The Fireworks— Lieutenant Pearson's farce in three acts has in acting turned out a miserable failure... The sight of a pile of bamboos burning is one too common in Bengal to have much delighted the expectant spectators. The seige of Delhi as represented pyrotechnically on the maidan suggested remembrances of the terrible reality only by presenting a contrast in its wretched mildness...The Queen did not at all appear, on foot or on horseback. The rockets were just sufficient in number to make the ordnance bills passable. The monument promised well at the beginning, but immediately after shrouded itself in a thick volume of smoke.

The failure would not have called for notice if it had been miserable without being expensive. The twenty thousand rupees in cash and the sum we do not know represented by arsenal stores and gunpowder which have been expended on the occasion form an item not to be despised...We believe it is in the power of Government to call to account the authors of this disappointment...'।

২৮৭ গোঁড়া—উগ্র সমর্থক।

২৮৮ রিভিউয়ের সোল্‌জার—পরিদর্শিত হওয়ার জন্য সমবেত সৈন্য।

২৮৯ সুত্ ঠাণ্ডাই—দই, ঘোল, চাঁপাকলা প্রভৃতি শরীর শীতলকারী, শ্লেষ্মাবর্ধক দ্রব্য ভোজন 'সুত করা' নামে প্রচলিত ছিল। ঠাণ্ডাই সরবৎ, বিশেষার্থে ভাঙ মিশ্রিত ঘোলের সরবৎ, একই নামে এখনও উত্তর ভারতে চালু।

২৯০ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী—'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ' গঙ্গার মর্ত্যে আগমন বিষয়ক তাঁর মহিমাব্যঞ্জক কাব্য, কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাব্যে কবি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

'নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতি পতি
গোষ্ঠীপতি পতি যারে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম
মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে ॥
খড়দহ কুলে সার বশিষ্ঠ তুলনা যাঁর
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরানী।

* * *

তাঁহার তনয় দীন শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ
যার দারা হরিপ্রিয়া সতী।

* * *

নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার
কথা শুনি ভাবিতে লাগিলা ॥'

পাঁচালিরূপে 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' গাইবার উল্লেখ পাওয়া যায় রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে, '...গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বোধ হয় অন্নদামঙ্গলের ঠিক্ পরেই রচিত। এই গ্রন্থ তত উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন নহে, কিন্তু ইহা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ এবং মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামর মন্দিরা সহযোগে সঙ্গীত হইয়া থাকে।' সুকুমার সেনের মতে গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী-র রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষ কুড়ি বছর। ১৮১৬ খ্রি. এর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

২৯১ মনিগোঁসাই—বা মুনিগোঁসাই, বৃদ্ধ মুনির রূপসজ্জায় সে যুগের যাত্রার অবশ্য-উপস্থিত চরিত্র, মূল আখ্যানের বিরতিতে দেখা দিত হাস্যরস পরিবেশনের জন্য, একপ্রকার সঙ।

২৯২ মানুষ মেলে—মারলে > মেলে।

২৯৩ হরিণবাড়ি—কারাগার অর্থে ব্যবহৃত। টেরিটি বাজার সংলগ্ন অঞ্চলের নাম ছিল হরিণবাড়ি, এখনও সেখানে হরিণবাড়ি লেন নামে রাস্তা আছে, তার অবস্থান টেরিটি বাজারের উত্তর-পূর্ব দিকে। হরিণবাড়ি নামটি পুরনো কারণ ১৭৮৪-৮৫ খ্রি. কলকাতার ম্যাপে একই রাস্তাকে 'ওল্ড হরিণবাড়ি লেন' নামে দেখানো আছে। এখানে কোনো কারাগারের অস্তিত্ব কোনো সময় ছিল কি না জানা যায় না, তবে অন্তত ১৮৩০ খ্রি. পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ চৌহদ্দির মধ্যে, মোটামুটি স্কুল অফ্ ট্রপিকাল মেডিসিন-এর জায়গায় ছিল Petty Court Jail, যার প্রমাণ লটারি কমিটির কলকাতার ম্যাপ। এমন কি ১৮৪০ খ্রি. ডিরেক্টরিতে মেডিকেল কলেজের ঠিকানা, পেটি কোর্ট জেল, পটলডাঙা। হরিণবাড়ি অঞ্চলের বিস্তৃতি এতদূর ছিল বলে মনে হয় না, হয়তো প্রথমে এই জেল হরিণবাড়িতে ছিল পরে পটলডাঙায় স্থানান্তরিত হয়। যাই হোক, হুতোমের সময় হরিণবাড়ি বলতে বোঝানো হত Grand Jail-কে, যার অবস্থান ছিল বর্তমান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পূর্বদিক লাগোয়া। চিত্র ২৮ দ্র.

২৯৪ গ্রান্ যুড়ি—ই° Grand Jury, তৎকালীন বিচারব্যবস্থায় গ্র্যাণ্ড জুরিদের ভূমিকা সম্পর্কে টেকচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'পূর্ব্বে বড় আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা বৎসরে তিন ২ মাস অন্তর হইত, এক্ষণে কিছু ঘন ২ হইয়া থাকে। ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে তথায় দুই প্রকার জুরি মকরর হয়, প্রথমতঃ গ্রাঞ্জুরি— যাহারা পুলিস চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইন্ডাইটমেন্ট করে, তাহা বিচারযোগ্য কি না, বিবেচনা করিয়া আদালতকে জানান— দ্বিতীয়তঃ পেটিজুরী, যাহারা গ্রাঞ্জুরির বিবেচনা অনুসারে বিচারযোগ্য মোকদ্দমা জজের সহিত বিচার করিয়া আসামীদিগকে দোষী বা নির্দোষ করেন। এক ২ সেশনে অর্থাৎ ফৌজদারী আদালতে ২৪ জন গ্রাঞ্জুরি মকরর হয়, যে সকল লোকের দুইলক্ষ টাকার বিষয় বা যাহারা সৌদাগরি কর্ম্ম করে, তাহারাই গ্রাঞ্জুরি হইতে পারে।'

২৯৫ পাকি হয়ে...পড়ে মরা—এইসব ঘটনা খুব দুর্লভ ছিল না, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (২৩.৬.১৮৬২) একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, '...গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ এই কলিকাতার কলুটোলা নিবাসী একটী ভদ্রলোক বেশ্যালয়ে মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া উপপত্নীর সহিত ছাদের উপর নৃত্য করিতে ছিলেন, নৃত্য করিতে করিতে তাহার উপপত্নী তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল তুমি আমাকে কেমন ভালবাস দেখি? তুমি যদি এই ছাদ হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িতে পার তবে আমি তোমার চিরকালের দাসী হইয়া থাকিব। বাবুজি একে মদে মত্ত আনন্দের পরিসীমা নাই, তাঁহাতে আবার উপপত্নীর সহাস্য আস্যে সুমধুর প্রণয়বাণী, ইহাতে কি স্থির থাকিতে পারেন, বাবুজি তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িলেন। বাবুজির মস্তকাস্থি প্রায় ভগ্ন হইয়াছে, হস্ত পদাতিতে ক্ষত এবং অস্থিতে চোট লাগিয়াছে, জীবন সংশয়। চিকিৎসার্থে হস্পিটালে আনীত হইয়াছে।... কস্যচিৎ মেডিকেল কালেজ ছাত্রস্য।'

২৯৬ প্রতিমের নকল সিঙ্গি—টেকচাঁদ ঠাকুরের (টীকা ৪৪৫, ৬৬১ দ্র.) 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' বইতে এই গল্পটি আছে। 'আর এক ভক্ত মাতালের কথা বড় অদ্ভুত। সেই

মাতালের নাম— সিংহ। তাঁহার বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বসিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন— অরে বেটা সিংহ! তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্তা স্বয়ং সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে বলিলেন, মহাশয় ওখানে কেন— মহাশয় ওখানে কেন? কর্তার নেশা ছুটিয়াছিল, সে স্থান হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন— কর্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন?' টেকচাঁদ নাম না বললেও প্রচলিত গল্প জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের কোনও কর্তা নাকি এই কাহিনীর নায়ক।

২৯৭ ঢাকিরে মার সঙ্গে বিসর্জন—সংক্ষিপ্তাকারে কারুর নামোল্লেখ না করে এই গল্প 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-এ বলা হয়েছে। বিস্তারিত আকারে জানিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের একজন...'বাবু জয় মিত্তিরের (টীকা ৫৬৩ দ্র.) গল্পটা বলি। উনি ছিলেন আমার শ্বশুরমশায় কেদার মিত্রের পিতামহ। সেবার বাবু জয় মিত্র মহাশয়ের বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে— বাবু চলেছেন পুরোভাগে। ঢাকী ঢুলিরাও চলেছে বাজাতে বাজাতে। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে দুটো বড় বড় নৌকো নেওয়া হল। একটায় উঠলেন বাবু, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে, অন্যটায় ঢাকীঢুলি, বাজনদার, পাইক বরকন্দাজ ইত্যাদিরা উঠল। বিসর্জনের বাজনা বাজছে, মিত্রমশায়ের নেশাও তুঙ্গে উঠেছে। দুটো নৌকোর মাঝখানে প্রতিমা ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝ গঙ্গায় গিয়ে নৌকো দুটো জোড় ভেঙ্গে দূরে সরে গেল, প্রতিমাও ঝুপ করে জলে পড়ল। বিসর্জনের বাজনা আরো জোরে বাজতে লাগল। এমন সময় মিত্তিরমশায় হেঁকে উঠলেন— "ওরে ব্যাটারা, তোরা এখনও নৌকোয় দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছিস্— মা যে কৈলাসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন— মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে খেয়াল নেই? যা যা যা— মার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আয় ব্যাটারা—।" সাঙ্গপাঙ্গরা বাবুর মন রাখতে ঢাকীদের নৌকো দিলে উল্টে। বেচারা ঢাকীর দল ঢাক সমেত জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে পাড়ে গিয়ে উঠল।'

২৯৮ মদন আগুন...ঐ বিদেশী—গোপাল উড়ে-র (টীকা ৫৭৫ দ্র.) বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালায় বিদ্যার উক্তি। যে সংকলন থেকে গানটির পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে এর রচয়িতা হিসাবে নাম আছে শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের, তা সত্য হতে পারে কারণ গোপাল উড়ে স্বয়ং গান রচনা করতে পারতেন না।

'তাল আড়খেমটা।
মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ করলে কিগুণ এ বিদেশী।
ইচ্ছে করে উহার করে প্রাণ সঁপে কি হইগো দাসী ॥
বিষম কটাক্ষ বাণে অস্থির করিল প্রাণে,
আর না ধৈরজ মানে, হয়েছে তায় মন উদাসী ॥'

২৯৯ স্টড্‌ব্রেড—ই° stud bred, প্রজননের জন্য বিশেষভাবে পালিত পশুর (stud) বাচ্চা, এস্থলে বেজন্মা বোঝাতে ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ শব্দ 'কুলীনপুত্র'।

৩০০ কেষ্ট ল্যাও—প্রায় একই গল্প আছে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' বইতে, 'পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে— ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন,— এক ২ বার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠলেন, চোক্ খুলে চারিদিকে ফেল্ ২ করিয়া দেখ্‌তে ২ যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন— শ্যালারা! সারা রাত কেবল মালিনীর গান শুনায়ে হাড়ে নাড়ে জ্বলিয়েছিস্— কৃষ্ণ বাহির কর— যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তোবেটাদের থামে বেঁধে মার্‌ব। কৃষ্ণ বাহির করিবার গোল হইতে হইতে সূর্য উদয় হইয়া পড়িল। নিকটস্থ দুই এক ব্যক্তি বলিল, কৃষ্ণ এ সময় গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন— এখন কৃষ্ণ কোথা পাওয়া যাবে?'

৩০১ বেনেটোলার গোস্বামী—নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী, ৫৭নং বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে 'সোনার গৌরাঙ্গ ঠাকুরবাড়ি' নামক মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকারক। নিত্যানন্দ বংশীয়, পিতা গোলোক। 'বিদ্যারত্ন' উপাধিধারী। অনেক ধনী সুবর্ণবণিক শিষ্য ছিল, সুবর্ণবণিক জাতির বৈশ্যত্বের সমর্থনে বক্তৃতাও করতেন। হুতোমের সমসাময়িক কারণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ১২৭৪ সনের গ্রাহক তালিকায় তাঁর নাম আছে।

৩০২ বার্ সিমলে—বার সিমলে বা বাহির সিমলা/শিমলার যথার্থ অবস্থিতি এক কথায় বোঝানো শক্ত। ডঃ দেবাশিস বসু, সংক্ষিপ্তাকারে সমস্যাটি বলেছেন, 'বাহির শিমলা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শিমলার অন্তর্ভুক্ত।... আপজনের মানচিত্রে বর্তমান রাজাবাজার-গড়পার অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'Dhee Bahar Simlah' নামে। শকের মানচিত্রে অঞ্চলটি সরে গেছে বর্তমান নীরদবিহারী মল্লিক রোড ও বিবেকানন্দ রোডের মাঝে। হেশ্যামের ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে আবার বাহির শিমলা চলে গেছে দক্ষিণে, বিবেকানন্দ রোড ও নারকেলডাঙা মেন রোডের মধ্যে।... উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এবার আবার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্বধারের একটি অঞ্চল বাহির শিমলা নামে অভিহিত হতে লাগল।... পি. এম. বাগচির... ডাইরেক্টরিতে মানিকতলা এলাকার ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন লেনকে যেমন 'বাহির শিমলা' বলা হয়েছে, তেমনি সেই একই নামে অভিহিত করা হয়েছে *[কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট অঞ্চলের অ. না.]* গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, শিবনারায়ণ দাস লেনকেও। শেষোক্ত রাস্তার ১৯ নম্বর বাড়িতে তখন রয়েছে 'বাহির শিমলা ইনফ্যান্ট স্কুল'। কাজেই সত্যিই যে অঞ্চলটি বাহির শিমলা নামে পরিচিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কি করে সারকুলার রোডের পূর্বদিকের একটি পল্লীনাম কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপর আরোপিত হয়ে গেল তা এক অদ্ভুত রহস্য।'

'বাহির' পূর্বপদ যোগ করার তাৎপর্য মূল নামীয় অঞ্চলের বহির্ভূত বোঝানো, সিমলা একটি গ্রাম, তার লাগোয়া আর একটি বসতি যা সিমলার অন্তর্গত নয়, তার নাম হবে বাহির সিমলা। দ্বিতীয়ত, জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলগুলি আরো ক্ষুদ্রাকার ভাগে চিহ্নিত হতে থাকে। যেমন একটি গ্রাম বৃহদাকার লাভ করলে তার আদি পাড়াগুলি অঞ্চলের নাম লাভ করে, তারা আবার পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত হয় এবং ফলস্বরূপ মূল নামধারী অঞ্চলের আকার পূর্বের থেকে অনেক সংকুচিত হয়ে যায়। সম্ভবত, আদিতে সিমলা ও মানিকতলা অঞ্চলের বার সিমলার মধ্যে বিশেষ জনবসতি ছিল না, স্বাভাবিক ভাবেই সিমলা-বহির্ভূত অঞ্চল বার সিমলা নাম পেয়েছিল। দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আকার সংকুচিত হতে থাকে, তাই আপজন, শক আর হেশামের মানচিত্রে ভুল বোঝাবুঝি। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিম দিক সিমলা, পূর্বদিক তার বাইরে, অঞ্চল বিভক্ত হয়ে নতুন নামকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাই তার নাম হয় বার সিমলা।

৩০৩ নিমগোচর—মাঝারি, অল্প রকমের (টীকা ১৭৭ দ্র.)

৩০৪ মোছলেকা—তু°মুচল্কা>মুচলেকা, অপরাধ করলে দন্ড স্বীকারের অগ্রিম প্রতিশ্রুতি।

৩০৫ সহরের অনেক বেশ্যা...জুরিস্ ডিক্সনের ভেতর—বৈষ্ণব গোস্বামী বাবাজিদের স্ত্রীলিঙ্গ মা-গোঁসাই। গোঁসাইরা নিম্নবর্ণের শিষ্য তো করতেনই, অনেকে গণিকাদেরও শিষ্যা করতেন। বৈষ্ণবদের একাংশের তাই নিয়ে ক্ষোভ ছিল, 'পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গোস্বামী প্রভুরা নিজদিগকে পতিতপাবন বলিয়া মনে করেন এবং সেই ধারণার বশে বেশ্যাকে দীক্ষা দান করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। সুদুরাচারী ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্ত হইলেও সাধু পদবাচ্য হন'— এ কথা সত্য; কিন্তু যে সকল পতিতা তাহাদের নির্লজ্জবৃত্তি চালাইতেছে, দীক্ষাগ্রহণান্তে পেশা ত্যাগ করে না তাহাদিগকে শিষ্যা করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝিতে কি বিলম্ব হয়? কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, প্রভুরা ইহাদিগকে শিষ্যা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।' হুতোমের বক্তব্যের গূঢ়ার্থ বেশ্যা উপভোগের জন্য কোনোদিন নদের চাঁদ

গোস্বামীকে সোনাগাজী (টীকা ১১৫ দ্র.) আসতে হয় নি কারণ সিমলার মা-গোঁসাইয়ের অধীনে শহরের অনেক বেশ্যা আছে। সিমলার মা-গোঁসাইয়ের প্রকৃত নাম মধুমুখী দেবী, 'সিমলার মা-গোঁসাই' নামে অধিকতর পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা খড়দহের অধিবাসী, ১২০৫ সনে কলকাতার সিমলা অঞ্চলে এসে বসতি করেন। মধুমুখী দেবী লোকনাথ গোস্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী। লোকনাথ-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নামে সিমলা অঞ্চলে একটি রাস্তাও আছে।

৩০৬ অব হজরত...লন্ডন কো—রচয়িতা অজ্ঞাত, গানটি রচনার উপলক্ষ লখনউয়ের বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহের প্রস্তাবিত লন্ডন যাত্রা। ইংরাজ কোম্পানি অওধ রাজ্য গ্রাস করার পর ওয়াজিদ আলি ১৮৫৬ খ্রি. লখনউ ছেড়ে কলকাতায় এলেন, গভর্নরের কাছে দরবার করতে রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য। কোনো ফল না হওয়াতে স্থির করলেন রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রতিকারের আশায় লন্ডন যাবেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা মত দিলেন না, বাদশাহ কলকাতায় থেকে মা ও ভাইয়ের সঙ্গে যুবরাজকে লন্ডন পাঠালেন। গানটির বয়ান,

'নিমকহারামে মুলুক বিগাড়া,
হজরত যাতে লন্ডন কো।
মহল মহল মে বেগম রোঁয়ে,
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া।'

অর্থ, অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকরা দেশের সর্বনাশ করল, সম্রাট লন্ডন যাবেন। মহলে মহলে রানিরা কাঁদছেন, গলিতে গলিতে কাঁদছে বেশ্যারা। অনেকে ওয়াজিদ আলিকে এই গানের রচয়িতা বলেছেন, যদিও তার সপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রমাণ নেই।

৩০৭ **ব্রকদ**—'বৃকোদর'-এর অপভ্রংশ? স্থূলকায়।

৩০৮ মাজমের বরপী—আ° মাজুন্, একপ্রকার মাদক মিঠাই, মূল উপাদান ভাঙ বা সিদ্ধি আর চিনি, দুধ কিংবা ঘি দিয়ে তৈরি। স্বাদ এবং মাদকতা বৃদ্ধির জন্য এর সঙ্গে যেসব জিনিস মেশানো হত, তার মধ্যে আছে আফিম, পোস্ত, ধুতুরা পাতা ও বীজ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মৌরি, জিরা, এলাচ ইত্যাদি। সন্দেশের মতো বরফি বা রুহিতনের আকারে কেটে বিক্রি হত, তাই 'মাজমের বরপী' বলা হয়েছে।

৩০৯ **তাঁইস**—শাসন করা।

৩১০ **দবদবা**—আ° দব্‌দবাহ্, প্রতাপ।

৩১১ ইয়ং বেঙ্গল—হিন্দু কলেজের স্বনামখ্যাত শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র (১৮০৯-৩১ খ্রি.) শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখরা 'ইয়ং বেঙ্গল' আখ্যা পেয়েছিলেন, পরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, হিন্দুধর্মবিদ্বেষী যে কোনও তরুণকেই বলা হত।

৩১২ **হেল্‌থ**—স্বাস্থ্য কামনা করে মদ্যপান।

৩১৩ গোপাল মল্লিকের ছেলের বিয়ে—বিখ্যাত ধনী নিমাইচরণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল মল্লিক প্রচুর অর্থব্যয় করে ছেলের বিয়ে দেন ১৮১৯ খ্রি. জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে, দীর্ঘকাল ধরে লোকে যা স্মরণে রেখেছিল (পৃ ৩৫১ দ্র.)। বিয়ের আগে থেকেই কলকাতায় শোরগোল পড়ে যায়, 'সমাচার দর্পণ'-এ (১৬.১.১৮১৯ খ্রি.) খবর বেরোয়, 'আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমত ২ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই...।' বিয়েতে বিস্তর খরচের জন্য মল্লিক পরিবারের খ্যাতি ছিল, শোনা যায় এদের আর্থিক অবস্থা হীন হওয়ার অন্যতম কারণও তাই। এই পরিবারের রামরত্ন মল্লিক ১১.২.১৮২০ খ্রি. ছেলের বিয়ে দেন, নিদেনপক্ষে

সাত/আট লাখ টাকা খরচ করেছিলেন, 'সমাচার দর্পণ' (১২.২.১৮২০ খ্রি.) লিখেছিল, 'এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই।'

৩১৪ রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বে—পোস্তার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের পোষ্যপুত্র রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়। কথিত আছে বৌবাজারে তাঁর এক রক্ষিতার বেড়ালের বিয়েতে তিনি লক্ষাধিক টাকা খরচা করেন। গল্প আছে তিনি বাড়ি ফিরে "...স্ত্রীকে সগর্বে কহেন, 'আমার মত জমীদার কে আছে? আমি একটা বিড়ালের "বে" তে এত টাকা খরচ করিয়া আসিলাম।' তৎশ্রবণে তাঁহার স্ত্রী কহিলেন, "এমন লোকও আছে যে বানরের 'বে'তে তোমার বেড়ালের বের খরচ অপেক্ষা বিশ গুণ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।" বাবু তৎশ্রবণে কহিলেন, "তোমার মিথ্যা কথা, সে লোক কে?" স্ত্রী শুনিয়া কহিলেন, "কেন আমার শ্বশুর,— তোমার 'বে' তে?" ব্রজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর 'সমাচার দর্পণ'-এ (৫.১০.১২৬৬ সন) লেখা হয়, ' রাজা রাজনারায়ণ রায় অল্পকালের মধ্যেই পরলোকগমন করেন, তাঁহার পোষ্যপুত্র যদিও অবিবেচনাপূর্বক বহুব্যয়ী হইয়া পিতৃসম্পদ সমস্ত বিনষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বুলবুল সংগ্রামের আমোদ পরিত্যাগ করেন নাই।... রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ গত বর্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁহার পালিত পক্ষীরাও নাই।'

৩১৫ মেকাবী হন্টীং—McCabe & Co-র hunting model ঘড়ি। ঢাকনাওয়ালা ছোটো পকেট ঘড়ি। টীকা ৪০ দ্র.।

৩১৬ তায়ফা—আ° তায়ফা, বাই নাচ, বাইজি।

৩১৭ ট্যাসল, হামামা, তাজিরা—বিভিন্ন রকম মস্তকাবরণ বলেই মনে হয়। Tassel ওয়ালা টুপির কথা আগেও আছে দ্র. পৃ. ৬৯, হামামা ও তাজিরা-র অর্থ অজ্ঞাত। অনুমান, 'হামামা' আমামা-র এবং 'তাজিরা' 'তাজ'-এর বিকৃত রূপ হতে পারে। আমামা (আ° ই'মামহ্ হি° অম্‌মামা) অর্থ বেড় দিয়ে বাঁধা একপ্রকার পাগড়ি, তাজ একপ্রকার শিরোভূষণ।

৩১৮ চেরেট—ই° chariot বা chariotee, দুজন আরোহী যেতে পারে এমন চার চাকার হাল্কা ঢাকা গাড়ি, চিত্র ২০ দ্র.।

৩১৯ পিস্‌গুড্‌সের দালাল—'Piece-Goods. This, which is now the technical term for Manchester cottons imported into India, was originally applied in trade to the Indian Cottons exported to England, a trade which appears to have been deliberately killed by

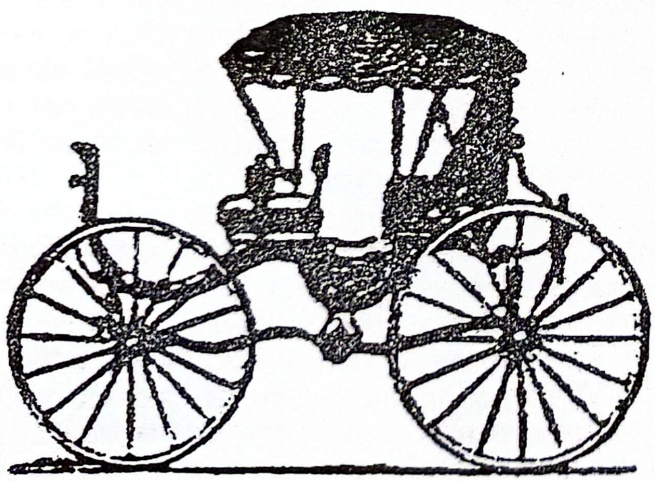

চিত্র ২০ চ্যারিয়ট

the heavy duties which Lancashire procured to be imposed in its own interest, as in its own interest it has recently procured the abolition of the small import duty on English piece-goods in India.' বিবরণটি ১৮৮৬ খ্রি.।

৩২০ আশা—আসা, আ° আসা = রাজদণ্ড, এ স্থলে কুলমর্যাদাসূচক চিহ্নযুক্ত দণ্ড।

৩২১ খিড়কীদার পাগ্‌ড়ী—খিড়কি অর্থ জানালা, মাথার ওপর খানিক ফাঁক থাকে এমন পাগড়ি। 'The full dress *Turban* of Indian Courts, worn by Hindoos and Moohummdans, though in the lower provinces worn only by Hindoos.'

৩২২ পরবস্তি—ফা° পর্‌বরিশ্‌ = পালন, জীবিকার্জন, এ স্থলে পালিত হই যেন, আমন্ত্রণ পাই যেন।

৩২৩ 'ফণির মাথার... পরাণ হারালি'—গোপাল উড়ের (দ্র. টীকা ৫৭৫) বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালায় মালিনীর উক্তি,

'কালেংড়া— তাল খেমটা।
ফণীর মাথার মণি চুরি করবি।
কেন বিদেশে বিঘোরে মজ্‌বি ॥
একে সে দুরন্ত, তুমি তার একান্ত,
পাছে কালান্তকের হাতে পড়বি ॥'

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'মজবি' ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'তায়' পাঠযুক্ত আর একটি পাঠেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

৩২৪ রাম বসু—পুরো নাম রামমোহন (মতান্তরে রামচন্দ্র) বসু (১৭৮৬-১৮২৮ খ্রি.), নিবাস হাওড়া জেলার শালকিয়া। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকেই না কি তাঁর কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হয়, বাবা পড়াশুনার জন্য কলকাতায় পাঠান। ভবানী বেনে নামে এক কবিওয়ালাকে তিনি তখন গান লিখে দিতেন পরে ভবানীর দলে গানও গেয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর কিছুকাল পর নিজের নামে দল গঠন করেন। কবি গানে রাম বসুর আগে উপস্থিত উত্তর প্রত্যুত্তরের রীতি ছিল না, প্রতিযোগী দলেরা পূর্বে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করে আসরে নামত। রাম বসুই আসরে বসে উপস্থিত উত্তরপ্রত্যুত্তর রীতি চালু করেন।

৩২৫ হরু—প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ি (১৭৪৯—১৮২৪ খ্রি.) বাল্যকালে পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল না, বড় হয়ে বন্ধুবান্ধব সহযোগে গানবাজনা আমোদেই মত্ত থাকতেন, বাবার মৃত্যুর পর অর্থাভাব হওয়ায় নিজস্ব এক সখের কবি দল তৈরি করেন। তাঁর গুরু ছিলেন রঘুনাথ দাস। প্রথমে অপেশাদার ছিলেন, পরে মহারাজা নবকৃষ্ণ পৃষ্ঠপোষিত দলের প্রধান হন। (দ্র. ২২৬ টীকা)

৩২৬ নিলু—সম্পূর্ণ নাম নীলমণি চক্রবর্তী (ঠাকুর)। হরু ঠাকুরের শিষ্য, পরে গুরুর দল ছেড়ে নিজে দল গঠন করেন। অগ্রজ রামপ্রসাদও ঐ দলে ছিলেন বলে, লোকে বলত নীলু-রামপ্রসাদের দল। অন্য কবির রচনা নিয়ে এঁরা গান করতেন। ১৮২৫ খ্রি. নীলু ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

৩২৭ রামপ্রসাদ ঠাকুর—নীলু ঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ অন্তত কিছুদিন তাঁর দল বজায় রেখে চালিয়েছিলেন। ভাইয়ের মতো গুণী ছিলেন না বলে রাম বসু তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন।

'তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন্‌।
যেমন ঢাকের পীটে বাঁয়া থাকে,
বাজে নাকো একটি দিন ॥'

রামপ্রসাদ ১৮২৫ খ্রি. গান করা ছেড়ে দিয়েছেন মর্মে সমসাময়িক সংবাদপত্রে খবর বেরোয়। এর অর্থ সাময়িকভাবে গান করা ত্যাগ বা নিজে দলে থেকে গান না করা, যে কোনও একটি হতে পারে।

৩২৮ জগা—সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সংশয় আছে। কবিওয়ালা দুই জগার সন্ধান পাওয়া যায়, একজন যজ্ঞেশ্বর ধোপা ওরফে জগা ধোপা, অপরজন জগা বেনে। দ্বিতীয়জন বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রার সমসাময়িক, ঘাটালের কাছে জাড়া গ্রামে উভয়ে গাইতে যান, জগা জাড়ার জমিদার রায় বাবুকে খুশি করার জন্য তাঁকে কৃষ্ণের সঙ্গে ও জাড়া গ্রামকে গোলোক-বৃন্দাবনের সঙ্গে সমতুল্য বলেন। অকারণ চাটুকারিতায় ক্রুদ্ধ ভোলা গান করলেন:

'কেমন কোরে বল্‌লি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন।
* * *
কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা কৃষ্ণ বলি কারে?
সংসার সাগরে যিনি (জগা) তরাইতে পারে ॥
* * *
মাপ করগো রায়বাবু, দুটো সত্যি কথা বলি ॥
জগা বেণে খোসামোদে, অধিক বল্‌বো কি।
তপ্ত ভাতে বেগুণ পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি ॥'

৩২৯ শিবচন্দ্র ঠাকুর—(মুখোপাধ্যায়) দ্র. ২২২, ৩৩০ টীকা।

৩৩০ শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৭৮৩-১৮১৯ খ্রি.), পিতা বিখ্যাত ধনী দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় যাঁর নামে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিট। শিবচন্দ্র কাস্টম হাউসের দেওয়ান ছিলেন, সৎ অসৎ উপায়ে প্রচুর ধন উপার্জন করেছিলেন, তার অধিকাংশই নষ্ট হয় লাম্পট্যে, কিছু দানে। বাগবাজার পক্ষীর দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক (দ্র. ২২২ টীকা)।

৩৩১ ব্রিটিস্ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন—৩১.১০.১৮৫১ খ্রি. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। এই সভা প্রকৃতপক্ষে ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির মিলিত রূপ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের যোগ্যতা বৃদ্ধি, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের পারস্পরিক সাধারণ স্বার্থরক্ষা, ভারতবর্ষীয়দের দুর্দশা দূরীকরণ। সভার সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সহ-সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহ-সম্পাদক দিগম্বর মিত্র। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা ছিলেন সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, হরিমোহন সেন ও আশুতোষ দে।

৩৩২ গুপিমোহন দেব—রাজা গোপীমোহন দেব (?—১৮৩৭ খ্রি.) মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা। হিন্দু কলেজ স্থাপনে যে পাঁচজন সব থেকে বেশি দান করেছিলেন তাঁদের অন্যতম। ধর্মসভার (টীকা ৩৩৮ দ্র.) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৩৩০ গুপিমোহন ঠাকুর—গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬১-১৮১৮ খ্রি.) পিতা দর্পনারায়ণ, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে জন্ম। বহুভাষাবিদ, ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনে অন্যতম উদ্যোগী, এককালীন দশ হাজার টাকা সেই উদ্দেশ্যে দান করেন। বংশানুক্রমিক ভাবে গোপীমোহন ও তাঁর বংশধরেরা হিন্দু কলেজের গভর্নর হওয়ার অধিকার লাভ করেন। একাধিক মন্দির ও অতিথিশালার স্থাপয়িতা।

৩৩৪ দ্বারিকানাথ ঠাকুর—দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬ খ্রি.) জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের পোষ্যপুত্র। প্রথম জীবনে আইন ব্যবসায়ী। ১৮২৩ খ্রি. ২৪ পরগনার নিমক মহলের দেওয়ান পদ লাভ। ছয় বছর পরে শুল্ক, লবণ ও আফিমের বোর্ডের দেওয়ান হন। ১৮২৯ খ্রি. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

প্রতিষ্ঠা করেন। রেশম ও নীল রপ্তানি, জাহাজি ব্যবসা, চিনির কল স্থাপন প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় উদ্যোগী, কার অ্যান্ড টেগোর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান করেন। একাধিক সংবাদপত্রের অংশ-মালিকানা। ব্যবসার কাজে ১৮৪২ খ্রি. ইংল্যান্ড যাত্রা। ১৮৪৫ খ্রি. দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড যান, সেখানেই মৃত্যু।

৩৩৫ জয়কৃষ্ণ সিংহ—(১৭৭০-১৮২০ খ্রি.) পিতা শান্তিরাম। কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ। প্রথম জীবনে পোস্ট মাস্টার জেনারেল হল সাহেব ও কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট উইলিয়ম রামবোল্ট সাহেবের বেনিয়ান। চাকুরি ও ব্যবসা করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে পাঁচজন সর্বাধিক টাকা দান করেন, তাঁদের অন্যতম।

৩৩৬ সমাচার চন্দ্রিকা—সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা', সনাতন হিন্দু ধর্মের গোঁড়া সমর্থক 'ধর্ম্মসভা'-র (টীকা ৩৩৮ দ্র.) ও রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রি. ৫ই মার্চ। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটি বাঙালির প্রথম খবরের কাগজ নয়, ১৮১৮ খ্রি. ২৩শে মে তারিখে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্র এই খ্যাতির দাবিদার। অনেকের ধারণা বাঙ্গাল গেজেটি (Weekly Bengal Gazette) নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা না কি ১৮১৮ খ্রি. ১৫ই মে তারিখে প্রকাশিত হয়, এবং সেটিই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

৩৩৭ ব্রাহ্মসমাজ—রামমোহন রায় যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তার মূল সূত্র ছিল প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ধর্মের স্বীকৃতি পেয়েছে সুতরাং বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও প্রতিমাপূজা অকর্তব্য। মতের সমর্থনে তিনি বেদান্তভাষ্য রচনা করেন ও উপনিষদ প্রকাশ করেন। ১৮১৫ খ্রি. স্থাপিত করেন 'আত্মীয় সভা'। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু করে, তা সত্ত্বেও তিনি আর একটি নতুন সভা স্থাপন করেন যার নাম হল 'ব্রাহ্মসমাজ' কিন্তু সাধারণত লোকে ' ব্রহ্মসভা' বলত। ১৮২৮ খ্রি. ২০শে আগস্ট এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এই সভায় বেদ ও উপনিষদ পাঠ, ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হত। প্রথমে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ির বৈঠকখানায় পরে ১৮৩০ খ্রি. থেকে সমাজের নিজস্ব বাড়িতে (৫৫ নং, রবীন্দ্র সরণি, চিত্র ২৮ দ্র.) অধিবেশন বসত। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ কোনওক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে ছিল মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রি. ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। তার পরেই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' নামে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য যে সভা স্থাপন করেছিলেন তা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয় ও তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করে। তখন সমাজের বিশেষ কোনও নিয়মবিধি ছিল না। সমাজের কোনও কোনও সভ্য বাড়িতে প্রতিমা পূজাও করতেন। যাঁরা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে একেশ্বরের উপাসনা করার প্রতিজ্ঞা করবেন, কেবলমাত্র তাঁরাই সমাজের সভ্য হতে পারবেন স্থির করে দেবেন্দ্রনাথ এক প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করলেন ও ১৮৪৩ খ্রি. একুশ জন সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম হলেন। ব্রাহ্ম সমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়ে দ্রুত উন্নতি করতে লাগল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের সার স্বরূপ দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্ম ধর্ম' গ্রন্থ প্রকাশিত হল কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা বা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সে সম্বন্ধে আগ্রহী না হওয়া ক্ষুব্ধ দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ভেঙে দিলেন এবং ১৮৫৯ খ্রি. ২৫শে ডিসেম্বর ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালনার জন্য 'অধ্যক্ষ সভা' গঠন করলেন। সভাপতি হলেন রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং যুগ্ম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ও কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রের উৎসাহে সমাজের কর্মসূচি ব্যাপক প্রসার লাভ করল, ১৮৬২ খ্রি. দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি ও সমাজের আচার্য পদ দিলেন, নিজে হলেন প্রধান আচার্য। ব্রাহ্ম সমাজের দ্রুত অগ্রগতি তার সদস্য সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, ১৮৪৯ খ্রি. সংখ্যা ছিল ৫০০, ১৮৬৪ খ্রি. তা বেড়ে দাঁড়ায় দু'হাজারে।

৩৩৮ ধর্ম্মসভা—১৮৩০ খ্রি. ১৭ই জানুয়ারি রক্ষণশীল হিন্দুরা হিন্দুধর্মের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে 'ধর্ম্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করে। 'সতীদাহ নিষেধ আইন' রোধ করার জন্য ধর্মসভার জন্ম, প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ধর্মসভা ঘোষণা করে সতীর দ্বেষীদের সঙ্গে সভার কারও আহার-ব্যবহার থাকবে না (*সমাচার দর্পণ,* ১৩.২.১৮৩০ খ্রি.)। সভার বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ দেব, আশুতোষ দে, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক। ধর্মসভার মুখপত্র ছিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'।

৩৩৯ রাজনারায়ণ—আন্দুল রাজবংশে রাজনারায়ণ রায় ১৮০৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপিতামহ দেওয়ান রামচরণ রায় এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের কৌলিক পদবি 'কর', উপাধি 'রায়'। রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র, সংস্কৃতেও তাঁর দখল ছিল। আন্দুলে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন ও মিথিলা, বারাণসীর কয়েকজন পণ্ডিতকে সভাপণ্ডিত করেন। ১৮৩৫ খ্রি. তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। রাজনারায়ণ তীর্থভ্রমণ করতে বৃন্দাবন গিয়ে গোবিন্দজীউ বিগ্রহকে রত্নহার পরাতে যান, তখন পুরোহিতরা নিষেধ করে বলে যে বাঙলার কায়স্থরা যজ্ঞোপবীতহীন বলে বিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকার তাদের নেই। অপমানিত হয়ে রাজনারায়ণ প্রতিজ্ঞা করেন যতকাল তিনি কায়স্থদের শূদ্রত্ব মোচন করতে না পারবেন ততকাল কোনও তীর্থে যাবেন না। এরপর তিনি কায়স্থরা উপবীত ধারণ না করলেও তারা যে মূলত ক্ষত্রিয় এই মর্মে পণ্ডিতদের ব্যবস্থা নিয়ে স্বয়ং পুত্রসহ উপনয়ন গ্রহণ করেন ও কায়স্থদের অনুরূপ কাজে উৎসাহিত করতে শুরু করেন। পণ্ডিতদের দত্ত ব্যবস্থাপত্রগুলি সংকলিত করে 'কায়স্থ কৌস্তভ' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। হিন্দু সমাজের এক দল তাঁর প্রবল বিপক্ষতা করে ও 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচার চলতে থাকে। রাজনারায়ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ১৮৪০ খ্রি. ৯ই জানুয়ারি ভাস্করের সম্পাদক, শ্রীনাথ রায়কে লাঠিয়াল দিয়ে ধরে আনিয়ে তাঁর ওপর দৈহিক অত্যাচার করেন, যার জন্য তাঁর এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

৩৪০ সতীদাহ—স্বামীর চিতায় বিধবাকে দাহ করার নাম সতীদাহ বা সহমরণ, স্বামীর মৃত্যুকালে বিধবা অন্যত্র থাকলে, বিধবার স্বামীর চিতাভস্ম, বা তার পাদুকা ধারণ করে বা স্বামী স্মরণ করে চিতারোহণের নাম অনুমরণ। সহমরণই অধিকতর প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতকে নিষিদ্ধ হওয়ার আগে সারা ভারতের মধ্যে বাঙলাদেশেই এর প্রচলন ছিল সর্বাধিক। দেশীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণের জন্য প্রথমে ইংরাজ সরকার সতীপ্রথা রদে আগ্রহী ছিল না, কয়েকজন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট আন্দোলন করায় ১৮১৩ খ্রি. একটি আদেশ জারি হয় যে মাদক দ্বারা অজ্ঞান, গর্ভবতী বা অজাতরজস্কা বিধবার সহমরণ ম্যাজিস্ট্রেট রহিত করতে পারলেন। ১৮১৭ খ্রি. আদেশ জারি হয় যে সব বিধবার সাত বৎসরের ছোটো সন্তান আছে এবং তাদের পালন করার কেউ নেই, তারা সহমৃতা হতে পারবে না। ১৮১৫ ও ১৮১৭ খ্রি. সতীপ্রথার নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বোক্ত আদেশ দুটি রদ করার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুরা সরকারের কাছে আবেদন করলে ১৮১৮ খ্রি. রামমোহন রায় ও অন্যান্যরা পালটা আবেদন করেন। রামমোহন স্বপক্ষ সমর্থনে তিনটি পুস্তিকাও রচনা করেন। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রি. ৪ঠা ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহ প্রথা দণ্ডনীয় ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রবল প্রতিবাদ শুরু করলেন, তাঁদের দলে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, গোপীমোহন দেব প্রভৃতি। অপর দিকে রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিরা বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র দিলেন। রক্ষণশীল দল, বেণ্টিঙ্ক তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করায়, ইংল্যান্ডে King-in-Council-এর কাছে আপিল করল। রামমোহন তার প্রতিবাদে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন ও আপিলের প্রতিবাদে একটি

আবেদন নিজে ইংল্যান্ডে গিয়ে কমন্‌স সভায় দেন। প্রিভি কাউন্সিল রক্ষণশীলদের আপিল নাকচ করে দেয়।

৩৪১ হিন্দু কালেজ—১৮১৭ খ্রি. ২০শে জানুয়ারি গরানহাটায় হিন্দু কলেজের সূচনা। ১৮১৯ খ্রি. জোড়াসাঁকোয় উঠে আসে তারপর ১৮২৬ খ্রি. তার নিজস্ব বাড়ি তৈরি হলে (বর্তমান সংস্কৃত কলেজের দুপাশে ছিল) তাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫৫ খ্রি. হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়। হিন্দু কলেজ স্থাপনে যে পাঁচজন সব থেকে বেশি অর্থ দান করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন হিজ হাইনেস বর্ধমানের মহারাজা, বাবু গোপীমোহন ঠাকুর, বাবু জয়কিষণ (জয়কৃষ্ণ) সিংহ, রাজা গোপীমোহন দেব ও বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস।

৩৪২ হেয়ার সাহেব—ডেভিড হেয়ার (১৭৫৫-১৮৪২ খ্রি.) ভারতে আসেন একজন ঘড়ি ব্যবসায়ী রূপে ১৮০০ খ্রি.। এ দেশে শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী হেয়ার ১৮১৬ খ্রি. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মারফৎ বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইডকে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব দেন। ১৮২৫ খ্রি. হিন্দু কলেজ ম্যানেজিং কমিটির ডাইরেক্টর হন। স্কুল সোসাইটির ন্যাসরক্ষক ব্যারেটো কোম্পানি উঠে গেলে স্বয়ং অর্থ সাহায্য করে স্কুলগুলি বাঁচান। বাঙলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষাবলম্বী। নিজে ধার্মিক খ্রিস্টান হয়েও ধর্মান্তর করণের জন্য মিশনারিদের ছাত্র সংগ্রহের বিরোধিতা করায় ক্ষিপ্ত মিশনারিরা তাঁকে বাইবেলবিদ্বেষী হিন্দু বলে রটনা করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলন জয়লাভ করলে টাউন হলের সভায় তা অভিনন্দিত করেন। ভারতীয় কুলি বিদেশে চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। দানশীলতার ফলে শেষ বয়সে অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দিলে সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে হয়। ছাত্রপ্রীতি, চরিত্রগুণ ও প্রগতিশীল মননের জন্য চিরস্মরণীয়। মিশনারিদের বিরোধিতার জন্য তাঁকে খ্রিস্টান গোরস্থানে সমাহিত করা যায়নি।

৩৪৩ ভেটকি...গোপীনাথ—ঢোলের বোল কিন্তু অর্থহীন নয়। ভেটকি মাছের পিঠে একটিই কাঁটা কিন্তু অতিকায় মাছের নাকি আরও বেশি হয়। কল্যাণী দত্ত লিখেছেন "আমাদের এক... দাদা...রুই, কাতলা, ভেটকির ওজনের গল্প বলতে বলতে...বলেছিলেন— কবে কোথায় নাকি তিনমনি এক ভেটকি ধরা পড়েছিল, যার পিঠে ন খানা মোটা কাঁটা, বাঁশে করে বেঁধে দশজন কুলি মাছটাকে তুলেছিল, এসব কথা সাহেবরা লিখে গেছে।... হরিসাধন মুখুজ্যের 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' বইতে এই অতিকায় তিনমনি ভেটকি ও তার ন'খানা কাঁটার কথা সত্যিই লেখা আছে। মাছটা ধরা পড়ে বোধ হয় লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে।"

নদীয়া জেলার অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহ বিখ্যাত, চৈত্রমাসে মহাসমারোহে তাঁর মেলা হয়। চৈতন্যদেবের এক কায়স্থ শিষ্য ঘোষ ঠাকুর তাঁর আদেশে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেটি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে আসে। পরবর্তীকালে রাজা নবকৃষ্ণ বিগ্রহটি হস্তগত করে কলকাতায় নিয়ে এলে, কথিত আছে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ক্লাইভের দরবার পর্যন্ত গড়ায়। নবকৃষ্ণ নাকি হুবহু অনুরূপ আর একটি বিগ্রহ তৈরি করান, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের লোকেরা আসল বিগ্রহটিই ফেরত নিয়ে আসে।

৩৪৪ মুখুজ্যের পো— উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮—৮৮ খ্রি.)। তাঁর সম্বন্ধে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর জমি কেড়ে নেওয়ার ও বলপ্রয়োগে প্রজা শাসন করার অনেক অভিযোগ ছিল। যে বিশেষ ঘটনাটির কথা এ স্থলে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, ১৮৫৮ খ্রি. মার্চ মাসে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রজা হাওড়া জেলার বলুটি গ্রাম নিবাসী মদন দে'র স্ত্রী কিনি দাসী অভিযোগ করে যে, তার স্বামীকে জয়কৃষ্ণের সহায়তায় তাঁর কর্মচারী যদুনাথ হরণ করেছে ও লুঠতরাজ চালিয়েছে। উত্তরে জয়কৃষ্ণ নিজেকে নির্দোষ বলেন এবং জানান যে তাঁর কিছু প্রজা চক্রান্ত করে এই অভিযোগ এনেছে। এই সব চক্রান্তকারী প্রজারা তাঁর নিষ্কর এবং অঘোষিত জমির দলিল পুনঃপরীক্ষা করে নিয়ে নেওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমন কি মদনকে যার বাড়ি থেকে পাওয়া যায়, সে ও তাঁর

কর্মচারী নয়। শুনানি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন যদুনাথ রাজসাক্ষী হয়ে যায় এবং তার মনিবের লিখিত কয়েকটি চিঠি আদালতে পেশ করে যাতে জয়কৃষ্ণ যদুনাথকে নির্দেশ দিচ্ছেন মদনকে পাকড়াও করতে। হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জয়কৃষ্ণকে দোষী সাব্যস্ত করে চারমাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন, দুশো টাকা জরিমানা দিলে তা মকুব হয়ে বিনাশ্রম হবে। জয়কৃষ্ণের পক্ষ থেকে আপিল করা হয়, সে সময় হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট চব্বিশ পরগনার বিচারকের অধীনে ছিল সেজন্য চব্বিশ পরগনার দায়রা জজ E. de Latour আপিল শোনেন ও ১৩ই ডিসেম্বর রায় দেন যে পূর্বের দণ্ডাদেশ বহাল থাকবে। জয়কৃষ্ণ সদর নিজামত আদালতে পুনরায় আপিল করলেন। ১৮৫৯ খ্রি. ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারি শুনানির পর সদর নিজামতের বিচারপতি A. Sconce ২১শে জানুয়ারি রায় দেন যে নিম্ন আদালতের রায় খারিজ হল। জয়কৃষ্ণ ৪৩ দিন কারাবাসের পর সে দিন ছাড়া পান।

জয়কৃষ্ণের মতো প্রবল প্রতাপান্বিত, কূটবুদ্ধি, প্রভাবশালী জমিদারের কারাবাসে অনেকেই উল্লসিত হয়েছিল। কলকাতায় তাঁর নামে ছড়া কাটা হয়।

'জয়কেষ্টর একি কষ্ট হল শীতকালে,
শাল জমিদার ফেলে বাবু সেঁধুলেন কম্বলে।'

৩৪৫ লেটোর—E. de Latour ভারতবর্ষে আসেন ৩১.১২.১৮৩৩ খ্রি.। জয়কৃষ্ণ মামলার সময় চব্বিশ পরগনার Civil এবং Sessions জজ ছিলেন। অত্যাচারী ধনী জমিদারদের আদপেই সুনজরে দেখতেন না, টাকীর জমিদার মথুরানাথ মুন্সীকে একটি মামলায় নিম্ন আদালত ব্যক্তিগত হাজিরা আবশ্যক বললে মথুরানাথ তাঁর বিরুদ্ধে লাটুরের কাছে আবেদন করেন, লাটুর অনতিবিলম্বে তা খারিজ করে দেন, উচ্চ আদালত মথুরানাথের আবেদন মঞ্জুর করলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' উল্লাস প্রকাশ করে (৫.৫.১৮৫৯ খ্রি.)। নীল বিদ্রোহে তাঁর সহানুভূতি ছিল প্রজাদের প্রতি এবং তা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হননি। প্রজাদরদি চরিত্রের জন্য লাটুর জমিদারদের চক্ষুশূল হন, ১৮৬১ খ্রি. দিগম্বর মিত্রের নেতৃত্বে জমিদাররা লাটুরের ইমপিচমেন্টের জন্য এক আবেদন করে কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। হুতোম কথিত 'মথুরানাথ' ও 'পাড়াগেঁয়ে মুনসী' মথুরানাথ মুন্সী ও তাঁর আত্মীয়দের প্রতি ইঙ্গিত মনে হয়, কারণ লাটুর তাঁরই জেলায় এসেছিলেন।

৩৪৬ যকসেনের ঘাট—জ্যাকসন নামে কোনও সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ঘাট, অবস্থান ক্লাইভ ঘাটের উত্তরে। এই ঘাট এবং ক্যানিং স্ট্রিট মধ্যবর্তী একটি রাস্তার নামও জ্যাকসন ঘাট স্ট্রিট (বর্তমান নাম জ্যাকসন লেন)। জ্যাকসন ঘাটে শহরের আবর্জনা ফেলা হতো বলে একে 'ময়লা ঘাট'-ও বলা হত। লটারি কমিটির কলকাতার ম্যাপে এই ঘাটের নাম Jackson's or Moylah Ghaut। জ্যাকসন সাহেবের পরিচয় অতীত, রাধারমণ মিত্রের অনুমান ব্যবসাদার জ্যাকসন, যিনি ধর্মতলা বাজারের মালিক ছিলেন ও যাঁর কাছ থেকে মতিলাল শীল সেই বাজার কেনেন, তিনি হতে পারেন। না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ জ্যাকসন ঘাট কলকাতার প্রাচীন ঘাটগুলির অন্যতম, ১৭৮৪-৮৫ খ্রি. কলকাতার ম্যাপেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অপর দিকে মতিলাল শীলের জন্মই ১৭৯২ খ্রি.।

৩৪৭ দশা লাগা—ঈশ্বর চিন্তায় মাতোয়ারা হয়ে জ্ঞানহারা।

৩৪৮ ধূম্রলোচন—ধূম্রলোচন, পৌরাণিক রাক্ষস, এ স্থলে বিশালাকৃতি অর্থে ব্যবহৃত।

৩৪৯ চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যদেবের জীবন ও মহিমা বিষয়ক ধর্মগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, রচনাকাল সপ্তদশ শতক। চরিতামৃতের কিছু শ্লোক রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতির রচনা থেকে সংকলিত।

৩৫০ অন্ডরটেকর—ই° undertaker, খ্রিস্টান মতে মৃতের শেষকৃত্যাদি যাদের পেশা।

৩৫১ বেওয়ারিস বেওয়া—উত্তরাধিকারীহীন বিধবা।

৩৫২ আওলাৎ ঘেরা—আ° আবলাদ্, বৃক্ষাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। এ স্থলে নিজস্ব বাগান ঘেরা।

৩৫৩ পিটে সংক্রান্তি, ষষ্ঠির বাটা—পৌষ সংক্রান্তি। জামাই ষষ্ঠী।

৩৫৪ গোডিমওয়ালা ছেলে—পাখির ছানার ভিতরে ডিমের ন্যায় মল থাকে চলিত বিশ্বাস, অতি অল্প বয়স্ক, নিতান্ত নাবালক অর্থে। (ছেলের) গুয়ের ডিম ভাঙেনি, এমন প্রয়োগও দেখা যায়।

৩৫৫ মিস্ ষ্টো—বর্ণনা থেকে এই মহিলারা শিক্ষিতা, লেখিকা, শিক্ষাপ্রসারে যুক্ত ছিলেন এমন মনে হয়। ষ্টো নামে সে যুগে সর্বাধিক পরিচিত মহিলা, Harriet Elizabeth Beecher Stowe (১৮১১-৯৬ খ্রি.), 'আঙ্কল টমস কেবিন'-এর লেখিকা। হুতোম তাঁর উদ্দিষ্টাকে 'কুমারী' আখ্যা দেওয়ায় শনাক্তকরণে দ্বিধা আছে, ষ্টো বিবাহ করেন ১৮৩৬ খ্রি.।

৩৫৬ মিস্ টমসন—Mary Harris Thompson (১৮২৯-৯৫ খ্রি.) অথবা Katharine Thomson (১৭৯৭-১৮৬২ খ্রি.), শেষোক্ত জনের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদিও তিনি ১৮২০ খ্রি. বিবাহ করেন। জীবনী ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখিকা রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

৩৫৭ মিসেস বর্‌করলি—অজ্ঞাত। তবে Lydia Ann Barclay (১৮০০-৫৫ খ্রি.) হতে পারেন, লেখিকা হিসাবে তাঁর নামডাক ছিল, তাঁর সম্পাদিত 'Selections from the Writings of Patrick Livingstone' (১৮৪৭ খ্রি.) সেকালে বহুপঠিত বই।

৩৫৮ লেডি লিটন, বুলুয়ার লিটন— সম্পূর্ণ নাম Lady Lytton, Rosina Bulwer-Lytton (১৮০২-৮২ খ্রি.) Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton-এর স্ত্রী, পরে বিবাহ বিচ্ছেদ। উপন্যাস লিখে খ্যাতি, সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ কুখ্যাতিও অর্জন করেন একটি উপন্যাস 'Cheveley, or the Man of Honour'-এ নিজের স্বামীকে খলনায়করূপে চিত্রিত করার জন্য।

৩৫৯ সাফরিদের মাদুলি—কোনও মুসলমান পীর বা ফকির, যাঁর পূর্ণ নাম শাহ্ ফরিদ। এই নামের বেশ কয়েকজন পীর/ফকির সারা ভারত জুড়ে আছেন, তাঁদের কার মাদুলি (তাবিজ?) সে কালের কলকাতায় জনপ্রিয় ছিল, বলা মুশকিল। ফকিররা গলায় যে লাল নীল পাথরের মালা পরেন, তাও শা ফরিদের নামে চলত, 'কণ্ঠে— গেটে তুলসীর মালা, আক্‌রোটি রুদ্রাক্ষ আর সা-ফরিদের সাদা লাল নীল আঙ্গুরীদানা...।'

৩৬০ বালসির চর্ন্নমেত্তো—বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানা অন্তর্গত বালসী গ্রাম, 'কোতুলপুর হইতে ৪ ক্রোশ বালসী, যেখানে শ্রী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা আছেন, তেলিদিগের বাটিতে', তার চরণামৃত। চিহ্ন অনুযায়ী শালগ্রাম শিলার চৌষট্টিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও নাম হয়, 'লক্ষ্মীনারায়ণ' অন্য প্রকার অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য, হয়তো সেজন্যই বালসীর চরণামৃত সেযুগে এত বিখ্যাত।

৩৬১ খন্তী— আকৃতির বৈষ্ণব চিহ্ন যুক্ত দণ্ড।

৩৬২ কর্ত্তব্য কর্ম্মের... হাস্‌তে লাগলেন—অনুরূপ সাধু শব্দ বহুল রচনাংশ নকশার অন্যত্রও আছে পৃ. ১৪০, ১৬৩ দ্র. হুতোমি রচনারীতির সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। সম্ভবত, কথকতা থেকে হুতোম এর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কথকতা আকর্ষণীয় করার জন্য কথকরা পাঠের মাঝে মাঝে অনুপ্রাসবহুল বর্ণনা করতেন, যেমন, রাত্রি বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা, গ্রীষ্ম বর্ণনা, বসন্ত বর্ণনা, দেশ বর্ণনা, বেশ্যা বর্ণনা ইত্যাদি। এগুলিকে 'চূর্ণী' বলা হত। গুরুর কাছে শিখে কথকরা চূর্ণীগুলি লিখে ও মুখস্থ রাখতেন ও কথকতার মাঝে আবশ্যকমতো প্রয়োগ করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর নিজের রচনায় চূর্ণীর প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি বঙ্গদর্শনে 'কাঞ্চনমালা' নামে একটি গল্প লিখি। ভাষা যতদূর সোজা করিবার, তাহা করি; কিন্তু এক জায়গায় একটা গভীর রাত্রির বর্ণনা করিতে গিয়া কথকদের একটা চূর্ণী চুরি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। সেটা এই, "ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনী কুমুদ— বনাহ্লাদিনী শান্তনলিনী ঝিল্লীরব মুখরিতা পেচককুল কলরব উদ্‌ঘোষিনী, তখন শাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠন করত অভিসারিকাকুল আপনাপন প্রেমপাত্রের নিকট গমন করিতেছেন।" অক্ষয়বাবু প্রবন্ধটির

সমালোচনা করিলেন— ভাষাটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার কিন্তু মাঝখানে এ-কি কক্কড়=কক্কড় ক্কড়াৎ! আমি পড়িয়া হাসিলাম, মনে হইল অক্ষয়বাবু বোধহয় কথকতা ভালো করিয়া শুনেন নাই। নইলে কথকের চূর্ণী তিনি ধরিতে পারিলেন না কেন?'

৩৬৩ কাঁদে বাড়ি বলরাম—পৌরাণিক মতে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত তাই তিনি হলধারী, এ স্থলে পাচনবাড়ি>বাড়ি = দণ্ড, লাঠি কাঁধে।

৩৬৪ গুরুপ্রসাদি—গুরুপ্রসাদী অর্থ শিষ্যকুলের বিবাহিতা কন্যাকে গুরুর প্রথম রমণ, মধ্যযুগে ইওরোপে বা চীনে সামন্ত প্রভুরা যেমন 'প্রথম রাত্রির অধিকার' ভোগ করতেন। তবে সেখানে অধিকারের জোর খাটিয়ে, গুরুপ্রসাদি ধর্মের নামে, স্বেচ্ছায়। ভারতে একমাত্র বৈষ্ণবদের মধ্যেই এই প্রথা ছিল, অপর দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম ভারতের বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের নাম করা যায়। বাঙলায় গুরুপ্রসাদী প্রথা মূলত মেদিনীপুর জেলা ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যার কোনও কোনও অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, চলতি ভাষায় এর নাম ছিল 'গুরুগাঁই'। প্রাচীনদের স্মৃতি থেকে জানা যায় অন্তত ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত এ প্রথার চলন ছিল।

৩৬৫ গোলপাতা—খড়ের অভাবে গোলপাতার ছাউনি দেওয়া কুটির, নিতান্ত দরিদ্রের আবাস।

৩৬৬ তুরুক সোয়ার—তুর্ক সওয়ার, তুর্কি অশ্বারোহী, সাধারণত অশ্বারোহী সৈন্য অর্থে।

৩৬৭ ঘড়ি—পিতলের থালাকৃতি (disc) ঘণ্টা, বাজিয়ে সময় নির্দেশ করা হয় বলে নাম ঘড়ি, তালবাদ্য রূপে ব্যবহার আছে।

৩৬৮ ফরেশডাঙা—বর্তমান চন্দননগর, সে সময়ে ফরাসি উপনিবেশ।

৩৬৯ সুপ্রিম কোর্টে...সর রবার্ট পিল—ব্রিটিশ শাসনে বিচারব্যবস্থার তিনটি পর্ব, ১৭২৭ খ্রি. থেকে মেয়রস কোর্ট, তাকে বাতিল করে ১৭৭৪ খ্রি. থেকে সুপ্রিম কোর্ট, আবার তাকে রদ করে ১৮৬২ খ্রি. থেকে হাইকোর্ট।

Sir Robert Peel নামে দুজন ছিলেন, ১৭৫০—১৮৩০ খ্রি. ও ১৭৮৮—১৮৫০ খ্রি. তাঁদের জীবৎকাল, কিন্তু কেউই ভারতে বিচারপতি ছিলেন না। স্যার লরেন্স পীল (১৭৯৯-১৮৮৪ খ্রি.) ১৮৪২-৫৫ খ্রি. কলকাতায় প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, হুতোম হয়তো তাঁকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩৭০ ট্রান্সপোর্ট হওয়া—দ্বীপান্তরে যাওয়া।

৩৭১ কোম্পানির বাগান—বর্তমান শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন।

৩৭২ তারকেশ্বর দাড়ি—তারকেশ্বরের শিবের কাছে মানত করে রাখা দাড়ি। কামনা পূরণ হলে তারকেশ্বরে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হত।

৩৭৩ হুনরে চীন হুজ্জতে বাঙ্গাল—হুনর্-ই-চীন, হুজুৎ-ই-বাঙ্গাল; ফা° হুনর্=কর্মদক্ষ, কুশল, আ° হুজ্জৎ = কলহ, তর্ক, চীনের কর্মকুশলতা ও বাঙলার ঝগড়াকলহ বা কর্মদক্ষ চীনা ও ঝগড়াটে বা হাঙ্গামাবাজ বাঙালি। তুলনীয় অপর প্রবাদ 'হিকমতে চীন হুজুকে (পাঠান্তর 'হুজ্জতে') বাঙালি'।

৩৭৪ ছেলে ধরা—ছেলে ধরার হুজুগ তখন মাঝে মাঝেই উঠত, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেধরার বিষয়ে একটি প্রচলিত গান উল্লেখ করেছেন, 'ছেলেধরার ভয় হয়েছে জাদু কোথায় যেও না। চিনি দেবে থাবা থাবা, মন্তরেতে করবে হাবা, ঝুলির মধ্যে পুরবে বাবা, বাবা বলতে দেবে না।'

৩৭৫ ক্রমে ছেলের...নাবান হয়—তখনকার দিনের চালু গল্প। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে লিখেছেন, "মসুর, ওরা যদি আজ তোমাকে ধরতে পারত তবে মমিয়াই করে ছেড়ে দিত, জানো। মমিয়াই দেখেছ মসুর?'

'হ্যাঁ হুজুর, হাকিমসাহেবের কাছে যে কালো মলম তাকেই তো বলে মমিয়াই।'

'হ্যাঁ, ঠিক, তোমার মতনই কালো। মমিয়াই হয় কিসে জানো?—কালো মানুষের চর্বিতে।'

'সে কি হুজুর।'

'হ্যাঁ, শোনো তবে—কাফ্রিদের ছেলে কিম্বা যে-কোনো কালো ছেলে কিম্বা দুষ্টু যদি সুন্দর ছেলে হয় তাদের ওই কাবুলিওয়ালারা ভুলিয়ে-ভুলিয়ে ঝুলির ভেতর পুরে এনে একটা মেওয়ার বাগানে ছেড়ে দেয়! সেখানে মনের আনন্দে ছেলেগুলো বেদানা কিসমিস খোবানি আঙুর খেয়ে বেড়ায় আর মোটা হতে থাকে; শেষে মোটা হতে হতে তাদের গা থেকে চর্বি গড়াতে থাকে, তখন সেই কাবুলিওয়ালাদের হাকিম একটা আগুনের কুণ্ডুর ওপর গরম-জল চাপিয়ে সেই মোটা ছেলেগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে মুরগির মতো নিচে মুখ ওপরে পা করে ঝুলিয়ে রাখে; আগুনের তাতে তাদের সেই চর্বি গলে টপটপ করে সেই কড়ায় পড়তে থাকে। যতক্ষণ একফোঁটা চর্বি থাকবে ততক্ষণ কিছুতে তাদের ছেড়ে দেবে না—তাতে তারা মরুক আর বাঁচুক। এমনি করে মমিয়াই তৈরি হয় মসুর।"

৩৭৬ প্রতাপচাঁদ—বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ রায় (১৭৬৪-১৮৩২ খ্রি.)-এর একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদ, জন্ম ২৪.১০.১৭৯১ খ্রি.। জন্মের পরই মাতৃবিয়োগ। তেজচাঁদের আট পত্নীর একজন কমলকুমারী স্বামীকে বশীভূত করেন এবং কমলকুমারীর ভাই পরাণচাঁদ কপুর, যিনি বর্ধমান রাজ এস্টেটের প্রধান দেওয়ান ছিলেন, প্রকৃত রাজক্ষমতা হস্তগত করেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রতাপের ওপর কমলকুমারী-পরাণচাঁদের প্রবল বিদ্বেষ। প্রতাপচাঁদ বাল্যবয়স থেকেই দুর্দান্ত, প্রথম যৌবনে অতিশয় মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। তাঁর শুভানুধ্যায়ী, যথা গুরু কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওয়ান গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে লাগলেন, অপরদিকে পরাণচাঁদ গোষ্ঠী এস্টেট সম্পূর্ণ দখল করতে বদ্ধপরিকর। তেজচাঁদ এই বিরোধের সাময়িক মীমাংসা ঘটালেন ১৮১৩ খ্রি. প্রায় সমগ্র জমিদারি প্রতাপকে দানপত্র করে দিয়ে। পরাণচাঁদ কিছুকাল পরে তাঁর মেয়ে বসন্তকুমারীর সঙ্গে তেজচাঁদের বিবাহ দিলেন। প্রতাপচাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতা আবার বেড়ে ওঠায় তেজচাঁদ জমিদারি পুনরায় নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। অকস্মাৎ প্রতাপের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল তিনি বিমর্ষ ও চিন্তাকুল হয়ে কিছুদিন পর রাজবাড়ি থেকে পালালেন। তেজচাঁদ খোঁজ করে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। এরপর প্রতাপচাঁদ অসুস্থ হলেন, কিছুদিন পর তাঁকে কালনায় গঙ্গাযাত্রা করানো হল, সেখানে তিনি 'মারা' যান (১৮২১ খ্রি.)। তেজচাঁদ কিছুকাল পর পরাণচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তার নতুন নাম হয় মহ্‌তাব চন্দ (১৮২০-৭৯ খ্রি.)। এরপর তেজচাঁদের মৃত্যু হয়।

১৮৩৫ খ্রি. এক সন্ন্যাসী বর্ধমানে আসেন, তাঁকে দেখে অনেকে প্রতাপচাঁদ বলে চিনতে পারে। পরাণচাঁদ লাঠিয়াল দিয়ে তাঁকে বর্ধমান থেকে তাড়ান। কিছুকাল পর বাঁকুড়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বিনা বিচারে আট মাস আটক রেখে বিচারে আরও ছ' মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করলেন। বর্ধমানে যাঁরা তাকে চিনতেন তাঁদের সঙ্গে মামলার কারণে যোগাযোগের জন্য নৌকাবহর নিয়ে বর্ধমান যাত্রা করলেন। পথে কালনায় থামলে সামান্য অজুহাতে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেলেন ও বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে প্রতাপের দলের আঠারো জনকে হত্যা করা হল ও নৌকার যাবতীয় দ্রব্যাদি লুঠ হল। প্রতাপ পরে শান্তিপুরে ধরা পড়লে বিচারের জন্য তাঁকে হুগলিতে পাঠানো হল। সেখানে তখন E. A. Samuells ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পূর্বে বর্ধমানে ছিলেন, পরাণচাঁদের কাছে শুনেছিলেন জনৈক কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী প্রতাপচাঁদ সেজেছেন। এই প্রতাপচাঁদ যে জাল, তার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য স্বয়ং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখতে লাগলেন, তার অন্যতম দুটি পরাণচাঁদ ও দ্বারকানাথ ঠাকুরকে। শেষোক্ত চিঠিটি মামলার সময় প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি করে, চিঠিটির বয়ান:

Hoogly, sept 4, 1838

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence, I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witness from Boranagore, who know him as Kristolall, I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhury, Mothooranath Mookherji or any of your own servants..." ইত্যাদি। মামলা শুরু হতে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, প্রতি শুনানির দিন অন্যূন দশ হাজার লোক হুগলি কোর্টে আসত, এবং তাদের সহানুভূতি ছিল প্রতাপচাঁদের প্রতি। যে সব সাক্ষীরা এই প্রতাপচাঁদকে জাল বললেন, তাঁদের অনেকেই সরকারি কর্মচারী, কিছু বর্ধমান রাজবাড়ির অর্থাৎ পরাণচাঁদের কর্মচারী এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যথা দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, এ ব্যক্তি কোনোমতেই প্রতাপচাঁদ নন। পরাণচাঁদকে তিনি চেনেন না। তেজচাঁদের বিরুদ্ধে মামলায় প্রতাপচাঁদের বিধবা রানিদের তিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন। আসামী পক্ষের উকিলের প্রশ্নের জবাবে বলেন, অনেক মকদ্দমায় তিনি টাকা আগাম (ধার) দিয়েছেন। লোক না চিনে তিনি কখনো আগাম দেন না এবং ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থাও ভাল ভাবে না করে রেখে দেন না। প্রশ্ন করা না হলেও জানান যে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার নকল কে চুরি করে এনেছে, তিনি সেই চোরকে ধরতে বিশেষ চেষ্টা করছেন। প্রতাপকে শনাক্ত করে যাঁরা সাক্ষ্য দেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ডেভিড হেয়ার, যাঁর সৎ চরিত্র ও সত্যবাদিতার কথা সকলেই জানত। প্রতাপের এককালীন চিকিৎসক ডাঃ স্কট, প্রতাপের দৈহিক চিহ্নসমূহ বর্ণনা করে তাঁকে শনাক্ত করেন।

প্রতাপচাঁদ তাঁর মৃত্যু রটনার কারণ সম্পর্কে বলেন যে, তিনি অদৃষ্টদোষে গুরুতর মহাপাপ করেন। পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত বিধান দেন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল অথবা চৌদ্দ বছর অজ্ঞাতবাস এবং তা এমনভাবে করতে হবে যেন সকলেই জানে যে তিনি মৃত। সেইমতো তিনি অসুস্থতার ভান করে কালনায় যান এবং বিশ্বস্ত কয়েকজনের সহায়তায় অন্তর্জলির সময় পালিয়ে যান। তারপর চৌদ্দ বছর ধরে যোগী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করেন ও প্রচুর তীর্থভ্রমণ করেন।

সে কালের নিয়মানুযায়ী একজন কাজি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যৌথ বিচারক থাকতেন। কাজি মত দিলেন ফরিয়াদি পক্ষ আসামী কে প্রমাণ করতে পারে নি সুতরাং তাকে দণ্ডিত করা যায় না, ম্যাজিস্ট্রেট মতানৈক্য হওয়াতে নিজামত আদালতকে লিখলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগ প্রমাণিত, তাকে পাঁচ, নিদেন পক্ষে তিন বছর কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হোক। মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহারের জন্য নিজামত আদালত প্রতাপের এক হাজার টাকা জরিমানা করল। প্রতাপচাঁদ অব্যাহতি পেয়ে দরখাস্ত করলেন তিনি নিরপরাধ, তিনি যে স্বয়ং প্রতাপচাঁদ তার সপক্ষে আরো প্রমাণ দেওয়ানি আদালতে দিতে প্রস্তুত আছেন, ইত্যাদি। নিজামত রায় দিল মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে যে, দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নন, তিনি ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলে দরখাস্ত করলে তা আর গ্রহণ করা যাবে না। এই আদেশের ফলে ভবিষ্যতে বিচার প্রার্থনার সকল পথ প্রতাপের পক্ষে রুদ্ধ হল। সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দ্র. টীকাসূত্র।

প্রতাপচাঁদের ভাগ্যে যত নিগ্রহ ও বিচার-প্রহসন লাভ হয়েছিল তার মূল কারণ ছিল পরাণচাঁদের টাকা। দ্বারকানাথ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা পরাণচাঁদের ঘুষ খেয়ে, না পরাণচাঁদের 'ক্রীত' সাহেবদের অনুরোধ রাখতে, তা বলা যায় না।

৩৭৭ অম্বিকা কালনা—বর্ধমান জেলার বর্তমান কালনার পূর্বনাম। অম্বিকা জৈন দেবী, পরবর্তীকালে হিন্দু শক্তিপূজার অঙ্গ। কালনা অম্বিকা উপাসনার একটি কেন্দ্র ছিল অনুমান করা

হয়। লক্ষণীয় মঙ্গলকাব্যে ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত-এ এই স্থানের নাম আম্বুয়া বা অম্বুয়া মুলুক।

৩৭৮ বরানগরে বাস—১৯. ১১. ১৮৫৬ খ্রি. প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়, তার আট-দশ মাস আগে থেকে তিনি বরানগরের ময়রাডাঙা পল্লীতে বাস করছিলেন। শেষ জীবনে প্রতাপচাঁদ ধর্মগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নতুন নাম হয় সত্যনাথ। শিষ্যার সংখ্যাই বেশি ছিল, অনেকে সাক্ষাৎ দেবতা মনে করত, ভক্ত বেশ্যারা তাঁকে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে সকলে একত্রে আরতি করত।

৩৭৯ ঘুসকি—গুপ্ত বেশ্যা, গোপনে ব্যাভিচারকারিণী।

৩৮০ ভূকৈলেসের মহাপুরুষ—'সমাচার চন্দ্রিকা' (৩০. ৬. ১৮৩২)-র খবর, 'যোগির আগমন।—এতন্নগরে প্রায় দুই তিন সপ্তাহাবধি অত্যন্ত জনরব হইয়াছে যে এক জন যোগী আগমন করিয়াছেন তিনি নানা স্থানে অর্থাৎ কএক দিবস শিবপুরে এবং কএক দিবস কলিকাতায় ছিলেন এক্ষণে ভূকৈলাশে অর্থাৎ শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল মহাশয়ের শ্রীশ্রী৺ পতিত পাবনীর বাটীতে বিরাজ করিতেছেন তদ্দর্শনার্থ বহুতর লোকের গমন হইতেছে...ঐ মহাপুরুষের বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অধিক কোন প্রকারেই বোধ হয় না এবং তিনি যে হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই তৎপ্রমাণ কর্ণবেধ চিহ্ন আছে। পরন্তু দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ অপূর্ব্বরূপ আশু দর্শনেই বোধ হয় শরীরের সুখ দুঃখাদির অনুভব শূন্য বাহ্য জ্ঞান রহিত এবং নয়ন মুদ্রিত সুপ্রকাশ আস্য অথচ ওষ্ঠাধর সংলগ্ন ও চক্ষের নিমেষ আছে দিগম্বর তাবৎ শরীর দর্শন হয় কটি দেশে বস্ত্রাদির চিহ্নও বোধ হয় না...বিশেষ মনোযোগে অবশ্যই বোধ হয় শরীরের স্পন্দ রহিত যেহেতু হস্তপদাদি কেহ কোন দিগে রাখে তাহা তাবৎ কাল সেই দিগেই থাকে যাবৎ কেহ অন্য দিগে না রাখে। আহারের বিষয় শুনা গেল যদি কেহ বলপূর্ব্বক মুখব্যাদান করাইয়া কিঞ্চিৎ পেয় দ্রব্য দেয় তবে তাহা কতক বাহিরে পতিত হয় কতক বা গলাধঃকরণ হয় যে স্থানে লইয়া গিয়া যদবস্থায় রাখে সেই স্থানে তদবস্থাতেই থাকেন। এই লক্ষণদ্বারা বোধ হয় এই সাধু সদাশয় যোগনিদ্রায় আছেন... এক্ষণে উক্ত শ্রীযুত রাজা বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল মহানুভব ঐ মহাশয়ের বিষয়ে বিশেষানুসন্ধান করিতেছেন অর্থাৎ ইনি কোন স্থানে ছিলেন কিপ্রকারে এখানে আইলেন... এক্ষণে জনরব হইয়াছে সুন্দরবনে ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী কোন ব্যক্তি আনিয়া ইচ্ছাপুরে গঙ্গাতীরে রাখিয়া যায় তথা হইতে হরি সিংহনামক এক ব্যক্তি শিবপুরে আনিয়াছিল।' এই যোগীকে শিবপুর গঙ্গাচরের কাছে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত এই যোগী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, '...কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের অন্তর্গত ভূকৈলাস নামক স্থানে একটি মহাপুরুষ আনীত হন,... ১৭৫৪ সতর'শ চুয়ান্ন শকের আষাঢ় মাসে শিবপুর-স্থিত শ্রীমান জুন সাহেবের দ্বারবান হরি সিংহের নিকট হইতে তাঁহাকে ভূকৈলাসে আনয়ন করা হয়। তথায় তিনি প্রথমে একেবারে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য ছিলেন। কয়েক দিবস নেত্র-যুগল মুদ্রিত করিয়া ও পান-ভোজন-বর্জিত হইয়া থাকেন; পরে অনেক আয়াসে ও বহু চেষ্টায় কিছু দুগ্ধমাত্র গলাধঃকরণ করান হয়। তিনি অন্য লোকের উদ্যোগ ব্যতিরেকে কদাচ স্বেচ্ছাধীন কোন দ্রব্য ভোজন করিতেন না। তাঁহার যোগভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ডাক্তার গ্রেহাম্ তাঁহার নাসিকা-রন্ধ্রের নিকট এমোনিয়া নামক অতুৎকট ইংরেজী ঔষধ ধারণ করেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার যোগ-ভঙ্গ হয় নাই; শরীরের স্পন্দনমাত্র হইয়াছিল। প্রথমে তিনি কথা কহিতেন না, পরে তিন চারি দিবস নানাবিধ চেষ্টা করাতে, দুই একটি বাক্য বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার নাম দুল্লানবাব। বিরক্ত হইলে, "হাঁড়েদী হাঁড়েদী" বলিয়া উঠিতেন। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পাঞ্জাবী লোক বলিয়া অনুমান করেন। তিনি একবার বাতরোগে আক্রান্ত হন; উল্লিখিত গ্রেহাম্ সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করেন। তিনি খাদ্য পেয় কোনরূপ ঔষধ সেবনে স্বীকার পান নাই, তথাপি কেবল লেপন মর্দনাদি

দ্বারা সেবার উক্ত পীড়া হইতে মুক্ত হন। পরে ১৭৫৫ সতর'শ পঞ্চান্ন শকের চৈত্রমাসে উদর-ভঙ্গ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন।' অক্ষয়কুমার এই যোগীকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, পাদটীকায় জানিয়েছেন, 'মহাপুরুষের এই যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত যাহা লিখিত হইল, তাহা ভূকৈলাস স্বামী মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের নিকট প্রাপ্ত হই। আমিও ঐ মহাপুরুষকে দৃষ্টি করিয়াছি ও তাঁহার উক্তরূপ যোগ-ব্যাপার সমুদায়ও কিছু কিছু স্বচক্ষে দেখিয়াছি।'

৩৮১ কবিকঙ্কণ—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ উপাধি। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্ম। ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

৩৮২ বারাণসী ঘোষ—পিতা রাধাকান্ত। চব্বিশ পরগনার কালেক্টর গ্ল্যাডউইন সাহেবের দেওয়ান, প্রচুর অর্থের মালিক। জোড়াসাঁকোয় প্রকান্ড বাড়ি তৈরি করেছিলেন, সে রাস্তার নামও বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট। 'আমাদের বারাণসী ঘোষ' বলার কারণ বারাণসী, কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহের ভগ্নী খঞ্জনীকে বিবাহ করেন।

৩৮৩ ছাপ্‌ঘাটীর মোহানা—ছাপঘাটি মুর্শিদাবাদ জেলায়, জঙ্গীপুরের কাছে। 'মোহানা' বলতে দেখা যাচ্ছে, সে যুগে নদীর দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার স্থানকেও বোঝাত। ভাগীরথীর মূল প্রবাহে জল থাকত না বলে নৌকারোহীরা আরও পূর্বে এসে মাথাভাঙা প্রভৃতি নদীপথ দিয়ে আসত। ওই এলাকায় তখন বাদা বা জলা অঞ্চল ছিল, যার কিছু কিছু অস্তিত্ব এখনও আছে। ছাপঘাটির মোহানার উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়, 'পূর্বে ভাগীরথীর পাশ্চাত্য প্রবাহ ছাপঘাটির মহানা হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া বর্তমান কলিকাতা শহরের দক্ষিণ দিয়া রাজপুর, বারুইপুর, জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করতঃ সাগরে মিশ্রিত হয়।'

৩৮৪ পণ্ডিত মহাশয়—রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তিনি 'আত্মচরিত'-এ এই পণ্ডিত মশায়ের কথা বলেছেন, 'আমি বাঙ্গলা আদোবে ভাল জানিতাম না। আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গলা পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম।'

৩৮৫ এডুকেসন কৌন্সেল—ইংরাজি শিক্ষায় দেশীয়দের আগ্রহ দেখে লর্ড বেন্টিঙ্ক ও মেকলের আমলে সরকার ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করতে লাগল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারকল্পে এডুকেশন কাউন্সিল তৈরি হয়, যার তত্ত্বাবধানে বড় বড় শহরে বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজ তৈরি হয়।

৩৮৬ সেনবাবু—রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪ খ্রি.), প্রথমে ডঃ উইলসনের হিন্দুস্থানি প্রেসের কর্মচারী পরে এশিয়াটিক সোসাইটির কেরানি, ক্রমে নিজগুণে সোসাইটির একজন সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বহু উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত, হিন্দু কলেজ কমিটির সভ্য, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাপূর্ব মেডিকেল কমিশনের সভ্য, সংস্কৃত কলেজের এককালীন অধ্যক্ষ ইত্যাদি। ইংরাজি-বাংলা অভিধান সংকলক। টাকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

৩৮৭ মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে—'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল গোঁড়া হিন্দুদের কাগজ, তার খবর (দ্র. টীকা ৩৮০) প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরে ইংরাজি পত্রিকা 'John Bull' ভূকৈলাসের যোগীকে ভণ্ড আখ্যা দেয়, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সেই খবর উদ্ধৃত করে (The Imposter of the Bhookylas—*John Bull*, 17.9.1832), জন বুল পরে আরও লেখে যে তারা দেখেছে কিভাবে ভূকৈলাসের বাবুরা চাবুক দেখিয়ে যোগীকে তাদের হুকুম মানতে বাধ্য করছে, কি ভাবেই বা যোগী নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করছে ('The Hypocrisy of the False Devotee Discovered—*John Bull* উদ্ধৃত *জ্ঞানান্বেষণ* ১২.১১.১৮৩২ খ্রি.)। লক্ষণীয়, হুতোমের বর্ণনা অনুযায়ী যোগীর মহাপুরুষত্ব ভঙ্গ হয় তার আগমনের বেশ কিছুকাল পরে, সংবাদপত্রের খবরের

সঙ্গে যার মিল নেই। যোগীর যোগভঙ্গ-পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আর একটি বিবরণ দিয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্ত (টীকা ৩৮০ দ্র.) 'যে সময়ে তিনি যোগারূঢ় ছিলেন, তখন তাঁহাকে দুইবার দেখিতে যাই। সে সময়ে তাঁহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ছিল; দেখিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইত। যোগ-ভঙ্গ হইবার কয়েক মাস পরে গিয়া দেখি, সে রূপ নাই, লাবণ্য নাই, মুখশ্রী নাই, শান্ত জীর্ণ ও মলিন হইয়া একটি অপরিষ্কৃত অস্বাস্থ্যকর গৃহে পতিত রহিয়াছেন। বল-প্রয়োগ পূর্বক বিবিধ চেষ্টা দ্বারা তাঁহার যোগ-ভঙ্গ করা শারীরবিধান-বিৎ পণ্ডিতগণের তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান-পক্ষে....একটি অসামান্য ক্ষতির বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে।' ভূকৈলাসে যোগীর আগমন সেকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা, অনেককাল পর পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে এর গল্প চলত। স্বাভাবিকভাবে তার অনেক অতিরঞ্জনও ঘটত। এমনই একটি স্মৃতিচারণায় যোগীর মহাপুরুষত্ব ভেঙে যাওয়ার ভিন্ন কারণ পাই, 'ভূকৈলাসের (খিদিরপুরের নিকটবর্ত্তী) রাজ বাটীতে সুন্দরবনে প্রাপ্ত একটী মৌনাবলম্বী যোগী আনীত হইয়াছিলেন। তিনি যে কত কালের লোক, তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই, তিনি যোগবলে যে বহুকাল জীবিত ছিলেন, ইহা ধ্রুবই। তাঁহার দেহ জ্বলন্তটিকাসংলগ্ন করাতেও তাঁহার চৈতন্য হইয়াছিল না, পরে বারবনিতার অবৈধ উপায়ে তাঁহার যোগভঙ্গ ও অকাল মৃত্যু ঘটে। ইহা আমরা দেখি নাই বটে, কিন্তু আমাদিগের নর্ম্মাল স্কুলের তৃতীয় পণ্ডিত পূজনীয় রাজকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের (তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাঁগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী) মুখে শুনিয়াছি, তিনি ও আরও বহু ব্যক্তি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।'

৩৮৮ মরিচবিহীন কর্পূর—কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ বিধায়, তার উবে যাওয়া বন্ধ করতে কয়েকটি গোলমরিচ দিয়ে রাখা হয়।

৩৮৯ লালা বাবু—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (১৭৭৫-১৮২১ খ্রি.) প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও বৃন্দাবনে মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। কায়স্থদের উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে 'লালা' বলা হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের দানশীলতা ও ধার্মিক জীবনযাত্রা পরিচিত লাভ করলে মথুরা-বৃন্দাবনবাসীরা তাঁকে লালাবাবু বলত। পাইকপাড়ায় এঁর বংশও একই নামে পরিচিত হয়। হুতোমের বর্ণিত লালারাজারা হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীনারায়ণের দুই পত্নীর দুই পোষ্যপুত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। প্রতাপচন্দ্র 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন যে জন্য হুতোম 'শ্রীবিষ্ণু! আজকাল রাজা' বলেছেন।

৩৯০ হাসন হোঁসেনের...গীর্‌গিটের অপ্রতুল—হজরত মুহম্মদ হিজরতের সময় একটি কূপের ভিতর ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় মক্কাবাসী শত্রুরা তাঁকে খুঁজতে আসে। মাকড়সা তার জাল বিস্তার করে তাঁকে অদৃশ্য করে রাখে, কিন্তু গিরগিটি শত্রুদের কাছে তাঁকে দেখিয়ে দেয়। একই কারণে শী'য়া সম্প্রদায়ের মানুষ গিরগিটি, বিশেষত কুয়োর কাছে তাকে দেখলে ঢিল মারে। এই কাহিনীটি বাংলার লোককাহিনীতে হাসান হুসেনের প্রতি আরোপিত হয়েছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে গল্পটি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল-এও আছে। অস্যার্থ, লালা রাজারা, গিরগিটি ছিল না বলে, পুরোনো কুয়োয় লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন।

৩৯১ দলিপ সিং—দলিপ সিং পঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিং ও রানি ঝিন্দনের পুত্র, জন্ম খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর, ১৮৩৮ খ্রি.। দলিপ সিং-এর পিতৃত্ব নিয়ে সংশয় আছে। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর গোলযোগের মধ্যে নাবালক দলিপ সিং-কে সিংহাসনে বসানো হয়। ইংরাজ নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে কার্যত পঞ্জাব দখল করে, ও রানি ঝিন্দনকে চুনার দুর্গে নির্বাসিত করে, কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালান। দলিপ সিং-কে পঞ্জাব থেকে সরিয়ে ইংরাজরা উত্তরপ্রদেশের ফতেগড়ে নিয়ে আসে। খ্রিস্টান পরিবেশে তাকে রাখা হয়, অবশেষে ৮.৩.১৮৫৩ খ্রি. ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ১৮৮৬ খ্রি. বহু অভিজ্ঞতার পর তিনি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেন, ১৮৯৩ খ্রি. তাঁর মৃত্যু হয়।

৩৯২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর—(১৮০১-৬৮ খ্রি.), পিতা গোপীমোহন। হিন্দু কলেজের ছাত্র, 'রিফর্মার' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক। হিন্দু থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, সদর দেওয়ানি আদালতের আইন ব্যবসায়ী। ১৮৩২-৫৪ খ্রি. পর্যন্ত হিন্দু কলেজের গভর্নর ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। আইনের অধ্যাপক নিয়োগের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করেন।

৩৯৩ জ্ঞানেন্দ্রমোহন—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-৮৯ খ্রি.) প্রসন্নকুমারের একমাত্র পুত্র। হিন্দু কলেজে মাইকেল মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন (১০.৭.১৮৫১ খ্রি.) ও সেই বছরেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। তৎকালীন সমাজে ঘটনাটি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠতাত চন্দ্রকুমারের দৌহিত্র তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন, 'ভূতির মা বলে দিদি রয়েছিস কি সুখে। বড় হলো মিসি বাবা...উঠলো বুকে। বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে। জ্ঞানরে অজ্ঞান করে আনিয়েছে হরে। এই মার্চে লাল চর্চ্চে মিসির হবে ম্যারেজ। দেখবে ঘটা, বলব কথা, লাগবে এসে ক্যারেজ।' জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে প্রসন্নকুমার উইল করে তাঁর সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার, তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইন পড়াতেন।

৩৯৪ কৃষ্ণমোহন—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫ খ্রি.) পিতা জীবনকৃষ্ণ, হিন্দু কলেজের ছাত্র, ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য। ১৮৩২ খ্রি. খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। 'Inquirer' পত্রিকার সম্পাদক। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক কোষগ্রন্থের সংকলক। বেথুন কলেজের দক্ষিণে ক্রাইস্ট চার্চ গির্জার আচার্য, ধর্মান্তর ও কৃষ্ণমোহন সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন, 'হেদোর এঁদোজলে কেউ যেও না তায়, কৃষ্ণ বন্দ্যো জটে বুড়ী শিকলি দেবে পায়।'

৩৯৫ কালীঘেটে হালদার—কালীঘাট কালীমন্দিরের সেবায়েতরা হালদার-বংশীয়, অর্থাৎ সেই বংশের কেউ।

৩৯৬ মিউটিনি—Sepoy Mutiny কে 'সেপাই ক্ষেপেছে' বলার উল্লেখ পাওয়া যায় অমৃতলাল বসুর (জন্ম ১৮৫৩ খ্রি.) স্মৃতিকথায়, '....মিউটিনির সময় মিউটিনিকে জানতুম 'সেপাই ক্ষেপা' ব'লেই।' গৃহস্থবধূর ডায়েরিতে একই প্রতিধ্বনি, '.....ভয়ানক কান্ড কচ্চে, সকল জায়গায় সিপাই খেপে উঠিয়াছে, এখন সামাল ২ পড়েছে।' ২৯.৩.১৮৫৭-য় ব্যারাকপুরে দুজন ইংরাজ সৈন্যের উপর মঙ্গল পান্ডের সরাসরি আক্রমণের পূর্বে জানুয়ারির প্রথম দিকে দমদমে ও ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে বহরমপুরের মেলা ছাউনিতে একই কারণে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। 'ইংলিশম্যান' (২১.১.১৮৫৭) লেখে দমদম ও ব্যারাকপুরের সিপাহিদের মধ্যে গুজব ছড়িয়েছে যে তাদের খ্রিস্টান করা হবে। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় (১৪.৩.১৮৫৭) রেভারেণ্ড জেমস লঙ চিঠি লিখে সরকারকে তার বিপদগর্ভ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করেন, 'The Sounthal rebellion and the late mutinies among the Sepoys at Barracpore and Berhampore ought to teach the authorities that their position is not safe with the masses left in a state of brutal ignorance, a prey to ignorant fanatics. The history of France and Ireland teaches us that an unenlightened peasantry are always a thorn in the side of a government.' ২০.৩.১৮৫৭ তারিখে 'ফিনিক্স' পত্রিকা উল্লাস প্রকাশ করে 'The Sepoy Mutiny is at an end'। তারপরই ব্যারাকপুরের ঘটনা, বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ২.৪.১৮৫৭ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে 'We are now in the midst of an epidemic mutiny'। ১৬ই এপ্রিল প্রকাশিত হয় ৯ তারিখের খবর, গতকাল মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়েছে। মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীরা

১১.৫.১৮৫৭-য় দিল্লি পৌঁছায় ও পরদিন বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঘোষণা করে ও দিল্লিতে তাদের দখল কায়েম করে। ২১.৫.১৮৫৭ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে 'It is no longer a mutiny but a rebellion' কলকাতার সন্ত্রস্ত ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশি বণিকেরা লর্ড ক্যানিং-এর কাছে আবেদন করে রক্ষী বাহিনী বা Volunteer Guards গঠন করার জন্য, হিন্দু পেট্রিয়টে ২১.৫.১৮৫৭ তারিখে প্রকাশিত ১৮ তারিখের খবর 'The recent mutinies have excited alarm in Calcutta, and the proposal is renewed of embodying a local militia from among the European residents of the city.' ক্যানিং প্রথমে অসম্মত হলেও পরে তাদের দাবি মেনে নেন। অচিরেই তাদের দৌরাত্ম্যে শহরবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৮.৫.১৮৫৭) জানায় বন্দুকবিক্রেতারা খুব অর্থ উপার্জন করছে। ঐ তারিখে 'The Panic at Calcutta' প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজদের ভয় নিয়ে প্রবল ব্যঙ্গ করেন 'The state of feeling now exhibited by the notabilities of Chowringhee and their humbler satellites in Cossitolah is very much akin to that which drew the laughter of the world on the alderman of London and their militia when Boney was a stalking horse in the imagination of the British people', গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে শ্বেতকায় সৈন্য পাহারায় বসানো হল, 'European soldiers have been placed on guard at the Mint and the Treasury' (*হিন্দু পেট্রিয়ট*, ১১.৬.১৮৫৭)। হুতোম বর্ণিত মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বসানোর সমর্থন পাওয়া যায় 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮.৬.১৮৫৭) পত্রিকার রিপোর্টে, 'পাইকপাড়া রাজবাড়ী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুর আপনার দিগের বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে ন্যূনাধিক দুই সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন তাহারদিগের মধ্যে ৪০/৫০ জন গোরা, অন্যরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলীপোরা বন্দুক রহিয়াছে... শোভাবাজারীয় উভয় রাজবাটীতে সিপাহিসকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে, মলঙ্গানিবাসী দত্ত বাবুদিগের এবং জানবাজার নিবাসিনী শ্রীমতী রানী রাসমনির বাটিতে বাটিতে সৈন্যসকল হৈ ২ থৈ ২ করিতেছে নগরের মধ্যস্থলে কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্যন্ত সেন, শীল, দত্ত, মল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোষ, মিত্র, বসু, দেবাদি প্রত্যেক ধনির বাড়ী ২ দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈন্যরা যুদ্ধোদ্যমে বাদ্যোদম করিতেছে....' 'ফিনিক্স' পত্রিকা লেখে যে সব উচ্চ পদগুলিতে (uncovenanted service) দেশীয়দের নিয়োগ করা হয়ে থাকে, সেইসব পদে ইওরোপিয় ও ফিরিঙ্গিদেরই নিযুক্ত করা উচিত, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৯.৭.১৮৫৭) যে প্রস্তাবকে 'audacity, not to say impudence' আখ্যা দেয়। ১৮.৭.১৮৫৭ তারিখে কলকাতার Grand Jury সরকারের কাছে আবেদন করে যে মুহররম আসন্ন, সুতরাং কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে যে সব অস্ত্রশস্ত্র আছে তা কেড়ে নেওয়া হোক। সরকার এই আবেদন অগ্রাহ্য করে কিন্তু দেশীয়দের আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নি। লর্ড ক্যানিং বাঙলায় সামরিক শাসন জারির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও ষোড়শ আইন (Act XVI of 1857) চালু করেন, যার দ্বারা যে কোনো দুষ্কৃতিকারীকে তাৎক্ষণিক বিচারে শাস্তি দেওয়া যাবে। হরিশ্চন্দ্র এর প্রতিবাদে লেখেন (*হিন্দু পেট্রিয়ট*, ৬.৮.১৮৫৭) যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিহারের যে কয়টি জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সেখানে ইতিমধ্যেই সামরিক আইন জারি করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বাঙলা প্রেসিডেন্সিতে এই আইন চালুর অর্থ বিদ্রোহের সঙ্গে সংস্রবশূন্য জনগণের উপর নিপীড়নের সুযোগ সৃষ্টি। এখন ধান ও নীল বপনের সময়। নীল বুনতে অনিচ্ছুক চাষীদের চক্রান্তকারী নীলকররা এই আইনের সাহায্যে পীড়ন করবে। তিনি আরও লেখেন যে, 'Our legislators will, we hope, at least see the necessity specifically excepting ploughshares and pruning knives from the list of dangerous arms putting the British Indian Government in danger.'

৩৯৭ নানা সাহেব—পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের দত্তক পুত্র, প্রকৃত নাম ধুন্দুপন্ত, নানা সাহেব নামে সুপরিচিত। ১৮৫১ খ্রি. বাজি রাওয়ের মৃত্যুর পর নানা তাঁর উত্তরাধিকারী হতে চান, ইংরাজ সে দাবি নাকচ করে দেয়। তা সত্ত্বেও ইংরাজরা তাঁকে বিশ্বাসভাজন মনে করত, ১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে কানপুরে তারা আশা করেছিল নানার সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করতে পারবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে অথবা স্বইচ্ছায় নানা বিদ্রোহীদের নেতা বনে যান। কানপুরের ইংরাজরা সপরিবারে দুটি ব্যারাকে আশ্রয় নেয়, কয়েকদিন অবরোধের পর নানা ইংরাজদের জানান যে তাদের নিরাপদে এলাহাবাদে পৌঁছে দেওয়ার সকল ব্যবস্থা তিনি করবেন। সম্মত ইংরাজরা চল্লিশটি নৌকায় যাত্রা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিরা গুলিবর্ষণ করতে থাকে এবং প্রায় সকলেই মারা যায়। এরপর নানা নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে জেনারেল হ্যাভলক ইংরাজ বাহিনী নিয়ে কানপুরের দিকে এগোচ্ছিলেন। কানপুর থেকে ২৩ মাইল দূরে নানার সৈন্য তাদের বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত হয়। এই খবর পেয়ে নানা সকল ইংরাজ বন্দীকে হত্যা করেন এবং অগ্রসরমান ইংরাজ বাহিনীকে বাধা দিতে এগোন। পরাজিত হয়ে সপরিবারে বিঠুর ছেড়ে পালান।

৩৯৮ দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—অর্থ, দিল্লির মালিক বা দুনিয়ার মালিক কিংবা দিল্লির মালিকই দুনিয়ার মালিক। এটি একটি শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্ধাংশ, কথিত আছে সম্রাড্ জগন্নাথ ছিলেন বাদশাহ অওরঙ্গজেবের সভাপণ্ডিত। জয়পুরের রাজা সওয়াই জয়সিংহ তাঁকে নিজের রাজসভায় নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে জগন্নাথ এই শ্লোকটি বলেন, যার অর্থ 'দিল্লিশ্বর বা জগদীশ্বর আমার মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। অন্য হীন লোকেরা যা দেবে তা শাক বা নুনের পক্ষে যথেষ্ট'। বিস্তারিত আলোচনার জন্য টীকাসূত্র দ্র.।

৩৯৯ চুনোগলী—সমকালীন স্ট্রিট ডাইরেক্টরিতে এর নাম Chunam Gully, বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত একটি গলি। সংলগ্ন এলাকারও একই নাম ছিল। চিত্র ২৮ দ্র.

৪০০ কসাইটোলা—বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট; চুনোগলি ও কসাইটোলা, দুই অঞ্চলেই ফিরিঙ্গিদের বাস ছিল। চিত্র ২৮ দ্র.

৪০১ হারকেত—হারকাত, খেলায় হারের পক্ষ, পরাজিত পক্ষ, হারকেতে=খেলায় পরাজিত পক্ষীয়।

৪০২ পঞ্চানন্দের....উজ্জুগ পেলেন—উপদেবতাবিশেষ, গ্রাম্য নাম পেঁচো, শিশুরোগের জন্য দায়ী চলিত বিশ্বাস। প্রচলিত কাহিনী, এক পরিবারে দুই ভাই, ছোট ভাই এবং তার মা যেমনই পঞ্চানন্দ-ভক্ত, বড়ভাই তেমনি পঞ্চানন্দ-বিদ্বেষী। পঞ্চানন্দ তাদের মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন তিনি এই অপরাধে ছোট ভাইয়ের ঘাড় মটকে দেবেন, মা বলল সে কি, আমার বড় ছেলেই তো তোমাকে মানে না, ঘাড় তো তারই মটকানো উচিত, পঞ্চানন্দ বললেন, নিশ্চয় উচিত। কিন্তু কী করব, ও যে আমার অস্তিত্ব বিশ্বাসই করে না। ওর ক্ষতি করা আমার সাধ্যের অতীত। তাই বড় ভাইয়ের কিছু করতে না পেরে তিনি ছোট ভাইয়েরই ঘাড় মটকাবেন।

৪০৩ দাদন, গাদন ও শামচাঁদ—'দাদন' অর্থ নীলচাষের জন্য চাষিকে দেয় অগ্রিম টাকা, অনিচ্ছুক চাষিকে অনেকসময় বলপূর্বক দাদন নিতে বাধ্য করে চুক্তিবদ্ধ করে ফেলা হত (টীকা ৪৫৬ দ্র.)। 'গাদন' অর্থ অত্যাচার, কষ্টদান। 'শ্যামচাঁদ', (টীকা ৪৫০ দ্র.)।

৪০৪ লক্ষ্ণৌ এর বাদসাকে কেল্লায় পোরা—লখনউয়ের শেষ 'বাদশাহ' ওয়াজিদ আলি শাহের (১৮২২-৮৭ খ্রি.) রাজ্য সুশাসনের ইচ্ছা বা যোগ্যতা কোনওটিই ছিল না, তিনি আমোদ প্রমোদেই মত্ত থাকতেন। কুশাসনের অভিযোগে ইংরাজ পূর্বচুক্তি বাতিল করে ৪.২.১৮৫৬ খ্রি. অওধ রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করে নিল ও নবাবের বৃত্তি নির্দিষ্ট হল বছরে বারো লাখ টাকা।

৩.৩.১৮৫৬ খ্রি. ওয়াজিদ আলি লখনউ ছেড়ে সপরিবারে কলকাতা যাত্রা করলেন, উদ্দেশ্য গভর্নর জেনারেলের কাছে হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার দরবার করা, ব্যর্থ হলে ইংল্যাণ্ড যাত্রা (টীকা ৩০৬ দ্র.)। কলকাতা পৌঁছলে (১৩.৫.১৮৫৬ খ্রি.) তাঁর ও দলবলের থাকবার জন্য ব্রিটিশ সরকার মেটিয়াবুর্জ (অপর নাম মুচিখোলা) অঞ্চলে কয়েকটি বড় বাড়ি দিলেন, যাদের কেন্দ্র করে ছোটখাটো একটি শহর পরে গড়ে ওঠে। সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হলে ইংরাজ সরকার সন্দিহান হয় যে বিদ্রোহীরা ওয়াজিদ আলির সঙ্গে যোগসাজশ করতে পারে এবং তা রুখতে নবাব ও তাঁর তেত্রিশ জন সঙ্গীকে কার্যত বন্দি করে রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়মে, কুলি গেটের নিকটবর্তী বালাখানা কুঠিতে। প্রায় দু'বছর পর তিনি মুক্তি পান।

৪০৫ **মার্সাল লা**— সামরিক আইন, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে সামরিক আইন জারি করা হয়, যার বলে ইংরাজ সেনাবাহিনীর অফিসাররা তাৎক্ষণিক বিচার প্রহসন অনুষ্ঠিত করে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুদণ্ড দেয়।

৪০৬ **ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা...শিক্‌লী পরলেন**—সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর হোম ডিপার্টমেন্টের ১২.৬.১৮৫৭ তারিখের গৃহীত প্রস্তাবে দুটি পত্রিকা 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ও 'দূরবীণ' (ফারসি)-এর মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে ওয়ারেন্ট জারি ক'রে বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ প্রস্তাবেই মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিল রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরদিন ১৩ তারিখে Suppression of the Press Act (No. 15 of 1857) পাস হয়ে যায়। ছাপাখানার মালিকদের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ লাইসেন্স ছাড়া টাইপ বা মুদ্রাযন্ত্রের কোনও অংশ রাখাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। মুদ্রিত প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকা সরকারি দপ্তরে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হল। আপত্তিজনক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার অধিকার তো ছিলই। লাইসেন্স দেওয়া হতো এই শর্তে যে, ১) এমন কোনও সংবাদ পত্রপত্রিকা ছাপবে না যার উদ্দেশ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করা, জনচিত্তে অসন্তোষ জাগানো, সরকারি আদেশ অমান্য করতে উত্তেজিত করা। ২) মুদ্রিত পত্রপত্রিকায় সরকারি কার্য সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করা চলবে না অথবা সরকার প্রজাদের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করছে, এমন মত প্রকাশ করা চলবে না। ৩) দেশীয় নৃপতি ও জমিদারদের সঙ্গে সরকারের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন মত, মন্তব্য ছাপানো চলবে না।

৪০৭ **গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা**—সিপাহি বিদ্রোহকে নিন্দা করে ও ইংরাজ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে (হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে) বাঙালিদের দুটি সভার খবর জানা যায়। এ ছাড়া একই উদ্দেশ্যে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে আরও অনেক সভা হয়েছিল। পূর্বোক্ত দুটি সভার একটির তারিখ অজ্ঞাত, খবর প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (২৬.৫.১৮৫৭) 'সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক সভা করেন। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সিপাহীদের বিদ্রোহকে নিন্দা করিয়া এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।' অপর সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৫.৫.১৮৫৭ তারিখে, সভাপতিত্ব করেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, উপস্থিত ছিলেন রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হীরালাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কাশীনাথ মল্লিক, শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। উপরোক্ত সভার মতোই প্রস্তাব গৃহীত হয়, বিভিন্ন বক্তার মধ্যে....' several gentlemen, large landed proprietors, demanded that Government should be solicited to arm their retainers, in behalf of the authorities;

and declared that the peasants and the inhabitants of the country were so loyal and faithful as themselves, and were waiting anxiously to hear that the Government had with a strong hand put down its enemies.' (*বেঙ্গল হরকরা* ২৬.৫.১৮৫৭)।

৪০৮ **ক্যানিং-এর রিকল**—বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ইংরাজ সৈন্যরা এলাহাবাদ, বারাণসী অঞ্চলে লুঠ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা করেছিল। ৩০.৭.১৮৫৭ খ্রি. এক ঘোষণায় লর্ড ক্যানিং এই ধরনের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেন এবং তাঁর নির্দেশে প্রধান সেনাধ্যক্ষ অধীনস্থ সেনাপতিদের সতর্ক করে দেন। ভারতে বসবাসকারী ইংরাজরা এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ক্যানিংকে 'দয়াময়' (Clemency Canning) আখ্যা দেয়, এমন কি ক্যানিংকে ভারত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে দরখাস্ত পাঠায়।

৪০৯ **টানটিয়া টোপি**—তাঁতিয়া টোপে, নানা সাহেবের বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষ। কানপুরের পতনের (১৬.৭.১৮৫৭) পর দেড় বছরের বেশি সময় ধরে বীরত্বের সঙ্গে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, রানি লক্ষ্মীবাইয়ের সহযোগী ছিলেন। এক দেশীয় সামন্তর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন ও ১৮.৪.১৮৫৭ তারিখে ফাঁসি হয়।

৪১০ **বিধবাবিবাহ**—বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে আন্দোলন শুরু হলে ১৮৩৭ খ্রি. ভারতীয় আইন কমিশন কলকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজের প্রধান আদালতের বিচারপতিদের মতামত প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। সকলেই বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন কিন্তু এর জন্য আইন প্রণয়নের বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর যোগ দেওয়ার পর এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, তিনি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে বিধবা বিবাহের সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ, পুস্তিকা প্রকাশ করেন, বিপক্ষ দল শাস্ত্রীয় বিতর্কের সঙ্গে নানারকম ব্যঙ্গ কবিতা, ছড়া, গান বার করতে থাকে। ১৮৫৫ খ্রি. বিদ্যাসাগর ৯৮৭ জন হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদন সরকারের কাছে পাঠান, তাতে বলা হয় দেশাচার অনুসারে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু তা শাস্ত্রসংগত নয়। ১৭.১১.১৮৫৫ খ্রি. ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হলে তুমুল আন্দোলন হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব এর বিরুদ্ধে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র পাঠান। অবশেষে বহু তর্কাতর্কির পর ২৬.৭.১৮৫৬ খ্রি. বিধবাবিবাহ আইন (Act XV of 1856) বিধিবদ্ধ হয়।

সতীদাহ-নিরোধ আইন নিষেধাত্মক (coercive) হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিধবা-বিবাহ আইন, যা অনুমোদন সূচক (permissive), তার মতো প্রবল আকার ধারণ করেনি। যার জন্য অনেক ইংরাজেরও ধারণা ছিল সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বিধবা-বিবাহ আইন। হয়তো এই কারণেই পরবর্তী কালে ইংরাজ সরকার বহুবিবাহ-নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি।

৪১১ **বিধবা বিবাহের..শিরীশ**—নতুন আইনে প্রথম বিধবা বিবাহের পাত্র খাঁটুরা গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের (দ্র. টীকা ২৫০) পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৩১-৯৩ খ্রি.)। পাত্রী বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। কালীমতীর চার বছর বয়সে প্রথম বিবাহ, ছয় বছর বয়সে বিধবা। ব্রহ্মানন্দ তৎকালে জীবিত না থাকায় পাত্রীর মা লক্ষ্মীমণি দেবী উদ্যোগী হয়ে কালীমতীর বিধবা বিবাহ দেন, পাত্র শ্রীশচন্দ্রও বিপত্নীক ছিলেন। বিবাহের দিন (৭.১২.১৮৫৬ খ্রি.) কলকাতায় প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়, বিদ্যাসাগর স্বয়ং বরানুগমন করেছিলেন, বিবাহ অনুষ্ঠান হয় ১২ নং সুকিয়াস স্ট্রিটে (বর্তমান মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বিবাহে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, দিগম্বর মিত্র, নৃসিংহচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

৪১২ নাগপুরের রাণী—১৮৫৩ খ্রি. নাগপুরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যান, তিনি আইনসংগতভাবে কোনও দত্তক পুত্রও গ্রহণ করেননি। লর্ড ডালহৌসি এই অজুহাতে নাগপুর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রানিদের নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ বাদ দিয়ে রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পত্তি, রত্ন অলংকার থেকে আসবাবপত্র, পশু ইত্যাদি সবই নিলামে বিক্রি করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল সেই টাকায় রানিদের ভরণপোষণের জন্য যে বৃত্তি দেওয়া হবে তার সাহায্যকল্পে একটি তহবিল তৈরি করা। রানিরা এই সব সম্পত্তি নিজেদের স্ত্রীধন মনে করতেন এবং তার প্রকাশ্য নিলামে খুবই মর্মাহত ও অপমানিত হন।

৪১৩ জং বাহাদুর—১৮৪৬ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে এক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের দ্বারা জঙ্গ বাহাদুর নেপালের রাজক্ষমতা দখল করেন। ১৮৪৭ খ্রি. মে মাসে নেপালের রাজাকে অপসারিত করে যুবরাজকে সিংহাসনে বসান ও নিজে কার্যত সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের খবর নেপালে পৌঁছলে, অরাজকতার সুযোগ নিয়ে লুঠ করতে পারবে এই আশায় নেপালি সৈন্যরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ খ্রি. জুন মাসে জঙ্গ বাহাদুর রেসিডেন্ট মেজর র‍্যামজেকে জানান যে তিনি স্বয়ং পঞ্চাশ হাজার গুর্খার নেতৃত্ব নিয়ে ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করবেন। প্রাথমিক কিছু দ্বিধার পর ইংরাজরা সম্মত হয় ও ছ' হাজার গুর্খা সৈন্য লখনউয়ের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। এদিকে দিল্লিতে পরাজিত বিদ্রোহীরা অওধ ও গোরখপুরে শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে থাকলে আরও সাহায্যের দরকার হয়। লখনউ উদ্ধারের জন্য কলিন ক্যাম্পবেলকে সাহায্য করতে জঙ্গ বাহাদুরের নেতৃত্বে দশ হাজার গুর্খা সৈন্য গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু 'Sir Colin Campbell, the Commander-in-Chief, was none too impressed with the general performance of the Gurkhas under Jang Bahadur. He was positively indignant at their slow march and great thirst for plunder. He was even prepared to relieve Lucknow without the Gurkha auxiliaries under Jang Bahadur'. লখনউ উদ্ধারে ও পরবর্তী ব্যাপক লুঠতরাজে গুর্খা সৈন্যদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

৪১৪ কুইনের প্রেক্লেমেসন—১.১১.১৮৫৮ খ্রি. ভারতবর্ষকে সরাসরি রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন বলে ঘোষণাপত্র জারি, Queen's proclamation।

৪১৫ অপরাধী থেকেও জায়গির—এই কটাক্ষ করা হয়েছে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৪-৭৮ খ্রি.) প্রতি। রাজভক্তি ও সিপাহি বিদ্রোহের সময় নানাপ্রকার সাহায্যের জন্য ১৮৫৯ খ্রি. ২৫ শে অক্টোবর লর্ড ক্যানিং লখনউয়ের দরবারে দক্ষিণারঞ্জনকে বিদ্রোহী জমিদার রাজা বেণীমাধো বক্সের সম্পত্তি, রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুরের বাজেয়াপ্ত তালুক প্রদান করেন। বিদ্রোহকালে দক্ষিণারঞ্জনের ভূমিকা পুরোপুরি ইংরাজ পক্ষাবলম্বী ছিল কি না, সে সন্দেহ কারও কারও ছিল, ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস খোলাখুলিই দক্ষিণারঞ্জনের দু-মুখো কাজের কথা বলেছেন, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর অভিযোগ অস্বীকৃত হয়। দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণ বলে 'বামুনে কপাল'-এর উল্লেখ। সম্পূর্ণ প্রবাদটির জন্য দ্র. টীকা ৫২৬।

৪১৬ শ্রীবৃদ্ধিকারী—মূলত সাহেব নীলকর ও বণিক সম্প্রদায়, যাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

৪১৭ কৃত্তিবাস—পঞ্চদশ শতকের কবি, তাঁর অনূদিত রামায়ণ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নামে বাঙালির ঘরে ঘরে পরিচিত।

৪১৮ মুগ্ধবোধ—বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের প্রথমেই মুগ্ধবোধ পড়ানো হত, সাধারণত চার বছর লাগত মুগ্ধবোধ শেষ করতে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর মুগ্ধবোধ-এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সহজ 'উপক্রমণিকা' পড়ানো চালু করেন।

৪১৯ মাঘ—কালিদাসোত্তর যুগের মহাকবি। সঠিক সময় অজ্ঞাত, তবে খ্রি. ৮-৯ম শতকের পূর্ববর্তী। স্বকথন অনুযায়ী পিতার নাম দত্তকসর্বাশ্রয়। মাঘের শিশুপালবধ বিংশ সর্গে রচিত বিখ্যাত কাব্য।

৪২০ রঘু—মহাকবি কালিদাস (টীকা ২৫৮ দ্র.) রচিত কাব্য রঘুবংশ।

৪২১ টিকী কেটে নিই—নকশায় হুতোম উত্তম পুরুষে যে সব ঘটনা বিবৃত করেছেন তা কালীপ্রসন্নের আত্মজৈবনিক মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যেমন, সমকালে কালীপ্রসন্নের কুখ্যাতি ছিল 'টিকি কাটা জমিদার' নামে। 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-তে ও (টীকা ১৫ দ্র.) একই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু টিকি তিনি কেটে নিতেন কেন? হুতোম-কথিত কারণ ছাড়া আর একটি কারণের কথা জানা যায়। কালীপ্রসন্নের বাড়ি থেকে একবার একটি গোরু তাঁদের গুরুদেব মতান্তরে কোনও ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, এবং পালনের খরচ স্বরূপ মাসিক টাকাও বরাদ্দ করে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর দানগ্রহীতা সেই গোরু কসাইকে বিক্রি করে দেয়, কসাইখানায় নিয়ে যাওয়ার পথে গোরু পুরানো বাড়ি চিনতে পেরে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। কসাই গোরু ধরতে পিছন পিছন এলে কালীপ্রসন্ন তাকে জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পারেন ও পুনরায় টাকা দিয়ে গোরুটি কিনে নেন। এরপর দানগ্রহীতা আবার গো-পালনের টাকা নিতে এলে কালীপ্রসন্ন স্বহস্তে তার টিকি কেটে নেন। এই সূত্রপাতের পর তিনি ভণ্ড ব্রাহ্মণ ধরতে পারলে তাদের টিকি কেটে নম্বর দিয়ে শো-কেসে সাজিয়ে রাখতেন। ঐ সব 'কর্ত্তিত টিকি' ব্রাহ্মণের ভেতর কেউ ছিলেন চূড়ামণি, কেউ তত্ত্বনিধি, কেউ বিদ্যানিধি, কেউ বা বিদ্যাবাগীশ উপাধিযুক্ত। অপরাধও অনেক রকমের, যবনীসংস্রব, মন্ত্রশিষ্যের বিধবা কন্যাকে বিপথগামিনী করা, জাল দলিল তৈরি করে শিষ্যের সর্বনাশ করা, মিথ্যা কথা বলে বেশ্যাদের অলংকার হস্তগত করা, মুসলমান ও নিম্নবর্ণের সঙ্গে একত্রে আহার ইত্যাদি। নম্বর দেওয়া টিকিগুলির তলায় ব্রাহ্মণদের নাম, উপাধি আর অপরাধ লেখা থাকত। কালীপ্রসন্নের সংগ্রহে এইরকম একান্নটি টিকি ছিল।

৪২২ সংস্কৃত কলেজ—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে পাশ্চাত্যের পরিবর্তে প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারে আগ্রহী ছিল, তারই ফলস্বরূপ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সূচনা হয় ১.১.১৮২৪ খ্রি. একটি ভাড়া করা বাড়িতে, পরে ১.৫.১৮২৬ খ্রি. কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে বর্তমান বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। জন্ম থেকে ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।

৪২৩ জনসন—স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-৮৪ খ্রি.) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত ও আভিধানিক। কলেজ জীবন পর্যন্ত চরম দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি Dictionary of the English Language, ইংরাজি ভাষার অভিধান, প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ খ্রি.। ১৭৬২ খ্রি. থেকে বাৎসরিক তিনশো পাউন্ড রাজকীয় পেনসন লাভ করেন, যা অবশেষে তাঁর জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এনে দেয়।

৪২৪ বিদ্যোৎসাহী—১৮৫৩ খ্রি. কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন, সম্ভবত এটি তার প্রতি ইঙ্গিত। ১৮৫৪ খ্রি. তিনি 'বাবুনাটক' রচনা করেন, ১৮৫৫ খ্রি. বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার সম্পাদক হন। সভার উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধান। সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে খ্যাতিমান অনেকেই এই সভার সদস্য ছিলেন।

৪২৫ তত্ত্ববোধিনী সভা—৬.১০.১৮৩৯ খ্রি. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আচার্য করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ষোল জন সভ্য নিয়ে সভা শুরু হয়, উদ্দেশ্য '...আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; "বেদান্ত দর্শনের" সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না... সভার অধিবেশন মাসের প্রথম রবিবারে রাত্রিকালে হইত।' তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য অব্রাহ্মরা হতে পারতেন এবং হতেনও, ১৮৫৯ খ্রি. তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলে যায়।

৪২৬ বিধবা বিয়ের দালালী—প্রথম বিধবা বিবাহে (টীকা ৪১১ দ্র.) কালীপ্রসন্ন সাহায্য করেছিলেন, ১৮.১২.১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর খবর, বর্ধমানের '...মহারাজ প্রথমতঃ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিলেন তৎপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য ধনী গণ্যমান্যগণ যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিধবা বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তাঁহারদিগকে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে সাধুবাদ দিলেন'। ইতিপূর্বে ২২.১১.১৮৫৬ খ্রি. 'সংবাদ

প্রভাকর'-এ কালীপ্রসন্ন প্রত্যেক বিধবা বিবাহকারীকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

'বিজ্ঞাপন'।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় ঊনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক এক সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।'

৪২৭ অক্ষয়কুমার দত্ত—(১৮২০-৮৬ খ্রি.), পিতা পীতাম্বর। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে দ্বিতীয় শ্রেণী (ক্লাস নাইন) পর্যন্ত পড়ার পর পিতার মৃত্যুর জন্য স্কুল ত্যাগ। দারিদ্র্যে বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হলেও প্রবল শিক্ষানুরাগ, বিভিন্ন ভাষায় অধিকার অর্জন করেন। ১৮৩৯ খ্রি. তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ও ১৮৪৩ খ্রি. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন, একাদিক্রমে বারো বছর সেই দায়িত্ব পালন করেন। নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। ১৮৪৩ খ্রি. ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। যৌক্তিকতা, স্বাদেশিকতার জন্য খ্যাত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫২ খ্রি., ২য় ভাগ ১৮৫৩ খ্রি.) 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১ম ভাগ, ১৮৭০ খ্রি., ২য় ভাগ ১৮৮৩ খ্রি.) ইত্যাদি।

৪২৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—(১৮১২-৫৯ খ্রি.) পিতা হরিনারায়ণ। নিজে কবি, কবিওয়ালাদের দলে গানও বাঁধতেন, সমকালীন কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাত ও প্রভাববিস্তারী। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক, তা ছাড়া অন্য পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' (১৮৫৫ খ্রি.) 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮ খ্রি.) ও প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা সংকলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪২৯ মরাফেরা—মরাফেরার হুজুক উঠেছিল অম্বিকাচরণ গুপ্তের আত্মকথন অনুযায়ী ১৮৫৭ খ্রি. আর কুমুদনাথ মল্লিক বলেছেন ১৮৭০-৭১ খ্রি. দ্বিতীয় তারিখটি হতে পারে না, অন্তত হুতোম-কথিত 'মরাফেরা' নয়, কারণ তাহলে ১৮৬২ খ্রি. নকশায় তার উল্লেখ থাকত না। অম্বিকাচরণ বলেছেন, "...সন ১২৬৪ সালের কথা সেই বৎসরেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলিকাতা হুগলী বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে একটা গুজব উঠিল মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে সেই বৎসর যাহারা মারা গিয়েছিল তাহারা শ্রীশ্রী৺শ্যামা পূজার রাত্রিতে শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিবে। যে গৃহস্থের কেহ সে বৎসর লোকান্তর প্রস্থান করিয়াছে সে গৃহস্থকে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া সজাগ থাকিতে হইবে। ...যাহারা এরূপ অবস্থায় প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি সজাগ ছিল তাহাদের পরলোকগত কাহাকেও ফিরিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। সেকালে এরূপ কোন হইলে হুজুগ বৈষ্ণবেরা সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান রচিত করিত। নূতন গান গাহিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লইত। মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবার গানও উঠিয়াছিল, বৈষ্ণবেরা সেই গান বাড়ী বাড়ী গাহিয়াও বেড়াইয়াছিল গানটী—

মরা মানুষ ফিরে এসেছে
দেখে এলাম রাণাঘাটে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আস্তেছে।
গলা সরু পেট মোটা, জল খেয়ে হয়েছে সোঁটা।

ইত্যাদি

অবশিষ্ট অংশটায় একটু অশ্লীলতা আছে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল শুনিয়াছিলাম গানটী ৺রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয়ের রচিত।"

গানে রানাঘাটের উল্লেখ ও হুতোমের 'নদে অঞ্চলের' সমর্থন পাওয়া যায় কুমুদনাথের লেখায়, নদীয়ায় একজন প্রতারক 'গোপাল পাইয়াছে এবং ঐ গোপালের আদেশে মৃতব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হইয়া ১৬ই আশ্বিন যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবে' বলে হুজুগ তুলেছিল। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যেও এর উল্লেখ আছে, 'নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়, অর্থলোভী ভণ্ড ভ্রষ্ট দুষ্ট দুরাশয়,/বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব,/ হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব।' সম্ভবত কুমুদনাথ স্মৃতিভ্রংশ হেতু ভুল তারিখ বলেছেন।

৪৩০ জন্মের মধ্যে...মাসে রাশ—নিমু হচ্ছেন নিমাইচরণ গোস্বামী, তাঁর বসতবাটি সংলগ্ন রাস্তা তাঁরই নামে, নিমু গোস্বামী লেন, এখনও বিদ্যমান। তাঁর বাড়িতে বলদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, তিনি চৈত্র মাসে খুব ঘটা করে বলরামের রাস উৎসব করতেন। 'রাসের জাল খাটাইবার জন্য প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক সুউচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত। স্তম্ভগুলি ৪০/৫০টি বাঁশ একত্র তাড়া বাঁধিয়া নির্ম্মিত হওয়ায় লোকে গীত বাঁধিয়াছিল,

জন্ম মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁশ ॥'

তাৎপর্য, সমস্ত বড় পার্বণ বাদ দিয়ে বছরে একটি অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠানে ঘটা করা।

৪৩১ কয়েদী খালাস—যে সব দেনাদার ঋণ পরিশোধ করতে পারত না, তাদের শাস্তি দেওয়ার এক বিচিত্র আইন ছিল সে যুগে। ঋণদাতা আদালতে নালিশ করে দেনাদারের খোরাকের টাকা জমা দিলে ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত দেনাদারকে কারাগারে আটক রাখা যেত। কলকাতার মল্লিক পরিবারের গৃহদেবী সিংহবাহিনীর পূজা তাঁদের শরিকরা পালা করে করেন। পালা লাভ উপলক্ষে ঋণের দায়ে বন্দিদের ঋণ শোধ করে মুক্ত করে দেওয়ার প্রথা ছিল। 'সমাচার দর্পণ' (২৯.৪.১৮২৬ খ্রি.)-এর খবর 'সংপ্রতি আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত৺সিংহবাহিনী ঠাকুরানীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া...সমারোহপূর্ব্বক পূজা করত তদুপলক্ষে এক মহাকার্য করিয়াছেন অর্থাৎ দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদান পূর্বক মুক্ত করিয়াছেন ইহা যথার্থ জনোপকার বটে।' দেনার দায়ে বন্দিদের মুক্ত করা তৎকালে উদারতা দেখানোর ও পুণ্য সঞ্চয়ের এক বিচিত্র পন্থা, যা অনেক ধনীই অনুসরণ করতেন, অনুরূপ ঘটনা থেকেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদের উৎপত্তি।

৪৩২ হোত্তেল মাগ্‌গি—হরিতাল দুর্মূল্য, হরিতাল ইং Orpiment, সাধারণত Yellow Arsenic নামে পরিচিত, রঙ হলুদ, মৃত-ব্যক্তি-সাজা প্রতারকরা মেখে গায়ের রঙ পালটাচ্ছিল। সেকালে যাত্রা-নাটকের মেক-আপে হরিতালের ব্যাপক ব্যবহার হত।

৪৩৩ কাশীমিত্রের ঘাট—ধনী কাশীশ্বর মিত্র ১৭৭৪ খ্রি. গঙ্গার ধারে এই শ্মশানঘাট তৈরি করে দেন। কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে তখন দুটিই শ্মশানঘাট, নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাট। যে রাস্তাটি চিৎপুর রোড ও কাশী মিত্র শ্মশানঘাট যোগ করেছে, তার নামও কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রিট।

৪৩৪ জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা—জ্ঞাতিদের সঙ্গে সম্ভবত যে বিরোধটির কথা কালীপ্রসন্ন বলেছেন তার উৎস সম্পত্তি নিয়ে একটি মামলা 'Chatoo Sing, son, heir &c V Rajkissen Sing & others; by original bill, bill of review and supplement, and bills of revivor (Feb. 10, 1846).' জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহের (১৭২২-৭৮ খ্রি.) অর্থসম্পত্তি ছিল প্রচুর, দুই নাবালক পুত্র প্রাণকৃষ্ণ (১৭৬৪-১৮১২ খ্রি.) ও জয়কৃষ্ণকে (১৭৭০-১৮২০ খ্রি.) রেখে তিনি মারা যান। সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন দুই নাবালকের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত সীতারাম ঘোষ ও নীলমণি মিত্র, পরে কোর্টের নির্দেশে শান্তিরামের ভগ্নীপতি বারাণসী ঘোষ (দ্র. টীকা ৩৮২)। দু ভাই সাবালক হয়ে বাবার সম্পত্তি প্রায় চার গুণ বাড়িয়ে ফেলেন। প্রাণকৃষ্ণের চার পুত্র, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ। মৃত্যুর পূর্বে প্রাণকৃষ্ণ উইল করে ভাই ও রাজকৃষ্ণ,

নবকৃষ্ণকে তাঁর সম্পত্তির ম্যানেজার ও একজিকিউটর নিযুক্ত করে যান। ১৮১৮ খ্রি. জয়কৃষ্ণ অপুত্রক অবস্থায় উইল করেন যে মূল সম্পত্তির সাত আনা অংশ, যা তাঁর ভাগ, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পাবেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী শিবসুন্দরী সন্তানসম্ভবা, যদি তাঁর পুত্র সন্তান হয় ও জীবিত থাকে তাহলে রাজকৃষ্ণ ইত্যাদিরা পূর্ববর্ণিত সাত আনা অংশ পাবেন না, পাবে তাঁর তখনও অজাত পুত্র, এবং তার বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজকৃষ্ণ নবকৃষ্ণ অভিভাবক হিসাবে সম্পত্তি দেখবেন। ১৮১৯ খ্রি. শিবসুন্দরী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন, যাঁর নাম নন্দলাল, সাধারণত ছাতু বা সাতু সিংহ নামে সমধিক পরিচিত। ১৮২০ খ্রি. জয়কৃষ্ণের মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে প্রকৃতপক্ষে নবকৃষ্ণই সম্পত্তির দেখাশুনা করতেন। সাবালক হওয়ার পর কোর্টের রায়ে নন্দলাল মূল সম্পত্তির সাত আনা অংশ এবং নবকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা নয় আনা অংশ পেলেন। ১৮৪২ খ্রি. পর থেকে ভিন্ন শরিকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে, নন্দলাল নালিশ করলেন সম্পত্তি নষ্ট ও কুপরিচালনার কারণে লোকসানের জন্য বিবাদী পক্ষ তাঁর অংশ বাবদ ছয় লক্ষ টাকা দেবে। মামলা চলাকালে ১৮৪৬ খ্রি. নন্দলাল মারা গেলেন, উইলের একজিকিউটর করে গেলেন নাবালক পুত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে। কালীপ্রসন্নের পক্ষ থেকে আদালতে যে আবেদন করা হয়, তার ভিত্তিতে বিচারপতি রায় দিলেন অছি হিসাবে নবকৃষ্ণ কোনো শরিক দাবি করা মাত্র হিসাব দেখাতে বাধ্য। নবকৃষ্ণ আদালতে এক লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা ও অন্যান্য কাগজপত্র জমা দেবেন। সাত আনা সম্পত্তির অংশ তখনও বিভক্ত না হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সম্পত্তির জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ করা হল। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দুই বিধবা ও তাঁদের অছিদের মধ্যে বিবাদ অব্যাহত থাকে, ২৩.১১.১৮৫৪ খ্রি. বিজ্ঞাপিত সুপ্রিম কোর্ট মাস্টার অফিসের বিজ্ঞাপনে মৃত নবকৃষ্ণ সিংহের এস্টেটের আংশিক বিক্রির খবর আছে, '...যে মোকদ্দমায় মৃত নন্দলাল সিংহের শেষ উইল পত্রের বিধানানুসারে তাঁহার বিষয় ও বিভবাদির অছি রায় হরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী ত্রৈলক্যমোহিনী দাসী বাদি ও নবকৃষ্ণ সিংহের বিধবা স্ত্রী ও বিষয়াদির উত্তরাধিকারীনী শ্রীমতী গৌরমণি দাসী এবং ডনক্যান স্টুয়ার্ট সাহেব প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমা বিষয়ে...' সুপ্রিম কোর্টের ৬.১০.১৮৫৩ খ্রি. প্রদত্ত অনুমতি অনুযায়ী মৃত নবকৃষ্ণের এস্টেটের দরুণ সম্পত্তি বাড়ি বিক্রি, যার মধ্যে আছে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রিটে একটি বাড়ি ও অপর দুটি বাড়ির অংশ, হ্যারিংটন ষ্ট্রিটের বাড়ি, চাসাধোবাপাড়ার বাড়ি, শুটকীহাটার সুকিয়াস লেনের বাড়ি, চোরবাগান, মেছুয়াবাজার ও সিমুলিয়াতে জমি, উল্টোডাঙ্গায় বাগান ও আরো মফস্বলের সম্পত্তি। কালীপ্রসন্নের জীবৎকালে এই বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেনি, তা অবশেষে সম্ভব হয় তাঁর মৃত্যুর পর, যখন তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজকৃষ্ণের প্রপৌত্র বিজয়চন্দ্রকে দত্তক নেওয়া হয়। সিংহ-পরিবারের বংশলতিকা, বিরোধের প্রধান চরিত্রগুলি ও তাদের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে।

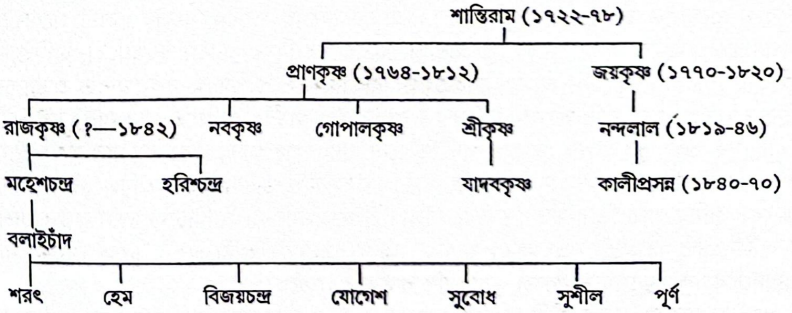

৪৩৫ নানাসাহেবের মরাবাঁচা—নানা সাহেব (দ্র. টীকা ৩৯৭) ইংরাজের কাছে পরাজিত হয়ে সম্ভবত নেপালে পালিয়ে যান। ইংরাজপক্ষ তাঁকে প্রধান শত্রু বলে মনে করত এবং নানা সাহেবের

সন্ধান পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ১৮৫৯ খ্রি. এপ্রিল মাসে বিদ্রোহ দমনের পর নানা ইংরাজদের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করেন। তারপর তাঁর কোনো খবর জানা নেই, সম্ভবত নেপালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত নানাসাহেব সন্দেহে বহুলোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক বিদ্রোহীদের একটি বর্ণনামূলক বিবরণ তৈরি করা হয়, যাতে নানার বর্ণনা, '...Nana Rao Dhoondoo Punt, other wise Nana Sahib, is a Dekhany Brahmin, 35 years old, of fair complexion, and 5 feet six inches in height. He is of powerful! appearance and has a flat and round face. His nose is straight and well shaped, eyes large and round, teeth regular, and his breast is covered with hair. The color of his hair black, and he has ringmarks on his face. It is remarked that the Nana has the features of a Mahratta strongly depicted. On one of his toes a lancet mark, and at present, by wearing a beard, he presents a Mohomedan appearance. A servant with a cut ear never leaves his side.'

বহুবার প্রচারিত নানার মৃত্যুসংবাদের একটি, 'It seems almost certain that the Nana Saheb is dead. A correspondent of the Englishman says that the Nana died on the 24th September, of fever, at a place called Tara Gurrie, near Dhany and Dhukud' (*হিন্দু পেট্রিয়ট* ৫.১১.১৮৫৯)। ১৮৬২ খ্রি. 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা (২৩.১.১২৬৯ সন) 'সিন্দিয়ান' কাগজের খবর অনুসারে জানাচ্ছে যে নানা সাহেব সন্দেহে যে ব্যক্তিকে করাচিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে বোম্বাই পাঠানো হচ্ছে, সেখানে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এই সব ঘটনা এত উত্তেজনার সৃষ্টি করছিল যে অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যদি প্রকৃত নানা সাহেবকে পাওয়াও যায়, তাকে আর গ্রেপ্তার করা হবে না।

৪৩৬ সাতপেয়ে গরু—সাতপেয়ে গোরুর আবির্ভাব ঘটে ১৮৫৪ খ্রি., *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় (২৯.৬.১৮৫৪ খ্রি.) প্রকাশিত বিজ্ঞাপন:

'বিজ্ঞাপন।

প্রায় পাঁচমাস অতীত হইল অতি আশ্চার্য্য এক গোবৎস জন্মিয়াছে, তাহার সপ্ত পাদ, একত্র যোড়া দুই দেহ কিন্তু এক মস্তক, এক্ষণে ঐ বৎস ধর্ম্মতলার শ্রীযুত হন্টর কোম্পানির আড়গড়ার সম্মুখে ১১৩ নং ভবনে রহিয়াছে যাঁহারা দর্শনেচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত বাটীতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন, দর্শক যদ্যপি একাকী হয়েন তবে অর্দ্ধমুদ্রা আর সপরিবার অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিলে ১ মুদ্রা দিয়া ডি উই লসন কোং বাটীতে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ভবনে দ্বারের নিকটে টিকিট ক্রয় করিয়া প্রত্যহ দেখিতে পাইবেন ইতি।' কয়েকদিন পর *প্রভাকর*-সম্পাদকের নিজস্ব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় (৫.৭.১৮৫৪ খ্রি.), 'আমার দিগের পত্রের সংবাদ শ্রেণী মধ্যে এবং বিজ্ঞাপন স্থলে কয়েক দিবস পূর্ব্বে যে আশ্চর্য্য গোবৎসের বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল, তদ্বিস্তারিত সকলে পাঠ করিয়া থাকিবেন। আমরা সেই চমৎকারাকার বৎসকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত অত্যাশ্চর্য্যে মোহিত হইয়াছি, বোধ করি অনেকেই এবম্ভূত অদ্ভূত জন্তু সজীব দেখিতে পান নাই। দুই শরীর, দুই পুচ্ছ, দুই গুহ্য, দুই উপস্থ, সাতটি পদ, তন্মধ্যে পঞ্চ পদে গতি, এবং একমাত্র মুখ। আমরা সর্ব্ব-সাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, সকলে উৎসুক ও তৎপর হইয়া অবিলম্বেই ধর্ম্মতলায় হন্টর কোম্পানির আড়গড়ার সম্মুখস্থ ভবনে গিয়া উক্ত অত্যাশ্চর্য্য প্রাণিটিকে দর্শন করুন। দর্শনি মূল্য ব্যক্তি প্রতি ।। অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র। যাঁহারা কেবল জনরবে শুনিতেছেন, চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারদিগের চক্ষুঃ কর্ণের সার্থকতা করা অতি কর্তব্য হইতেছে।'

৪৩৭ বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা—মহাভারত বঙ্গানুবাদের জন্য বর্ধমানের মহারাজার পোষিত পণ্ডিতমণ্ডলী, তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ প্রভৃতি। টীকা ২৫৬ দ্র.

৪৩৮ খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম—ওয়াজিদ আলি শাহ ছিলেন শী'য়া ধর্মাবলম্বী। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত বিবাহ বন্ধনের নাম 'মুত্‌আ', শী'য়া ধর্মে অবাধ 'মুত্‌আ' বিহিত। ওয়াজিদ আলী তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য যে সব নর্তকীদল তৈরি করেছিলেন তাদেরকে 'মুত্‌আ' করে খেতাব দিয়েছিলেন 'বেগম'।

৪৩৯ ক্ষ্যপলা জাল ফেললেন—ওয়াজিদ আলি অওধ রাজ্যের সঞ্চিত ধনরত্ন নিয়ে মেটিয়াবুর্জে বসতি করার পর কলকাতার সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কয়েকজন ভদ্রবেশী প্রতারক তাঁকে ঠকিয়ে কিছু লাভের চেষ্টা করে, হুতোম খুব সম্ভব সে ইঙ্গিতই করেছেন, যার সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত সংবাদে, 'Our contemporary states that certain Bengalee Baboos have leagued themselves with one of the King of Oude's musicians and a servant of his to persuade him to pay two lacs of rupees for the Governor General and a lac and fifty thousand rupees for the secretaries with a view to obtain his liberation'। এদের চেষ্টা যে বিফল হয় সে কথা হুতোমই বলে গেছেন।

৪৪০ জালখানা... খোঁটা—মাছ ধরতে গিয়ে জাল খোয়াতে হচ্ছে কারণ খুব বড় মাছ, বা জলের মধ্যে রাণায় বেধেছে (বাঁধানো ঘাটের ধাপের পার্শ্ববর্তী উঁচু অংশ) বা জলমগ্ন খোঁটায় আটকেছে। তাৎপর্য আর্থিক লাভ তো হলোই না, প্রাথমিক বিনিয়োগও জলে গেল।

৪৪১ শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নিমতলার স্নানের ঘাট, আনন্দময়ীর মন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র শিবকৃষ্ণ। পৈতৃক বাড়ি ছিল ৭ নং নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে। ১৮৫৩ খ্রি. পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন, নিজে Smith, Ewing & Co. (পরে Smith, Farie & Co.)-র বেনিয়ান ছিলেন। ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, অতুল ধনী ও কলকাতার নামকরা সম্ভ্রান্তদের একজন, প্রবল দম্ভে ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন, কথিত আছে রাস্তা দিয়ে বগী হাঁকিয়ে যাওয়ার সময় সামনে যে পড়ত তাকেই চাবুক কষাতেন। টিটাগড়ে তাঁর বাগানবাড়ি ছিল, গ্রীষ্মের সময় সেখানেই থাকতেন, এবং কাজের খাতিরে প্রতিদিন কলকাতা যাতায়াত করতেন। লর্ড ক্যানিং ও তাঁর স্ত্রী ব্যারাকপুর গেলে শিবকৃষ্ণের বাগানে বেড়াতে যেতেন। অভাবী মানুষকে তাঁর দানধ্যানও ছিল।

শিবকৃষ্ণরা পাঁচ ভাই, দাদা শম্ভুকৃষ্ণ মারা গেলে তাঁর বিধবা ও পুত্রকে বঞ্চিত করে শম্ভুকৃষ্ণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য শিবকৃষ্ণ শম্ভুকৃষ্ণের এক জাল উইল দাখিল করেন। সম্ভবত শিবকৃষ্ণের পরিবার বহির্ভূত কোনো শত্রু জাল উইল ধরিয়ে দেয়, হুতোমের 'যদি এমন পেশাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো?' মন্তব্য সেই ইঙ্গিত দেয়। যাই হোক, ধরা পড়তে 'The Grand Jury yesterday (30th August, 1859) returned two true bills against Sibkissen Banerjea for uttering a forged will, alleged to be the will of his brother Sumbhoo Chunder Banerjea, and also against Dr. J. R. Crawford, Nobogopal Chatterjea and Konnyloll Paul, the subscribing witnesses to the will. Bench Warrants were issued for the arrest of the parties....'। শিবকৃষ্ণ, কানাইলাল ও ডাঃ ক্রফোর্ড গ্রেপ্তার এড়াতে চন্দননগর পালান, চন্দননগর তখন ফরাসি উপনিবেশ ছিল, ৬.২.১৮৬০ তারিখে ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাঁদের ব্রিটিশ সরকারের হাতে সমর্পণ করে।

মামলার শুনানি হয় চার দিন, জুরিদের রায় দিতে দশ মিনিটও লাগেনি, শিবকৃষ্ণের চোদ্দ বছরের দ্বীপান্তর, কানাইলালের সাত বছরের দ্বীপান্তর আর ডাঃ ক্রফোর্ডের আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' শিবকৃষ্ণের দণ্ডলাভে যেমন তাদের আনন্দ প্রকাশ করে তেমনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' খোলাখুলিই বলে শিবকৃষ্ণ বিচারপতি ও জুরিদের পূর্বার্জিত ধারণার শিকার, শিবকৃষ্ণ দোষী কি না সন্দেহ আছে, অনুচিত রকমের কঠিন শাস্তি ইত্যাদি। শিবকৃষ্ণের স্বশ্রেণীভুক্ত ধনী অভিজাত জমিদারদের বক্তব্যই তারা মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করে।

হুতোমের 'তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈ তো নয়' মন্তব্যের প্রতিধ্বনি মেলে পরবর্তীকালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর (২৬.১২.১৮৬০ খ্রি.) টিপ্পনীতে '... the other *[Sibkrishna, A.N.]* was guilty, guilty he was, of an offence which he had committed for the first time in his life and with the object of preventing his paternal property from falling into hands which civilization alone allows to touch heredetary property'।

শিবকৃষ্ণের বন্ধুরা আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পিছপা হননি, ২৫.৫.১৮৬০ তারিখে কয়েকজন ধনী হিন্দুর স্বাক্ষরিত একটি আবেদন লেঃ গভর্নরকে দেওয়া হয় জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্তদের অত্যধিক শাস্তিদানের বিরোধিতা করে, উদাহরণ দেওয়া হয় শিবকৃষ্ণের। তাতে কোনও ফল হয়নি। শিবকৃষ্ণকে ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে পাঠানো হয়, বন্দিজীবনের শেষের দিকে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৪৪২ এম, ডি, এফ, আর, সি, এস—Dr. J.R. Crawford, F.R.C.S., সরকারি অ্যাসিস্টান্ট সার্জন পদে চাকরি করতেন, গরানহাটা ডিসপেনসারির দায়িত্বে ছিলেন।

৪৪৩ বব্বলে—যে আদালতে মিথ্যা হলফ করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, ই° Perjurer। তখনকার চালু কথা, 'গঙ্গাজলে বব্বলে', অর্থাৎ যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

৪৪৪ ওয়েলস—Sir Mordaunt Lawson Wells, সুপ্রিম কোর্টের পিউনি বিচারপতি। নতুন এসেই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, '... এই বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিগণ অনায়াসে অকুতোভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে...এমত উৎকট অপরাধকে কোনক্রমেই সামান্যরূপে গণ্য করা উচিত নহে, এইক্ষণে মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারিদিগের বিচার ও দণ্ডবিধান করণের যে নিয়ম আছে, তাহা কোন ক্রমেই উত্তম বোধ হয় না...যখন যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, তখনই তাহার প্রতি দণ্ডবিধান হয় বিচারকদিগকে রাজনিয়মদ্বারা এমত ক্ষমতা প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়াছে' (*সংবাদ প্রভাকর,* ৪.৫.১৮৫৯ খ্রি.)। 'সংবাদ প্রভাকর' নিজস্ব টিপ্পনী যোগ করে যে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান এদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যি, তবে 'ঐ দোষ ইউরোপীয় সভ্য জাতিদিগের সূক্ষ্ম-নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে,' আর মিথ্যাবাদীদের তৎক্ষণাৎ দণ্ড দেওয়ার যে ক্ষমতা বিচারপতি চেয়েছেন তা আদৌ সংগত নয়, নিরপরাধের দণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওয়েলসের স্পর্ধা বাড়তেই থাকে ২৪.৮.১৮৫৯ তারিখে বাঙালিদের তিনি 'মিথ্যাবাদী ও বব্বলের জাত' আখ্যা দিলেন। ১৮৬১ খ্রি. জুলাই মাসে ওয়েলস রেভারেণ্ড লঙকে দণ্ডাদেশ দিয়ে (টীকা ৪৫৪ দ্র.) আরও জনপ্রিয়তা হারালেন। অবশেষে ১৮৬১ খ্রি. ২৬শে আগস্ট হুতোম বর্ণিত প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এই সভায় প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যানন্দ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব আসফ আলী খাঁ প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সভায় বক্তৃতা করেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়, 'This meeting desires to record, not without a feeling of regret that if confidence in the Hon'ble Sir M.L, Wells Kt. as a Judge of the High Court of Judicature in Bengal has been impaired in consequence of his frequent and indiscriminate attack on the character of the natives of this country with an intemperance inconsistent with the calm dignity of the Bench, as well as from his repeated and indiscreet exhibition of strong political bias and race prejudices which are not compatible with the impertial administration of justice. That with a view to represent Her Majesty's Government the circumstances affirmed in the foregoing resolution, this meeting adopt the following memorial for transmission for Her Majesty's Secretary of State for India.' তদানীন্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট Sir Charles

Wood ('কাষ্ঠ সাহেব') প্রত্যুত্তরে আশা প্রকাশ করেন, '...that those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or community.'

৪৪৫ **টেকচাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী**—টেকচাঁদ ঠাকুর প্যারীচাঁদ মিত্রের (টীকা ৬৬১ দ্র.) ছদ্মনাম। টেকচাঁদ ঠাকুর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য, 'বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেট্‌কাফ হলের সেক্রেটারি ও পব্‌লিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়োলোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন—তাঁহার নাম ছিল ঢেঁকচন্দ্র ফুকন। তিনি কলকাতায় বড়ো বড়ো বাঙালিদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি।' টেপী পিসি টেকচাঁদ ঠাকুর লিখিত 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯ খ্রি.) গ্রন্থে উল্লিখিত একটি চরিত্র। এক গ্রামের সকলেই গাঁজাখোর, এক ভদ্রলোক সেই গ্রামে গিয়ে ব্যাপার দেখে একজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়? 'গাঁজাখোরের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামের শালাগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেপিপিসি যাহার বয়স ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারই খারিজ আছেন।'

৪৪৬ **নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিমকী**—অস্যার্থ নারকেলশলার ঝাঁটা ও ঠনঠনের চটিজুতো। "আমার এই হস্ত দুর্ব্বল নহে। তোমার ন্যায় অভদ্র সাহেবকে শাসন করিতে এবং তোমার 'জুতাতঙ্ক' রোগ বিদূরিত করিতে (দুই হস্তে দুইখানি চটিজুতা তুলিয়া ধরিয়া) ঠন্‌ঠনের এই নিমকীই মহা মহৌষধ।"

৪৪৭ **হলোয়ে**—হলওয়ের বড়ি বা মলম, সে যুগের বিখ্যাত ঔষধ, সর্বরোগহর হলওয়ের বড়ি ও মলমের বিজ্ঞাপন প্রায় সব পত্রপত্রিকাতেই দেখা যেত। বিজ্ঞাপনের নমুনা, 'Holloway's invaluable Pills have become the Household remedy of all nations' কিংবা Holloway's Ointment, 'It penetrates, with marvellous power to the set of an internal disease.' কলকাতায় বিক্রেতা ছিলেন, 'Sold wholesale and retail by Messers Dwarkanauth Gooptu and Co. 37, Cossitollah Calcutta.' প্রস্তুতকারক ছিলেন Professor Holloway, 244 Strand (near Temple Bar) London.

৪৪৮ **সপাটু**—হিমাচল প্রদেশে, কসৌলির ঠিক উত্তরে অবস্থিত স্বাস্থ্যনিবাস ও সৈন্যাবাস।

৪৪৯ **রেয়োত**—রায়ত, চাষী প্রজা।

৪৫০ **শামচাঁদ**—নীলচাষীদের ওপর দৈহিক অত্যাচারের অস্ত্র, '...একটি লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের একখানা হাতা এবং কোনস্থানে হাতার পরিবর্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েক ছড়া চর্ম্মের রজ্জু বান্ধা থাকিত।...দশ ঘা বেত খাইলে মনুষ্যের যে কষ্ট না হইত, শ্যামচাঁদ রামচাঁদের এক ঘায়ে তাহার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।' ইণ্ডিগো কমিশনে একটি শ্যামচাঁদ অত্যাচারের প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয়।

৪৫১ **ম্যাজিস্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে**—১৮৫৯ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে হাবড়া কুঠির দুই নীলকর Prestwich এবং Warner বারাসতে তৎকালীন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট Ashley Eden (১৮৩১-৮৭ খ্রি.) সমীপে আবেদন করে যে তিনি যেন তাদের রায়তদের দাদন (অর্থাৎ আগাম গ্রহণ করে চাষের জন্য চুক্তি) নিতে বাধ্য করেন। বছর দুয়েক আগে ইডেন এই কাজ অপর কোনো কুঠির জন্য করেছিলেন। কিন্তু এইবার ইডেন অসম্মত হন এবং পরামর্শ দেন যে উপযুক্ত পারিশ্রমিকই রায়তদের রাজি করানোর উপায়। হাবড়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইডেন একটি রোবকারি জারি করেন যে কোনো চাষীকে নীলচাষে বাধ্য করা চলবে না। এই কথা প্রচার হলে পার্শ্ববর্তী বারাসত কনসার্নের চাষীরা ইডেনের কাছে তাদের জুলুম করে নীলচাষ করানোর বিরুদ্ধে সাহায্য করার আবেদন জানায়। ১৬.৩.১৮৫৯ খ্রি. ইডেন তাঁর সহকারী, মিতারহাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে

আদেশ দেন যে চাষীরা তাদের নিজস্ব জমিতে যে ফসল ইচ্ছা চাষ করতে পারবে, কেউ জবরদস্তি বা চাষীর বিনা অনুমতিতে অন্য ফসল সেখানে চাষ করতে পারবে না। যদি জবরদস্তির জন্য হাঙ্গামা হয় তবে নিবারণ করতে পুলিস যাবে।

৪৫২ ইণ্ডিগো কমিসন—৯.৪.১৮৬০ খ্রি. একাদশ আইন জারি হয়, সেই আইন অনুসারে ১০.৫.১৮৬০ তারিখে ইন্ডিগো কমিশন গঠিত হয়। ইণ্ডিগো প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে পাঠানো হয় W. F. Fergusson কে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পাঠান চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জিকে। রায়তদের পক্ষে কে উপস্থিত হবেন তাই নিয়ে সমস্যা হয়েছিল, অবশেষে স্থির করা হয় মিশনারিদের প্রতিনিধি Rev. J. Sale কে। সরকার পক্ষে ছিলেন W. S. Seton-Karr (সভাপতি) ও Richard Temple।

নীল কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয় ১৮ই মে। জুলাই ৬-১৯ পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে শুনানি হয় এবং কলকাতায় ফিরে শেষ হয় ৪ঠা আগস্ট। মোট ১৩৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৫ জন সরকারি কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিশনারি, ১৩ জন জমিদার ও তালুকদার এবং ৭৭ জন রায়ত। কমিশন কৃষ্ণনগর জেলখানায় গিয়ে সেখানে বন্দি ৬০ জন রায়তের সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

কমিশন বাঙলা, বিহার ও তদানীন্তন যুক্ত প্রদেশে প্রচলিত নীল চাষের সকল দিক বিচার করে দেখে। নীলকরদের সঙ্গে জমিদার ও রায়তদের সম্পর্ক নীলচাষের অর্থনীতি, পুলিস ও সরকারের আচরণ, আইনের প্রয়োগ, ভূমিস্বত্ব, সামাজিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। ১৮৬০ খ্রি. নভেম্বর মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, অনতিবিলম্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার বাঙলা অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। তার বিজ্ঞাপন,

'বিজ্ঞাপন

নিল সম্বন্ধের কমিসনর সাহেবানেরা তদারক করিয়া নিলকর সাহেবেদের অত্যাচারের বিষয়ে গবরনমেন্টে যে রিপোট অর্থাৎ এতলা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা হইয়া শীঘ্র এই ছাপাখানা হইতে প্রত্যেক খণ্ড ১ এক টাকা মূল্যে প্রকাশ হইবে অতএব এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাতো করা যাইতেছে যে যাঁহারা এই পুস্তক লইতে ইচ্ছুক হএন তাঁহারা অবিলম্বে কলিকাতা ভবানি পুর হিন্দু পোট্রয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলে পাইবেন ইতি।'

৪৫৩ হরিশ—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১ খ্রি.), 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকায় নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করেন। বাঙলার উৎপীড়িত নীলচাষীরা হরিশ্চন্দ্রকে তাদের বন্ধু বলেই জানত এবং সাহায্যের জন্য বহু চাষী ও তাদের নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। হরিশ্চন্দ্র নীল কমিশনে সাক্ষ্য দেন ও নীলচাষীদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা জানান। নীলকররা দেশীয়দের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে তাদের পয়লা নম্বর শত্রু স্থির করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি সামাজিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশীয়দের কাছ থেকে প্রায় কোনও সাহায্যই পাননি। কিন্তু বাঙলার চাষীদের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন, তাঁকে নিয়ে তারা গান, ছড়া বেঁধেছিল, বাধ্যতামূলক নীলচাষ অর্থাৎ একাদশ আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর তৈরি গান:

ভাসছে মন মনের হরিষে
আগে লুটে খেত এক হরি সে
এখন বাঁচালে এক হরিশে।
বুনে বুনে নীল
জমি হত খিল
(এখন) হতেছে তাই অড়র, কলাই সরিষে।

নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে হরিশ্চন্দ্রের অকালে মৃত্যু হয়।

৪৫৪ লং—রেভারেন্ড জেমস লঙ (১৮১৪-৮৭ খ্রি.), জন্মসূত্রে আইরিশ, শিক্ষাশেষে ১৮৩৯ খ্রি. চার্চ মিশনারি সোসাইটির পাদরি হন। ভারতবর্ষে ছিলেন ১৮৪০-৬২ ও ১৮৬৬-৭২ খ্রি.। কলকাতায় প্রথমে মির্জাপুরে অবস্থিত সি. এম. এস স্কুলে পরে ঠাকুরপুকুর গ্রামে চার্চ ও মিশনের দায়িত্বে ছিলেন। এ দেশে সমাজ সংস্কার, শিক্ষাপ্রসার, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সকল কাজেই তাঁর উৎসাহ ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বহুভাষাবিদ্, একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা।

মিশনারিরা, সঠিকভাবে বলতে গেলে নিচুতলার মিশনারিরা, নীলকর অত্যাচারের বিপক্ষে ছিলেন, তার কারণ শুধু খ্রিস্টান মানবিকতাবোধ নয়, তাঁদের আশঙ্কা ছিল খ্রিস্টানদের এ হেন অখ্রিস্টীয় আচরণের দৃষ্টান্ত সামনে থাকলে এ দেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাছাড়া রায়তদের মধ্যে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারাও নীলকর অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি, তাদের বাঁচাতে গিয়ে মিশনারিরা নীলকরদের কোপে পড়েন। ইন্ডিগো কমিশনে পাদরিরা নীলকরদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং তাঁদের অন্যতম ছিলেন রে. লঙ। এসব ব্যাপার পাদরি সমাজের ওপরমহল, বিশেষত ইংরাজ যাজকরা, একেবারেই পছন্দ করছিল না এবং তাদের উপরওয়ালা (কলকাতার বিশপ?) মিশনারিরা যাতে শ্বেতাঙ্গ বিরোধিতা না করে, সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রেখেছিলেন, 'সোমপ্রকাশ' (১৬.১২.১২৭০ সন) লেখে, নীলকর অত্যাচার সম্পর্কে 'কমাণ্ডার-ইনচিফের ভয়ে পাদরিরা' আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন না।'

নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য লঙের কারাদণ্ড হলে তিনি হরিশ্চন্দ্রের মতো নীলচাষীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন। ইংরাজ পাদরিদের একাংশ, লঙ রাজনীতি করছেন এই অভিযোগে তাঁকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার প্রবল চেষ্টা করে, তারা অবস্থা এতদূর

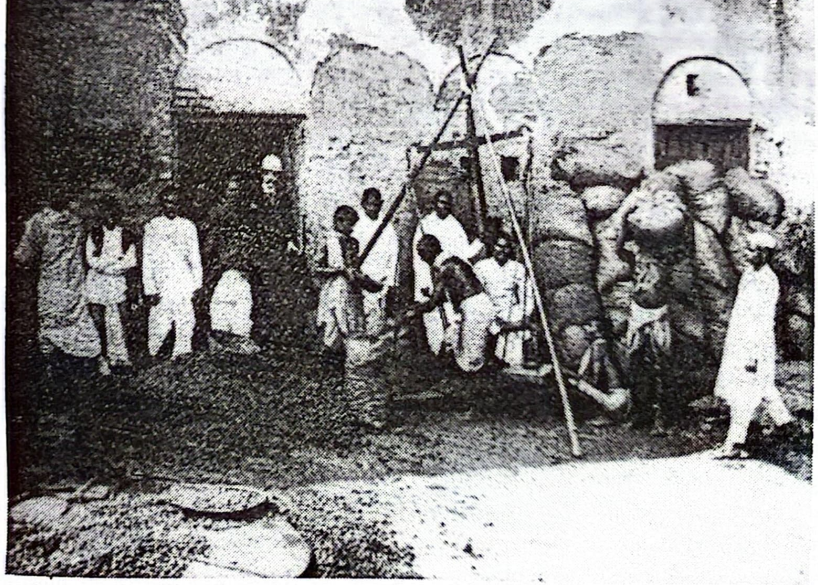

চিত্র ২১ নীলকুঠিতে নীলের বড়ি ওজন

ঘোরালো করে তুলেছিল যে লর্ড ক্যানিং লঙকে রক্ষা করতে কলকাতার বিশপ ডাঃ জর্জ কটন সাহেবকে এক চিঠিতে লেখেন যে লঙকে বিতাড়িত করার যে চক্রান্ত চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করবেন, লঙকে তাড়ালে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া হবে, তাতে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। লঙের দেশীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ এই চিঠি।

৪৫৫ ছোট আদালত—১৮৬০ খ্রি. ৪ঠা অক্টোবর একাদশ আইনের মেয়াদ শেষ হয়। এদিকে মার্চমাসে যশোহর জেলার জোড়াদ কুঠির নীলচাষীরা নীলকর-জমিদারের খাজনা দিতে অস্বীকার করে। ধীরে ধীরে এই খাজনা-বন্ধ আন্দোলন যশোহর, পাবনা, নদীয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসের মধ্যে খাজনা-বন্ধ হয়ে দাঁড়ায় নীলকর-নীলচাষী বিরোধের প্রধান সূত্র।

নীলকররা ১৮৫৯ খ্রি. দশম আইনের সাহায্য নেয়। হয় বর্ধিত হারে খাজনা দাও নচেৎ জমি থেকে উচ্ছেদ হও, এই ছিল তাদের নীতি। রায়তদের হয়রানি ও উচ্ছেদ করার জন্য তারা অসংখ্য মামলা দায়ের করে। বিরোধ মীমাংসার জন্য দীর্ঘ টালবাহানার পর সরকার মফস্বলে Small Causes Court Judge নিয়োগ করতে রাজি হয়। প্রকৃতপক্ষে লেঃ গভর্নর জন পিটার গ্রান্ট মফস্বলে এই ধরনের আদালতের সংখ্যাবৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন, পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন আরও মুনসেফ-আদালত চালু করতে যা কম খরচ সাপেক্ষ, ভারতীয় বিচারক দ্বারা পরিচালিত ও রায়তদের আয়ত্তের মধ্যে। গ্রান্টের অনুমান অমূলক ছিল না, শ্বেতাঙ্গ বিচারকের অবিচার অচিরেই ছোটো আদালতকে রায়তের দুর্দশার কারণ করে তোলে। 'সোমপ্রকাশ' (১৬.১২.১২৭০ সন) লেখে '...নীলবুনান করিতে ও নীলের দাদন লইতে প্রজারা অস্বীকার, এই অপরাধে কালস্বরূপ ছোট আদালত সৃষ্টি হইয়া চুক্তিভঙ্গের দশগুণ বিশগুণডিক্রি দিয়া প্রজার সর্বস্ব নীলকরকে দেওয়ান হইল। উচিত বিচার হইলে প্রজারা বিপদে পতিত হইত না। সাহেব ম্যাজিস্টেটদিগের করালগ্রাসে পতিত প্রজাগণের জাতি, মান, প্রাণ, ধন, সকলই গেল...'।

৪৫৬ কন্ট্রাক্ট বিল—১৮৬০ খ্রি. সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া, চার্লস উড (লর্ড হ্যালিফ্যাক্স) প্রস্তাব করেন যে সরকারি নীতি হবে নীলকরদের অনুকূলে কোনো বিশেষ আইন প্রণয়ন না করা। লর্ড ক্যানিং এ প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। অথচ ১৮৬১ খ্রি. মার্চ মাসে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এক নতুন Criminal Contract Bill আনা হল এবং ক্যানিং তার সমর্থনে বললেন যে নীলচাষ চুক্তি নিয়ে যে ব্যাপক জালিয়াতি চলে তা জানা গেছে এবং নীলকররা তাদের দেশীয় কর্মচারী, যারা এইসব জালিয়াতি করে তাদের উপর কড়া নজর রাখছে। এই আইন দ্বারা জালিয়াতি বন্ধ হবে। উড ক্যানিংকে লেখেন তিনি বুঝতে পারছেন না এতকাল যা বলা হয়ে এসেছে তার বিরোধী এমন এক বিল ক্যানিং কী করে সমর্থন করতে পারেন? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় Criminal Contract Bill আনা হয়, পূর্বেরটি যেমন শুধু কৃষি-চুক্তি বিষয়ক, এইটি তা নয়, সকল রকম চুক্তিই এর বিচার্য।

৪৫৭ গ্রান্টের রিজাইনমেন্ট—সরকারি মহলে নীলকররা তাদের প্রধান শত্রু বিবেচনা করত লেঃ গভর্নর জন পিটার গ্রান্ট ও গভর্নরের সেক্রেটারি Seton-Karr-কে। গ্রান্টের বিরুদ্ধে নীলকর ম্যাক আর্থার মানহানির মামলা দায়ের করে, গ্রান্ট দোষী সাব্যস্ত হন ও তাঁর এক টাকা জরিমানা হয়। ১৮৬২ খ্রি. এপ্রিল মাসে গ্রান্ট ভারত ত্যাগ করেন।

৪৫৮ শামচাঁদী—শ্যামচাঁদ (টীকা ৪৫০ দ্র.) যাদের অস্ত্র, অর্থাৎ নীলকর সাহেবরা।

৪৫৯ দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে—১৮৬১ খ্রি. মে মাসে বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির অধীন সিন্দুরি কুঠিতে সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে নীলকররা একটি গ্রাম আক্রমণ করে, চাষীরা প্রতিরোধ করতে এলে পুলিসের গুলিচালনায় ছয়জন নিহত ও বহু আহত হয়। কোম্পানির ম্যানেজার Robert T. Larmour এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা সিপাই বিদ্রোহের মতো এক বিদ্রোহের

পূর্বাভাস, সরকারকে তাঁরা অনুরোধ জানাচ্ছেন অবিলম্বে নীল এলাকাগুলিতে সামরিক শাসন জারি ও সৈন্যদল মোতায়েন করতে। প্রথম রিভোল্যুশন সিপাহি বিদ্রোহকেই বোঝাচ্ছে।

৪৬০ রেজিমেন্টকে .... কমিসনর —৪.৩.১৮৬১ খ্রি. ইন্ডিগো প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন গভর্নর জেনারেলকে অনুরোধ করে রায়তদের খাজনা দিতে বাধ্য করার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা দিয়ে স্পেশাল রেন্ট কমিশনার নিয়োগ করতে। ক্যানিং এই প্রস্তাবের উত্তরে আদেশ দিলেন যে স্পেশাল রেন্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হবে কিন্তু তারা রায়তদের খাজনা দিতে বাধ্য করবে না, যথেষ্ট পুলিস ও ডেপুটি কলেক্টরদের নিয়ে সেই সব গ্রামে যাবে যেখানকার রায়তরা সব থেকে বেশি প্রতিরোধী। রায়তরা কেন খাজনা দিচ্ছে না তা তারা অনুসন্ধান করে দেখবে ও রায়তদের সতর্ক করে দেবে। যদি তাতেও খাজনা আদায় না হয় তবে তারা নীলকরদের মামলা দায়ের করতে পরামর্শ দেবে ইত্যাদি। সেই অনুসারে ১৪ই মার্চ লেঃ গভর্নর C. F. Montressor-কে বারাসাত ও নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা দিয়ে স্পেশাল রেন্ট কমিশনার রূপে নিয়োগ করলেন। তাঁর জন্য দুই কোম্পানি মিলিটারি পুলিস ও চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য দেওয়া হল। মার্চের ২৩ তারিখে G. G. Morris-কে একই ক্ষমতা ও সৈন্যবল দিয়ে যশোরে পাঠানো হয়।

৪৬১ আলটর ব্রেড—Walter Brett, 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজিং প্রপাইটর। নীলকরদের উগ্র সমর্থক, নীলদর্পণ মামলায় লঙের অন্যতম প্রতিপক্ষ।

৪৬২ ভারতবর্ষীয় খুড়ী—রানি ভিক্টোরিয়া, তিনি ব্রিটিশদের মা, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের খুড়ী।

৪৬৩ নীলদর্পণ ...কামড়ে দিলে—১৮৬০ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে 'নীল-দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হওয়ার আন্দাজ ছয় সপ্তাহ পরে রে. লঙ নাটকটি সীটন-কারের নজরে আনেন। সীটন-কার বাঙলায় নাটকটি পড়ার পর লঙকে এটি অনুবাদ করাতে বলেন কারণ লেঃ গভর্নর সহ কয়েকজন রাজকর্মচারী পড়তে ইচ্ছুক। কথিত আছে লঙ মাইকেলকে অনুবাদের কাজে লাগান, তবে অনুবাদটি পড়লে সেটি চলিত বাঙলা কম জানেন এমন কারও কাজ বলেই মনে হয়। ফরিয়াদি পক্ষ মামলায় লঙকেই অনুবাদক বলে, অনেকের ধারণাও ছিল তাই, এই প্রসঙ্গে ধীরাজ রচিত গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি দ্র.। লেঃ গভর্নর সীটন-কারকে ব্যক্তিগত খরচায় কয়েক কপি ছাপিয়ে বিতরণ করতে অনুমতি দেন কিন্তু সীটন-কার লঙের মধ্যস্থতায় C. H. Manuel নামক মুদ্রাকরের থেকে সরকারি খরচায় ৫০০ কপি ছাপান এবং লেঃ গভর্নরের অগোচরে ২০২ কপি ভারতে ও ইংল্যান্ডে সরকারি কর্মচারী, পার্লামেন্টের সদস্য, সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির কাছে পাঠান। ১৮৬১ খ্রি. ২৫ শে মে ওয়াল্টার ব্রেট, 'ইংলিসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক, ল্যাণ্ডহোল্ডারস অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারির কাছে এর একটি কপি পাঠান, যা তিনি 'লাহোর ক্রনিকল'-এর সম্পাদকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ল্যাণ্ডহোল্ডার্সের সেক্রেটারি W. F. Fergusson সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কাছে জানতে চান যে তাঁরা এই নোংরা, বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা পুস্তিকাটি বিতরণের জন্য দায়িত্ব নেবেন কি না। ৩রা জুন সরকার উত্তর দেন যে যদিও তাঁরা স্বীকার করেন না বইটি কুৎসামূলক, তবুও তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করছেন এবং জানাচ্ছেন যে অসতর্কতা বা ভ্রান্তির ফলেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

এই কৈফিয়তে নীলকররা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশকের সঙ্গে গ্রান্ট ও সীটন কারের নামে মানহানির মামলা করতে চায়। ছোটলাট এবং তাঁর সেক্রেটারির নামে এ ধরনের মামলা উঠলে ভারত সরকারের মর্যাদাহানি হবে ভেবে ক্যানিং সরকারিভাবে গ্রান্ট ও সীটন কারকে ভর্ৎসনা করেন। তখন নীলকররা তাঁদের অব্যাহতি দিয়ে মুদ্রাকর ম্যানুয়েল-এর নামে মামলা করে। লঙ প্রকাশনার সকল দায়িত্ব নিজে স্বীকার করে নিলে ম্যানুয়েল অব্যাহতি পান। ১৮৬১ খ্রি. ১৯, ২০ ও ২৪ শে জুলাই শুনানি হয়, দ্বিতীয় দিনে লঙ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর অ্যাটর্নি 'arrest of judgement'-এর আবেদন জানান। ২৪ তারিখ ফুল বেঞ্চে পুনরায় শুনানি হয়, লঙকেও তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে দেওয়া হয়। বিচারে তাঁকে একমাস কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা জরিমানা, আদায় না

হওয়া পর্যন্ত কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিয়ে দেন, লঙের মামলার সকল খরচ বহন করেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। মামলার অন্যতম বিচারক ছিলেন মর্ডন্ট ওয়েল্‌স (দ্র. ৪৪৪ টীকা), যিনি বিচারের সময় অভিযুক্তের প্রতি তাঁর বিরাগ গোপন করেননি। এই উপলক্ষে স্বভাব কবি ধীরাজ (টীকা ৫১২ দ্র.) তৎকালে গান রচনা করেন:

'রাগ সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা
নীল দর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে ॥১
কারো * * করি তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে ॥২
ঈডন্, গ্রান্ট মহামতি, ন্যায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥৩
ইণ্ডিগো রিপোর্ট প'ড়ে কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা ন'ড়ে চ'ড়ে পোড়ার মুখ দেখাতেছে ॥৪
বল্‌তে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার ক'রে,
নির্দ্দোষী লংকে ধরে, একটি মাস্ ম্যাদ দিয়েছে ॥৫
ওয়েল্‌স, পিকক, জাকসনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * হাজার টাকা ফাইন করেছে ॥৬
নিদারুণ সেন্‌টেন্‌স শুনে, সিংহ বাবু দয়া গুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াল্‌টার ব্রেট তাই তাক হয়েছে ॥৭
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ, এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥৮
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এ বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্ হেট্রেড খুব চেগেছে ॥৯
বেঞ্চে বাতুলের মত লম্প ঝম্প করে কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে ॥১০
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার ক'রে গেছে ॥১১
মহারাণী তোমা প্রতি এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকতি, ধিরাজ এই বলিতেছে ॥১২'

নীলদর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র বলেছেন লঙের সঙ্গে দীনবন্ধুও অভিযুক্ত হবেন এমন আশঙ্কা করাতে কালীপ্রসন্ন দীনবন্ধুকে আশ্বাস দেন যে যদি অর্থের দ্বারা তাঁকে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তবে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নীলদর্পণের প্রথম সংস্করণ এই সময়ে নিঃশেষিত হলে কালীপ্রসন্ন নিজ ব্যয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। হিন্দু পেট্রিয়টের (৫.৯.১৮৬১) বিজ্ঞাপন,

'IN THE PRESS
and will shortly be published
By Baboo Kaliprosunno Singh
the Original Bengali
NIL DURPAN
Copies will be circulated gratis to the subscribers of the Hindoo Patriot...'

অমূল্যচরণ সেন বলেছেন কালীপ্রসন্নের অনুরোধেই লঙ নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ করেন এবং সেই জন্যই তিনি লঙের জরিমানা দিয়েছেন। অমূল্যচরণ শুনেছেন নীলদর্পণ নাটকের দু একটি গান নাকি কালীপ্রসন্নের রচনা, যদিও তার সত্যতার কোনও প্রমাণ তিনি পাননি।

৪৬৪ বাদাবুনে বাগ্ ... বনে ঢুকলেন—১৮৬০ খ্রি. মার্চমাসে ইন্ডিগো প্লান্টারস অ্যাসোসিয়েশন নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধ বাধে। দুটি উপদল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, একটি city faction বা শহুরে দল অপরটি নীলকরদের বা Indigo faction। W. F. Fergusson এবং J. P. Wise প্রথম দলের নেতা, যাদের বক্তব্য অ্যাসোসিয়েশনকে আরও বড় ক'রে সকল শ্বেতাঙ্গ, যাদের মফস্বলে ভূসম্পত্তি বা ব্যবসা আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করা। অপরদিকে A. Forbes সংকীর্ণ নীলকর স্বার্থের প্রবক্তা। অবশেষে ১৮৬০ খ্রি. আগস্ট মাসে শহুরে দলেরই জয় হয়, ফার্গুসন সেক্রেটারি নির্বাচিত হন ও অ্যাসোসিয়েশনের নাম পালটে হয়। Landholders and Commercial Association। হুতোমের মতো অনেকেরই ধারণা হয়েছিল অ্যাসোসিয়েশন চরিত্রে এক থেকে শুধু নাম পালটে কুখ্যাত নীলকরদের সংগঠন আর নয়, এটাই প্রমাণ করতে চাইছে।

৪৬৫ নীল হনুমানে—নীলকরদের বানর আখ্যা আর রামায়ণের উপমায় হুতোমের মৌলিকত্ব নেই, সে সময়ের চলতি গান, বিদ্যাভূণীর রচনা,

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারে খার!
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংএর হ'ল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
রাম সীতার কারণে। সুগ্রীবে মিলন করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের,* * দুটো এডিটার ॥
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুরে গেল, জজসাহেব এক অবতার ॥
যত * * * রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার ॥'

৪৬৬ ব্লাক অ্যাক্ট—১৮৪৯ খ্রি. মফস্বলের শ্বেতাঙ্গদের সাধারণ আদালতে বিচার করবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি বিল আনা হয়। ফলে ইওরোপীয় মহলে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা এর নাম দেয় 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা কালা কানুন। প্রতিবাদে তারা ২৯.১২.১৮৪৯ তারিখে টাউন হলে এক প্রতিবাদ সভা করে।

৪৬৭ রমাপ্রসাদ রায়—(১৮১৭-৬২ খ্রি.), রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্র। রামমোহন ইংল্যান্ড যাত্রার সময় তাঁর দুই পুত্র, রাধিকাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জিম্মায় রেখে যান, দ্বারকানাথের সংস্পর্শে থেকে না কি রমাপ্রসাদের মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান জন্মেছিল। ১৮৩৮ খ্রি. ডেপুটি কলেকটর হন, ১৮৪৫ খ্রি. চাকরি ছেড়ে সদর আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে গভর্নমেন্টের প্রধান উকিল হন, মৃত্যুর এক বৎসর আগে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার পদে নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রি. ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অধ্যক্ষ সভা তৈরি করেন তার সভাপতি ছিলেন রমাপ্রসাদ।

রমাপ্রসাদ হিন্দুমতে মাতৃশ্রাদ্ধ করায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, প্রসঙ্গত স্মরণীয় রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধের সময় একই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসাদ বা রাধাপ্রসাদের হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করার খবর 'সমাচার চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত হলে 'হরকরা' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকরা তাকে মিথ্যা রটনা বলেন। ক্রুদ্ধ 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১২.৪.১৮৩৪) লেখে '... রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণনর দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্বক অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন ধারণ কুশাসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে ২ ভ্রমণ হিন্দুর ন্যায় তাবৎ আচরণ

করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকা নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত ভক্ত প্রধান শিষ্য বিশেষ... ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পত্র লেখেন তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক...'।

রমাপ্রসাদের মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (১১.৮.১৮৬২) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁকে প্রকারান্তরে সুবিধাবাদী বলেন, "তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কেবল এক বুদ্ধিবলেই এতদূর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব জন্মে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটি অনুষ্ণতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুষ্ণতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদগুণের [অ] সদ্ভাব ছিল। এই দোষ থাকাতেই তিনি স্বদেশের কোন বিশেষ শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে লোকের সন্তান, তাঁহার নিকটে বঙ্গদেশ কি অধিকতর প্রত্যুপকার লাভের প্রত্যাশা করেন নাই? তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্ত হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দু সমাজে খ্যাতি লাভ বাসনা পরিত্যাগ ও অন্য অন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ... অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রতুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্ন পথের পথিক হইয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া আমাদিগের সংস্কার নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ চরিত লোক বলিয়া তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজনও ছিলেন না।" 'বিশেষজ্ঞ' ব্যক্তিদের একজন সম্ভবত বিদ্যাসাগর, কথিত আছে তিনি রমাপ্রসাদের বাড়িতে গিয়ে বিধবা বিবাহের সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করলে রমাপ্রসাদ অস্বীকার করে বলেন 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহ স্থানে নাই গেলাম। (টীকা ৪১১ দ্র.) বিদ্যাসাগর ক্রোধে বাক্যহারা হয়ে দেওয়ালে টাঙানো রামমোহন রায়ের ছবিটি নামিয়ে ফেলতে বলে স্থানত্যাগ করেন। কিঞ্চিৎ ভিন্ন কাহিনী বলেছেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রমাপ্রসাদ '... বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, "আমার পিতা, সমাজ সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।" এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন।' পরবর্তীকালে রমাপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ লেখেন যে রামমোহনের কনিষ্ঠা স্ত্রী ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং রমাপ্রসাদ তাঁর স্বর্গীয় আত্মার তুষ্টিবিধানের জন্যই হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করেছিলেন, বিধবা বিবাহে তাঁর সহানুভূতি ছিল এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন, সুতরাং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের অভিমত সর্বাংশে গ্রাহ্য করা যায় না। রমাপ্রসাদ চরিত্রের আন্দাজ কিছুটা পাওয়া যায় সে যুগের চলতি রসিকতা থেকে যে দ্বারকানাথের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ না হয়ে রমাপ্রসাদ হলে এবং রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ না হয়ে দেবেন্দ্রনাথ হলেই ঠিক মানানসই হত।

৪৬৮ চলিত ও অর্দ্ধপত্র—সে যুগে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিতদের 'বিদায়' দেওয়া হতো। 'বিদায়' অর্থ সম্মানিত অতিথিদের ক্ষেত্রে 'দান' ও নগদ দক্ষিণা, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে শুধু দক্ষিণা, তারও আবার শ্রেণীভেদে তারতম্য হতো। নিমন্ত্রণকর্তা আমন্ত্রণপত্রের প্রকারভেদে বুঝিয়ে দিতেন যাঁকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে তাঁর প্রাপ্য কীরকম হবে। সমকালীন একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে 'অধ্যাপক কাশী পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিল ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধা ৬০০ ছয় শত চলিত পত্র হয় আর অনুরোধক্রমে জ্ঞানবান অধ্যাপককল্প ২০০ দুই শত পত্র দেওয়া যায় ইহা ভিন্ন উপস্থিত

মতে অর্দ্ধ পত্র ৩০০ তিন শত দেওয়া গিয়াছিল তদনন্তর কতকগুলিন ছাত্র বা তদাকার ফলতঃ ব্রাহ্মণ ১৬০০ লোককে টিকিট সংজ্ঞক পত্র দেন ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ ১২০০ বার শত পত্র নম্বর দিয়া বিলি করা যায় এ তাবতের বিদায়ের হার এই যে অধ্যাপক প্রধানকল্প রূপা ও নগদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা মধ্যম ৩০ তন্ন্যূন ২৫।২০।১৫ পর্যন্ত দেওয়া গিয়াছে। উপস্থিত ও অর্দ্ধপত্রে ব্যক্তিবিশেষে ৭।৬।৫।৪ টাকার ন্যূন নাই। টিকিটের বিদায় এক টাকা শেষ রাঘব ৷৷০ কাঙ্গালিরদের ৷০ চারি আনা।' অর্থাৎ চলিত পত্র প্রাপকরা সবথেকে বেশি পেতেন, তারপর অর্ধপত্র।

৪৬৯ **দায়মালী জেল**—দায়মাল শব্দের অর্থ দাবির মাল, চোরাই মাল, কিন্তু দায়মালী, আ° দায়েম (চিরস্থায়ী) + উল + হ্বস্ (অবরোধ)=যাবজ্জীবন কারাবাস। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিরা যে কারাগারে থাকে।

৪৭০ **শান্‌কীর...মুরগী তুমি**—সান্‌কি কানা উঁচু থালা, এক থালা থেকে যারা আহার করতো এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সম্পূর্ণ প্রবাদটি, 'বারে বারে মুরগি তুমি খেয়ে যাও ধান/এইবারে মুরগি তোমার বধিব পরাণ।'

৪৭১ **শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ**—পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎ চন্দ্র ঘোষ, তিনি জাতে কায়স্থ, 'ঘোষ' পদবিধারী গোপদের থেকে ভিন্ন বোঝাবার জন্য অনেক সময় খেলাৎ চন্দ্র দাস ঘোষ লিখতেন। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে '...সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণশীলতা দেখিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ "বিধর্ম্মী" রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়ায় যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। "নুড়ি ঘাটা"র [পাথুরিয়া ঘাটার] *** [খেলাত] চন্দ্র ঘোষ" প্রভৃতি অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন ...তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় "হুতোম প্যাঁচার নক্সায়", লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন...'।

৪৭২ **ধিনিকৃষ্ট মিত্র**—খেলাৎ চন্দ্র ঘোষের 'মিত্র' পদবিযুক্ত এক ভগ্নিপতি প্রকৃতই ছিলেন, তাঁর নাম ত্রিগুণাচরণ মিত্র, 'Trigoona Churn Mitter is married to the 2nd daughter of Deb Narain Ghose and sister of Khalutch Chunder Ghose' (*An Account of the late Govindaram Mitter etc. etc.* by A Member of the family, Calcutta, 1869, p. 90)। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইনি ধিনিকৃষ্ট নন কারণ হুতোম বলেছেন, 'বিখ্যাত কুলীন', অথচ ত্রিগুণাচরণ কুলীন নন, বংশজ। ধিনিকৃষ্ট প্রকৃতপক্ষে কুমুদকৃষ্ণ মিত্র (১৮৪৪-১৯০৭ খ্রি.) খেলাৎ ঘোষের জাঠতুতো বোনের স্বামী। কৃষ্ণ > কৃষ্ট মধ্যপদের ব্যবহারও লক্ষণীয়। কুমুদকৃষ্ণ যে বিখ্যাত কুলীন ছিলেন শুধু তাই নয় তিনি যে এইসব দলাদলির একজন নামকরা পাণ্ডা ছিলেন পরবর্তীকালে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৮৯৪ খ্রি. খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ডাঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু হতে চাইলে তার বিরুদ্ধ দলের নেতা ছিলেন কুমুদকৃষ্ণ। লক্ষণীয়, রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধজনিত দলাদলির সময় কুমুদকৃষ্ণ নিতান্ত নবীন বয়সী।

৪৭৩ **বাগ্‌বাজারের মদনমোহন**—বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী গোকুলচন্দ্র মিত্রের মদনমোহন বিগ্রহ। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ (রাজত্বকাল অন্তত ১৭৫৩-১৮০৬ খ্রি.) গোকুল মিত্রের কাছে গৃহদেবতা মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক রেখে একলক্ষ টাকা ধার নেন। টাকা শোধ দিতে না পারায় মদনমোহন গোকুল মিত্রের কাছেই থেকে যায়। চলতি গল্প, গোকুল মিত্র অনুরূপ আর একটি বিগ্রহ তৈরি করান, চৈতন্য সিংহ নকলটি, কারুর মতে আসলটি নিয়ে যান। যাই হোক, গোকুলচন্দ্র তাঁর মদনমোহনের জন্য বিশাল নাটমন্দির, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ ইত্যাদি তৈরি করান।

৪৭৪ খড়দর শ্যামসুন্দর—বল্লভপুরের (শ্রীরামপুরের কাছে) রাধাবল্লভ, সাঁইবনার (২৪ পরগনা) নন্দদুলাল ও খড়দহের শ্যামসুন্দর, এই তিন বিগ্রহ নাকি একই পাথর থেকে তৈরি এবং সম্ভব হলে একই দিনে (মাঘী পূর্ণিমা) দর্শন করা পুণ্যের কাজ। কথিত আছে, শ্রীরামপুরের কাছে চাতরা গ্রামে রুদ্ররাম পণ্ডিত স্বপ্নাদেশ পান, গৌড়ে নবগৃহ দ্বারে, অন্যমতে নগর তোরণের উপর একটি কালো রঙের পাথর আছে, যা সর্বদাই ঘেমে থাকে, তা নিয়ে এসে উপাস্য দেবতার মূর্তি তৈরি করতে। গৌড় দরবারে গিয়ে রুদ্ররাম সেই পাথর প্রার্থনা করলে নবাব দিয়ে দেন, অন্য মতে জলে ফেলে দেন, অলৌকিক উপায়ে তা মাহেশে পেয়ে তিনটি বিগ্রহ তৈরি করান।

৪৭৫ ব্রজের রসে—সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ, হবে 'ব্রজের রজে'।

৪৭৬ বল্লাল—সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেন (রাজত্বকাল ১১৫৮-৭৯ খ্রি.)। এঁর আমলে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের বর্ণ বিভাগের কিছু পরিবর্তন ও কৌলিন্য মর্যাদার স্থিরীকরণ হয়। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বলেই তিনি পরিচিত, যদিও ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ কিছু নেই।

৪৭৭ আদিসুর—আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কিংবদন্তী, আদিশূর ছিলেন গৌড়ের রাজা, তিনি শুদ্ধ বৈদিক পদ্ধতিতে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, তাঁরাই সমস্ত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ।

৪৭৮ মালাচন্দন—সেকালে কোনো সামাজিক কর্মে মালাচন্দন অনুষ্ঠান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজপতি, কুলীন-শ্রেষ্ঠ প্রভৃতিকে মালাচন্দন দেওয়া হতো কর্মকর্তার পক্ষ থেকে। কে পাবেন এবং কার পর কে পাবেন তাই নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদের খবর জানা যায়। মালাচন্দন ছিল প্রাপকের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

৪৭৯ ফলার—ফলার শব্দের উৎপত্তি 'ফলাহার' থেকে, ফলারে অন্নস্পর্শ নিষিদ্ধ, আমিষও চলবে না বলা বাহুল্য। তরকারি রান্না হতো নুন না দিয়ে, কারণ নুন দিলেই 'এঁটো' বা স্পর্শদোষ ঘটবে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ফলারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন,

'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই,
ছোঁকা আর শাকভাজা,
মতিচুর, বোঁদে, খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই।
নিখুতি, জিলিপি, গজা,
ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে শক্ শক্ করে নোলা,
হরেক রকম মণ্ডা
যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা।
খুরি পুরি ক্ষীর তায়,
চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়া শুখো দই,
অনন্তর বাম হাতে
দক্ষিণা পাণের সাথে,
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

সরু চিঁড়ে শুকো দই,
মর্ত্তমান ফাঁকা খই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়,
বৈদিক ব্রাহ্মণে তবে
মধ্যম ফলার কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।
গুমো চিঁড়ে, জলো দই,
তেতো গুড়, ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাহি হয়,
রদ্দুরেতে মাথা ফাটে,
হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়।'

৪৮০ **কাঙ্গালী বিদেয়**—সে যুগে কোনও ধনীগৃহে ক্রিয়াকর্ম হলেই কাঙালিরা আসত বিদায় নিতে। বিদায় অর্থ নগদ দান। ব্যবস্থা হতো এইরকম, কাঙালি যথেষ্ট জমলে তাদের কোনো প্রতিবেশীর বড়ো উঠানওয়ালা এক বা একাধিক বাড়িতে ভরা হত, দরজার মুখে পয়সার থলে নিয়ে কর্মকর্তার প্রতিনিধি দাঁড়াতেন, প্রত্যেককে পয়সা দিয়ে এক এক করে বাড়ি থেকে বার করা হত। কাঙালির সংখ্যা ত্রিশ/চল্লিশ হাজার হওয়া বিচিত্র ছিল না, এরা যে সবাই পেশাদার ভিখারি ছিল, তা নয়। ভিড়ের চাপে মারা যাওয়া বা প্রসব হয়ে পড়া আকছার ঘটত। সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মকর্তা বিদায় দিতে অস্বীকার করেছেন, ক্রুদ্ধ কাঙালিরা দোকানপাট লুঠ করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। রামগোপাল মল্লিকের ছেলের বিয়েতে (টীকা ৩১৩ দ্র.) '...অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটিতে তাহারদিগকে পূরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে', (*সমাচার দর্পণ,* ৬.২.১৮১৯ খ্রি.)। '...পাতরিয়াঘাটাস্থ শ্রীযুত বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ ২ কহে ৫০।৬০ হাজার কেহ কহে ৭০।৮০ হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু অতিদরিদ্র মজুরি করিয়া দিনপাত করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে।... শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রত্যূষ পাঁচ-ঘণ্টা সময়ে তাহারদিগকে কএক বড় ২ বাড়ী পোরা গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালীর দিগকে এক ২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। ...কোন ২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপর্য্যন্ত আনিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। ইহার কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা। নিমতলার রাস্তার ধারে বাবু মথুর সেনের বাটিতে এক জন কাঙ্গালি প্রসব হইল।' (*সমাচার দর্পণ,* ২.১২.১৮৩৭)।

৪৮১ **মুনকে রঘু**—নদীয়া জেলার উলা বীরনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশের মাতুল, পুরো নাম রঘুনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ইচ্ছা করলে একবারে একমণ আহার্য খেতে পারতেন, তাই নাম হয়েছিল 'মুণকে'। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অসাধারণ ভোজন ক্ষমতার পুরস্কার স্বরূপ ডায়মন্ডহারবার সাব-ডিভিশনে তাঁকে তিন/চার শো বিঘা জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করে দেন।

পরবর্তীকালে 'আধমণি কৈলেস' নামে আরেক ব্রাহ্মণের কথা জানা যায়, তিনি একাসনে বসে ওজন করে আধমণ লুচি, তার সঙ্গে পরিমাণমতো তরকারি, মিষ্টি, দৈ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ সের আহার্য উদরসাৎ করতে পারতেন। তখনকার দিনের বড়লোকেরা এঁকে খুব খাতির করতেন এবং খাইয়ে দশ পনেরো টাকা দক্ষিণা দিতেন। সেই দক্ষিণার টাকাতেই তাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ হত।

সে যুগে অমানুষিক ভোজনক্ষমতা বিশেষ কৃতিত্বরূপে গণ্য হত এবং কোনও ধনীর বাড়ির ক্রিয়াকর্মে এই ধরনের ঔদরিকরা সসম্মানে নিমন্ত্রিত হতেন। এঁরা সাধারণত ব্রাহ্মণ হতেন। অন্য সকল ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজে বসে ভরপেট খাওয়ার পর আবার সন্দেশের বারকোশ হাতে পরিবেশনকারী আসত, সঙ্গে বাড়ির কর্তা। "কর্তা হাত জোড় করে আরম্ভ করলেন 'নিন আর চারটে', কারুকে বা বললেন 'এঁর পাতে আটটা দিয়ে দাও'। এই ভাবে আকণ্ঠ সন্দেশ খাইয়ে দিলেন তখন ব্রাহ্মণদের পেট ড্যাই সাই, তখন আরম্ভ হ'ল যাচন—'এর উপর চারটে খেলে আপনাকে দুটাকা দক্ষিণা দেওয়া হ'বে। তাতেও দুচারজন চালিয়ে দিলেন চারটে। তারপর দুটো খেলে চারটাকা তার উপর আর একটা খেলে চারটাকা। এই যাচনে অনেকে দশবার টাকা রোজগার করতেন। কর্তা এই সব দেখে বড় তৃপ্ত হতেন।...যাচনের কিছুটা আমি দেখেছি। বাড়ীর কর্তা নিজে দাঁড়িয়ে হাতে গোছা গোছা টাকা নিয়ে এই যাচন করাতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ ঝনাৎ টাকা দিয়ে দিতেন।"

৪৮২ ১১ই মাঘ অন্নক্ষেত্তর—১২৩৬ সনের (১৮৩০ খ্রি.) ১১ই মাঘ রামমোহন রায় নতুন তৈরি বাড়িতে (বর্তমান আদি ব্রাহ্ম সমাজ ভবন) ব্রহ্মসভাকে স্থানান্তরিত করেন, সেই উপলক্ষে প্রতি বছর ১১ই মাঘ তারিখে ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে এই দিন বিরাট ভোজ হত, অবনীন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন, 'এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাট রকম আয়োজন হত তিনতলা থেকে একতলা! সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত খাওয়ানো চলত। লোকের পর লোক, চেনা, অচেনা, আত্মপর, যে আসছে খেতে বসে যাচ্ছে। আহারের পর বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে, পান ক'টা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ছে—পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে এরা সবাই। মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই, অনেকে খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতেম।'

৪৮৩ মস্‌জিয়া—মর্সীয়া, আ° মর্সীয়া শোক করা, বিলাপ করা। কারবালার মরুপ্রান্তরে নিহত ইমাম হাসান হুসেন ও অন্যান্য শহিদদের উদ্দেশ্যে লিখিত শোকগাথা। মুহররম মাসের প্রথম দশ দিন ধর্মীয় শোকসভায় (মাতম কী মজলিস) পঠিত হয়। এবং তাজিয়া সহ শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্তরা মিছিল করে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আবৃত্তি করে থাকে।

৪৮৪ কুলীনরা পর্য্যায় মত—দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যে কুলীন মিত্র, ঘোষ ও বসু। এদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠ সন্তান কৌলীন্যগুণে অগ্রগামী, অন্যরা পর্যায়ক্রমে নিম্ন। পরবর্তীকালে এই ভাবে কৌলীন্য বিচারে অসুবিধা হওয়ায় এই ব্যবস্থার সরলীকরণ করা হয় অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ কুলীন সন্তান তার বংশের আদিপুরুষ থেকে কয় পুরুষ পরে, সেই সংখ্যার (পর্যায়) হিসাব রাখা হত এবং অধিকতম সংখ্যার অধিকারী কৌলীন্যের বিচারে অগ্রগণ্য। সূত্রটি হচ্ছে, জ্যেষ্ঠের উত্তরপুরুষ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি সংখ্যার (পর্যায়ের) অধিকারী হবে, কনিষ্ঠের উত্তরপুরুষ তার থেকে কম, সুতরাং আদিপুরুষ থেকে কয় পুরুষ পরে জানতে পারলে কে জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ সহজেই বোঝা যাবে। বর্তমানে জীবিতরা একত্রিশ থেকে পঁচিশ পর্যায়ের মধ্যে আছেন। নিমন্ত্রণে পর্যায়ের আধিক্য অনুযায়ী সে যুগে মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী (মিঠাই) সংখ্যায় বেশি দেওয়া হত।

৪৮৫ মামী ভাগ্‌নেকে ছাঁট্‌লেন—মামী হচ্ছেন বিখ্যাত ছাতুবাবু ওরফে আশুতোষ দে-র স্ত্রী নবীনমণি এবং ভাগ্নে দয়ালচাঁদ মিত্র। দয়ালচাঁদ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে গিয়েছিলেন বলে নবীনমণি এবং স্বজাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ হয়। দয়ালচাঁদ আবাল্য মাতুলালয়েই প্রতিপালিত, কিন্তু (তৎকালে স্বর্গত) ছাতুবাবু ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, ধর্মসভার (টীকা ৩৩৮ দ্র.) একজন প্রধান মাতব্বর, তাঁর বাড়িতে এ হেন অনাচার সহ্য করতে না পেরে বা সমাজের ভয়ে মামী দয়ালচাঁদকে তাড়ান।

এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, ছাতুবাবুর পরিবারকে গালিগালাজ করেও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়, নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্ত দয়ালচাঁদের কীর্তি। 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় (৪.৫.১৮৬১ খ্রি.) 'Anti-Caste' ছদ্মনামধারী একজন এই ব্যাপারে চিঠি লেখেন, তার সারাংশ উদ্ধৃত করে আরেক ব্যক্তি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় (২৯.৫.৬১) চিঠি দেন, '.....the members of a well-known family at Simlah' (Manicktolah Street) have through the medium of circulars issued by them, on, or rather previous to the coming off of a *Shradh*, placed Baboo Doyal Chand Mitter and his family beyond the pale of caste-rites and associations, as the result of the Baboo's having accepted an invitation to the dwelling of Baboo Rama Prasaud Roy.....A *Shradh* is to come off at the house of Baboo Doyal's late uncle, Aushootos Day. With the hope of disparaging him and his family in the eyes of the Hindoo public, he and they are 'put under the ban of excommunication' on the ground of their being *'polluted'* from *his* attendence at the festival of Baboo Roma Prosaud Roy.'। হুতোম স্বয়ং 'ভাগ্‌নেবাবু (ওর্‌ফে মিত্তির খুড়ো)' বলায় শনাক্তকরণ সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হওয়া যায়।

৪৮৬ **'রসরাজ' কাগজ পুনরায় বেরোল**—১৮৩৯ খ্রি. ২৯শে নভেম্বর 'সম্বাদ রসরাজ' প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্ররূপে। প্রথম সম্পাদক কালীকান্ত গাঙ্গুলি, বছর দুয়েক পর 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ওরফে গুড়গুড়ে ভটচাযের হাতে আসে। তিনি প্রকৃত সম্পাদক হলেও কাগজে নাম ছাপা হত গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা হত। 'সম্বাদ রসরাজ' মূলত অশ্লীল রচনা আর কুৎসা প্রকাশের জন্য প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যদিও ওই একই কারণে গৌরীশঙ্করের একাধিকবার কারাবাস ও জরিমানা ঘটে ('Raja Krishnanath Rai of Cossimbazar brought a libel suit against misconduct. He *[গৌরীশঙ্কর, অ. না.]* was convicted and imprisoned for six months and had to pay a fine of Rs. 500 and to enter into a recognizance in the sum of Rs. 1,000 and to find two sureties in the sum of Rs. 500 each, making it a condition not to publish any libel against the Raja for one year after the date of imprisonment. About this time Raja Narsing Chandra Ray *[টীকা ৬৫৪ দ্র.]* also brought a libel suit against him, and Sir John Peter Grant took a recognizance of Rs. 5,000 requiring him to appear before the Court when summoned after the expiration of his term of imprisonment.')। ১৮৫৭ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে গৌরীশঙ্কর রসরাজ প্রকাশ বন্ধ করেন, ১৮৫৯ খ্রি. তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৬১ খ্রি. মে (?) মাসে তাঁর পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য 'সম্বাদ রসরাজ' পুনরায় প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকার নাম ও 'মাস্ট হেড' অপরিবর্তিত ছিল, নামের তলায় পত্রিকার 'মটো' লেখা থাকত, **দুষ্টদমন** ।।।। শ্রীরামধন স্বর্ণকারের ।।।। **সাবধান** ।।।। খোদিত বসতি শিমলা ।।।। **শিষ্টপালন** ।।।। (চিত্র ২২ দ্র.)

৪৮৭ **য্যামন কর্ম্ম তেমনি ফল**—১৮৬১ খ্রি. সম্ভবত শেষের দিকে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' সাপ্তাহিক (?) পত্রিকা প্রকাশিত হয় রসরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে।

৪৮৮ **ব্রাহ্মধর্ম**—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম' ১৮৫০ খ্রি. প্রকাশিত হয়। অনুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। মূল অবলম্বন উপনিষদ, রচনা দেবেন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী 'ঈশ্বরপ্রসাদে' এবং উদ্দেশ্য 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি' রচনা।

৪৮৯ **তিলোত্তমা**—১৮৬০ খ্রি. প্রকাশিত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য।

৪৯০ **সীতার বনবাস**—১৮৬০ খ্রি. প্রকাশিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'সীতার বনবাস', সাধু বাংলা গদ্য রীতির অনন্য নিদর্শন।

৪৯১ হরিণবাড়ি ঢুকলেন—'সোমপ্রকাশ' (২.৬.১৮৬২ খ্রি.) 'ফিনিক্স' পত্রিকার (২৮.৫.১৮৬২) খবর উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে '....রসরাজ সম্পাদক আপন পত্রে এক ব্যক্তির নিন্দা লিখিয়াছিলেন বলিয়া নূতন ফৌজদারী আইন মতে ধৃত হইয়া জেলে অবস্থিতি করিতেছেন, আগামী সেসনে তাঁহার বিচার হইবে।' ৯.৬.১৮৬২-র সোমপ্রকাশে ৭.৬.১৮৬২-র খবর, "পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একখানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করাই উহার উদ্দেশ্য। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা ন্যূন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন।' সোমপ্রকাশে (১৬.৬.১৮৬২) প্রকাশিত ১৩.৬.১৮৬২-র খবর, "...রসরাজের ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে।'

সম্বাদ রসরাজ
সতাং স্বান্তে শ্রান্তং শমসুখ মসীমং প্রকটয়ন বিদগ্ধোনাং গদ্যঃ কুসুমশর লীলাং প্রবলয়ন্।
গুণানাবিষ্কুর্বন্ গুণিষু খল গর্ব্বানপহরন্ রসোদন্তোল্লাসী জগতি রসরাজো বিজয়তে॥
১ বালাম ৩৮ সংখ্যা ইং ১৮৬২। ১৭ জানুয়ারি ঘাং ১২৬৮ সাল ৫ মাঘ শুক্রবার মূল্য মাসে ।০ অগ্রিম ৪ টাকা।

চিত্র ২২ 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার শীর্ষনাম

৪৯২ রসরাজ সম্পাদকে সেইটির সার্থকতা—'খেলেন দই রমাকান্ত' ইত্যাদি প্রবাদের এ স্থলে তাৎপর্য এই যে 'ভাগ্‌নে বাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো)' অর্থাৎ দয়ালচাঁদ মিত্র নিজের স্বার্থে ক্ষেত্রমোহনকে দিয়ে কুৎসা করালেন, কারাদণ্ড হল ক্ষেত্রমোহনের।

তবে অপরের হয়ে কুৎসা গেয়ে সম্পাদকের জেল খাটা রসরাজের পুরানো ঐতিহ্য। ১৫.৩.১৮৫৫ খ্রি. হিন্দু পেট্রিয়টের খবর '....the libel case in which Baboo Shibkissen Banerjee, is defendant, and Baboo Isoree Persad, prosecutor, is to be settled amicably. Several wealthy natives have held a meeting in which it has been resolved to send a letter of apology to the prosecutor for whatever has appeared against him and his mother'। আর ২৯শে মার্চ তারিখের একই পত্রিকা জানাচ্ছে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের মানহানির কারণে

গৌরীশঙ্কর শর্মার ৫০০ টাকা জরিমানা ও ছ'মাস কারাদণ্ড হয়েছে। অর্থাৎ শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করকে দিয়ে ঈশ্বরীপ্রসাদ ও তার মায়ের নামে কুৎসা করিয়ে নিজে মিটমাট করে নিলেন, জেল হলো গৌরীশঙ্করের। তবে এই ঝামেলা তিনি বিনা অর্থপ্রাপ্তিতে স্বীকার করতেন এমন মনে না করাই উচিত।

৪৯৩ কিমিয়া—ই°Chemistry, রসায়নবিদ্যা।

৪৯৪ হোসেন খাঁ—হোসেন খাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ সূর্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, রামগোপাল ঘোষ, হীরালাল শীল, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি। প্যারীচাঁদ মিত্র হোসেন খাঁ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'We had here a Mahomedan medium named Hossain Khan, who could abstract diamond rings, however carefully concealed, could bring meat and confectionery in lonely places, place before us bottles of brandy all of a sudden and give copies of letters hidden under pillow...' ইত্যাদি। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারীর স্বচক্ষে দেখা ও তাঁকে বলা, হোসেন খাঁর গল্প শুনিয়েছেন। সম্ভবত হোসেন খাঁর জেলখানাতেই মৃত্যু হয়।

৪৯৫ দাগা ষাঁড়—হিন্দুমতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে একটি ষাঁড়কে কিনে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার চিহ্নস্বরূপ পুড়িয়ে গায়ে দাগ করে দেওয়া ষাঁড়, বেওয়ারিশ হলেও কেউ তাকে ধরে রাখবে না।

৪৯৬ সস্তেন—স্বস্ত্যয়ন, কুগ্রহশান্তির জন্য মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠান।

৪৯৭ তারকেশ্বরে হত্যে—তারকেশ্বরে শিবের মন্দিরে উপবাস করে পড়ে থাকা। বিশ্বাস, স্বপ্নে রোগের ঔষধ বলে দেওয়া হয়।

৪৯৮ বুক চিরে...ধুনো পোড়াতে—নরুন জাতীয় অস্ত্রে বুক অল্প চিরে রক্ত বেলপাতায় মাখিয়ে উৎসর্গ করা হতো। মাথায় ও হাতে মাটির সরায় করে ধুনো পোড়ানো হতো। শেষোক্তটির বর্ণনা, "...মায়ের দুই হাতের তেলোয় আর মাথার তেলোয় তিনটে বিড়ে রেখে তার উপর পুরুত ঠাকুর তিনটি আগুন-ভরা মালসা রাখলেন। মা স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন আর পুরুত সেই আগুনের উপর ধুনো দিতে লাগলেন।"

৪৯৯ উত্তর আড়ি কায়েত—কায়স্থদের আদি বাসস্থান অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয়, রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। রাঢ়ী কায়স্থের দুই ভাগ, উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী। উত্তর রাঢ়ীদের প্রধান বাসস্থান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলা। এখানে উত্তর রাঢ়ীদের কথা বলা হয়েছে।

৫০০ সেতল—দেববিগ্রহের সান্ধ্য ভোগ, শীতল। গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের পর বিগ্রহকে ফলমূলাদির যে ভোগ দেওয়া হয়।

৫০১ বারোইয়ারির...সংগুলির মত—বারোইয়ারি পুজোয় প্রদর্শিত মাটির সংগুলিকে পরের বছর প্রদর্শনের জন্য গুদামে ভরে রাখা হতো।

৫০২ মুদো—গণককে দেওয়ার জন্য চালপয়সা ইত্যাদির পুঁটলি।

৫০৩ ভূত চতুর্দ্দশী—শ্যামাপূজার আগের রাত, গৃহস্থবাড়ির বিভিন্ন অংশে চৌদ্দটি প্রদীপ জ্বালানো হয়।

৫০৪ পালাবার পথ আঁচতে লাগলেম—কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় আত্মচরিতে তাঁর দেখা অনুরূপ ভূতের ওঝার কীর্তিকলাপ ও অবশেষে ধরা পড়ার কাহিনী বলেছেন।

৫০৫ টারটামেটিক—Tartar emetic, এন্টিমনি ও পটাসিয়াম টারটারেট; বমি করানোর ঔষধ, কালাজ্বরের চিকিৎসায় তখনকার দিনে বহুল ব্যবহৃত।

৫০৬ শুভঙ্কর—শুভংকর সাম্মানিক উপাধি, শুভংকরের আর্যা নামে গণিতের সূত্রস্বরূপ যে সমস্ত ছড়া সেযুগে ছাত্রদের মুখস্থ করানো হত, তার রচয়িতা এক বা একাধিক ব্যক্তি। 'শুভংকর'

উপাধিযুক্ত যে কয়েকজনের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁরা সকলেই বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সমসাময়িক। সবথেকে অধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন বাঁকুড়ার রামপুর গ্রামনিবাসী জগন্নাথ দাস।

৫০৭ টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্‌চাচা—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১২৬৪ সন) উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র। সে সবরকম অসৎ কাজে সিদ্ধহস্ত, জাল মোকদ্দমা সাজাতে পটু। তাই তার নাম মোকাজান মিয়া হওয়া সত্ত্বেও ঠকচাচা, তার জীবনদর্শন, 'দুনিয়া সাঁচ্চা নয়— মুই একা সাঁচ্চা হয়ে কি কর্‌বো?'

৫০৮ পাহারাওয়ালার ঝোলা—হাঁটতে অপারগ বদ্ধ মাতালদের পুলিশ ঝোলায় করে নিয়ে যেত। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের চরিত্র চণ্ডনবিলেস বলছে, 'আমরা উইলসনের হোটেল থেকে আস্‌ছি, একটা ভদ্র সন্তান দিকি কাপড়চোপড় পরা, মদ খেয়ে নর্দ্দামায় পড়েচে, চদ্দিকে লোকে লোকারণ্য...শেষে পোলিস্ সারজন এসে ঝোলায় তুলে দেবার হুজ্জুগ কোরেচে, পাহারাওয়ালা ঝোলা বাগাচ্চেন, বাবুটি নর্দ্দামা থেকে সারজনকে এমনি মিষ্টি করে বল্‌লেন,—You have no power. As now I am not under the control of the Jurisdiction but of the Justices of the peace." শহরের পৌর ব্যবস্থা দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল 'জাস্টিস অফ দ্য পীস'দের।

৫০৯ বাণলিঙ্গ শিব—নর্মদা নদীতীরে পাওয়া যায়, গোল বা ডিম্বাকৃতি শিবলিঙ্গ। মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন 'স্ফটিক'-এর কিন্তু বাণলিঙ্গ, স্ফটিক বা Crystal নয়, Agate বা Banded Agate-এর নুড়ি।

৫১০ ফি বুধবারে—বুধবার ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন, কেন হল তার কারণ জানিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিক কাল পর্য্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী, তাঁদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল।' পরবর্তীকালে কয়েকটি ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠানে যথা, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরে বিশ্বভারতী, সাপ্তাহিক ছুটির দিন এইজন্য রবিবার না হয়ে বুধবার নির্দিষ্ট হয়।

৫১১ বেদকে...অস্বীকার—'ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।...১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।'

৫১২ বেঁচে থাকুক...চীরজীবী হয়ে—বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার স্বীকৃতিতে তৎকালে রচিত একটি গান, শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে গানটি বুনে লিখে দিত। বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন সেই কাপড় অনেকে বেশি দাম দিয়েও কিনতেন। শান্তিপুরের তাঁতীরা মিহি ধুতি ও বিভিন্ন নকশা-পাড় বোনার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই খ্যাতি লাভ করে। এ সম্পর্কে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'শান্তিপুরের বস্ত্রের উপর ফুলের ও অন্য নক্সার সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শনীয় জিনিস। পাড়ের উপর নানারূপ গীত, ছড়া ও কবিতা এককালে শান্তিপুরের কাপড়ের বিশেষত্ব ছিল... এখানকার প্রসিদ্ধ কারিকর হিসাবে কতিপয় ব্যক্তির নাম লিখিত হইল। কিশোরীলাল প্রামাণিক (কীর্তনীয়া) পাড়ে নানা ভাষায় নাম, গান ও রুমালে প্রতিকৃতি বয়ন করিতে ওস্তাদ ছিলেন... এ সব বিষয়ে পূর্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র গোরাচাঁদ দাস প্রসিদ্ধ।... হাজারীলাল প্রামাণিক বিখ্যাত ওস্তাদ, এবং নাম, গান, ঝাড় ও পাখী-পাড়ের কারিকর ছিলেন; একবার কলিকাতায় এক জন ইংরাজ তাঁহার গায়ের চাদরে 'যমুনা পুলিনে ব'সে কাঁদে

রাধাবিনোদিনী' এই গানটি দেখিয়া উহার দাম জিজ্ঞাসা করে, এবং কাঁচি দিয়া ঐ পাড় কাটিয়া লয়...।' 'একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা এখানে বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ কাপড়ের পাড়ে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অনেক গান বয়ন করিয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে চন্দননগর-খলসিনীর 'ধীরাজ' (বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়) কর্তৃক রচিত গীতটি এইরূপ।—

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে
সদর করেছে রিপোর্ট বিধবা রমণীর বিয়ে ॥
কবে হ'বে হেন দিন, প্রকাশ হ'বে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরুবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
মনের সুখে থাকবো মোরা মনোমত পতি ল'য়ে।
এমন দিন কবে হ'বে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,
আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই,
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে।
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়,
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়।
সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ॥

এই গানের ব্যঙ্গরূপও বাহির হইয়াছিল।—

শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হ'য়ে।...'

মূল গানটির একাধিক পাঠ পাওয়া যায়, উপরোক্ত পাঠের কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ, অনুদ্ধৃত অংশ পূর্বানুরূপ,

'বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় ল'য়ে ॥
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়' ইত্যাদি।

অপর পাঠ,

'...বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই;
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজ ভয়ে।'

গানটির রচয়িতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও সুধীরকুমার মিত্র বলেছেন রচয়িতা কবি ধীরাজ, যাঁর প্রকৃত নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর-খলসিনীর বাসিন্দা। কিন্তু 'কবিবর' ভনিতা ধীরাজ ব্যবহার করতেন কিনা সন্দেহ আছে, দ্বিতীয়ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ধীরাজের সুসম্পর্ক থাকলেও বিধবা বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করেই তিনি গান রচনা করেছিলেন।

৫১৩ মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ক্লাশ—কলকাতার মেডিকেল কলেজে শিক্ষাদান শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রি. ১লা জুন। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরাজি, কিছুকাল পরে ১৮৩৯ খ্রি. হিন্দুস্তানি বিভাগ ও ১৮৫২ খ্রি. বাঙলা বিভাগ খোলা হয়। প্রথমটির উদ্দেশ্য উত্তর ভারতে দেশীয় সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য ও দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য বাঙলা দেশের ব্যাধিপ্রধান অঞ্চলে চিকিৎসার জন্য দেশীয় চিকিৎসক সরবরাহ। মফস্বল হাসপাতালে সে যুগে যে সব নেটিভ ডাক্তারেরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা এই বাঙলা ক্লাসের ছাত্র।

৫১৪ বহুলী—বিস্তারিত, সংখ্যায় বহু হওয়া।

৫১৫ বালুঞ্চী—বালামচি, ঘোড়া বা গোরুর ল্যাজের চুল।

৫১৬ আনীস—Anisette নামক মদ, ১৮৬০ খ্রি. এক ডজন বোতলের দাম ২৪ টাকা।

৫১৭ উর্দ্ধবাহু—ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন হেতু যে সন্ন্যাসী সর্বদা হাত উঁচু করে রাখে।

৫১৮ মধ্যাবস্থ—মধ্য অবস্থা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত।

৫১৯ সেলামালকীর গুণা—মুসলিম অভিবাদন, যার সঠিক আরবি রূপ 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম', চলিত রূপ 'সেলাম আলেকুম', অর্থ আপনি সুরক্ষিত থাকুন। গুণা < গুণাহ্ = দোষ, পাপ এ স্থলে ত্রুটি, ঘাটতি। অর্থাৎ জমিদার সেলাম আলেকুম বলে অভিবাদন করতে ত্রুটি করতেন না।

৫২০ ধোপা নাপিত বন্ধ, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা, বিয়ে ভাটি—'ধোপা নাপিত বন্ধ' ও 'হুঁকো মারা' সামাজিক শাস্তি, দোষীকে সমাজের বার করে দেওয়া হল, ধোপা তার কাপড় কাচবে না, নাপিত ক্ষৌরী করবে না, তার স্পৃষ্ট হুঁকো কেউ স্পর্শ করবে না অর্থাৎ সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে তাকে বসতে দেওয়া হবে না ইত্যাদি। এ স্থলে ঢ্যালা ফ্যালার অর্থ বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যা ও বরপক্ষের মধ্যে কৃত্রিম লড়াই। কোনো কোনো জাতের মধ্যে যেমন বিবাহ উপলক্ষে কৃত্রিম কন্যাহরণের অভিনয় হয়, ঢেলা ফেলা বাঙালিদের মধ্যে কোথাও কোথাও তারই ক্ষীণ চিহ্ন হয়ে টিকে ছিল। 'বিয়েভাটি' গ্রামভাটির (টীকা ৫৫৮ দ্র.) নামান্তর। "গ্রামের বা পল্লীর কন্যাদায়ে বরপক্ষেরও পাঁচটা দায় আছে। বরকর্ত্তা 'শয্যা-তোলানী' 'ননদখানী' বাবে কন্যাপক্ষের নারীসমাজকে তুষ্ট করিতে বাধ্য হন।...'গ্রামভাটি', 'বারোয়ারি' বা 'ঢেলামারি' বাবে কন্যাপক্ষের পুরুষ পর্য্যায়কে আপ্যায়িত করিতে বাধ্য হন।...ঢেলামারাই যে গ্রামভাটি, তাহা প্রবীণেরা জানেন। অতি পূর্ব্বকালে বরপক্ষকে বিবাহান্তে ইট পাটকেলের আঘাত সহিতে হইত। এরূপ মারপীট প্রথা সকল দেশেই ছিল; মৃদুভাবে বা কড়িকোমলে এখনও আছে।...আমাদের হিন্দু-সমাজে ঢেলা-মারা চলিত।...আমাদের সমাজেও আমরা "ঢেলা-মারা" দেখিয়াছি, কিন্তু যেখানে বরপক্ষ গ্রামভাটি বা বারোয়ারির বাবটি দিতে সম্মত হন নাই, পরন্তু স্পর্ধাপূর্ব্বক কন্যাপক্ষকে অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছেন, সেইখানেই আমরা "ঢেলা-মারা" দেখিয়াছি; বাল্যকালে নিজেই দুই একটা ঢিল ছুড়িয়াছি।...গ্রামভাটি রূপ উৎকোচে বরপক্ষকে যে অনেক দিন হইতেই ঢেলামারার দায় হইতে উদ্ধার পাইতে হইতেছে, তাহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি।" ঢ্যালা ফ্যালার অপর নাম 'ডেলা ভাঙ্গানি', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ভিক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বরযাত্রীর ভিক্ষার নাম গণ, বরের বাপের ভিক্ষার নাম পণ, যে গ্রামে বিবাহ সে গ্রামের ভদ্রলোকদিগের ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানি, আর তাহাদের যুবতীদিগের—অবলাবালাদিগের ভিক্ষার নাম— সেজতোলানি।'

৫২১ আট্‌কৌড়ে—সন্তান জন্মাবার পর অষ্টম দিনে ছোলা, মটর, বরবটি, বীরি, মুগ, মুসুর, হুনমুনে ও মাষকলাই, সাধারণত এই আট প্রকার কলাইভাজা বিতরণের উৎসব। 'তখনকার দিনে আটকৌড়েতে ভারী ধুমধাম হ'ত। পাড়ার সব ছেলেরা আসত শুধু মেয়েরা বাদ। তারপর একটা কুলো সব ছেলেরা ধরে গোল করে ঘিরে কাঠি দিয়ে বাজাত। নবপ্রসূত শিশুর জয়জয়কার হোক এবং শিশুর ঊর্ধ্বতন পুরুষদের গালাগালি দিত।...ঊর্ধ্বতন পুরুষের একরূপ উত্তম-মধ্যম

জলযোগ করা হইত, মাতৃকুল পিতৃকুল উভয়েরই। তারপর কুলো ভেঙ্গেচুরে ফেলে দেওয়া হ'ত।...খই, চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি আর আট রকমের কড়াইভাজা স্তূপাকার করে রাখা হ'ত। সব ছেলেদের কোঁচড়ে একসরা দুসরা জলপান দেওয়া হ'ত আর একটা বা দুটো মিঠাই দেওয়া হ'ত, সঙ্গে একটা বা দুটা পয়সা থাকিত।'

৫২২ **মরা গরুর মাথা**—বাঙলার কোনও কোনও অঞ্চলে শিশুপালিকা ষষ্ঠীদেবীর গোমুণ্ডাসন প্রচলিত। যার জন্য আঁতুড়ের দরজায় গোমুণ্ড স্থাপন ক'রে ষষ্ঠীপূজা হয়। এই প্রথা যথেষ্ট প্রাচীন, মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ আছে, রাঢ় অঞ্চলে এখনও প্রচলিত প্রথা।

৫২৩ **জয়কৃষ্ণের মত জমিদার**— টীকা ৩৪৩ দ্র.।

৫২৪ **বাঁসাড়ে**—বাসাড়ে=ভাড়াটে, বাসা ভাড়া করে থাকে যারা।

৫২৫ **ওজোন সরকারী**—রপ্তানির জন্য যে সব মাল কেনা বা পাঠানো হতো তাদের সঠিক ওজন নির্ণয়, দাম মেটানো ও খাতায় তোলার দায়িত্বে থাকতো ওজন সরকার।

৫২৬ **যখন যার কপাল ধরে** —প্রবাদটির পূর্ণ বয়ান, 'যখন যার কপাল ধরে, মুত্‌তে বসে সোনা পড়ে'।

৫২৭ **পড়্‌তা**—লাভ, লাভের সময়।

৫২৮ **সদরমেট**—বাণিজ্য কুঠিতে গুরুত্বের দিক দিয়ে মালিকের পরেই মুৎসুদ্দি। ঠিক তার পরবর্তী পদ সদরমেট, কুঠির সকল বিভাগের দেখাশোনা যার দায়িত্ব, আজকের Chief Supervisor।

৫২৯ **বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হন**—মুৎসুদ্দিদের (টীকা ৯১ দ্র.) জামিন বা security money জমা রাখতে হত, তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ বণিক-মালিকদের পুঁজিও সরবরাহ করতে হত। মোটকথা, ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে মুৎসুদ্দি হওয়া কোনওমতেই সম্ভব ছিল না।

৫৩০ **গদিওয়ালা**—একটি নির্দিষ্ট-পণ্য ব্যবসায়ীর office, যেমন খড়ের গদি, তিসির গদি ইত্যাদি।

৫৩১ **তুঁদুলে**—তন্দুর-এ তৈরি।

৫৩২ **দুকুরে লোচ্চা**—নির্লজ্জ লম্পট, দুপুরবেলা প্রকাশ্য দিবালোকে লাম্পট্যে বেরিয়ে আত্মগোপন করার জন্য মুখে কাপড় দিয়ে যায়।

৫৩৩ **জয়কেতু**—জয়কেতে, যে দিকে জয় সেই পক্ষ অবলম্বন করে, সুবিধাবাদী।

৫৩৪ **ছাঁদন...বাড়ি**—গল্পটির নানান পাঠ পাওয়া যায়। সারাংশ, এক ব্যক্তিকে পরী পরপর দু'বার লাভজনক বস্তু উপহার দেয়, যেমন থলে, যা উপুড় করলেই মোহর পড়ে, কিন্তু দু'বারই এক দুষ্ট লোক তা হাতিয়ে নেয়। তৃতীয় বার পরী দেয় একটি দড়ি ও লাঠি। দুষ্ট লোকটি এগুলিও নিয়ে নেয় কিন্তু আসল মালিক কোনক্রমে তা উদ্ধার করে দড়ি ও লাঠিকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের মালিক কে? তারা বলে, আমরা যখন যার তখন তার। তখন সে তাদের করণীয় করার হুকুম দিলে দড়ি দুষ্ট লোকটিকে বেঁধে ফেলে ও লাঠি পিটতে থাকে। মার খেয়ে সে অপহৃত জিনিসগুলি ফেরত দেয়। দুধ দোয়াবার সময় গোরুর পিছনের পা দু'টি বাঁধবার জন্য যে দড়ি, তার নাম ছাঁদন দড়ি, গোদা অর্থ মোটা, বাড়ি = লাঠি।

৫৩৫ **ব্রোক**—ই° Broke, দেউলিয়া, নিঃস্ব।

৫৩৬ **জোয়ারের বিঠা**—চলতি প্রবাদ 'জোয়ারের বিঠা তর্পণের কোষায় ওঠে', অর্থ নিতান্ত নীচ, ব্রাত্য ব্যক্তির সম্মানিত মহলে স্থান পাওয়া।

৫৩৭ **দোচোকোব্রত**—বিচার বিবেচনাহীন, কোনো রূপ বাছাই না করা।

৫৩৮ **ধ্বজ...পদ্মহস্ত**—হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ণুর পাদপদ্ম ত্রিবিধ চিহ্নে ভূষিত, ধ্বজা, বজ্র ও অঙ্কুশ।

৫৩৯ এলবাত—আ° লেবাস্ একবচন, ইল্‌বাস বহুবচন = পোশাক পরিচ্ছদ, কাপড়চোপড়।

৫৪০ অর্সায়—বর্তায়।

৫৪১ জান বাচ্ছা এক গাড়—সপরিবারে এক কবরে জীবন্ত সমাধি।

৫৪২ কশব করা—আ° কস্‌ব্ = পেশা, মেহনত, শরীর খাটিয়ে খাওয়া অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি।

৫৪৩ শেষে ভগ্নি...ভোগে লাগে—অগম্যাগমন সে যুগে যে বিরল ছিল না, হুতোমের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকায় (তারিখ অংশ ছিন্ন, ১৮৪৯ বা ১৮৫০ খ্রি.) প্রকাশিত একটি চিঠিতে, সম্বন্ধ নামের শেষে 'ও' বা 'এ' প্রত্যয় তাঁর সাথে শারীরিক সম্পর্ককারী বোঝায়, যথা শাশুড়ীতে আসক্ত = শাশুড়ে, 'মেমে' অর্থ মেমসাহেব-এ আসক্ত ইত্যাদি। পত্রলেখক একুশটি নামের তালিকা দিয়েছেন, যার তিনটি উদাহরণস্বরূপ মুদ্রিত হল—

'মহামহিম শ্রীযুক্ত রসরাজ সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু

বিজ্ঞ সম্পাদক, বৌও, ঝিয়ে, মেমে, খুড়ে, জেঠে, বোনাড়ে... সত মেয়ে, পীসে, মেসে, ভাদ্দর বৌও... ভাগনে, নাতনে, নাতি বৌও, শাশুড়ে, ইত্যাদি পাজি লোকেরা...রাজ্য নষ্ট করিতেছে...তাহারদিগের নামের পূর্ব্বাক্ষর শেষাক্ষর বাসস্থানের নাম এবং...পরিচয় লিখিয়া পাঠাইতেছি ইহা ক্রমিক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করুন, ইহাতেও যদ্যপি দোষিরা দোষ পরিত্যাগ না করে তবে প্রকাশ্য রূপে লিখিয়া দিব।

		বৌও	ভাদ্দরবৌও	ঝিয়ে	শাশুড়ীয়ে	মেমে	খুড়ে	জেঠে	বোন	নাতনে	নাতিবৌও
নাম	ধাম										
লো, ক	সিন্দুরেপটী	ঐ						ঐ		ঐ	
ক, নু	বৌবাজার	ঐ			ঐ				ঐ	ঐ	
র, য়	গরাণহাটা	ঐ	ঐ		ঐ		ঐ	ঐ		ঐ	

এ বিষয়ে অনেক দোষি আছে অদ্য সকলের নাম লিখিতে পারিলাম না।

অদ্য সময়াভাবে আর চিন্তা করিতে পারি না আগামিতে অবশিষ্ট দোষিদিগের বিষয় লিখিব অদ্ভুত দর্শক।'

নিম্নোক্ত টীকার (৫৪৪) 'গুরুজনের খাতির এড়াইতে না পারিয়া' ইত্যাদি অংশ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

৫৪৪ রক্তকমল...করবীর ছাল—এই তিন প্রকার ভেষজ গর্ভপাত ঘটাতে ব্যবহৃত হতো। চিতে বা চিতা বা চিত্রক তিন রকমের, সাদা, লাল ও নীল। সাদা চিতার (*P. Zeylanica Linn*) মূল গর্ভিণীকে উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়ালে তার গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, শিশু জীবিত বা মৃত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। হুতোম বলেছেন 'চিতের ডাল', যা থেকে মনে হয় তিনি সম্ভবত রক্তচিতা বা রাঙ্গাচিতা (লাল চিতা, *P. rosea Linn*)-র কথাই বোঝাতে চেয়েছেন কারণ রাঙ্গাচিতা বা রাংচিতের শিকড়ের ছাল যোনিদেশ গর্ভাশয়ের মুখে দিলে গর্ভস্রাব হয়ে যায়, যদিও তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে গর্ভিণীর মৃত্যু ঘটে। চিতের ডাল দিয়েই সে কাজটি করা হয়ে থাকে। করবী (*N. odorum Soland*)-র শিকড়ও গর্ভস্রাবকারক। রক্তকমল (গ্রাম্যরূপ রক্তকম্বল) কুমুদতুল্য পুষ্পবিশেষ Nymphoea rubra, তার শিকড় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। এই সব ভেষজের, হুতোম বর্ণিত চালনুন তেলের মতো নিয়মিত বরাদ্দ থাকার উল্লেখ বোঝা যায় সে যুগে এগুলিই ছিল গর্ভপাতের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত উপায়।

হুতোম অতিরঞ্জন করেন নি, ভ্রূণহত্যা সেযুগে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত অপরাধগুলির একটি। বিধবাবিবাহ প্রচলনের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের একটি প্রধান যুক্তি ছিল যে এর ফলে ভ্রূণহত্যা বন্ধ

হবে। যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে নবদ্বীপের সর্বপ্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (ভট্টাচার্য) বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে একটি বক্তৃতা দেন, তাতে অন্যান্য সকল যুক্তির মতো ভ্রূণ হত্যার পাপ দূরীভূত হবে, এ যুক্তিকেও অস্বীকার করা হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় (৭৩ ভাগ, ১২১ সংখ্যা) ব্রজনাথের বক্তৃতা প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেন, 'ব্রজবিলাস' (১৮৭৬ খ্রি.)। তাতে এ সম্বন্ধে লেখেন, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ হইবেক, এ কথার অর্থ কি।... ভ্রূণহত্যার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নির্ব্বোধ নির্ব্বিবেক শাস্ত্রকারেরা, কি মতলবে বলিতে পারি না, ভ্রূণহত্যাকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন... কিঞ্চ, স্ত্রীলোক, গুরুজনের খাতির এড়াইতে না পারিয়া, কিংবা প্রিয় জনের নাছোড় পীড়াপীড়িতে পড়িয়া, সনাতন ব্যভিচার দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতি দেবীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারে, গর্ভসঞ্চার, অধিকাংশ স্থলে, অপরিহার্য্য; এবং, পবিত্র সাধুসমাজের অবলম্বিত ও অনুমোদিত প্রথা অনুসারে, তথাবিধ স্থলে, ভ্রূণহত্যাও অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য বিষয়ের অনুষ্ঠান বা অনুমোদন, কোনও অংশে, দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নহে।...

জারাশ্রয়ে ধ্রুবো ভ্রূণো ভ্রূণে হত্যা ধ্রুবা স্মৃতা
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন দোষঃ সাধুসংসদি ॥ [ধর্ম্মনির্ব্বাণ তন্ত্র, ৩।৭।২১]

উপপতির আশ্রয় গ্রহণে, ভ্রূণসঞ্চার অবধারিত; ভ্রূণসঞ্চার হইলে, ভ্রূণহত্যাও অবধারিত। অতএব, অপরিহার্য্য বিষয়ে, সাধুসমাজে দোষ নাই।

বস্তুতঃ, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভ্রূণহত্যায় কোনও দোষ আছে, এরূপ প্রতীতি হয় না। ভ্রূণহত্যাকে পাপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয়, বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কই এমন বেটা ছেলে ত, এ পর্য্যন্ত, আমাদের দিব্য চক্ষে ঠেকে নাই। পেট ফাঁপিলে, ও পেটে মল জন্মিলে, ডাক্তারেরা, জোলাপ দিয়া, পেট পরিষ্কার করিয়া দেন। ভ্রূণহত্যাও, পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় চাঁই মহোদয়দিগের ন্যায়, স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে।... ফলকথা এই, ভ্রূণহত্যা, কিঞ্চিৎ অংশেও, দোষাবহ নহে; দোষাবহ হইলে, আমাদের এই পরম পবিত্র অতি বিচিত্র সাধুসমাজে, কদাচ, সচরাচর এরূপ প্রচলিত থাকিত না। এই রূপ চিরপ্রচলিত, দোষস্পর্শশূন্য, সার্বজনীন সদাচারকে পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া, তন্নিবারণার্থে বিধবাবিবাহ প্রচলিত উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করা, নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদের লক্ষণ...।"

গর্ভপাত সেযুগে কতটা প্রচলিত ছিল এবং সমাজের গোপন অনুমোদনে তা ঘটত, বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গোক্তি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়; প্রসঙ্গত, উদ্ধৃত উদ্ভট শ্লোকটি সম্ভবত বিদ্যাসাগরের স্বরচিত।

৫৪৫ কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাক্‌মারা—শুদ্ধ পাঠ 'কফনচোরের ব্যাটা মেকমারা', চলিত প্রবাদ; অর্থ, বাপের চেয়ে ছেলে দড়। কফন বা কাফন = মৃতদেহের আচ্ছাদন বস্ত্র, কফনচোর = কবরস্থান হইতে যে মৃতের বস্ত্রাদি চুরি করে। মেক বা মাঙ = অশ্লীলার্থে পায়ু বা যোনি। অথবা মেক = খোঁটা বা পেরেক। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-য় (দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম) একই বৃত্তান্তে 'মেক' শব্দের অর্থ কীলক বা গোঁজ বলা হয়েছে। 'এক নগরে এক কফনচোর ছিল...ঐ ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পর তৎপুত্র...প্রোথিত প্রেতের বস্ত্রাদি স্তেয় করিত, তাহার গুহ্যরন্ধ্রে এক কীলক প্রবিষ্ট করিয়া দিতে লাগিল।...সকল লোক কহিতে লাগিল, এ পাপিষ্ঠ দুরাচার বেটার বাপ ত ভাল ছিল, সে কেবল বসন প্রভৃতিই চুরি করিত, এ দুরাত্মা দুঃশীল বেটা মড়ার কাপড় চুরি করিয়া তার মার্গে মেক ভরিয়া দিতে লাগিল।'

৫৪৬ যোত্তর—যোত্র, আর্থিক সঙ্গতি।

৫৪৭ লগ্নপত্র—লগ্নপত্র বা পাকাপত্র বা শুভপত্র, পূর্ববঙ্গে বলা হতো পাটিপত্র, পাকা দেখার দিন পাত্রপক্ষের কন্যাপক্ষের কাছে লিখিত অঙ্গীকার দান। '...ব্রাহ্মণ বিদায়, কুলীনের কুলমর্যাদা দিয়া শুভ মুহূর্তে পাকা পত্র হইত, অর্থাৎ লাল তুলট কাগজ বা বিলাতী কাগজে বা অন্য কাগজে আল্‌তা গুলে বা অন্য রং করে খাঁকের কলমে উভয়ের নাম বর্ণ, গোত্র, বংশ ঠিকানা ইত্যাদি লেখা হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরও নাম ঠিকানা লেখা হইত। তারপর একটা নতুন রূপার টাকাতে চন্দন মাখিয়ে সেই পাকা পত্রের মাথার কাছে শীলমোহর করা হইত এবং ধান, আলতা ও কলাপাতের খিলির ভিতর দুর্বাঘাস দিয়া... সম্ভবতঃ একটা গিলা দিয়া লাল রেশমের সুতাতে সেই পত্র বাঁধিয়া বরের বাপ কনের বাপকে দিত আর চারদিকে শাঁখ বাজিত ও উলুধ্বনি পড়িত। তারপর অভ্যাগত লোকেরা পরিতোষ হইয়া আহার করিয়া চলিয়া যাইত। পাকা পত্র প্রায় কনের বাটীতে হইত।' পরবর্তীকালের একটি লগ্নপত্রের বয়ান,

শ্রীশ্রী শ্রীধর
শ্রীচরণ ভরসা।
শ্রীশ্রী৺প্রজাপতয়ে নমঃ।
স্বস্তি সকলে মঙ্গলালয়ে শ্রীমতি চারুশীলা দাসী
মহাশয়া সদুচার চরিতাষু

লিখিতং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় পত্রমিদম্। মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দেবী প্রসন্ন ঘোষের আমার চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীমান্ যতীন্দ্র চন্দ্র বসুমল্লিকের কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীর সহিত শুভ বিবাহ ধার্য্য করিলাম। শুভ লগ্নানুসারে শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিব ও করাইবেন।

এতদর্থে সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র লিখিয়া দিলাম।

ইতি তারিখ ৬ মাঘ। ১৩৪৪ সাল।

লেখক
শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘটক।

৫৪৮ গ্যাঁদড়া—অজ্ঞাত।

৫৪৯ কদ্দক—জাফরানের ন্যায় এক প্রকার সুগন্ধী ফুল, শুকিয়ে রান্নায় ও মাঙ্গলিক কাজে ব্যবহৃত হত।

৫৫০ গড়ের বাজনা—গড় অর্থে ফোর্ট উইলিয়ম, মিলিটারি ব্যাণ্ড। বিলিতি ব্যাণ্ড বাজনা অর্থে ব্যবহৃত।

৫৫১ ১২ই পৌষ—পৌষমাসে কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের বিবাহ হয় না।

৫৫২ অব্বরের—অভ্রের।

৫৫৩ হাতঝাড়, পাঞ্জা, সিঁড়ি ঝাড়—শোভাযাত্রায় যে সব আলোকসজ্জা বয়ে নিয়ে যাওয়া হত, তার রকমফের। চার/পাঁচটি ডালওয়ালা বৃক্ষাকৃতি ঝাড়ের নাম হাত ঝাড়, হাতের তালুর আকৃতি পাঞ্জা ঝাড়, দুপাশ থেকে ধাপে ধাপে ওঠা চূড়াকৃতি সিঁড়ি ঝাড়। শেষোক্তটি কারবাইড আলো লাগানো অবস্থায় এখনও দেখা যায়।

৫৫৪ রেশালা—আ° রিসালা = অশ্বারোহী সৈন্যদল, এ স্থলে বাহিনী, শোভাযাত্রা অর্থে ব্যবহৃত।

৫৫৫ ভোড়ং—ভোরঙ্গ = তুরী।

৫৫৬ খাসগেলাস—'...অভ্রের তৈরি এক একটি গেলাসের মতন জিনিষ, তার দাঁড়া বাঁধা ঝাড়, তার ভিতর মোমের বা চর্ব্বির বাতির আলো।'

৫৫৭ **সুখাসন**—'একটা লম্বা বাঁশকে বক্র ভাব করিয়াছে— দুই ডগা সিধে এবং মাঝখানটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায়। বাঁশের এই অর্ধচন্দ্রের উপর বসিবার হাওদার মত একটি কাঠের ফ্রেম থাকিত যেন একটা সোফা কৌচ এবং নিচে পা ঝুলান যাইতে পারে...এরূপ যানকে সুখাসন বা তাঞ্জাম বলিত।'

৫৫৮ **গ্রামভাঁটি**—'গ্রামভাঁটি শব্দটার অর্থটা অনুমান করা যায় যে, পাড়ার ছেলেদের ভাঁটি বা মদ খাইবার জন্য কিছু দেওয়া হইত।' এই টাকা বর পক্ষের দেয়, ও কন্যাপক্ষীয় গ্রামস্থ পুরুষদের প্রাপ্য। তিন চারটি গ্রামভাঁটির টাকা একত্র করে সকলে খাওয়া-দাওয়া করত, অনেক সময় কল্যাণকর কর্ম অর্থাৎ স্কুল, পাঠশালা ইত্যাদিতেও দেওয়া হত। গ্রামভাঁটি না দিলে বরপক্ষীয়দের নিগ্রহ সহ্য করতে হত (টীকা ৫২০ দ্র.)।

৫৫৯ **বল্লালী রেজেষ্টরী**—কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বল্লালসেন (টীকা ৪৭৬ দ্র.)। কুলীনদের কুলরক্ষায় 'আবৃত্তি' বা 'পরিবর্ত' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এর চারপ্রকার, 'আদান'—কন্যাকে সমান বা উচ্চ ঘর থেকে আদান, 'প্রদান'—কন্যাকে সমান বা উচ্চ ঘরে প্রদান, 'কুশত্যাগ'—কন্যাভাবে কুশকন্যা প্রদান ও 'ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা'—ঘটকের কাছে বাক্যদ্বারা কন্যাহীনের কন্যাদান। কৌলীন্য অটুট আছে কি নেই তার প্রমাণস্বরূপ ঘটক বা কুলাচার্যরা প্রত্যেক কুলীন বংশের 'আদান' ও 'প্রদান' পুরুষানুযায়ী নথিভুক্ত করে রাখত, তাকেই ব্যঙ্গ করে 'বল্লালী রেজেষ্টরী' বলা হয়েছে। পদ্মলোচন নিজে কুলীন নন, তাঁর বংশলতিকা নথিভুক্তও নেই, ঘটকেরা মনগড়া একটা বলে দিল, আত্মারাম মিত্র কুলীন, সুতরাং তাঁর সকল 'আদান-প্রদান' নথিভুক্ত ও ঘটকদের জ্ঞাত।

৫৬০ **আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা**—নৈবেদ্যের চূড়ায় যে মণ্ডা থাকে (টীকা ২৭৪ দ্র.), দুর্গোমণ্ডা অর্থ দুর্গাপূজায় দেওয়া হয়, বৃহৎ আকারের মণ্ডা।

৫৬১ **মহিম্নস্তব**—পুষ্পদন্ত কথিত শিবমহিম্ন-স্তোত্র। স্তোত্রের প্রথম পঙ্‌ক্তি 'মহিম্ন পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী/স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ'।

৫৬২ **মহারাণীর খানায়**—পৌরব্যবস্থা সরকারের, সুতরাং, নর্দমার মালিক সরকার, এবং সরকার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার।

৫৬৩ **সর্দ্দার মূর্খ**—ইনি জয়নারায়ণ মিত্র, উত্তর কলকাতাতে এঁর নামে রাস্তা আছে জয় মিত্র স্ট্রিট। লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, টাকা ছিল প্রচুর, রকমারি নির্বোধ কাজের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। লোকনাথ ঘোষ বলেছেন ...Jaya Narayan or Jaya Mitter who was known among the aristocrats of Calcutta as a nobleman void of good and liberal education...'। তাঁকে নিয়ে একটি বাঙলা প্রবাদ আছে 'ধরা পড়েছে জয়মিত্তির', উৎস হচ্ছে তিনি খবরের কাগজ উল্টো করে ধরে পড়বার ভান করছিলেন, ধরা পড়ে নাকি বলেছিলেন, এরকম অনেকেই করে, দোষ কেবল জয় মিত্তিরের বেলায়। একই কর্ম না কি খেলাৎ চন্দ্র ঘোষও করতেন (টীকা ১৮৪ ও ৪৭১ দ্র.), শোনা যায় জয় মিত্র গাড়ি চড়ে ইংরাজি খবরের কাগজ পড়বার ভান করতে করতে চলেছেন, কাগজ সোজাই ধরা আছে, পাড়ার ফচকে ছোঁড়ারা চেঁচিয়ে উঠল, 'উল্টো, উল্টো ধরেছে কাগজ'। তাড়াতাড়ি সত্যি উল্টো করে ধরতেই তাদের অট্টহাস্য ও দুয়ো। বিব্রত জয় মিত্র বললেন, 'আর খেলাৎ ঘোষ যে উল্টো করে ধরে পড়ে, তার বেলা?' হুতোম যে গল্পটি শুনিয়েছেন তার সমর্থন পাওয়া যায় প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখাতে, 'কথিত আছে, জয় মিত্র সপ্তমীর দিন হইতে যত বলিদান হইত, নিজ গৃহের ব্যবহার্য্য ভিন্ন অপর ছেদিত ছাগগুলি গুদোমজাত করিয়া রাখিতেন, একাদশীর দিন খাতা দেখিয়া পৈতৃক আমল হইতে যে যে ব্রাহ্মণের বার্ষিক ছিল, তাঁহাদের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।' আর একটি মজার গল্প বলেছেন হরীন্দ্রনাথ দত্ত (টীকা ২৯৭ দ্র.)।

যদিও হুতোম বলেছেন 'আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাচে শহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি' কিন্তু পূর্বে কোনো সর্দার মূর্খের গল্প নেই। সর্দার মূর্খের উল্লেখ ছিল পূর্ব্ব সংস্করণে, বর্তমান

সংস্করণে সেটি পরিত্যক্ত (পাঠভেদ, বারোইয়ারি 20 দ্র.) হুতোম ভুলবশত সম্পর্কিত পঙ্‌ক্তিটি বাদ দেন নি।

৫৬৪ ঘেঁটু পুজো—শিবের অনুচর ঘণ্টাকর্ণ, চর্মরোগের দেবতা, লৌকিক দেবতাবিশেষ। পূজা হয় ফাল্গুন সংক্রান্তিতে, পূজার পদ্ধতি, বাড়ির গৃহিণী ব্যবহৃত ভাঙা কালো হাঁড়ি কুড়িয়ে এনে দরজার বাইরে উপুড় করে রাখেন, তার ওপর এক তাল গোবর, সিঁদুর, পাঁচ কড়া কানাকড়ি, কিছু ছেঁড়া চুল, সিদ্ধ চাল দিয়ে বাঁ হাতে ঘেঁটু, অপর নাম ভাঁট ফুল দিয়ে পূজা করেন। প্রণামের পরিবর্তে ছেলেরা লাঠি দিয়ে মেরে হাঁড়িটি ভেঙে দেয়। ভাঙা খোলামকুচির কালি বাচ্চাদের চোখে কাজলরূপে পরানো হয়, দরজার ওপরে গোবরের তালে কড়ি পাঁচটি আটকে দেওয়া হয়। ঘেঁটু পূজো আড়ম্বরহীন লৌকিক ধর্মাচার।

৫৬৫ বংশজের বিবাহ—বংশজদের (টীকা ৩২ দ্র.) বিয়ে করতে প্রচুর কন্যাপণ লাগত, ফলে দরিদ্র বংশজ পাত্র দীর্ঘকাল অথবা চিরকাল অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে তনু রায়, কঙ্কাবতীর বাবা বলছে, "বিধাতা যখন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তখন বংশজের ধর্ম্মটি আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে, আমার পাপ হইবে, আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যদি বল বংশজের ধর্ম্মটি কি? বংশজের ধর্ম্ম এই যে,— 'কন্যাদান করিয়া পাত্রের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিবে। বংশজ হইয়া যিনি এ কার্য্য না করেন, তাঁহার ধর্ম্মলোপ হয়, তিনি একেবারেই পতিত হন; শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে।'—তনু রায় অতি উচ্চদরের বংশজ। কেহ কেহ পরিহাস করিয়া বলেন যে,—ইঁহাদের কোনও পুরুষে বিবাহ হয় না। পিতা-পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কি না, তাও সন্দেহ।"

৫৬৬ উত্তর-পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষ—১৮৬১ খ্রি. উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়, তার ভয়ানক রূপ দেখা গিয়েছিল আগ্রা, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও কচ্ছ অঞ্চলে। সাহায্য করতে দেশীয় ও মিশনারিরা এগিয়ে আসেন, রেঃ আলেকজাণ্ডার ডাফকে এই কাজে কালীপ্রসন্ন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের শোক সংবাদে Indian Mirror (২৯.৭.১৮৭০) লেখে, 'The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in N.W. Provinces...' ইত্যাদি।। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় এই দুর্ভিক্ষ ও সেই উপলক্ষে কালীপ্রসন্নের দানের উল্লেখ আছে।

৫৬৭ পদ্মলোচন...প্রাণত্যাগ করেন—পদ্মলোচন দত্ত বা হঠাৎ অবতারকে শনাক্ত করতে গেলে হুতোম বর্ণিত সূত্রগুলি মনে রাখা দরকার, (১) অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী, (২) গোঁড়া হিন্দু এবং সে ব্যাপারে দানধ্যান, (৩) অবতার বনে যাওয়া, (৪) সমারোহ করে ছেলের বিয়ে, (৫) নিজে কুলীন না হয়েও ছেলেকে কুলীনের ঘরে বিয়ে দেওয়া, (৬) পুত্রবধূর পিতামহ খ্যাতনামা, লক্ষণীয় হুতোম পাত্রীর বাবার কোনো উল্লেখই করেননি।

সমকালীন পরিচিত চরিত্রদের অনেকের সঙ্গেই একটি দুটি লক্ষণ মেলে, কিন্তু সবথেকে বেশি মিলে যায় ঠনঠনের গোরাচাঁদ দত্তের সঙ্গে। হুতোম কদাচিৎ তাঁর চরিত্রদের আসল বাসস্থান ও পদবি পাল্টেছেন, সে দিক থেকেও গোরাচাঁদের দাবি অগ্রগণ্য। এমনকি গোরাচাঁদের বৈবাহিকের পদবিও মিলে যাচ্ছে, সেজন্য শনাক্তকরণ সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

গোরাচাঁদ দত্ত সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায় না, ২ নং ক্লাইভ রো-তে অবস্থিত Crooke and Gray Co-র বেনিয়ান ছিলেন, তাঁর নিজের বাড়ি ছিল ১৬৬-১৬৭ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে, যার নম্বর এখন ২১৪-২১৫ বিধান সরণি। পরে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ২নং বিধান সরণির প্রাসাদোপম অট্টালিকার মালিক হন, অত বড় বাড়ি, বাড়ির মধ্যে বাগান, পুকুর তখন কলকাতায় ব্যক্তিগত মালিকানায় নেই বললেই চলে। অর্থের অধিকাংশই বাবুয়ানায় ও অপব্যয়ে নষ্ট করেন, শেষ বয়সে

পুরনো বাড়িতে আবার ফিরে আসতে হয়। হুতোম বর্ণিত ছেলের বিয়ে থেকে তাঁর বাবুয়ানার আন্দাজ পাওয়া যায়। হুতোম কথিত 'পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পার্দ্ধুলো খান— পা চাটেন', 'বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না' 'তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে ত্যেরো পার্ব্বন ফাঁক দিতেন না', 'একশ বেলেল্লা বামুন ও দুইশ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো' সদৃশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গোরাচাঁদেরও ছিল। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর দুটি খবর উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'ঠনঠনিয়া নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু গোরাচাঁদ দত্ত মহাশয়ের সুখ্যাতি আমরা অনেকের মুখেই শ্রবণ করিতেছি দেবার্চ্চনা দ্বিজ সেবা বিষয়ে তাঁহার যে প্রকার ভক্তি ইদানীন্তন অতি অল্প ব্যক্তিকে তদ্রূপ দেখা যায় না দায়গ্রস্থ হইয়া কোন ব্যক্তি তাহার সমীপস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন; ...সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন, এবং সদালাপ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন, তাঁহারদিগের প্রায় তাবতেরই মাসিক বৃত্তি নিরূপিত আছে...পূজা হোম যাগ, যজ্ঞ, ইত্যাদি বিষয়েও তাহার প্রচুর ব্যয় আছে...' (৩.১১.১৮৫৯)। 'ঠনঠনিয়া নিবাসি পরমধার্ম্মিকবর পুণ্যাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু গোরাচাঁদ দত্তের সুখ্যাতি সৌরভে কেবল কলিকাতা রাজধানী আমোদিতা হইয়াছে, এমত নহে, পল্লীগ্রামের বহু দেশেও তাহার পরিব্যাপ্ত হইয়াছে আন্দুল নিবাসি কোন বিশ্বাসি ব্যক্তি আমারদিগের নিকটে ব্যক্ত করিলেন, যে গত রবিবার দিবসে গোরাচাঁদ বাবু প্রায় দুই শত ব্রাহ্মণ সমভিব্যহারে বাষ্পীয় জল যানারোহণে উক্ত গ্রামে মন্ত্রদাতা গুরুদেব ভবণে গমন করিয়া তথায় প্রচুরার্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, রজত থাল পূর্ণ টাকা ও সাল পট্টবস্ত্র ও তৈজসাদি প্রদান পূর্ব্বক বহু উপহারে কেবল গুরুদেবের চরণ পূজা করিয়াছেন এমত নহে, গ্রামস্থ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়াছিলেন, স্বহস্তে তাহার ও সমভিব্যহারি ব্রাহ্মণগণের পদ যুগল যৌ (বৌ)তুক করিয়া দিয়াছেন, রজতাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়াছেন...এমত দিন নাই, যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মুক্ত হস্ত হইতে দান প্রাপ্ত না হয়েন, অনেক ব্রাহ্মণের উপনয়ন বিবাহ এবং কাশী গমন ও বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন...ইদানীন্তন বাবুদিগের মধ্যে তাঁহার তুল্য দেব দ্বিজানুরক্ত ব্যক্তি আর দেখা যায় না...' (৯.১.১৮৬০)। গোরাচাঁদের অবতারত্ব সম্পর্কে হুতোমের মন্তব্য, 'পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়া' এর মধ্যে 'পীর' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে যখন জানা যায় যে ঠনঠনের গোরাচাঁদ দত্তকে সে যুগে 'পীর গোরাচাঁদ' বলা হত।

গোরাচাঁদ নিজে কুলীন ছিলেন না কিন্তু তাঁর পুত্রের বিবাহ হয় কুলীনের ঘরে, সিমলার লালচাঁদ মিত্রের পৌত্রী এবং গোপালকৃষ্ণ মিত্রের কন্যার সঙ্গে। লালচাঁদ সেকালে সুপরিচিত ধনী, তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের স্টোর কিপার, বাড়ি ছিল ৩৫, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে। হুতোম বর্ণিত আত্মারাম মিত্র প্রকৃতপক্ষে লালচাঁদ মিত্র। গোরাচাঁদের যে পুত্রের বিবাহের কথা বলা হয়েছে তার নাম সম্ভবত গুরুচরণ দত্ত।

৫৬৮ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি—বর্তমান সংস্করণে এ কথা প্রযোজ্য নয়, কারণ হুতোমের আত্মজীবনীমূলক অংশ যা 'মহাপুরুষ', 'মরাফেরা' প্রভৃতি নকশায় আছে তা এই সংস্করণে 'হঠাৎ অবতার'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু পূর্ব সংস্করণে ছিল (পাঠভেদ, 1 দ্র.) হুতোম ভুলবশত এই পঙ্‌ক্তিটি বাদ দেননি।

৫৬৯ সেরুড কোম্পানী—সেকালের বিখ্যাত আসবাবপত্র নির্মাতা Shearwood & Co., দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার নামকরা বাগানবাড়ির আসবাব এরাই তৈরি করেছিল।

৫৭০ ঢ্যালা ফ্যালা...আরন্দ—অরন্ধন > আরন্দ, অরন্ধন পার্বণের দিন গৃহস্থের বাড়ি উনুন জ্বলবে না। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের অরন্ধন মনসা পূজার সঙ্গেও সম্পর্কিত। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় এর রকমফের আছে। কলকাতা পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলায় 'প্রথম অরন্ধন জ্যৈষ্ঠ মাসের

দশহরায়। দ্বিতীয়, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এবং এই অঞ্চলে বলে থাকে, 'ঢেলাফেলা'। হাওড়া জেলাতে এই সময়ে যেমন ঢেলাফেলা, বাঁকুড়া জেলাতে 'খইধারা' উৎসব এবং বর্ধমান জেলাতে 'খই দই' উৎসব। এ দিনেও গৃহস্থদের খইমুড়ি খেয়ে থাকতে হয়— যেহেতু অরন্ধন।' প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রদত্ত বারোমাসে তের পার্বণের তালিকায় ঢেলাফেলার উল্লেখ আছে, 'শ্রাবণ মাসে ঢেলাফেলা হয় চড়চড়ী/ভাদ্র মাসে টকপান্তা খান মনসা বুড়ী।'

৫৭১ ফরেশ ডাঙ্গা—বর্তমান চন্দননগর, সে সময় ফরাসি উপনিবেশ ছিল বলে ব্রিটিশ আইনের হাত থেকে বাঁচতে ছোটবড় অপরাধীরা যেখানে আশ্রয় নিত, টীকা ৪৪১ দ্র. 'অধুনা ফরাসডাঙ্গায় বৃটিস অধিকারস্থ নিঃস্ব ঋণিপ্রভৃতিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন, তাহাদিগের প্রতি শ্রীযুত বাহাদুরের (*ব্রিটিশ সরকারের*—অ. না.) বিচারপতিরা হস্তার্পণ করিতে পারেন না...'।

৫৭২ গমি—শোক, দুঃখ।

৫৭৩ আতুরী—হরিচরণ সম্ভাব্য অর্থ করেছেন, আতরের গন্ধযুক্ত মদ, তা অবাস্তব বলেই মনে হয়। সঠিক অর্থ অজ্ঞাত।

৫৭৪ গোকুল দাঁ—'প্রথম জীবনে গোকুল চন্দ্র অতি নিঃস্ব ও সামান্য লোক ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম তাঁহার আদি বাসস্থান। সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি লৌহের বা হার্ডওয়ারের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইংলন্ড জার্ম্মানি প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহার মালপত্র আমদানী হইত। বার মাসে তের পার্ব্বণ গোকুলচন্দ্রের বাটীতে বাঁধা ছিল। তিনি দুর্গোৎসবে মহাসমারোহ ও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন।' (দ্র. ১৭৮ টীকা)।

৫৭৫ গোপাল উড়ের যাত্রা—গোপাল করণ, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে উড়িষ্যার জাজপুরে জন্ম। বাবার নাম মুকুন্দ করণ। অল্প বয়সে কলকাতায় এসে রাস্তায় রাস্তায় ফল বিক্রি করতেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে না কি বৌবাজারের রাধামোহন সরকারের স্থাপিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দলে তাঁকে নিয়ে নেওয়া হয়। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় মালিনীর ভূমিকায় নাচে গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর নিজেই 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা দল তৈরি করে অভিনয় করতেন। চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান।

৫৭৬ হুকো ফেরানো—হুঁকোর জল পালটানো।

৫৭৭ জবাবি—হরিচরণ সম্ভাব্য অর্থ করেছেন জবা ফুলের ন্যায় লাল রঙের মদ, তা অবাস্তব বলেই মনে হয়, সঠিক অর্থ অজ্ঞাত।

৫৭৮ চৌপল—চৌকোনা বোতল, a case bottle।

৫৭৯ তকরার—তর্ক, ঝগড়া।

৫৮০ রঙ্গপুর অঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী—রংপুর জেলার তাজহাট, কাকিনীয়া ও তুষভাণ্ডারের জমিদাররা সে কালে যথেষ্ট পরিচিত; অনুমান, কাকিনীয়ার রাজপরিবারের কারো প্রতি এই কটাক্ষ, কারণ বিদ্যোৎসাহী বলে তাঁদের খ্যাতি ছিল।

৫৮১ লিড্‌নি মরে—Lindley Murray (১৭৪৫-১৮২৬), কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত বৈয়াকরণ। পেনসিলভ্যানিয়াতে জন্ম, ১৭৮৪ খ্রি. ইংল্যান্ডে এসে ইয়র্ক শহরে বসবাস শুরু করেন। 'He published an English Grammar in 1795, a Reader in 1799, and a Spelling Book in 1804, which were widely used in schools and earned him the title of 'the father of English grammar.'

৫৮২ তিলকাঞ্চনে—হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের যত প্রকার আছে, তার মধ্যে সবথেকে অনাড়ম্বর, কম খরচের হচ্ছে তিলকাঞ্চন।

৫৮৩ রিষড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী—'রিষড়ার হাট ও পারঘাটার সঙ্গে যে দুজন বিখ্যাত পাঁচালী গায়িকাদের নাম জড়িয়ে আছে তারা হ'ল দুই ভগিনী শ্যামা ও বামা।' 'যেমন জগন্নাথের

জন্য মাহেশ বল্লভপুর বিখ্যাত সেইরূপ শ্যামা বামার জন্যও রিষড়া প্রসিদ্ধ। মাহেশ, বল্লভপুর এবং রিষড়াই শ্রীরামপুর মহকুমার অলঙ্কার। দিনেমারদিগের প্রতাপ প্রতিপত্তি উড়িয়া গিয়াছে, নামও শীঘ্র লুপ্ত হইবে; কিন্তু শ্যামা, বামার নাম লোকে কোন কালে ভুলিবে না। রিষড়ার কীর্ত্তিধ্বজা চিরদিন উড়িবে।' কলকাতায় যারা নিয়মিত জলপথে যাতায়াত করত, তাদের কাছে শ্যামা বামার জনপ্রিয়তা ছিল খুব বেশি। '...দেখিয়াছি, কলিকাতার উত্তরে ১৬/২০ ক্রোশের মধ্যে যে সকল গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের বাবুরা কলিকাতায় কাজকর্ম্ম করিতেন, নৌকাযোগে কলিকাতায় আসা যাওয়া করিতেন, সে সকল গ্রাম *[পূজার সময়, অ. না.]* রিষড়ার শ্যামা বামা যদি পদার্পণ না করিত, শ্যামা বামার মেয়ে-পাঁচালী যদি আসর না জমাইত, তাহা হইলে গ্রামের বাবুসম্প্রদায় অন্ধকার দেখিতেন। কলিকাতার নৌকাপথে রিষড়া একটা বড় আড্ডা ছিল। শ্যামা বামা পাঁচালী করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না। রিষড়ায় দোকান বসাইয়াও বাবুদের অভ্যর্থনা করিত; দোকানের দ্রব্যসামগ্রী এক গুণের জায়গায় পাঁচ গুণ মূল্যে বেচিয়াও বেশ দু'-পয়সার মুখ দেখিত। কাজেই কোন কোন গ্রামে শ্যামা বামার মেয়ে-পাঁচালী বারোয়ারির বার্ষিক নিত্য-অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল।'

৫৮৪ আয় আয় মকর...মল—'মাহেশের স্নানযাত্রা' নকশায় যে গানগুলি আছে তার রচয়িতা কে, হুতোম স্বয়ং, না কি তৎকালে প্রচলিত গান? অন্তত এই গানটি সম্পর্কে সেরকমই জানা যায়। ৩০.৩.১৮৭২ তারিখে চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। সে সম্পর্কে অক্ষয়কুমার সরকার লিখেছেন, 'সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া:—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গ লতা, কোথা গো উর্ব্বশী কোথা,
* * * * *
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝম্‌ঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সে দিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম।'

৫৮৫ ছুটো—যে সব বেশ্যার বাঁধা বাবু অর্থাৎ স্থায়ী পোষক নেই।

৫৮৬ সিঁদুরপটি...সিদ্ধেশ্বরীতলা—সিঁদুরেপটি বর্তমান রবীন্দ্র সরণি ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলের উত্তর দিক, সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির এখনো বিদ্যমান, কুমারটুলির কাছে রবীন্দ্র সরণি ও সি.আই.টি রোডের সংযোগস্থলের কিঞ্চিৎ উত্তরে। এই তিনটি জায়গায় তৎকালে গণিকাপল্লী ছিল। চিত্র ২৮ দ্র.

৫৮৭ স্নানযাত্রায় গ্যালেন—এ ধরনের ঘটনা সেযুগে অপ্রতুল ছিল না। সমাচার দর্পণের (২৩.৬.১৮২১) একটি সমতুল্য খবর, '...নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর ২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর এক জন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া...অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর ২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি

এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণ নিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেতই বা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না...'।

৫৮৮ নৌকো...ফিরে গ্যাল—জোয়ার ও ভাঁটা, পরস্পরের বিপরীতমুখী স্রোত, তাই বাঁধা নৌকোর সামনের দিক পিছনে ঘুরে যাচ্ছে বা উল্টোটা ঘটছে।

৫৮৯ রতনবাবুর ঘাট—রতনবাবুর ঘাট, কাশীপুর শ্মশানঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত, প্রতিষ্ঠাতা রামরতন দত্তরায় (১৭৮৫-১৮৬০), নড়াইলের জমিদার।

৫৯০ রাশমণির নবরত্ন—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ খ্রি., প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণি।

৫৯১ জোয়ার আইচে—স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণিমায়, তার আগের দিন যাত্রা সুতরাং চতুর্দশী তিথি। মাহেশ কলকাতার উত্তরে, উজানে যেতে হবে তাই যাত্রীরা জোয়ারে যেত। চতুর্দশীর দিন যে দু'বার জোয়ার আসে তার আরম্ভের সময় মোটামুটি সকাল ৯টা ও রাত্রি ৯-২০ নাগাদ। গুরুদাসের দল বেলা দশটার পর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, দুপুরের নমাজের অন্তত ঘণ্টা দুয়েক পরে নৌকো ছেড়েছে, যা অসম্ভব, কারণ দিনের ভাঁটা চতুর্দশীর দিন শুরু হয় প্রায় ১-৩০ নাগাদ। হুতোম দ্বিতীয়বার ভুল করেছেন, 'পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হয়ে এলো, 'জোয়ার আইচে' বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে—', এই ভুলটি 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র লেখকের চোখ এড়ায় নি, তিনি লিখেছেন, 'রচনাটি বড় সহজ বিষয় না গো? সকল দিক রক্ষা কোরে যে লিখতে পারে, এমত লেখক অতি অল্পই আছে, নতুবা আমার মতন লেখকই অনেককে দেখতে পাই। আপনারা কি দেখেছেন? কোটর থেকে একজন লেখক বেরিয়েচে? তিনি স্নানযাত্রার দিন সকালে জোয়ার এলো লিখেচেন...'।

৫৯২ মালা—মালো, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।

৫৯৩ বদর ও দফর গাজী—মুসলমান নাবিকদের উপাস্য বদরগাজী, পীর। নৌযাত্রা শুরু করার সময় তাঁর নাম স্মরণ করা হয়, 'দরিয়ার পাঁচ পীর, বদর, বদর।'

৫৯৪ কাল শনিবার...আজ শনিবার—সে যুগে শনিবার এতই ফুর্তির দিন হিসাবে প্রতিপালিত হত (রবিবার ছুটি বলে) যে, 'শনিবার' শব্দটিই বার-নির্বিশেষে ফুর্তির দিনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। শনিবারী আমোদ নিয়ে ছড়ার বইও বেরিয়েছিল (*কি মজার শনিবার*, চন্দ্রকান্ত শিকদার, ১২৭৭ সন)। দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' (১৮৭২ খ্রি.) প্রহসনে এক ফোতোবাবুর স্বগতোক্তি, 'আজ শনিবার প্রাণটা উড় উড় কচ্চে, মজাটজা করতে হবে। এমন মধুবারটা যে বুকের উপর দে কেটে যাবে, সেটা প্রাণে সইবে না। হাতে টাকাকাড়ি নেই; তা কি করব, মাগের একখানা গয়না বেচতে হবে, তা নইলে কি এমন মজা ছেড়ে দেব?'

৫৯৫ তফরা—ধাক্কা, আছাড়।

৫৯৬ কাশীপুরের চিনির কল—এর নাম ছিল Cossipore Sugar Factory. অবস্থান ছিল রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের ঘাট ও র‍্যালি ব্রাদার্সের জেটির মধ্যবর্তী জায়গায়।

৫৯৭ **ঘিসকাপ**—যে যন্ত্র ঘষে কাঠ মসৃণ করা হয়, Jack-plane।

৫৯৮ **কোরা ও কলপ**—কোরা কাপড় অর্থ আধোয়া নতুন কাপড়, কিন্তু সে সময়ে নীল রঙের কোর মাখান হতো কাপড়ে, কলপ অর্থ starch, মাড় দেওয়া কাপড়। "তখনকার দিনে এই 'কোর মাখান' কাপড় না হোলে ভাইফোঁটা যেন জমত না। সব বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেদের সেদিন সেই নীল আস্‌মানি রংএর কোর মাখান কাপড় পরা চাই"।

৫৯৯ **নেড়ির কবি**—বৈষ্ণবদের কবি গানের দল, 'সমাচার দর্পণ'-এ (২২.১১.১৮২৮) উল্লেখ আছে সেকালে 'নেড়ী বৈষ্ণবীরা ... প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত'।

৬০০ **চোতাদার**—যাদের কাছে গানের চোতা বা কাগজ আছে।

৬০১ **অ্যাক্ মেটে... ত্যে মেটে**—প্রতিমা নির্মাণের তিনটি পর্ব, খড়ের মুণ্ডহীন কাঠামোয় প্রথমবার মাটি দেওয়ার নাম এক মেটে, শুকোনোর পর ফাট ইত্যাদি মেরামত করে মিহি মাটির প্রলেপ ও মুণ্ড জোড়া দো মেটে। তে মেটে শব্দ যথেষ্ট প্রচলিত নয়, যদিও এর পরের পর্ব বোঝাচ্ছে, আঙ্গুল ইত্যাদি জোড়া ও খড়িমাটির রং করা।

প্রতি বৎসর পূজা হয়, এমন অনেক বাড়িতেই স্থায়ী কাঠামো থাকত। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী কোনো এক পুণ্যদিনে নির্মাণের কাজ শুরু হত, যাকে বলা হত 'কাঠামোয় ঘা পড়া'।

৬০২ **কৃষ্ণচন্দরের ... প্রার্দুভাব বাড়ে**—কিংবদন্তী আছে যে রাজসাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ আকবর বাদশাহের সময় বাঙলায় প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (টীকা ২১৭ দ্র.) ১৭২৮ খ্রি. সিংহাসন লাভ করার পর সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব প্রবর্তন করেন, খুব সম্ভব সাধারণ জনের মধ্যে দুর্গোৎসব জনপ্রিয় করার কৃতিত্বও তাঁর। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে দেশীয় রাজা ও জমিদাররা পূজাপার্বণে আড়ম্বর করতে ভয় পেতেন, কারণ তাহলে নবাব অধিকতর অর্থ আদায়ের জন্য চাপ দেবেন। ১৭.১০.১৮২৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' মন্তব্য করে যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্বপ্রথম দুর্গোৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে ব্রিটিশ সরকারের আমলে যাঁরা ধনী হয়েছেন, তাঁরা দেশের অধিপতির সামনে নিজেদের সম্পদ প্রদর্শন করতে আর ভীত নন। ফলে তাঁরাও এই সব ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজা কংসনারায়ণের পৌত্র উদয়নারায়ণের সভাপণ্ডিত আচার্য রমেশ শাস্ত্রী কৃত দুর্গাপূজাবিধিকে কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের সহযোগিতায় আরো সরল ও সহজসাধ্য করিয়ে নেন সকলের সুবিধার্থে।

৬০৩ **তবলকীর মালা**—আ° তকল্লুফ্= আড়ম্বর > বিশেষণরূপ, উচ্চদরের শিল্পচাতুর্যযুক্ত। জরি ও শলমার কাজ করা মালা।

৬০৪ **মধুপক্কের বাটি**—মধু, ঘি, দই ও নারকেল জলের মিশ্রণ মধুপর্ক, পূজায় লাগে। তার জন্য ছোটো বাটি।

৬০৫ **অ্যাকুডক্ট**—Aqua duct, জলপ্রণালী। অপর নাম লহোর (টীকা ৬২৯ দ্র.)। চাঁদপাল ঘাটে গঙ্গা থেকে জল তুলে কয়েকটি রাস্তার পাশে পাকা প্রণালী দিয়ে জল সরবরাহ ব্যবস্থা ১৮২০ খ্রি. কলকাতায় চালু হয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের একটু উত্তরে গরানহাটা পর্যন্ত ছিল উত্তর কলকাতার এই বাঁধানো জলপ্রণালীর সীমা।

৬০৬ **আঙ্গিয়া**—চোলির মতো, মেয়েদের পরিধেয়।

৬০৭ **বৃত্তি ও বার্ষিক**—টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত বা সম্মানিত ব্রাহ্মণরা ধনী গৃহস্থদের দেওয়া মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি ভোগ করতেন, টীকা ১৮৩ দ্র.। বৃত্তি কেবলমাত্র নগদ টাকা বা গ্রামাঞ্চলে ফসল, কিন্তু বার্ষিক যেহেতু কোনো পার্বণে দেওয়া হত, অর্থের অতিরিক্ত নববস্ত্র, পিতলের থালা, চিনি বা মিষ্টান্ন (খালি থালা দেওয়া যায় না) জুটত।

৬০৮ **বাঙকুল**—আন্দামানে বন্দী পাঠানো শুরু হওয়ার আগে, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে ইংরাজদের যে সমস্ত উপনিবেশ ছিল, সেগুলিতে দ্বীপান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের পাঠানো হত।

কালক্রমে এই সব জায়গার নামগুলি দ্বীপান্তর বা নির্বাসন বা ব্যাপক অর্থে কারাগারের সমার্থক হয়ে যায়। যেমন, পুলো পেনাঙ পুলিপোলান বা পুলিপোলাও নামে চালু ছিল, এমন কি পুলো পেনাঙ-এ কয়েদি পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ার বহুদিন পর পর্যন্ত। বাঙ্কুল সম্ভবত বেঙ্কুলেন বা Bencoolen, সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ইংরাজ উপনিবেশ, ১৬৮৫ থেকে ১৮২৪ খ্রি. পর্যন্ত যা ইংরাজদের দখলে ছিল। বেঙ্কুলেনের প্রসিদ্ধি অবশ্য বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে, এখানে কোনদিন কয়েদি-উপনিবেশ ছিল কি না জানা যায়নি।

৬০৯ অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে—এই বাবু খুব সম্ভব খেলাৎ চন্দ্র ঘোষ, (টীকা ১৮৪ দ্র.) যিনি নকশার এই অংশ রচনার কিছুকাল পূর্বে নিজের সাবেক বসত বাড়ির পাশে বিশাল নতুন বাড়ি তৈরি করে বাস করতে থাকেন। অনুমান আরও জোর পায় বাবুর সভাপণ্ডিতের নাম থেকে, যদিও ছদ্মনাম। 'রমাপ্রসাদ রায়' নকশায় '* চন্দর দাস ঘোষ'-এর পরিচয় আমরা জানি (টীকা ৪৭১ দ্র.) তাঁর সভাপণ্ডিতের নাম 'শ্রীহবীশ্বর শর্মা ন্যায়লঙ্কার', এখানেও বাবুর সভাপণ্ডিতের নাম 'হবীশ্বর ন্যায়লঙ্কার'।

৬১০ প্রিতিমে ফ্যালা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ—সে যুগে বাড়িতে পূজায় অনিচ্ছুক বা অপারগ ব্যক্তিদের জব্দ করার উপায় ছিল, তার বাড়ির দরজায় রাতের অন্ধকারে প্রতিমা রেখে আসা, লোকাচার অনুযায়ী যার পূজা অবশ্যকর্তব্য। বাবুর কাছে উপস্থিত এই সব ব্রাহ্মণরা সেইভাবে দুর্গাপ্রতিমা ফেলে যাওয়ার ফলে দায়গ্রস্ত, দায় উদ্ধার হওয়ার জন্য অর্থ সাহায্যের আশায় এসেছে। প্রতিমা ফেলে যাওয়ার রীতি অনেক দিনের, তবে পরে প্রায় সামাজিক অত্যাচারের রূপ নেয়। এই প্রসঙ্গে দুটি খবর উদ্ধৃত হল 'সমাচার দর্পণ' থেকে— 'হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যেরূপে হয় তাঁহার পূজা করে।' (২৩.৯.১৮২০ খ্রি.)। ...'আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেরদের দ্বারে ২ দেবপ্রতিমা বিশেষতঃ দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দেওনের যে অতি কদর্য্য ব্যবহার দিন ২ বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে তদ্বিয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। ... বঙ্গ দেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থদণ্ড করা যায়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাঁহার দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই তৎকার্য্য ন্যূনধিক ৫০/৬০ টাকাতেও নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। ... কিন্তু কেবল কৃপণ ব্যক্তিরদের উপরেই এই ভার চাপান যায় এমতও নহে কখন ২ অতিপরিচিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় যোত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতক গুলা পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়। এবং ঐ গৃহস্থ সম্বৎসরব্যাপিয়া নানা ক্লেশে যে কতকটি টাকা জীবিকার্থ উপার্জন করেন তাহা এক উৎসবেতেই উড়িয়া দেওয়ায়। এবং কখন ২ ঈর্ষিব্যক্তিরাও স্ব২ শত্রুরদের উপর দ্বেষ করিয়া এতদ্রূপ প্রতিমাদি নিক্ষেপ করাতে অর্থদণ্ড করাইয়া প্রতিফল দেয়। এই রূপে যত পূজা হয় সমুদায় আমরা জ্ঞাত হইলে দৃষ্ট হইত যে অনেক স্থানে বার্ষিক শরৎকালীন এই পূজা অনেকই বলপূর্ব্বক হইয়া থাকে।' (১২.১০.১৮৩৩ খ্রি.)।

৬১১ দানাওয়ালা—ঘোড়ার খাওয়ার দানা সরবরাহকারী।

৬১২ সরপটে—প্রকাশ্যে, খোলাখুলি।

৬১৩ পিরিলীর বাড়ি—কুলজী গ্রন্থসমূহে বলা আছে বাঙলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাদের সংস্রবের ফলে যে সমস্ত ব্রাহ্মণবংশে যবনদোষ ঘটেছিল জনৈক দেবীবর ঘটক তাদের বিভিন্ন প্রকার দোষের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বা মেলে বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে নানা মেলের সঙ্গে কয়েকটি 'থাকের'ও উৎপত্তি হয়। এই ধরনের তিনটি থাক সেরখানী, পিরালী ও শ্রীমন্তখানী। 'ঠাকুর' পদবিধারীরা পিরালী থাকের অন্তর্গত, গোঁড়া হিন্দুর কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ।

৬১৪ বিধবাদলের—বিধবাবিবাহ সমর্থনকারী দলভুক্ত ব্রাহ্মণ।

৬১৫ হেকমৎ—আ°, চাতুর্য, কৌশল।

৬১৬ পরকান—পরখ (নো) করা না কি shuffle করা?

৬১৭ তন্ত্রধারক—শাস্ত্রমতে পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে, পুরোহিত বা যাজ্ঞিক যথেষ্ট পারদর্শী হলেও তন্ত্রধারক ছাড়া সে সব অনুষ্ঠান করবেন না। তিনি পূজা করবেন ও তন্ত্রধারক কর্মপদ্ধতির পুথি বা গ্রন্থ দেখে তাঁকে মন্ত্র বলে দেবেন।

৬১৮ খুটি ছাড়—পূজাতে বলিদান একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিশ্বাস, যদি বলি আটকে যায় অর্থাৎ এক কোপে ধড় ও মাথা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয় তাহলে দারুণ অমঙ্গল। এবং বলি আটকায় নানা আধিদৈবিক কারণে, যার অন্যতম শত্রুদের কারুর তুকতাক। কোনও মঙ্গলানুষ্ঠানে যে তুক করে তাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ঘরের কোনও খুঁটি, চালের বাতা ইত্যাদি স্পর্শ করে থাকতে হয়। সেজন্য বিশেষ ক্ষণটিতে সবাইকে খুঁটি, ছেড়ে দিতে বলে। বিবাহে শুভদৃষ্টির সময় নাপিতের গৌরবচন স্মরণীয়, 'যে ধরবে খুঁটিখাটা [বা বাতা], সে খাবে ভাতারের মাথা। যে করবেক কু, তার বাপের মুখে গু।'

৬১৯ সরাতে সমাংস—সরাতে (খর্পরের বিকল্প) ছেদিত পশুর রক্ত কিঞ্চিৎ মাংস সহ।

৬২০ জগা স্যাকরা—ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণে কোনও এক জগা ময়রা ও তার চণ্ডীর গানের জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন, উভয়ে একই ব্যক্তি মনে হয়, পদবি বিভ্রম ক্ষেত্রমোহনেরই ঘটার সম্ভাবনা বেশি। জগা স্যাকরা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অজ্ঞাত।

৬২১ মছলন্দ—বিবিধ রঙের ও কারুকার্য করা আসন।

৬২২ পয়সার দোকানের পোদ্দার—টাকা ভাঙিয়ে খুচরো করে দেওয়া যাদের ব্যবসা।

৬২৩ আলবোলা—মাটিতে বসানো থাকে, ধূমপানের এমন চারটি সরঞ্জাম। আলবোলা সর্বাপেক্ষা সাধারণ, ধাতব জলাধার ও কাঠের মূল নল, ফুরসির তলাটা চ্যাপটা, টোপদার (টোপ=ঢাকা) গুড়গুড়ি, কলকের ওপর টোপর আকৃতির ঝালরযুক্ত ঢাকা দেওয়া ও পেঁচুয়া, প্যাঁচানো নলযুক্ত।

৬২৪ কচ্ছপ ... পড়ে আছে—প্রবাদবাক্য 'কচ্ছপ যখন জলে থাকে, ডেঙায় ডিমে নজর রাখে' অবলম্বনে।

৬২৫ চোরা—অসুর।

৬২৬ কাদামাটি—দুর্গাপূজার নবমীর দিন বলিদানের পর বলির রক্ত, কাদা গায়ে মেখে সম্পর্ক নির্বিশেষে একত্রে অশ্লীল গান গাওয়ার প্রথা ছিল। 'নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী-কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমী পূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদাখেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজা যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে একটি স-কার বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন ছড়া কাটাকাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়।' মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন বাড়ির মেয়েদের সামনেও গাওয়া হতো, পাছে ভুল হয় তাই এইসব খেউড় গান লেখা খাতা রেখে দেওয়া হতো।

৬২৭ ভোরাও ওক্ত—আ°বখ্‌ত = সময়, ভোরের সময়।

৬২৮ বামুন বাড়ীর প্রতিমারা সকালেই জলসই—শোভাবাজারের রাজপরিবার ইংরাজ সরকার প্রদত্ত কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন, যার অন্যতম শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা বিসর্জন না হলে কারও বিসর্জন হবে না। এইজন্য বিকেল চারটে নাগাদ ঐ বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন হত। ব্রাহ্মণ পরিবারেরা এ নিয়ম মানতেন না, তাঁদের প্রতিমা সকালেই বিসর্জিত হতো।

৬২৯ বিদায় হও মা ভগবতী—এই গানটির রচয়িতা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জানিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। 'সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র, "কিছু কিছু" হুতোমে লিখিয়া দিতেন। স্বভাব-সিদ্ধ

ঔদার্য্যগুণে "সিংহ" সেগুলিকে সমাদর-সহকারে গ্রহণ করিতে, কুণ্ঠিত কি সঙ্কুচিত হইতেন না। ..."দুর্গা-বিজয়া"-বিষয়ে সংগীত সং-রচিত করিতে করিতে উপদেশ দিয়া "সিংহ" বাবু, একদা বিচারালয়ে গমন করিলেন। ওদিকে ভুবনচন্দ্রও, আদিষ্ট গান রচনা করিলেন। আদালত হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্রই গানটি তাঁহার দর্শন-পথে পতিত হইল। 'সুর' ও কতক কতক 'ভাব' বা 'পদ' পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া, গীতটী পুস্তকের অন্তর্নিবেশিত করিয়া লওয়া হইল। এই কার্য্যেও "সিংহের" কি আশ্চর্য্য ঔদার্য্য অভিব্যক্ত! পাঠকগণ! প্রস্তাবিত সঙ্গীত সন্দর্শন করুন:

"বিদায় হও মা ভগবতী! এ সহরে এস নাকো আর।
দিনে দিনে 'কলিকাতার' মর্ম্ম দেখি চমৎকার ॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে ক'র্‌ছেন সুবিচার—
কিন্তু ধূলোর চোটে, রাজপথেতে চেঁচিয়ে চে'য়ে চলা ভার।
হেল্‌থ্ অফিসার ইন্‌কমের এসেসার্—
পাইখানায় "মেজিষ্টর্" সা'র্‌লে সবারে—
আবার গবর্ণরের গুয়ে দৃষ্টি—ছিষ্টি-ছাড়া ব্যবহার।
জীয়ন্তেতে তো এই দশা মা! ম'লেও শান্তি পা'বে না—
মুখে অগ্নির দফা রফা 'কলেতে' ক'র্‌বে সৎকার ॥'

তবে মহেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত গান ও নকশায় প্রকাশিত গানের পাঠের তফাৎ কেন, মহেন্দ্রনাথের লেখায় তার কোনও ব্যখ্যা নেই। তাঁর প্রদত্ত পাঠ ভুবনচন্দ্রের মূল লেখা কি না তাও জানার কোনও উপায় নেই।

গানটির বিষয় তৎকালে প্রচলিত ও প্রস্তাবিত কয়েকটি সরকারি আদেশ ও পৌর-নিয়মবিধি। চলাচলের পথে মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ, জলপ্রণালীর (টীকা ৬০৫ দ্র.) জল অপব্যবহার বন্ধ, লাইসেন্স ট্যাক্স জনপ্রতি ধার্য (?) ইত্যাদি। সেতখানা অর্থ পায়খানা, sanitary privy তখনও অজানা, বাড়ির খাটা পায়খানার ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, নির্দেশ। 'গভর্নর' সম্ভবত স্যর সেসিল বীটন। ১৮৬০ খ্রি. গোড়া থেকে ইনকাম ট্যাক্স ধার্য হয়, বছরে ন্যূনতম ২০০ টাকা উপার্জনকারীকে এই কর দিতে হত। বার্ষিক হারে হিসাব হবে। সারা ভারতকে কয়েকটি ট্যাক্স সার্কলে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক ভাগে থাকতেন ছয়জন কমিশনার, যাঁদের দুজন বাধ্যতামূলক ভাবে বেসরকারি লোক, অর্থাৎ সরকারি চাকুরে নন। ইনকাম ট্যাক্স বিল নিয়ে ১৮৬০ খ্রি. প্রথম থেকেই পত্র পত্রিকায় লেখালিখি শুরু হয়, পক্ষে বিপক্ষে। ইনকাম ট্যাক্স ফর্ম পূরণের আড়ম্বর নিয়ে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (৬.৪.১৮৬০ খ্রি.) ঠাট্টা করে লেখে যে একজন সাধারণ করদাতা '...will have a heap of columns to fill in with information of every description'। লেঃ গভর্নর স্যর সেসিল বীটন নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাট শ্মশান দুটিকে শহরের বাইরে টালির নালার ধারে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ৭.৩.১৮৬৪ তারিখে কলকাতার জাস্টিস অফ দা পীস-দের (তাঁরাই তখন শহরের পৌর কাজকর্ম চালাতেন) এক সভায় V.H.Schalch, স্যর বীটনের ইচ্ছানুসারে বাঙলা সরকারের সেক্রেটারি F.R.Cockrell লিখিত একটি চিঠি পেশ করেন। চিঠির বক্তব্য, শহরের সীমার মধ্যে বা নদীতীরে শবদাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, শহরে নদীতে মৃতদেহ নিক্ষেপ বন্ধ করা, শহর ও শহরতলির সীমানার বাইরে শ্মশান তৈরি করা। এই প্রস্তাবের যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল, কারণ শ্মশানগুলির হাল ছিল ভয়াবহ ও অস্বাস্থ্যকর এবং উপরোক্ত সভার মাত্র দু'দিন আগে বাঙলা প্রদেশের স্যানিটারি কমিশনের সভাপতি জন স্ট্র্যাচি লেখেন, যে নদী কলকাতার অধিকাংশ মানুষের পান ও রান্নার জল জোগায়, সেই নদীতে প্রতি বছর পাঁচ হাজারের বেশি মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল থেকেই এক বছরে দুশো মৃতদেহ ফেলা হয়েছে। কিন্তু কনসারভেন্সি কমিটি এই প্রস্তাবে আপত্তি করে। কীভাবে শবসৎকার সবথেকে কম আপত্তিজনক উপায়ে করা যায় তার

উপায় উদ্ভাবন করতে জাস্টিস অফ দা পীসদের সভার যন্ত্রের সাহায্যে শবদাহ প্রথা প্রবর্তনে প্রস্তাবও আলোচিত হয়, কিন্তু তাও বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। নিমতলা শ্মশান উৎখাত ও যন্ত্রে শবসৎকার, এই দুই প্রস্তাবের বিপক্ষে রামগোপাল ঘোষ ওজস্বী বক্তৃতা করেন ও মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই বন্ধ হয়।

৬৩০ নীলকণ্ঠ শঙ্কচীল উড়িয়ে—প্রচলিত বিশ্বাস, বিসর্জিত দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তনের আগেই এরা সে খবর কৈলাসে পৌঁছে দেবে।

৬৩১ নায়েকবাড়ি—নিয়োগকর্তার বাড়ি, মক্কেলের বাড়ি।

৬৩২ পঞ্চশস্য—ধান, মাষকলাই, যব, তিল বা শাদা শর্ষে ও মুগ।

৬৩৩ ছকুবাবু সং—যে যুগের একটি প্রিয় সং, 'তারকেশ্বর, সিঙ্গুর বা গোপালনগরের ছকু সিংহ প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার ছিলেন। তাঁহার উদারতার নকল করিয়া যাত্রার অভিনয়ে ছকু বাবু সং পেটে জড়ান ৫/৭ খানা কাপড় বক্‌শিস দিতে দিতে লাঙ্গোট মাত্র সম্বল হইলে, হাততালির চাপটে আসর সরগরম হইত।' ছকুবাবু ছিলেন হুগলি জেলার ভাস্তাড়ার জমিদার, এই জমিদারি কিনেছিলেন বর্ধমানরাজের কাছে। ছকু সিংহের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণপ্রাণ বর্ধমান রাজ এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

৬৩৪ বুলবুল্ ফাইট—বুলবুল পাখির লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছে 'সমাচার দর্পণ' (৮.২.১৮৩৪ খ্রি.)। "বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ। —বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্ এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ ২ ঐ সুখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটিতে ঐ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিক মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখি হন সুতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার ২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্ব্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।"

৬৩৫ ম্যাড়ার লড়ায়—ভেড়ার লড়াই, ভারতে ভেড়ার লড়াই আমদানি করেছিল বালুচরা। তবে বুলবুল ও ভেড়ার লড়াই দুইই মুসলিম শাসনকালে জনপ্রিয় হয়। লড়াইয়ের ভেড়া আলাদা করে পালন করা হতো, দুই প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি রেখে, কোনো সময় উত্তেজিত করার জন্য শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে শুঁকিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো। উভয়ে মাথা দিয়ে লাগাত টক্কর, মাথা ফেটে যে পালাত, সেই পরাজিত।

৬৩৬ চানক—বর্তমান ব্যারাকপুর।

৬৩৭ এই বার বৎসর—১৭৫৭ শক=১৮৩৫/৩৬ খ্রি. + ১২=১৮৪৭/৪৮ খ্রি., অথচ এই নকশা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রি.।

৬৩৮ মুস্ক—কস্তুরী।

৬৩৯ মুসর্ব্বর—হরিচরণ প্রদত্ত অর্থ, বৃক্ষজাত সুগন্ধি আঠা বিশেষ (Resin), কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন ঘৃতকুমারী। তার সমর্থন পাওয়া যায় অভিধানে,= aloe, এক প্রকার succulent। Aloe বর্গনাম (genus), প্রজাতি অজ্ঞাত।

৬৪০ পালংতোড়—পালঙ্ক > পালং= খাট। তোড় = ভাঙা, যৌনশক্তিবর্ধক (aphrodisiac) দ্রব্যযুক্ত পান। হুতোমের সময় কী বস্তু পানের মধ্যে দেওয়া হতো বলা মুশকিল, আজকাল একই নামীয় পানে কোকেন (cocaine) দেওয়া থাকে। Coca পাতা (Erythroxylon coca) থেকে কোকেন পৃথক করা সম্ভব হয় ১৮৬০ খ্রি. কিছু পূর্বে, তার অনধিক দশ বছরের মধ্যে ভারতে কোকেন এসে পৌঁছে জনপ্রিয় নেশার উপকরণ হবে, এমন আশা করা অনুচিত। তবে ঐ পাতা ভারতেও জন্মায়, সেহেতু কাঁচা পাতার ব্যবহার ঘটতে পারে। আধুনিক ডাক্তারের মতে, 'It is common practice among some about-to-be married grooms to take *paan* called *palang tod* on the wedding night to ensure a good performance. This *paan* contains drugs and makes a man feel tremendously drowsy. There is also an associated effect of time distortion. A minute's performance may make him feel as if he has performed for an hour. It does more harm than good.'

৬৪১ কুয়ৎ কি চিজ—ক্ষমতা বর্ধক বস্তু।

৬৪২ তেজমন্দি—তেজি ও মন্দা, ফাট্‌কা খেলা।

৬৪৩ আর্টফুল ডজর্‌স—হুতোমের সঙ্গে Charles Dickens-এর রচনার যে পরিচয় ছিল তার প্রমাণ। Oliver Twist উপন্যাসের এক ধুরন্ধর চোর Jack Dawkins পরিচিত ছিল Artful Dodger নামে।

৬৪৪ ধড়িবাজিতে উমেশ—শান্তিপুরের উমেশচন্দ্র রায়, পরগনা মামজোয়ানীর ১২ আনা জমিদার, 'মতিবাবু' নামে অধিক পরিচিত। এঁর পিতামহ লোচন খড়্‌কী এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দাঁত খোঁচার খড়্‌কে দিতেন। এঁরা জাতে ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণের হাত থেকে খড়্‌কে নিতেন। লোচনের বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র পরগনা মামজোয়ানী উপহার দেন, যা সেই সময়ে বিশেষ লাভজনক মহাল ছিল না। লোচন কবিগানের গীতও রচনা করতেন।

জীবনের প্রারম্ভে মতিবাবুর অবস্থা খুব ভালো ছিল না, কিছুদিন দ্বারকানাথ ঠাকুরের অধীনে চাকরিও করেছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁকে পছন্দ করতেন, কূটবুদ্ধি আর ধূর্ততা দেখে প্রশংসা করে বলেছিলেন, এ মতির জোড়া মেলা ভার। ধীরে ধীরে মতিবাবু উন্নতি করতে থাকেন, প্রচুর ভূসম্পত্তি ও দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী হন, এক সময়ে কার্যত তিনিই শান্তিপুরের 'অধিপতি' ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৬.১২.১৮৬০ খ্রি.)। 'He has been the ruin of two-thirds of his friends, and whoever has trusted him has found out his error in difficulty and embarassment... A man without any kind of honest principle he was never scrupulous in his means of acquiring wealth, nor did he ever consider any proceeding dishonorable to his dignity and position by which he could add even one pice to his purse... There is not a court in Zillah Nuddea from that of the Moonsiff to the highest appellate tribunal the Sudder Dewany and the Privy Council, where Motee Baboo had, and even to this day has not, several suits pending decision, and the records of the Criminal Courts bear abundant proofs of his having been obliged to stand trial at their bar. Litigiousness and chicanery have been the two great avocations of his life... He was at the same time the terror of all the judicial and criminal officers of his district. Whenever he lost a suit or expected to lose it he was sure of bringing scores of false charge against the judge, and although he succeeded in doing seldom any material injury to their position, yet the frequencey of calumnies ended in a great degree to lower

their reputation and keep them in constant fright'। মতিবাবু যখন ক্ষমতার শিখরে তখন শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। কূটবুদ্ধিতে তিনি মতিবাবুর থেকে কিছু কম ছিলেন না, মতিবাবুকে দমন করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে শান্তিপুরে মিউনিসিপ্যাল আইন চালু করে নিলেন আর তারপর শুরু করলেন প্রতি পদে মতিবাবুকে অপদস্থ করতে। ধীরে ধীরে মতিবাবু পূর্বের ক্ষমতা, প্রতাপ সব হারালেন। অবশেষে দীনদয়াল পরামানিক নামে শান্তিপুরের এক ধনী ব্যক্তির নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করাতে বিচারপতি ওয়েলস (টীকা ৪৪৪ দ্র.) তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৬.১২.১৮৬০ খ্রি.) উল্লাস প্রকাশ করে লেখে, Sir Mordaunt was sorry in having had to substitute only three years imprisonment in the place of transporting him for seven years, and we fully sympathise with him, as we are sure that one or two more examples of the kind will clear our country of such unscrupulous characters who carry on a systematic course of cheating and oppression through the forms of the law'। কারাগারেই মতিবাবুর মৃত্যু হয়।

৬৪৫ **বিষয়কর্ম্মে জয়কৃষ্ণ**—উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (টীকা ৩৪৩ দ্র.) বিষয়কর্মে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তিনি কাগজপত্র না দেখে তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারির বিভিন্ন অংশের পূর্বাপূর্ব বছরের আদায়তশীল বলে যেতে পারতেন, জমিদারি সংক্রান্ত সকল আইনকানুন ছিল নখদর্পণে, এমন কি বৃদ্ধ বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শুধুমাত্র গলার আওয়াজ শুনে মাতব্বর প্রজাদের চিনতে পারতেন। সন্দেহ নেই যে এইসব কারণেই তিনি সম্পত্তি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত জমিদারি কর্মে তাঁর দক্ষতা স্মরণে রেখে সে সময়ে চলতি গান বাঁধা হয়েছিল,

'আমি এবার কলকাতায় করব বাবুয়ানা,
জয়কৃষ্ণ লিখবে খাতা,
কমলকেষ্ট ধরবে ছাতা'...ইত্যাদি।

৬৪৬ **মুসক**—চামড়ার গলা সরু, বড় থলি। জলবহনের জন্য ভিস্তিরা ব্যবহার করে।

৬৪৭ **মিসি**—মিশি, ফা° মিস্‌সী, হিরাকস (Sulphate of Iron) যোগে প্রস্তুত দাঁত কালো করার মাজন-গুঁড়া।

৬৪৮ **ব্রিজকা**—ই° Britzschka, চারচাকার ঢাকা, সাধারণত দু'ঘোড়ায় টানা গাড়ি। উদ্ভব অষ্ট্রিয়ায়, আনুমানিক ১৮১৮ খ্রি. T. G. Adams ইংল্যান্ডে চালু করেন। মূল্যবান গাড়ি বলে ধনীরাই বেশি ব্যবহার করতেন। চিত্র ২৩ দ্র.

৬৪৯ **বয়েদটা নজির**—বয়েৎ=আরবি বা ফারসি শ্লোক, couplet। নজির = প্রমাণ, উদাহরণ।

৬৫০ **পোমেটম**—ই° pomatum, চুল পরিপাটি রাখবার ক্রিম জাতীয় বস্তু।

৬৫১ **গিবসনের বাড়ি**—তৎকালীন বিখ্যাত পোষাক প্রস্তুতকারক Gibson, Wallace and Co. দোকানের ঠিকানা ছিল ২৩নং কসাইটোলা স্ট্রিট।

৬৫২ **দানসাগর**—হিন্দুমতে শ্রাদ্ধের সবথেকে আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়সাপেক্ষ রূপ।

৬৫৩ **রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুর**—রাজা বৈদ্যনাথ, পোস্তা নিবাসী মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। নানা সদনুষ্ঠান ও দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, ও সেই কারণে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। কলকাতায় একটি চিড়িয়াখানা তৈরি করে বিনাব্যয়ে সকলের প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর কাশীপুরের বাগান, যার কথা বলা হয়েছে, কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি রোড আর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগস্থলের অনতিদূরে অবস্থিত। এই বাগান তিনি সং, ঘোড়দৌড়, রামলীলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণকে ব্যবহার করতে দিতেন। হিন্দু কলেজ ফান্ডে ৫০ হাজার টাকা ও মিস উইলসন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি স্ত্রী-শিক্ষা ফান্ডে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৬০ খ্রি. মৃত্যু।

৬৫৪ রাজা নরসিংহ বাহাদুর—মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নৃসিংহ (নরসিংহ) চন্দ্র রায়। দানশীলতার জন্য খ্যাতি। অগ্রজ শিবচন্দ্র রায়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা কমিটিকে একলক্ষ চার হাজার টাকা দান করেন, চল্লিশ হাজার টাকা নিজব্যয়ে কাশীপুর-দমদম রাস্তা তৈরি করান। তাঁর বাগানের বিশেষ খ্যাতি ছিল, দেশী-বিদেশী পুষ্পবৃক্ষের বিরাট সংগ্রহ অনেকেই দেখতে আসতেন। তাঁর বাগানের অবস্থান ছিল বৈদ্যনাথ রায়ের বাগানের ঠিক বিপরীত দিকে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খ্রি.।

৬৫৫ দেইজি—সগোত্র, জ্ঞাতি।

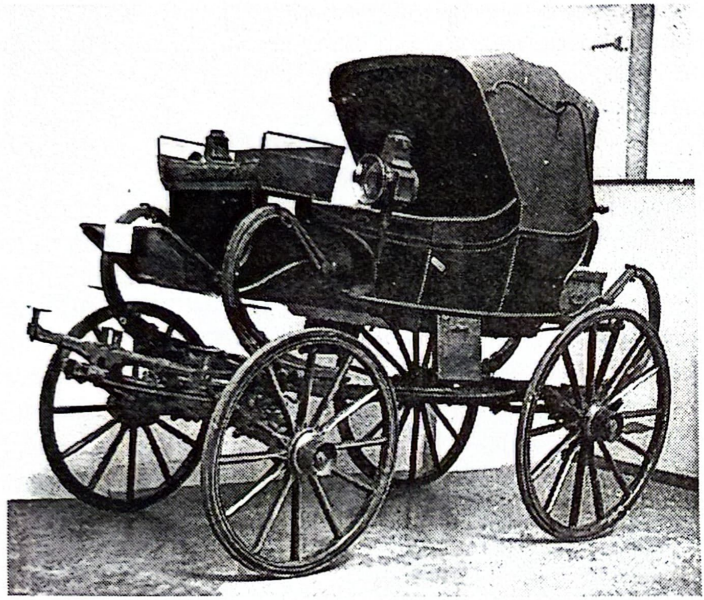

চিত্র ২৩ ব্রিজকা

৬৫৬ গাঁতের মাল—গাঁৎ বা গাঁত অর্থ সারি দিয়ে সাজানো; সারি করে সাজানো মাল।

৬৫৭ বোলওয়াট ফ্যালওয়াট—হিঁ বোলবাঁট > বোলওয়াট, বোল অর্থ কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতে ব্যবহৃত অর্থবিহীন বাণী যথা, তেরে, নুম, দির ইত্যাদি। বাঁট অর্থ বন্টন, বোলবাঁট অর্থ এক সম থেকে আরেক সমে, এক আবর্তে বোলের বিস্তার, ভিন্ন রূপ প্রদর্শন। ফ্যালওয়াট শব্দের নিশ্চিত অর্থ অজ্ঞাত, হিঁ ফ্যালানা = বিছানো, বিস্তার, ফ্যালওয়াট বোলবাণীর বিস্তারিত প্রদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬৫৮ হাওড়া... রেলওয়ে খুলেছে—১৮৬৫ খ্রি. হাওড়া-ইলাহাবাদ রেল যোগাযোগ চালু হয়।

৬৫৯ তল্পিদার ও ছড়িদার—মালবাহক ও আজ্ঞাবহ অধস্তন সহকারী।

৬৬০ বেঁউড় বাঁশ—একপ্রকার কাঁটা-ওয়ালা বাঁশ, যা স্বাভাবিক ভাবেই আঁকাবাঁকা হয়ে জন্মায়।

৬৬১ বারাণসী দর্শন স্থির করলেন—প্রকৃতপক্ষে 'রেলওয়ে' নকশা প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫ খ্রি.) নামক ধর্মীয় উপন্যাসের প্যারডি। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এর বিষয়বস্তু, দুই ধার্মিক ঈশ্বরবিশ্বাসী বন্ধু প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের উত্তর ভারত ভ্রমণ, সেই সূত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নানা চরিত্রের সংস্পর্শ ও তাদের মধ্যে উপদেশ ও সৎকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর মহিমা প্রচার। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এর সূচনার সঙ্গে হুতোমের 'রেলওয়ে'র সাদৃশ্য লক্ষণীয়, 'ঢং-ঢং-ঢং। হি-স, হি-স। ছোট ২ রেলগাড়ি যায়। ওহে ভুবন উঠেছ—ও ভুবন! এখানে স্থান নাই, ঐ গাড়ীতে যাও। পুনর্বার হি-স, হি-স, অমনি হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, ঘেঁসাঘেঁসি, হইতে লাগিল। এদিকে গাড়ির দ্বার সকল ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে বন্ধ হইল ও গাড়ি ঢক ঢক শব্দে যেন মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিল। গাড়ির

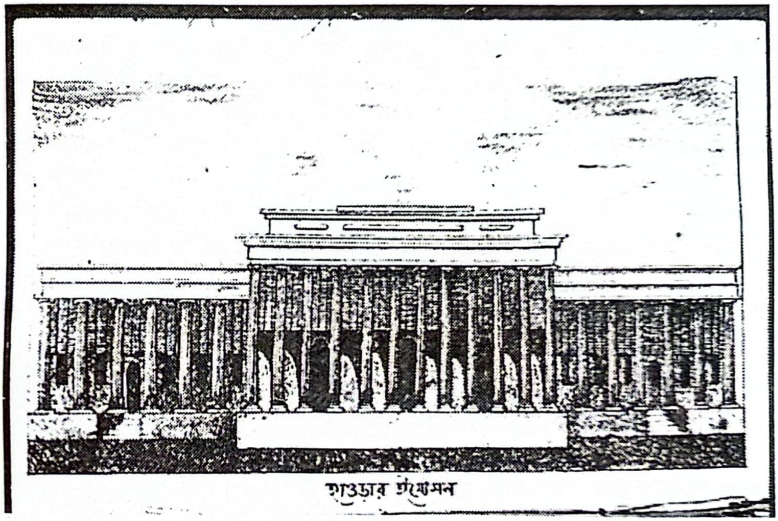

চিত্র ২৪ হাওড়া স্টেশন

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লাস—সকলেতেই লোক পরিপূর্ণ। কাহার গাত্রে বস্ত্র আছে—কাহার গাত্রে বস্ত্র নাই,—কেহ বা আপন লম্বোদর নিরীক্ষণ পূর্বক দন্ডায়মান, কেহ বা চাপকানের দুই পাকেটে দুই হাত দিয়া শিষ দিতেছেন,—কেহ বা নাসিকার উপর আই গ্লাস দিয়া দূরস্থ বস্তু সকল দৃষ্টি করিতেছেন। একখানি দ্বিতীয় ক্লাস গাড়িতে দুই জন ব্যক্তি বসিয়াছেন—ইঁহারা অতি শান্ত, মিতাবাকী ও অনন্যমনা। .....ইঁহারা কে? ইঁহারা দুই ভ্রাতা—জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ, দুই জনেই ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্মানুরাগী, ভ্রমণার্থে দেশানন্তর যাইতেছেন।' হুতোম তাঁর নকশায় প্যারীচাঁদ মিত্রকে প্রেমানন্দ ও প্যারীচাঁদের আবাল্যবন্ধু ও উত্তরকালে বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবকে জ্ঞানানন্দ সাজিয়েছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ খ্রি.), হিন্দু কলেজের ছাত্র, ডিরোজিও-র অন্যতম শিষ্য। কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, অপরদিকে স্বাধীন ব্যবসা, একসঙ্গে দুই কর্মে প্রবৃত্ত হন। 'মাসিক পত্রিকা' নামে সহজ বাঙলায় লেখা একটি পত্রিকা বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করতেন। স্বদেশ হিতার্থী বহু সভার সদস্য। ১৮৬৮ খ্রি. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করেন। ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী, শেষ জীবনে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে

বিশেষ আগ্রহী হন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রি.), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯ খ্রি.), ইত্যাদি। শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ খ্রি.) কোন্নগরের অধিবাসী, হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ডিরোজিও-শিষ্য। বাঙলা ও উড়িষ্যার একাধিক জেলার ডেপুটি কালেক্টর। অবসর গ্রহণের পর কোন্নগরের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হন, কোন্নগরের ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও রেল স্টেশন তাঁরই প্রচেষ্টার ফল। সেখানে একাধিক স্কুল ও একটি লাইব্রেরিও স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের খ্যাতনামা প্রচারক, কোন্নগরের ব্রাহ্ম সমাজ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীও বলেছেন যে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজী যথাক্রমে প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব। এদের শনাক্ত করার যে সূত্রগুলি তিনি নির্দেশ করেছেন, সেগুলি হল, নিমতলার প্রেমানন্দ=প্যারীচাঁদের নিবাস ছিল নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে, প্রেমানন্দ শ্রীপাঠ জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের একজন কেষ্টবিষ্টু=প্যারীচাঁদ জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, শ্রীপাঠ কুমারনগরের জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের পরমবন্ধু=কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব প্যারীচাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, রামারঞ্জিকার উল্লেখ=প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত স্ত্রীলোকদের পাঠ্য 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০ খ্রি.), প্রেমানন্দ সংগীত বিদ্যার বড় ভক্ত, সর্বদা গাইতেন ও সংগীতবিষয়ক একখানা বই ছাপিয়েছিলেন=প্যারীচাঁদ সংগীত বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন ও এই বিষয়ে 'গীতাঙ্কুর' পুস্তকও প্রকাশ করেন (১৮৬১ খ্রি.)।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী অনুল্লিখিত আরও যে সব সূত্রের কথা বলা যায়, জ্ঞানানন্দ যার পর নাই কৃশ, মাংস মেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল কঙ্কালমাত্র=শিবচন্দ্র সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, 'His slight physique consisted of little else than skin and bones'. প্রেমানন্দ, জ্ঞানানন্দ একত্রে রেলগাড়িতে বারাণসী দর্শন করতে যাচ্ছেন=প্যারীচাঁদ ও শিবচন্দ্র ১৮৬০ খ্রি. মার্চ মাসে উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরোন, মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন'...in March, 1860, he [*শিবচন্দ্র-অ.না*] availed himself of three month's privilege leave and took a trip, with his friend the late Babu Peary Chand Mittra, to the Upper Provinces for the benefit of his health.'

৬৬২ পাষাণ ভাঙ্গা—দাঁড়িপাল্লার উভয় দিকের ওজন সমান করা।

৬৬৩ ঘোসানো—সাধারণত পাঠশালা ছুটি হওয়ার সময় ঘোষানো হত। সকল ছাত্র সারি দিয়ে দাঁড়াত এবং তাদের মুখোমুখি দাঁড়াত সর্দার পোড়ো বা কোনও ভাল ছাত্র। নামতা, বিভিন্ন আর্যা এমন কী চাণক্য শ্লোক প্রভৃতির প্রথমাংশ সে চিৎকার করে বলত, অপরাংশ বলত সমবেত ছাত্ররা। সব শেষে সরস্বতী বন্দনা আবৃত্তি করে ছুটি। 'গণ্ডায় এ্যাণ্ডা' বলার তাৎপর্য, দুষ্টু ছেলে পড়াশোনা করে না, জানে না কী বলতে হবে, আন্দাজে অনুরূপ শব্দ করে রেহাই পায়। ধরা যাক, বলার কথা 'চারপণ এক গণ্ডা, সে শুধু গণ্ডার 'ণ্ডা'টুকু চেঁচিয়ে বলছে।

৬৬৪ নক্‌দা—নগ্‌দা, অর্থাৎ এই মুটে কোথাও চুক্তিবদ্ধ বা বাঁধা নয়, নগদ পয়সার বিনিময়ে কাজ করে।

৬৬৫ পুঙ্গির.....লাগাইচেন—পুঙ্গির ভাই (অশ্লীল গালি) গাড়ির মধ্যে কালোয়াতি লাগিয়েছেন।

৬৬৬ খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজে—গণিকা পল্লী, সোনাগাছী (?)। কালীপ্রসন্ন বলেছেন, 'আজি যদি সোণাগাজীর খোঁড়া ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ হইত.....'। 'খোঁড়া ব্রহ্ম' সে সময়ে বেশ চলতি কথা (*সম্বাদ রসরাজ,* ১৯.১০.১৮৪৯ খ্রি.), ঐ (২৩.১০.১৮৪৯) পত্রিকায় খুঁড়ী ব্রহ্মের গল্পও আছে, যদি শব্দটির উৎপত্তির রহস্য অজানা।

৬৬৭ প্রকৃতির প্রিতি ও প্রিয়কার্যসাধন—ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম বীজমন্ত্র, 'তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য- সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' 'তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা'।

৬৬৮ গাজীমিয়ার....কত্তে লাগলেন—মুসলিম ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বিরাটাকৃতি নিশান লম্বা দণ্ডে লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, চলার সময় ভারসাম্য হারিয়ে এ পাশ ও পাশ দোলে। মুসলমান তাঁতি বা জোলাদের সন্ত গাজী মিঞা, পূর্ণ নাম সালার মাসুদ গাজী, মূল আস্তানা উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে।

৬৬৯ রাজার বাজার—শোভাবাজার (টীকা ৬০ দ্র.)।

৬৭০ লালাবাবুর বাজার—বর্তমান নতুন বাজারের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল, মালিক ছিলেন পাইক পাড়ার সিংহ পরিবারের লালাবাবু (দ্র. ৩৮৯ টীকা)।

৬৭১ শীতলা ঠাকরুণ ...ডোমের পণ্ডিত—শীতলার পুরোহিত বা পাণ্ডা থালার উপর শীতলার পিণ্ডাকৃতি প্রতীক মূর্তি সাজিয়ে শীতলার মাহাত্ম্যসূচক গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করত। এরা সাধারণত নীচজাতিভুক্ত অথবা পতিত ব্রাহ্মণ হত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পে এর উল্লেখ আছে।

৬৭২ গদাই নাচ—অজ্ঞাত।

৬৭৩ কালী ও পঞ্চানন্দ... বসেচেন—সেকালে হিন্দুরা 'বৃথা মাংস' অর্থাৎ দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত নয় এমন পশুর মাংস ভোজন করতেন না। মাংসাহারের রেওয়াজ বৃদ্ধি পেলে এই নিয়ম কড়াকড়ি পালনের অসুবিধা দেখা দিল। প্রয়োজনমতো অল্প পরিমাণে মাংস মেলে না, ঘন ঘন বলি দেওয়া আর্থিক ক্ষমতার বাইরে, ইত্যাদি। সেজন্য প্রয়োজন মেটাতে কলকাতার অনেক কালীমন্দিরে মাংসের দোকান গজিয়ে উঠল, পরবর্তীকালে মন্দিরেরও প্রয়োজন ফুরোল, নাম কা ওয়াস্তে কালীমূর্তি দোকানে রেখে তার প্রসাদী পাঁঠা বলে মাংস বিক্রি হতে লাগল। কোনো কোনো জায়গায় কালীর বদলে থাকত পঞ্চানন্দ (টীকা ৪০২ দ্র.)। যাই হোক, এই ধরনের দোকানে অতি নিচু মানের ও ভেজাল মাংস বিক্রি হতে থাকায় ১৮৮৪ খ্রি. এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে সরকারি কসাইখানায় পশুহত্যা আবশ্যিক করা হয়। S. W. Goode তাঁর 'মিউনিসিপ্যাল ক্যালকাটা' গ্রন্থে বলেছেন, 'Calcutta at one time abounded in *Kalisthans*, i. e. places where goats'-meat was sold in the presence of an image of Kali, to show that the animal had been consecrated to the goddess before it was sacrificed.

In 1877-78 memorials were submitted to the authorities, urging the suppression of these places, where slaughtering was carried on under insanitary conditions, and the flesh exposed in an unsightly manner'। এইসব কালীমূর্তিকে বলা হতো কসাই-কালী, এখনো বৌবাজার ও চিৎপুরের কোনও কোনও মাংসের দোকানে কালীমূর্তির অধিষ্ঠান পুরোন ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী। ৬.১১.১৮৪৯ খ্রি. 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক কসাইকালী দোকানের বিজ্ঞাপন,

'মহাপ্রসাদ ছাগমাংস বিক্রীর বিজ্ঞাপন

সর্ব্বসাধারণ হিন্দু মহাশয় গণকে নিবেদন করা যাইতেছে যাঁহারা মহাপ্রসাদ ছাগমাংস ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহারা শ্রীশ্রীকালীঘাট ইত্যাদি স্থান হইতে মহাপ্রসাদ আনাইতে কষ্ট পান, এবং আনয়ন কারি লোকেরদের বেতন দিতে হয়, এবং পাতরেঘাটার শ্রীশ্রীকালীর নিকট হইতে অধিক মূল্যে অনেকে অল্প মাংস আনাইয়া থাকেন, অতএব আমি শোভাবাজার বালা খানা ষ্ট্রিটে শ্রীশ্রীমহামায়া শবশিবার বাটীতে মহাপ্রসাদ ছাগমাংস বিক্রয়ের এক আড়্ডা করিলাম প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীশবশিবার সাক্ষাতে বিধিপূর্ব্বক ছাগ বলিদান হইবে তৎপরে সেই মাংস বিক্রয় করা আরম্ভ হইয়াছে, ধার্ম্মিক হিন্দু মহাশয়েরা আর বৃথামাংস আহার না করিয়া এই স্থান হইতে মাংস গ্রহণ করিবেন কিন্তু নগদ পয়সা ধার ধোর নাই ॥

শ্রীমকরন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৭৪ প্রেসিডেন্‌সি মেডিকেল হল—প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল-এর মূল দোকান ছিল ২০৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে, শাখা ছিল ৪৯ নং, লোয়ার চিৎপুর রোডে, মালিক ডাঃ ব্রজনাথ বন্ধু (Dr. B. N. Bundoo) এ্যাণ্ড কোং।

অনেক ডিসপেনসারিতেই তখন মদ পাওয়া যেত, ১৮৭৫ খ্রি. প্রকাশিত 'ডাক্তারবাবু' প্রহসনের (লেখক 'জনৈক ডাক্তার' ছদ্মনামে ডাঃ ভুবনমোহন সরকার) অন্যতম বিষয় ডিসপেনসারিতে এই বেআইনি মদ বিক্রির ব্যবসা, গ্রন্থশেষে বলা হয়েছে,

'কিবা ফন্দি ডাকতারি বলি হারি যাই,
এ হেন শুঁড়ি ভায়ার মুখে দিলে ছাই।
নাহি লাগে ঘুসঘাস্, নাহি লাইসেন্,
ডজন ডজন আসে, ব্রাণ্ডি শ্যামপেন।
মদকে ওষুধ বলে বেচে দিনরাত,
চেয়ে থাকে এক্সাইস, গালে দিয়ে হাত।'

৬৭৫ মেরিনো—আদিতে স্পেন দেশীয় একপ্রকার শাদা রঙের ভেড়া, পরে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বহুল জাত, পশমের জন্য বিখ্যাত।

৬৭৬ বিভর হেয়ার—ই° Beaver-hair, বীভর নামক উভচর প্রাণীবিশেষের লোম।

৬৭৭ ক্যাটিকৃষ্ট ক্যাপ—ক্যাটেকিস্টরা (টীকা ১৩৪ দ্র.) এই ধরনের টুপি ব্যবহার করতেন।

৬৭৮ শিল—ই° Seal.

৬৭৯ হরিমন্দিরা—তিলক।

৬৮০ ভেটো—ভুটিয়া, ভুটানি।

৬৮১ ঢপের গীত—ঢপ কীর্তন, এক ধরনের কীর্তন যা শুধু মহিলা শিল্পীরাই গাইতেন, এ স্থালে লঘু রঙ্গরসাত্মক গান অর্থে ব্যবহৃত।

৬৮২ বসমা—অজ্ঞাত।

৬৮৩ আরমানি ঘাট—বর্তমান আর্মেনিয়ান ঘাট। ১৮৫৪ খ্রি. রেলযাত্রীদের জন্য এখানে টিকিটঘর খোলা হয়। সেখানে যাত্রীদের টিকিট দেওয়া হত এবং মালপত্র ওজন করে তার ভাড়ার রসিদ দেওয়া হত। তখন গঙ্গার ওপর কোনও ব্রিজ ছিল না, রেল কোম্পানির স্টিমার যাত্রীদের ওপারে পৌঁছে দিত, টিকিটের দামের মধ্যেই স্টিমারভাড়া ধরা থাকত। সময়াভাবে যারা স্টিমার ধরতে পারত না বলা বাহুল্য তাদের নিজের ভাড়ায় অন্য স্টিমার বা নৌকোয় পার হতে হত।

৬৮৪ চপটানে—চাপ, চপ্‌টে = আধিক্য বোঝাতে।

৬৮৫ হটপ্রেসের ফরমা—Hot press-এর চাপ দেওয়ার পাত।

৬৮৬ ইস্কু কলের গাঁটের মত—চাপ দিয়ে পাটের গাঁট বাঁধার কারখানা, যাকে বলা হত Screw House।

৬৮৭ জাঁত—চাপ, পেষণ।

৬৮৮ ব্লাকহোল—সিরাজদ্দৌল্লা কলকাতায় ইংরাজদের পরাজিত করার পর ১৭৫৬ খ্রি. ২০ শে জুন ফোর্টের একটি ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত ঘরে ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দিকে সারারাত আবদ্ধ রাখেন, ফলে ১২৩ জন মারা যায়। হলওয়েল লিখিত 'Narrative of the Black Hole' গ্রন্থে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে। কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকরা কাহিনির সত্যতা ও নবাবের দায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হলওয়েলের উদ্যোগে একটি স্মৃতি স্তম্ভও স্থাপিত হয়, যার ফলকে ৪৮ জন মৃত ব্যক্তির নামোল্লেখের পর লেখা ছিল—

এতদ্দেশীয় বাষ্পীয় রথে গমনাগমনের সময় নিরূপণ ও ভাড়ার বিবরণ।

হাওড়া হইতে রানীগঞ্জাভিমুখে গমনের সময় নিরূপণ ও ভাড়ার বিবরণ।

হাওড়া হইতে ক্রোশ অন্তর (১)	প্রাতঃকালে যে গাড়ী ১০। টার সময়ে হাওড়া হইতে যাত্রা করে, তাহা যে যে স্থানে যে সময়ে আসিয়া পঁহুছে তাহার বিবরণ।			অপরাহ্ণে যে গাড়ী হাওড়া হইতে ৩। টার সময়ে যাত্রা করে তাহা যে যে স্থানে যে সময়ে আসিয়া পঁহুছে, তাহার বিবরণ।		ভাড়ার বিবরণ		
						কেবল গমনের ভাড়া	একবারে গমন ও আগমন উভয়ের ভাড়া	
	আড্ডার নাম	সময়		সময়		প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
		ঘণ্টা	মিনিট	ঘণ্টা	মিনিট					
	হাওড়া	১০	০	৩	০					
৩	বালি	১০	১৫	৩	১৫	৸০	১/০	/১০	১৲	১৶০
৮	কোন্নগর	১০	৫৪	৩	৫৪	১৶০	১৶০	৶০	১৷০	৷০
১২	শ্রীরামপুর	১১	৩	৩	৭	১৷০	৷/০	৶০	২৲	৸০
১৩	ভদ্রেশ্বর	১১	১৩	৩	১৭	২৲	৷৷০	।০	২৷৷০	১৲
১৮	চন্দননগর	১১	৩০	৩	৩৪	২৷০	৷৷৶০	।/০	৩৷৶০	১৷০
২১	হুগলী	১১	৪০	৩	৪৪	৲	১৶০	।৶০	৩৲	১৷০
২৯	বর্ধমা	১১	৫৫	৪	০	৩৷৶০	১৷৶০	৷০	৩৲	১৷৶০
৩৮	পেঁড়ো	১২	১৮	৪	৩০	৪৷৷০	১৷৲০	৷৶০	৩৷০	২৷৶০
৪১	বেলারী	১২	৫২	.....	.....	৩৷৷০	২৷৶০	৷৷৶০	.....	.....
৪৩	পঁহুছে	১	৩০	.....	.....					
	বর্দ্ধমান ছাড়ে	৫	০	.....	.....	৮।০	৩৲	১৲	.....	.....
৫৪	অণ্ডাল	৫	২২			১১৶০	৩৷৷০	১৶০	.....	.....
৫৯	রাণীগঞ্জ ছাড়া	৫	৫৭			১৩৶০	৩৷৷৶০	১।৩০	.....	.....
৬৫	বড়ী নদী	৬	৫১			১৩।৷৶০	৪৶০	১৷৶০	.....	.....
৮০	মাধবডি	৭	৫			১১।০	৪৷৶০	১।৶৩০	.....	.....
৮৭	পাণ্ডবর	৭	৫৪			১২৲	৪৷০	১৷০	.....	.....
১০৩	বাঁশ কোপা	৮	৩৩			১২৷৷৶০	৪৲৶০	১৷৶০	.....	.....
১০৮	কুমারখালা	৮	৫৩			১৩৷৶০	৫৲	১৷৶০	.....	.....
১১৫	আসানসোল	৯	১০			১৪।৶০	৫।৶০	১৷৷৩০	.....	.....
১২৩	রাণীগঞ্জ পঁহুছে	৯	৩০			১৫৶০	৫৷৶০	১৷৷৶০	.....	.....

এই গাড়ী কেবল পেঁড়া পর্য্যন্ত যায়।

(১) ২ মাইল ৩০০ হাতে এক ক্রোশ।

চিত্র ২৫ রেলের টিকিট মূল্য তালিকা

'Who, with sundry other inhabitants, Military and Militia, to the number of 123 persons.

Were by the tyrannic violence of

Suraj-ud-Dowlah, Suba of Bengal

Suffocated in the Black Hole prison of Fort William, on the night of the 20th day of June 1756, and promiscuously thrown the succeeding morning into the Ditch of the ravelin of this place,

This monument is erected by their surviving fellow-sufferer,

J. Z. Holwell

This horrid act of violence was as amply as deservedly revenged on Suraj-ud-Dowla, by his Majesty's arms, under the conduct of Vice Admiral Watson and Colonel Clive, Anno 1757.'

৬৮৯ যন্ত্রনা হতে...অধিক নয়—তৎকালে তৃতীয় শ্রেণির রেলযাত্রীদের প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হত তার প্রতিবাদে 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা'-র মতো সাহেবি কাগজ বাদ দিয়ে সকল সংবাদপত্রে একাধিক সম্পাদকীয় ও প্রচুর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। হুতোমের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায় এমন একটি চিঠি তার মধ্যে থেকে উদ্ধৃত করা হল, প্রকাশিত হয়েছিল ১৭.৩.১৮৫৯ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায়।

'Sir,—Though the inconvenience generally felt by passengers travelling by the third class carriages of the Railway Company and the brutal treatment they receive at the hands of their serjeants and guards have more than once appeared in the columns of your much esteemed journal... having been myself a fellow traveller ... I had the misfortune to be a personal witness of these inhumanities ... Notwithstanding that all the cabs were crammed to the very door by the persons that had been booked at the actual station house, no less than five hundred passengers who had their tickets from the Calcutta side of the river were mercilessly thrust in them without regard even to sex or age... The carriage to which I was pointed by a ruddy faced GENTLEMAN was at the time occupied by at least forty males and 4 or 5 woman of the Marwaree caste. It was with great difficulty that I managed to stand near the door; but the instant after another parcel of about half a dozen of unhappy beings were pushed in and to add to our misery the door was locked up immediately... Dear Mr. Editor, if you have seen the ghastly countenances of those wretched victims, you would have perhaps thought that the prisoners in the Black Hole had been comparatively happy...

Your truly

Hooghly, A Subscriber,'

11th March, 1859.

সমভাবের অপর একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ১২৬৯ সনের (১৮৬২ খ্রি.) ৩১ শে আষাঢ় সংখ্যায়।

৬৯০ ডেলিনুস—ইংরাজি সংবাদপত্র 'The Daily News'। ৩.৩.১৮৫৭ খ্রি. 'The Morning Chronicle'-এর বিলুপ্তি ঘটে আবির্ভূত হয় 'দ্য ডেলি নিউজ', দু'সপ্তাহ চলেছিল। তারপর ১৮৬৬ (৬৪?) খ্রি. প্রকাশিত হয় 'Indian Daily News'।

৬৯১ লাবেল—ই° Novel শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

৬৯২ দোবুজোন—দ্বিতীয় বস্ত্র, দোবজা, উত্তরীয়, উড়ানী।

৬৯৩ চাচারা বই বেচ্চেন—বইয়ের দোকান সত্ত্বেও সে যুগে বইয়ের ফেরিওয়ালা ছিল প্রচুর, মূলত এরা যে সব জায়গায় বইয়ের দোকান নেই, সে সব অঞ্চলেই ব্যবসা করত। আবদুল হলীম 'শরর' (১৮৬০-১৯২৬ খ্রি.) লিখেছেন তাঁর বাবার কাকা মৌলভী এহমদ সাহেব সে যুগের প্রকাশক হাজী হরম্যান শরীফ্যানের এজেন্ট হিসাবে হাজার হাজার বই নিয়ে রথে-রেলগাড়িতে লখনউ থেকে রাওলপিন্ডি পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। বইয়ের চাহিদাও ছিল প্রচুর, 'কোন লোকালয়ে পৌঁছলে ঘিরে ফেলত জনসমুদ্র, ভীড় লেগে যেত চারপাশে।' এক শহর থেকে অন্য শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে বইয়ের স্টক শেষ হয়ে যেত। কলকাতায় অনেক প্রকাশক ও বইয়ের দোকান থাকলেও এদের ব্যবসা ভালই চলত। সমসাময়িক একজনের স্মৃতিকথায়, "পুস্তক ফেরিওয়ালা" তৎকালে সাধারণের যথেষ্ট উপকারে আসিত। তাহারা পৃষ্ঠে নূতন ও পুরাতন পুস্তকের বোঝা ঝুলাইয়া...পুস্তক বিক্রয় করিত। এই কাজ যাহারা করিত তাহাদের সকলেই ছিল মুসলমান এবং 'চাচা' অথবা 'uncle' নামে তাহারা অভিহিত হইত।'

৬৯৪ পেঁড়ো—হুগলি জেলার পান্ডুয়া। মালদহ জেলার পান্ডুয়াকে বড় পেঁড়ো ও হুগলি জেলার পান্ডুয়াকে ছোট পেঁড়ো বলা হয়।

৬৯৫ আয়মাদার—আ° আএমা= মুসলমান শাসক প্রদত্ত নিকর জমি, আএমাদার=আএমা জমি যে ভোগ করে।

৬৯৬ বেনীবাবু—মতিলাল—বেণীবাবু ও মতিলাল টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' *(টীকা ৫০৭ দ্র.)* উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র।

৬৯৭ জয়কৃষ্টের...বিখ্যাত—উত্তরপাড়ার খ্যাতি ও উন্নতিসাধনের মূলে ছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (টীকা ৩৪৩ দ্র.), তাঁর উদ্যোগেই উত্তরপাড়ায় হাসপাতাল, স্কুল, সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৯৮ উতরপাড়া...নর্ম্যাল ইস্কুল—জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমাজ হিতৈষী কাজের জন্য তাঁকে আদর্শ জমিদার বা 'মডেল জমিদার' বলা হত। নর্ম্যাল স্কুল প্রকৃতপক্ষে উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুল (প্রতিষ্ঠিত ১৫.৫.১৮৪৬ খ্রি.) পরে উত্তরপাড়া কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত। শিক্ষাপ্রসার সম্পর্কে জয়কৃষ্ণের ব্যাজস্তুতি করলেও কালীপ্রসন্ন জয়কৃষ্ণের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (১.৯.১৮৫৯) প্রেরিত একটি পত্রে জানানো হয়েছে, "...জেল [।] হুগলির অন্তঃপাতি থানা ধনেখালির মধ্যবর্তী বেলগড়ি গ্রামে প্রায় তিন বৎসর হইল উত্তরপাড়ানিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তথা জোড়াসাঁক নিবাসী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি কতিপয় মহাশয়ের সাহায্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে তদ্দেশীয় বালকগণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যার সুশিক্ষিত হইতেছে.....'।

৬৯৯ এমটি হাউস—খালি কুঠি, গণিকা ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার হত। পালকির ওড়িয়া বেহারারা ছিল গণিকা নিয়ে আসার ও খদ্দের ধরার দালাল। লক্ষণীয়, বিদেশিনী গণিকাপল্লী তখনো জন্ম নেয় নি, যার জন্য 'এমটি হাউস' গুলি ছিল তাদের প্রধান কর্মস্থল। 'উড়ে বেহারাদের কল্যাণে অনেক এম্‌টী হাউস্ আরমানী, য়িহুদী ও ইংরেজী বিবিতে পরিপূর্ণ হয়ে গ্যালো! এই সকল খালি বাড়ি বিলিতী সতীত্বের কষ্টিপাথর ও বদমায়েশির প্রধান আখ্‌ড়া।' 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে দেবগণ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গেলে '.....উড়ে বেহারারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে এমটি হাউসে যাইবার জন্য উপরোধ করিতে লাগিল।'

৭০০ বিলক্ষণ অগ্রসর—হুতোম যাদের কথা বলেছেন সেই সব অভদ্র রেলকর্মচারীরা যাত্রীদের উপর নানা অজুহাতে হয়রানি ও অত্যাচার ত' করতই, উপরন্তু অনেক জায়গায় আরো নানা ধরনের কুকর্ম করত। 'হরকরা' পত্রিকার হুগলির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন (৩০.১১.১৮৬০ খ্রি.), '.....several officers of the Eastern Bengal Railway, stationed near Barooiparah near Halleeshohur, are creating great disturbances. They make the coolies work and never pay, buy articles from poor shop-keepers and never make any return for the same, and should any respectable native interfere, they fall upon him and beat him.....'। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এ ধরনের আরও খবর মোটেই দুর্লভ নয়।

পুস্তক পরিচয়

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম প্রকাশিত হয় উৎসর্গপত্র অনুযায়ী ১৭৮৩ শকে, খ্রিস্টাব্দ ১৮৬১ বা '৬২। ১৮৬২ খ্রি. পরিবর্ধিত প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ায় অনুমান, প্রথম প্রকাশ ১৮৬১ খ্রি. হয়েছিল। এই সংস্করণের আখ্যাপত্র,

হুতোম প্যাঁচার

কলিকাতার নক্‌শা।

চড়ক।

প্রথম খণ্ড।

"উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥"

ভবভূতি।

আশ্‌মান।

রামপ্রেসে মুদ্রিত।

নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট।

মূল্য পয়শায় দুখানা।

এই সংস্করণে একটিই নকশা, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার চড়ক পর্ব্বাহ'। একটি বিজ্ঞাপনরূপী ভূমিকা আছে, পাঠান্তর *বিজ্ঞাপন* দ্র.। পৃষ্ঠা ৩ + ১৬ ও ২ খানি ছবি। ছবি দুটি পূর্ণ পৃষ্ঠা ধাতু খোদাই (metal engraving), শিরোনাম 'হুতোম্ প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্‌সা উড়াচ্চেন' ও 'ঠণ্‌ঠণের হঠাৎ অবতার'। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ছবিদুটি সম্পর্কে বলেছেন, পরবর্তীকালে 'বসন্তক' পত্রিকায় যে সব ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হতো, তা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর। প্রথম ছবিতে হুতোম ভূমণ্ডলের ওপর বসে রয়েছেন, অর্থাৎ তিনি স্তুতিবাদ বা নিন্দার অতীত। দ্বিতীয় ছবিতে

চিত্র ২৬ 'হুতোম্ প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্‌সা উড়াচ্চেন'

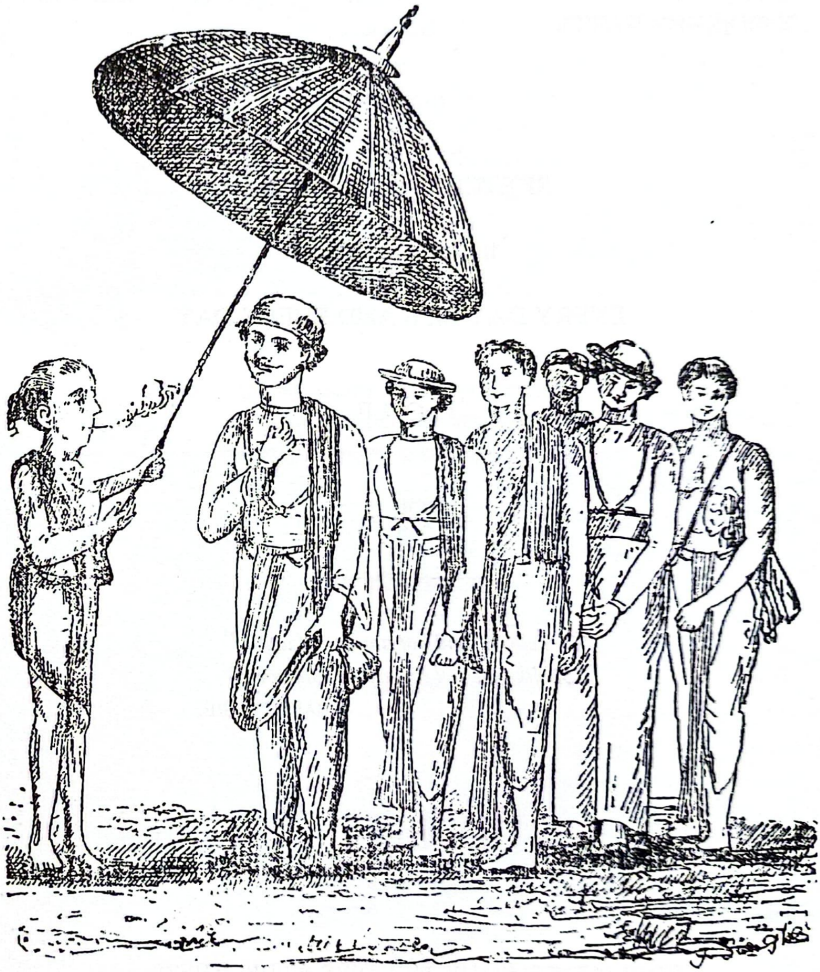

চিত্র ২৭ 'ঠণ্ঠণের হঠাৎ অবতার'

একজন ওড়িয়া বেহারা, গলায় মালা, মুখে পিকা, 'হঠাৎ অবতার'-এর মাথায় ছাতা ধরে আছে। বাবুর পাঁচজন অনুচর, তার মধ্যে সর্বশেষেরটি ব্রাহ্মণ ('স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র', দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, *পঞ্চপুষ্প*, শ্রাবণ ১৩৩৬ সন, পৃ. ৪৪৩-৪৪)।

দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খ্রি.), ইংরাজি ও বাঙলা দুই ভাষায় আখ্যাপত্র,

SKETCHES BY HOOTUM

ILLUSTRATIVE OF

EVERY DAY LIFE AND EVERY DAY

PEOPLE.

VOL. I

"By heaven, and not a master taught."
"Mislike me not for my complexion."
SHAKESPEARE.

CALCUTTA

BOSE AND COMPANY, PRINTERS & PUBLISHERS
1862

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

(প্রবন্ধ কল্পনা)

প্রথম ভাগ।

স্বর্গাদিপ মনুগ্রাগ্যং নাচার্য্য মুখ কন্দরাৎ।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বস্যাস্মন স্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাশ্মৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা।

কলিকাতা।

রাম প্রেস্

বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত।

দরজী পাড়া।

১৭৮৪।

এই সংস্করণে পরিমার্জিত 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ' ছাড়া তিনটি নতুন নকশা, 'বারোইয়ারি পূজা', 'হঠাৎ অবতার' ও 'স্নানযাত্রা' সংযোজিত হয়, সূচীপত্রে জিজ্ঞাসা চিহ্ন সহযোগে তাদের যথাক্রমে ১২০২, ১২০৩, ১২০৪ ও ১২১২ শা[সা]লের নকশা বলা হয়েছে (পাঠভেদ, সূচীপত্র ১ দ্র.), তাৎপর্য অজ্ঞাত। এই সংস্করণে ভূমিকা যোজিত, 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা'। চড়ক পার্ব্বণের পৃষ্ঠা ৯ (মূল সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা) থেকে শুরু করে হঠাৎ অবতার নকশার প্রথম দিক পর্যন্ত (পৃ. ৮১) কোনো কোনো জায়গায় বন্ধনীভুক্ত ধারাবাহিক সংখ্যা চিহ্ন আছে, চড়কে শুরু

হচ্ছে '৫' থেকে, পরবর্তী নকশায় '১' থেকে, হঠাৎ অবতারে '১'-ই আরম্ভ ও শেষ। এই সংখ্যা চিহ্নের একটি উদাহরণ, 'বারোইয়ারি পূজা' নকশায়, "...'সেপাই পাহারা' 'আসা সোটা' ও 'রাজা খেতাপ' (১৭) ইন্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরে ডুরে উড়্নির মত রাস্তায়, পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো—কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগত্‌শেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর (১৮) উৎসন্ন যেতে লাগলো..." ইত্যাদি। এরও তাৎপর্য অজ্ঞাত। পাঠ্যাংশের শেষে দুটি বিজ্ঞাপন আছে,

এক বার এটা দেখুন্ !

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

মূল্য

প্রথম ভাগ- চড়ক, বারোইয়ারিপূজা, হঠাৎ অবতার ও স্নান যাত্রা প্রস্তাবে সম্পূর্ণ।... ১ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ- রাজাবদ্দিনাথের বাগানের রামলীলার ম্যালা, অলপাক্‌নার রামব্রহ্ম রায় চৌধুরী—অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে জমিদারের কল্‌কেতায় বাবুগিরি, চাঁদের তীর্থযাত্রা, আমাদের সায়েব বাবু অর্থাৎ বাবু তরুণী বল্লভ চাটুরজীর জীবন বৃত্তান্ত, গড়ের মাঠের ভুষুণ্ডী কাক, লেণ্ডু বুল্‌বুল্, মুঞ্জরী বেরাল, খুজরা বা খরচা আইন বিক্রির অনুমতি পত্র অর্থাৎ কলিকাতার ছোট আদালত —জজ, উকীল ও সুপ্রিম কোর্টের উকীল—উকীলের বাবু তথা ময়ক্কেল ও ক্লাইন্ট, সহরের পুলিস, সার্জ্জন সাহেব—দারোগাজী, লেট বাঙ্গালী মেজেষ্টর ও ভুবনবিখ্যাত গোপ্‌লা গাঁটকাঁটার বিষয়ে দুটো কথা প্রস্তাবে সম্পূর্ণ। (অতি সত্বরেই প্রকাশিত হইবে)..... ১ টাকা

২

যদি হুতোমের নক্‌শার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সহৃদয় সমাজে গ্রাহ্য হয় তবে হুতোম প্যাঁচা লিখিত

কল্‌কেতার হাট্‌হদ্দ
অর্থাৎ
Mysteries of Calcutta

পুস্তকের ছাপা আরম্ভ করা যাইবে।

হুতোম প্যাঁচা লিখিত পুস্তক সকল আবশ্যক হইলে
দরজীপাড়া গুলু ওস্তাগরের লেনে বসু কোম্পানির ২২ নং
ভবনে, পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত রাধানাথ বিদ্যারত্ন
মানিকতলা শিবতলাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন মুখোপা—
ধ্যায় তথা বাগমারীর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চক্রবর্তীর নিকট
ও ভাস্কর, পরিদর্শক ও প্রেসিডেন্সী যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে
পাইবেন। এতদ্ভিন্ন সহরের প্রায় সমস্ত পুস্তকালয় ও
বটতলায় শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে তথা বাবু রাধামাধব
শীল প্রভৃতির দোকানেও বিক্রীত হইয়া থাকে।

এই সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+১৭৬+২, পূর্ববর্তী সংস্করণে ছবি পরিত্যক্ত।

আলোচ্য সংস্করণের এক দীর্ঘ সমালোচনা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় (২৪. ১১. ১৮৬২ খ্রি.) প্রকাশিত হয়, সমালোচকের নাম না থাকলেও অনুমান, লেখক কৃষ্ণদাস পাল। সমালোচনার একটি অংশ 'রমাপ্রসাদ রায়' নকশার "হুতোমের পাঠকগণ! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেচি... একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না" অংশের ইংরাজি অনুবাদ। সমালোচনার নির্বাচিত অংশ, "*Hootum's* performance will be read with equal interest by both the two classes of readers into which the reading community may be generally divided—first those who read for excitement and fun, and secondly those whose pleasure consists in watching the progress of the Bengali language... We do not say that the style of *Hootum* will suit all departments of composition whether in didactic literature or instructive science, but we may venture to hold it up as a model for general imitation... *Hootum's* style is highly idiomatic and eminently popular. It is the style of the Bengali language, the style in which we all speak and for which every Bengali will have some sympathy. Were it not for some serious blemishes which deface these sketches they would deserve our unqualified admiration. It is these which have taken away much from their merit and have rendered them as exceptionable pieces of composition. We do not see what temptation there was to ponder to a vicious taste for low and dirty pictures with their nasty images."

১৮৬৩ খ্রি. নকশার দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ 'রথ', 'দুর্গোৎসব', 'রামলীলা' ও 'রেলওয়ে' সংবলিত ভাগ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ১৮৬৮ খ্রি. হুতোমের জীবদ্দশায় শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের আর কোনো মুদ্রণ হয়নি। দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৪।

নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধিয়ে প্রচারিত হয় ১৮৬৪ খ্রি., প্রথম ভাগের অবধারিত পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল, কারণ এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+১৮০।

নকশার প্রথম প্রকাশ থেকে ১৮৬৪ খ্রি. মধ্যে তার একটি আংশিক ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, ১৮৬৫ খ্রি. জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত, নিশাচর (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) লিখিত 'সমাজ কুচিত্র' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লেখক বলেছেন,

"উপহার
সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়
শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাস
মহোদয়েষু।

অনরেবল হুতোম! আপনি বাঙ্গালী সমাজকে যে স্বভাব পটে এঁকে, নূতন রকম চিত্রকাব্যে সাজ্‌য়ে বার কোরেচেন, এতে কোরে ছোট বড় সকলেই (ন্যাচরেল হিষ্ট্রির দল ছাড়া) আপনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পেট্রণ বোলে তারিফ কোচ্চেন। একজন বাঙ্গালী পাদরী তাহার এক পার্ট বেচে নিয়ে তর্জ্জমা কোরে, ইংরেজ মহলেও আদর বাড়িয়েছেন।" যদিও অনুবাদটি বা অনুবাদকের হদিশ পাওয়া যায় নি, তবুও অনুমান, অনুবাদক 'বাঙ্গালী পাদরী' খুব সম্ভব, রেভারেন্ড লালবিহারী দে।

১৮৬৮ খ্রি. প্রথম ভাগের পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নতুন ভূমিকা 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা' সহ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+১৩৮। এটিই কালীপ্রসন্নর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ। একই সালে আলোচ্য সংস্করণ ও দ্বিতীয় ভাগের মূল (?) সংস্করণ একত্রে বাঁধিয়ে প্রচারিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+১৩৮+৫৪।

১৮৭০ খ্রি. কালীপ্রসন্নর মৃত্যুর পর যে সব সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সম্ভবত তার প্রথমটি ১২৮০ সনে (১৮৭৩-৭৪ খ্রি.) প্রকাশিত। সেটি নকশার প্রথম ভাগ, সংস্করণের উল্লেখ নেই। 'শ্রীতালা হূল্ ব্ল্যাক ইয়ার' (টীকা ২০ দ্র.) যথারীতি প্রকাশকরূপে ভূমিকা-লেখক থাকলেও আখ্যাপত্রে 'শ্রীতালা হূল ব্ল্যাক্-ইয়ার্ ইয়ার কর্ত্তৃক প্রচারিত' বলা আছে। ১২৮৮ সনে (১৮৮১-৮২ খ্রি.) প্রথম ভাগ পুনঃপ্রকাশিত, উল্লেখ আছে 'তৃতীয় সংস্করণ'। ১২৯১ সনে (১৮৮৪-৮৫ খ্রি.) নকশার দ্বিতীয় ভাগের 'তৃতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। দুটি সংস্করণেই 'শ্রীতালা হূল ব্ল্যাক্ ইয়ার্ ইয়ার্'-এর নাম আছে। ১৩০২ সনে (১৮৯৫-৯৬ খ্রি.) নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 'চতুর্থ সংস্করণ' রূপে প্রকাশিত। প্রকাশক-ভূমিকা লেখকের নাম 'শ্রীতালা হূল্ ব্ল্যাক্ ইয়ার্ ইয়ার্' হলেও এই সংস্করণেই প্রথম লেখকের নাম 'স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' ছাপা হয়। ৮ পেজী ৩১ ফর্মার বই, প্রত্যেক ফর্মা পৃথকভাবেও বিক্রি হতো, কারণ প্রতি ফর্মায় আড়াআড়ি ভাবে ছাপা, "এই পুস্তকের প্রতি ফর্ম্মা প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে প্রকাশিত হয়। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য৵৫ এক পয়সা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীসত্যচরণ বসু, ২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা। দর্জিপাড়া, ১৩ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন, 'কো-অপারেটিভ প্রেসে' শ্রীভূতনাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্যচরণ বসু কালীপ্রসন্নের শ্যালক, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী শরৎকুমারীর ভ্রাতা, '২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন' তাঁদের বসতবাটি। অপর প্রকাশক বেণীমাধব বসু, তাঁর নাম থাকত আখ্যাপত্রে, ঠিকানা সত্যচরণ বসুর অনুরূপ। এই সংস্করণে 'রেলওয়ে' নকশার শেষ দিকে একটি বড় প্রক্ষিপ্ত অংশ যোজিত হয়েছিল (পরিশিষ্ট দ্র.), যার লেখক হুতোম নন, অন্য অজ্ঞাতপরিচয় কেউ। এই সংস্করণের পর থেকে পৃথক প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের আর কোনো মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। পরে অন্য যে সব সংস্করণ বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকাশিত, তাদের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অবান্তর।

পরিশিষ্ট

১৮৭০ খ্রি. কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে 'নকশা'-র যে সমস্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ১৩০২ সনে (১৮৯৫-৯৬ খ্রি.) প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের যুক্ত সংস্করণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্করণেই সম্ভবত প্রথম লেখকের নাম 'স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' ছাপা হয়, তাছাড়া শেষ নকশা 'রেলওয়ে'-র শেষে এক বড়ো প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়। রচনারীতি পরিষ্কারভাবেই প্রমাণ করে এ রচনা কালীপ্রসন্নের নয়, তবুও অংশটির অন্য মূল্য থাকতে পারে ভেবে পুনর্মুদ্রিত হলো। মোটা অক্ষরে মুদ্রিতাংশ মূল রচনার অংশ।

হোল্ডর; শুন্‌তে পাই গুরুজীর দু একটী ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লীশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েচেন।

ক্রমে ষ্টেশনের রেলকাটা ঘন্টা টুং টাং টাং আওয়াজ দিলে। আরোহীরা টিকিট ঘরের দরজা খুঁজে না পাওয়াতে কুলি, মজুর, চাপরাসী এবং আরোহীদের জিজ্ঞাসা কচ্চেন, 'মশায়! টিকিট কোথা পাওয়া যায়?' তার মধ্যে অ্যাক্ জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বোধ হয় কলিকাতার সিঙ্গি মশায়দের বাড়িতে পূজার বার্ষিক এবং একখানি পেতলের থালা মায় চিনি সমেত পাবার প্রত্যাশায় কল্‌কেতায় আস্‌ছিলেন; তিনি বল্লেন, 'এই ঘরে টিকিট পাওয়া যায়, তা কি তুমি জান না?' তাদের মধ্যে একটি নব্য বয়স্ক বালক ঠাকুরমার গলার একগাছি দানা এবং দাদা মশায়ের আমলের রূপার পুরাতন পৈঁচে, কাণের একটি পাশা ও কতকগুলি টাকা, কাপড়চোপড় প্রভৃতি খাবার দাবার, শিশি বোতল ইত্যাদি পূর্ণিত একটি ব্যাগ হস্তে দৌড়ে ব্যাড়াচ্চেন। প্রভুদিগের গাড়ীতে কিঞ্চিৎ স্থান দেখে অতি কুণ্ঠিতভাবে বল্লেন, 'দয়াময়! যদি অনুগ্রহ করে এই গাড়ীতে আমাকে একটু স্থান দেন।' বেচারিকের অবস্থা ও উৎকণ্ঠিত চেহারা দেখিয়া জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ বাবাজী বল্লেন, 'বাবু! তুমি এই গাড়িতে এস।' বালকটি অতি কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'মহাশয়! আপনারা কে এবং কোন বংশ?' তাতে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ উত্তর কল্লেন, 'বাবু, আমরা বৈষ্ণব—নিত্যানন্দ বংশ।' এই কথা শ্রবণমাত্র বালকটি গোস্বামী জ্ঞান করে সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাঁদের পদধূলি নিতে উদ্যত হলেন, কিন্তু গলদেশে পৈতা দেখে বাবাজীরা নিষেধ করে বল্লেন, 'হাঁ হাঁ, আমরা বৈষ্ণব, তুমি ব্রাহ্মণ দেখ্‌চি।' বালক বল্লে, 'আপনারা বৈষ্ণব হোউন, তাতে কোন ক্ষতি নেই, আপনাদের আচরণ দেখে আমার এত দূর পর্যন্ত ভক্তি জন্মেছিল যে, আপনাদের পদধূলি লই।'

প্রেমানন্দ বল্লেন, 'হাঁ-হাঁ-হাঁ বাপু, স্থির হও, স্থির হও; বাপু, তুমি কোথায় যাবে, কোন ষ্টেশনে তুমি নাব্বে?'

বালক। আজ্ঞে আমি, আমি জামাই ষ্টেশনে নাব্বো।

প্রেমা। বাপু, জামাই ষ্টেশন কোন্ জেলায়?

বালক। প্রভু! আপনি এত বড় বিদ্যাদিগ্‌গজ, অদ্যাবধি জামাই ষ্টেশন কাকে বলে জানেন না?

প্রেমা। বাপু, আমাদের রেলে গতিবিধি অতি বিরল; কালে ভদ্রে কখন কখন নবদ্বীপ অঞ্চলে গিয়ে থাকি। কুলের মহাপ্রভুর পাঠ এবং শ্রীপাঠ খড়দহে শ্যামসুন্দরের পাদপদ্ম দর্শন মানসে যাওয়া আসা হয় এই মাত্র! তবে এই নূতন রেলগাড়ি খোলাতে বিশ্বনাথ এবং গোবিন্‌জী গোপীনাথের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন কর্‌বার মনন করেছি। তা এখন কত দূর কি হয়, তা বল্‌তে পারি না।

বালক রেলওয়ের হুইশিল ও গাড়ির মোশন কম দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা কল্লে যে, এইবার আমায় নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিতে হইবে। পরে বাবাজীদের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে বল্লে,

"জামাই ষ্টেশন কাহাকে বলে এই দেখুন, যেখানে আমি নামিয়া যাইব; অর্থাৎ কোন্নগর ষ্টেশন। এই স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদিগের পুত্রকন্যার বিবাহ হয় এবং সময়ে সময়ে অনেক আফিসের কর্ম্মচারী জামাইবাবুরা এই ষ্টেশনে অবতীর্ণ হন, সেই কারণে কোন্নগর ষ্টেশনকে জামাই ষ্টেশন বলা হয়।"

ক্রমে গাড়ি প্ল্যাটফরমে এসে পড়্লো, চড়কগাছের মত মস্ত বাহাদুরী কাঠের উপরে ডান হাত বাঁ হাত তোলা দুখানি তক্তা এবং রেড, গ্রিন, হোয়াইট লাইটের গ্ল্যাস দেওয়া ল্যাম্পগুলি যথাস্থানে রাখা হয়েছে। আরোহীরা নামিয়া গেল ও উঠিল। গার্ড একবার ব্রেকভ্যান থেকে নেমে এসে ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক ও সিগ্নালারের সঙ্গে খানিক হাসি ইঙ্গিত করে রেলওয়ের চামড়া নির্ম্মিত লেটার ব্যাগ এবং পার্শ্বেল ইত্যাদি সমস্ত ব্রেকভানে তুলে নিয়ে বল্লেন, 'ওয়েল হাউফার?' কাল চাপকান পরা, মাথায় কাল টুপি ই, আই, আর লেখা নিগুঁপো নাটাগড়ে আমদানী পাড়াগেঁয়ে বাবু ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, 'চাপ্রাসি! ঠিক হ্যায়, ঘন্টা মারো।' ষ্টেশন মাষ্টারের অর্ডারে রেলকাটা তারে ঝোলান ঘন্টা একটি লোহার হাতুড়ী দ্বারা টং টং টং করে আওয়াজ দিলে। ষ্টেশন মাষ্টার আপন গলার মালা গাছটি লজ্জাসহকারে আপন চাপকানের ভিতর গুঁজ্তে গুঁজ্তে অর্ডার দিলেন, 'অলরাইট'। সে অপ্রতিভটি শুধু চাপকানের প্রথম বোতামটি ছিঁড়িয়া যাইবার জন্য ঘটেছিল, নচেৎ মালাগাছটি কেউ দেখ্তে পেত না; কাটাপোষাকের উপর দৃশ্যমান মালাটা বাবুকে একটু লজ্জা দিচ্ছিল, তাইতে তিনি সেটা লুকোবার চেষ্টায় ছিলেন।

রেলগাড়ী হুস্ হাস্ হুস্ হাস্ করে ক্রমে চল্তে লাগ্লো। জ্ঞানানন্দ এবং প্রেমানন্দ বাবাজীদের যেন দোলায় চড়া ছেলের মত নিদ্রা আকর্ষণ হলো; কখনো বা ঘোর, কখনো বা জাগ্রত। এই প্রকার অবস্থায় রেল বরাবর চলে গিয়ে মধ্যবিত ষ্টেশনে অল্পক্ষণ দাঁড়াল; সুতরাং সেখানে বেশী কলরব নেই বলে বাবাজীদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তারপর যখন গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছে, সেই সময় বাবাজীদের নিদ্রা ভাঙ্গে।

বর্দ্ধমান ষ্টেশন অতি প্রশস্ত এবং বিস্তর জনতা; অনেক লোকজনের আমদানী এবং মালামালের ধানচাল প্রভৃতির বেশি হিড়িক! সুতরাং গাড়ি সেখানে বেশীক্ষণ ধরে। ঐ জনরব এবং গোলমালে বাবাজীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তখন চৈতন্য হলো। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, 'ভায়া! এ কোথায় আসা গেল?'

জ্ঞানানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, "দাঁদা, এ কিছুই বুঁঝ্তে পাঁচ্চি নাঞ।"

"পান চুরুট, পান চুরুট! ডাব চাই! সীতাভোগ, মিহিদানা, চাই বর্দ্ধমেনে খাজা!"

"বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান!!"

এই কথা শুনে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'এটা কোন্ ষ্টেশন বাবু?"

বিক্রীওয়ালা। "মশায়! এটা বর্দ্ধমানরাজ; সীতাভোগ, খাজা, জলপান কিঞ্চিৎ চাই?"

প্রেমা। বাপু, 'এখানে গঙ্গাজল পাওয়া যায়?'

বিক্রীওয়ালা। (প্রভুর চেহারা দেখিয়া) প্রভু এ স্থানে কি গঙ্গাজল মিলে? এখানে সমস্তই পুকুরের জল ব্যবহার হয়।

প্রেমা। আচ্ছা তবে থাক্ বাবু।

জ্ঞানা। দাঁদা, শুনেছি, বর্দ্ধমানরাঁজটা অঁতি সুঁন্দর স্থাঁনঞ; রাঁজার কাঁণ্ড কাঁরখাঁনা, ঠাঁকুঁরবাঁড়ী, দেঁবালয়ঞ অঁতিথশাঁলা প্রঁভৃতি নাঁনারঁকম পুণ্যাহঁ কাঁর্য্য আঁছেঞ এঁবং তাঁহাঁর সঁহিতঁ রাঁজারঁ নিজ আঁমোঁদেঁর জন্যঁ গোঁলাবঁ বাঁগ পঁশুশাঁলা, কাঁচেঁর ঘঁর প্রভৃতি নাঁনারকঁম দ্রষ্টব্য জিনিষঁ আছেঞ এঁবংঞ আরওঁ শুনিয়াছি পূর্ব্ব রাঁজাদিঁগেঁরঞ খোঁদিতঁ অঁতি বিঁস্তৃতঁ পুঁষ্করিণী আঁছেঞ। এই সমস্ত আমাদিঁগেঁর দেঁখাঁ নিতাঁন্ত আবঁশ্যকঞ; যঁখনঞ এতঁদূর এসেছি তঁখঁন এজীবনে বোধ হঁয় আর হবে নাঞ।'

প্রেমানন্দ বল্লেন, 'ভায়া! যাঁহাদিগের দর্শনপ্রার্থনায় এত দূর কষ্ট করে আসা গেছে, তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনই মোক্ষ; যদি প্রভুর ইচ্ছায় বেঁচে থাকা যায়, প্রত্যাগমনের সময় এই সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া নয়নের সার্থকতা লাভ করে স্বদেশে যাব।"

রেলওয়ের গাড়ি টুং টাং শব্দে সেখান থেকে ছাড়লে। জ্ঞানানন্দ বাবাজী কথঞ্চিৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে নিজ খোনা আওয়াজে বেঞ্চির উপর শুয়ে একটি গান ধল্লেন।

"যঁদি গৌর কৃপাঁ কঁর আমায় আঁপনার গুণে।
জগাই মাধাই উদ্ধারিতে স্থান দিলে শ্রীচরণে ॥
যঁদি প্রভু কৃপাঁ কঁরে স্থান না দাও রাঙ্গা চরণে;
এ নামে কঁলঙ্ক রবে তোঁমার এ তিন ভুবনে ॥"

এইরূপ গান কর্‌তে কর্‌তে শামুক থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে 'দীন দঁয়াময় প্রভু তোঁমার ইচ্ছা' বলে শয়ন কল্লেন। ক্রমে রেলগাড়ি মধ্যবিত ছোট ছোট ষ্টেশনে দু এক মিনিট থেমে পূর্ব্বকার মত দু অ্যাক্‌জন গরীব রকমের বিক্রীওয়ালা দুটা একটা ডাক দিয়ে চলে গ্যাল। চাপরাসীরা রেলকাটা ঘন্টায় আওয়াজ দিলে, আরোহী অতি কম! বোধ হয় কোন ষ্টেশনে এক জনও হয় না। এই রূপে গাড়ি যেতে যেতে জামালপুরে গিয়ে পৌঁছলো। পাঠকগণ! জান্‌বেন এর মধ্যে এমন কোন বিশেষ ষ্টেশন নাই যার বর্ণনা আমরা করি। বাবাজীদের নামিবার অবকাশ নাই। ক্রমে গাড়ী জামালপুরে এসে পৌঁছেচে; জামালপুরে গাড়ি অন্তত আধ ঘণ্টা অবস্থান কর্‌বে; কারণ জামালপুর ষ্টেশনে ইঞ্জিন, কয়লা জল ইত্যাদি বদল কত্তে হবে। ইত্যবসরে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজী গাড়ি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একবার ষ্টেশন এবং পাহাড় পর্ব্বত আদির দৃশ্য দর্শন কত্তে গেলেন। গাড়ী অনেকক্ষণ সেখানে থামে। বাবাজীরা ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, লালপেড়ে সাড়ি পরা, হাতে একগাছি সাদা শাখা, এক হাতে রুলি একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। "ওমা আমার কি হলো, খোকার গলার মাদুলি কৈ এবং সম্পূর্ণ কোথায়? ও পিসি! অ্যাক্‌বার দ্যাখ্! মেয়েটা এই যে খোকার হাত ধরে বেড়াচ্ছিল; ও সম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ" বলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কত্তে লাগ্‌লো। বাবাজীরা আপন কম্পার্টমেন্টে এসে উপস্থিত হয়ে গাড়ির কাটা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লো গাড়ি পূর্ব্বেকার মত হস্ হস্ হস্ করে চলেচে।

বাবাজীরা যে সকল মহাত্মারা ছ্যোলেব্যালা কল্‌কেতার চিনে বাজারে কম স্যার! গুড্ শপ্ স্যার! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি!" বলে সমস্ত দিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এম্‌টি হাউস, সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েন্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাত্‌ড়ান, আরসুলার কাঁচপোকার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে "দি এষ্টেসন মাষ্টার" হয়ে পড়েছেন—যে সকল ভদ্রলোক অ্যাকবার রেলওয়ে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে অ্যাকবার মাত্র এই মহাপুরুষরা কন্‌ট্যাক্‌টে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্ম্মচারীদের সর্ব্বদাই কম্‌প্লেন করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট জ্যান "পুলিসম্যানের"ভয়েই এগুতে ভয় করেন, শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনেন নাই, কেবল লাল সাদা গ্রীন্ সিগ্‌ন্যাল—এষ্টেসন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু। ও আগেই স্বজাতির অপমান কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর!

জামালপুর-টানেল অর্থাৎ পাহাড় ভেদ করে অ্যাকটা রাস্তা, য্যামন আমাদিগের দেশে মস্ত খিলানওয়ালা বাড়ীর নীচে দিয়ে অনেক দূর যেতে হয়, টানেল সেই প্রকার। তবে বাড়ীর মধ্যে জল পড়ে না, ইহার উপরিস্থিত নদ নদী, বৃষ্টির জল এবং পাহাড়ের ঝরণা প্রভৃতির জল তাহার ভিতর চুয়াইয়া পড়ে, তাহাকেই টানেল কহে। সেই টানেল ভেদ করবার সময় জ্ঞানানন্দ বল্লে, "দাঁদা এ কি আশ্চর্য্য, দিনে রাত্। মেঁঘ নাঁঞি, বৃষ্টি নাঁঞি, এঁত অঁন্ধকাঁরের ভিতঁর কোঁথায় যাঁচ্ছিঞ?"

প্রেমানন্দ বল্লে, "ভাই, এটা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; তবে আমি শুনেছিলাম যে, তিন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটি রাস্তা আছে, এটা তবে তাই বুঝি। আহা! ইংরাজ বাহাদুরদিগের কি অসীম ক্ষমতা, আমাদের পূর্ব্বেকার রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কথিত আছে, বাষ্পীয় রথ এবং নানাপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার, যেমন হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনা, সাগর বন্ধন ইত্যাদি মহা মহা ব্যাপার আছে, তাহা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কদাচ কোথাও শোনাও যায় নাই, দেখাও যায় নাই। ধন্য ইংরাজের বলবুদ্ধি! প্রভু, সকলই তোমার ইচ্ছা!" এই বল্‌তে বল্‌তে পুনরায় নিদ্রায় অভিভূত হলেন। গাড়ী মধ্যবিত এষ্টেশনে মাঝে মাঝে থেমে একেবারে মোগলসরাই এষ্টেশনে এসে পৌছলো। পৌছামাত্রই পুলিশম্যান, টিকিট কল্‌েক্টর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ম্যাথর, সুইপার, এবং যাহারা গাড়ীর সমস্ত তদন্ত করেন, নিকটবর্ত্তী হয়ে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। বাবাজীরা নিজের পোটলা পুটলী নিয়ে অতি যত্নের সহিত হুকো কলকে ইত্যাদি কোন জিনিষের ভুল না হয়, সমস্ত দ্রব্য নিয়ে প্লাটফরমে রেখে হাফ্ ছাড়লেন। প্রেমানন্দ বল্লেন, 'হা প্রভু বিশ্বনাথ! এই বার যদি অদৃষ্টক্রমে আপনার দর্শন পাই, এখনো বল্‌তে পারি নে, যতক্ষণ কাশীধামে পৌছে আপনার মস্তকে গঙ্গাজল বিল্বপত্রাদি ছড়াইয়া প্রণিপাত না কত্তে পারি।'

সেখানে নৌকার মাজি, মুটে, গঙ্গাপুত্র, পাণ্ডা, পূজারী ইত্যাদি আপন আপন খাতা সঙ্গে নিয়ে কলিকাতাবাসী এবং অপরাপর দেশের বাবুদিগের পিতৃপিতামহাদি চৌদ্দপুরুষের নাম স্বাক্ষরিত উইকাটা খাতা, কোনখানা বা সাদা কাগজ, কোনখানা বা হল্‌দে কাগজ, কাহার বা লেখা বোঝা যায় কাহার বা পড়া যায় না, এইরূপ বাপ পিতামহের নামধাম জিজ্ঞাসা করে আপনাপন যজমান সংগ্রহ কচ্চে। নৌকাওয়ালারা এদিকে পুটুলি নিয়ে টানাটানি কচ্চে; কাহার পুটুলি এ নৌকা হতে ওদিকে গেছে; কাহার বা অজ্ঞাতসারে কে নিয়ে গেল, টের পাওয়া গেল না, পরে ভাড়ার জন্য নৌকাওলাদের সহিত গোলযোগ কত্তে কত্তে ব্যাসকাশীতে অর্থাৎ যাকে রামনগর বলে যাকে, কাশীর ওপার, হয় ত সেইখানেতেই অবস্থিতি কত্তে হলো। অনেক আকিঞ্চন এবং টানাটানির পর একখানি ময়ূরমুখওয়ালা নৌকা পেয়ে পরমানন্দে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ সমস্ত দ্রব্যাদি নিয়ে নৌকায় উঠ্‌লেন।

নৌকোয় আরোহণ করে গঙ্গার জল হস্তে নিয়ে আপন আপন শিরে ছড়িয়ে "সর্ব্বতীর্থময়া গঙ্গা সদ্য দুঃখবিনাশিনী, সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাংগতি। মাতঃ ভাগীরথি!" এই কথা বলে কাশীর ওপারে প্রস্তরনির্ম্মিত অতি উচ্চ অট্টালিকা এবং ঘাটের সিড়ি সকল দর্শন করে জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীকে বল্‌চেন, দাঁদা! উঃ কতঁ উঁচুঁ বাঁড়ি সকঁলঞ, আরঁ কতঁ প্রশস্ত ঘাঁট কঁলিকাতাঁয়ঞ কিঁম্বা অঁন্যান্য দেঁশে দ্যাখাঁ গেঁছে বঁটেঞ কিন্তু এঁরূপ নয়ঞ।

প্রেমানন্দ বল্লেন, 'ভায়া! দেখ পাহাড়ে দেশ, এ স্থানে মৃত্তিকা অতি বিরল; সুতরাং পাথরের বাড়ি, পাথরের ঘাট, পাথরময় কাশী, সমস্তই পাথরের।' এই কথা বল্‌তে বল্‌তে দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো উত্তীর্ণ হলো; বাবাজীরা নৌকো থেকে অবতীর্ণ হতে না হতে পূর্ব্বেকার মত পূজারি পাণ্ডা, কুলি ও যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি সকলে নৌকোর নিকটে এসে কেউ বা পুঁটুলি টান্‌চে, কেউ বা জিজ্ঞাসা কচ্চে 'মশাই, কোথা থেকে আসা হচ্চে, আপনি কার যজমান, কার ছেলে, নিবাস কোথায় পরিচয় দিন, তা হলে আমরা সকলেই জান্‌তে পার্‌ব যে, আপনি কার যজমান।'

প্রেমানন্দ বাবাজী বল্লেন, মহাশয়! আমি অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন, সুতরাং আমি জ্ঞাত নই যে, আমার বাপ পিতামহ কখন কাশীতে এসেছিলেন কি না? কারণ তখন নৌকোতে আস্‌তে হতো এবং আমার এমন কেউ নেই যে, আমাকে বলে দিয়ে থাক্‌বে যে, ফলনা অমুক তুষুক। অতএব আমি আর কিছুই জানি না।"

ইহাদিগের দলমধ্যস্থ এক জন অতি বলবান পুরুষ বল্লেন, 'তবে এ যজমান আমার, আমি একে সুফল দান কর্‌ব।' এই কথা বলে তিনি আপন ঝুলি হতে নারিকেল, আতপ চাল ইত্যাদি বাহির

করে বাবাজীদের হাতে দিয়ে বল্লেন, 'আপনারা সমস্ত দ্রব্য এই খানে রাখুন এবং তাহার সঙ্গী গুন্ডাদিগকে বল্লেন, দেখো খুব খবরদার।' অন্য অন্য পাণ্ডা প্রভৃতি পূজারিদ্বয় যেন অতি দীন হীন নেড়ী কুকুরের মত তফাৎ থেকে বিদ্রূপ টিটকিরি ইত্যাদি কত্তে লাগ্‌লো; পাণ্ডাজী নিজের গায়ের পাঞ্জাবী আস্তেন জামা এবং পাগ্‌ড়ীটি গঙ্গাতীরে রেখে বাবাজীদিগকে গঙ্গার জলে দাঁড় করিয়ে যথাযোগ্য মন্ত্রপূত কল্লেন এবং বল্লেন, 'সুফলের দক্ষিণা দিয়া মণিকর্ণিকার জলস্পর্শ কিম্বা অবগাহন করে চল বাবা বিশ্বনাথজীর পূজা কর্‌বে। পূজা ষোড়শোপচারে হইবে না মধ্যবিত?'

বাবাজীরা বল্লেন, "আমরা অতি দীন হীন গৃহস্থলোক, আমরা কি ষোড়শোপচারে বাবার পূজা কত্তে পারি? এর মধ্যে যেরূপ হয়, সঙ্ক্ষেপে বাবার যথাযোগ্য পূজা আপনি আমাদের করিয়ে দিবেন।"

পাণ্ডাজী বল্লেন, 'চলো চলো।'

বাবাজীরা আপন আপন তল্পি তাল্পা নিয়ে পান্ডাজীর সুশিক্ষিত গুন্ডাদ্বয় স (মবি) ভ্যারে বাবার মন্দিরে অবতীর্ণ হয়ে 'বাবা বিশ্ব নাথ' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কল্লেন। পাণ্ডাজীর কৃপায় ফুল বিল্বপত্র, গঙ্গাজল ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য আয়োজন করা হয়েছে। বাবার পূজা করিয়ে তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়ে 'বাসা কি আমাদের বাড়ীতে লওয়া হবে, না আপন ইচ্ছায় করে নিবেন। আস্থা আমার সঙ্গে এসো' এই বলে বাবাজীদের সঙ্গে নিয়ে তিন দিবসের জন্য একটি দোকানে এসে ঘর ভাড়া করে দিলেন।

বাবাজীরা লুচি এবং মিষ্টান্নভক্ত বেশী; সুতরাং ভাতের প্রত্যাশা রাখেন না। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে কাশীর সমস্ত দেখে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন। একজন যাত্রাওয়ালা বাবাজীদের নূতন চেহারা দেখে এসে বল্লেন, 'আপনারা নতুন এসেছেন, বোধহয় আজ কিম্বা কাল। আপনাদের এখনো কিছু দেখা হয় নাই! আসুন, আমি আপনাদের নিয়ে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিই। আপনারা কি এই বাড়িতে থাকেন? এই কথা বলে যাত্রাওয়ালা নিজ দলস্থ দু একটি সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে দিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। এই দেখুন বাবা বিশ্বনাথের মন্দির রাজা রণজিত সিংহের নির্ম্মিত, এই দেখুন সান্ডায়াল—এই অন্নপূর্ণার মন্দির।

এইবার চলুন দুর্গাবাড়ী দর্শন করে আস্‌বেন। দুর্গাবাড়ী এই স্থান হতে কিঞ্চিৎ দূর; অতএব আপনারা পোটলা পুটলি যা কিছু আছে, সেই সমস্ত সমিভ্যারে নিয়ে চলুন। কারণ এ স্থানে কার কাছে রেখে যাবেন।

যাত্রাওয়ালার কথা অনুযায়ী বাবাজীরা আপন পুটলি এবং জীবন সর্ব্বস্ব হরিনামের ঝুলি এবং মালা, যাহার ভিতর খুঁজিলে বোধহয় একখানি মনোহারির দোকান সমেত অবস্থিতি করে; চাই কি সময়ে দুটা চারটা মিষ্টান্নও পাওয়া যায়! কারণ যদি হরিনাম কত্তে কত্তে গলা শুকিয়ে উঠে, এক আধটি বদনে ফ্যেলে দিয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলে জল পান করে থাকেন।

যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে বাবাজীরা দুর্গাবাড়ী দর্শনে যাত্রা কল্লেন। পরে দুর্গাবাড়ীর বানরের উৎপাতে এবং যাত্রাওয়ালাদের কৃপাতে বাবাজীদের দুর্দ্দশার কত দূর শেষ হলো, সে কথা আর আমরা অধিক লিখিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

টীকাসূত্র

টীকাসংখ্যা

২. *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৩৮৯, পৃ. ১০২।

১৭.'হুতোম প্যাঁচা—একটি বিতর্ক', সত্যব্রত দে, *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ. ২৮।

১৮. *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, ভূমিকা।

২০. জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'হুতোম প্যাঁচা কে এবং কেন' প্রবন্ধের শীর্ষটীকা, সুকুমার সেন, *দেশ*, ৩৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২৯. ৩. ১৯৬৯।
রাজ্যেশ্বর মিত্র, পাঠকের চিঠি, *দেশ*, ৩৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১৯. ৪. ১৯৬৯।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ, পরেশচন্দ্র দাস, কলিকাতা ১৯৮৫, পৃ. সংযোজন-১৩।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব, সম্পা., ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা ১৩৯১।

২৩. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ. ৪৮।

২৪. *কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা*, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, সম্পা. দেবাশিস বসু, কলিকাতা ১৯৯১, পৃ. ১৬৫।

২৫. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, পৃ. ৪৯।

৩০. *সেকালের দারোগার কাহিনী*, গিরিশচন্দ্র বসু, সম্পা. অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ. ১৬৫।

৪৪. দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, দুর্গাচরণ রায়, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃ. ৫৮৬-৮৭।

৪৬. *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, পৃ. ২৭।

৫০. *কলিকাতার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৪৯।

৫২. 'জীবনকথা', ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৯৯, পৃ. ৮৭।

৫৩. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১৭৭২ শক।

৫৪. *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, পৃ. ১৫-১৬।

৬৩. *দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন*, পৃ. ৩৬২।

৬৮. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী* ও প্রথা, পৃ. ২৯।

৭৫. *The Bengal Directory and Annual Register for 1858*, Samuel Smith and Co., Calcutta 1858, Part I, p. 136.

৭৯. *Krsi = Parasara*, Ed & Tran. Girija Prasanna Majumder and Sures Chandra Banerji, The Asiatic Society, Work no. 285 Issue no. 1579, p. X.

৮০. *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ১৩৯৩, পৃ. ১২।
আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু, কলিকাতা ১৯৬১, পৃ. ৭।

৮৬. *দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন*, পৃ. ৪৮৬।

৮৭. *আমার দেখা কোল্‌কাতা*, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৮৭, পৃ. ৯২-৯৩।

৯৮. *কলিকাতার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৫০।

১০৭. *দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবন চরিত*, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃ. ৬২।

১১৬. *আমার দেখা কোল্‌কাতা*, পৃ. ১০৪।

অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি, সম্পা. অরুণকুমার মিত্র, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ. ৯২।

১১৭. *The Prince in India, and to India by an Indian*, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উদ্ধৃত *কলিকাতার কথা*, প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতা ১৯৩৫, ক্রোড়পত্র 'গ', পৃ. ৩৮।

১৩৮. *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪২. 'নীল-দর্পণ', *দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ*, কলিকাতা ১৩৮০, পৃ. ১০।

১৫৯. *Calcutta Almanac and Book of Direction for 1858*, Sanders, Cones & Co., Calcutta 1858, Part II, pp. 10-11.

১৬৪. *পুরানো কথা* (২য় খণ্ড), চারুচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ১৯৬৬, পৃ. ৩৭।

'আরণ্যক', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৫ম খণ্ড), কলিকাতা ১৩৮৪ পৃ. ৯৭-৯৮। 'পুরানো কথা', যমদত্ত (যতীন্দ্রমোহন দত্ত), *বসুধারা*, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৪ পৃ. ৩৯১।

১৬৬. *সচিত্র গুলজার নগর*, ভাঁড় (কেদারনাথ দত্ত), সম্পা. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ. ৫৩।

১৬৭. *The Plays of Beaumont and Fletcher*, E.H.C. Oliphant, New York 1970, pp. 256-65.

The Oxford Companion to English Literature, Ed. Margaret Drabble, Oxford, 1985.

১৬৯. *Hobson-Jobson*, Yule & Burnell, London, 1903.

১৭৫. *দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন*, পৃ. ৩৬০।

১৭৮. *কলিকাতার কথা*, ক্রোড়পত্র 'ঙ', পৃ. ৬৪-৬৫।

১৮০. *Rural Life in Bengal*, (Colesworthy Grant), London 1860, pp. 5-6.

১৮৪. 'সেকালের কলকাতায়', *হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রবন্ধ সংকলন*, সম্পা. দেবীপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা ১৯৯০, পৃ. ১৭৮।

১৮৮. *কলিকাতার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১১৩।

১৯৪. 'জাল প্রতাপচাঁদ', সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সঞ্জীব রচনাবলী*, সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃ. ১৪৬।

২০০. *নদীয়া-কাহিনী*, কুমুদনাথ মল্লিক, সম্পা. মোহিত রায়, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯৩-৯৪।

A Bengal Zamindar Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times 1808-1888, Nilmani Mukherjee, Calcutta 1975, p. 327.

২০২. *Rural Life in Bengal*, p. 5.

২০৩. ibid, pp. 4-5.

২০৪. 'সেকালের বারোয়ারি', ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, *উপাসনা* ৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১৪, পৃ. ৫২৪-২৫।

২০৫. 'কলিকাতার আট বাবু', ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্মা, *প্রাচীন কলিকাতা*, সম্পা. নিশীথরঞ্জন রায় অশোক উপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৯০, পৃ. ২০৫-৬।

২০৮. *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব*, পৃ. ১৮৯।

২১৩. 'জোড়াসাঁকোর ধারে', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃ. ২৩৪।

২১৫. *অক্ষয় মালবেরি*, মণীন্দ্র গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৪।

২২১. *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী*, সম্পা. ভবতোষ দত্ত, কলিকাতা ১৯৫৮, পৃ. ১২৭।

২২২. *কলিকাতার কথা*, পৃ. ১৪৭-৪৮।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৭৭, পৃ. ৫৬।

২২৬. *শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ*, সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩২৪, পৃ. ১৪০।

কবিজীবনী, পৃ. ১৪৩।

২৩৪. 'কথকতার নানা কথা', গৌতম ভদ্র, *সংস্কৃতি বিষয়ক যোগসূত্র*, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১৮৫।

২৪১. 'জামাই বারিক', *দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ*, পৃ. ৩২৩।

২৪৬. 'কথকতা পাঠকতা', রমাকান্ত চক্রবর্তী, *সংস্কৃতি বিষয়ক যোগসূত্র*, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১২৫।

২৫০. 'সুরধুনী কাব্য', দীনবন্ধু মিত্র, *দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী* (২য় খণ্ড), সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা ১৩৫৯, পৃ. ১২৩।

২৬৪. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, পৃ. ৮১।

২৭১. *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, পৃ. ১০৬।

২৭৩. *Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Words*, F. E. Pargiter. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, no. 5, Calcutta 1923.

২৭৫. 'পতিতোদ্ধার' প্রসঙ্গ কথা, দেবাশিস বসু, *এক্ষণ*, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃ. ২০৭।

২৭৭. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, পৃ. ১-২।

২৭৯. তদেব, পৃ. ৬১।

সচিত্র গুল্‌জার নগর, পৃ. ৩৫-৩৬

২৮০. *Encyclopaedia Asiatica*, New Delhi 1976, p. 569.

২৮৪. *যন্ত্রকোষ: প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ এবং অন্যান্যদেশীয় সঙ্গীত যন্ত্রসমূহের বিবরণ*, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কলিকাতা ১৭৯৭ শক, পৃ. ৫৩-৫৪।

২৯০. *মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী* (১ম খণ্ড), কোচবিহার ১৩২৭, ভূমিকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড): অপরার্ধ, সুকুমার সেন, কলিকাতা ১৯৭৫, পৃ. ৪৫৭।

২৯৪. 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ মিত্র, *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ১১৫।

২৯৬. 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়', প্যারীচাঁদ মিত্র, *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ১৪২।

২৯৭. তদেব, পৃ. ১৪২।

'প্রাচীনদের চোখে শারদোৎসব', হরীন্দ্রনাথ দত্ত, *'কলকাতা পুরশ্রী'*, আশ্বিন ১৩৯১, পৃ. ৫৯।

২৯৮. *বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় টপ্পা/শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এবং গোপালচন্দ্র দাস উড়ে ও কৈলাসচন্দ্র বারুই প্রভৃতির গীত সমূহ নানাবিধ চুটকি সুর সম্বলিত একত্রে*, কলিকাতা ১২৮২, পৃ. ৯।

৩০০. *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়*, পৃ. ১৪৪।

৩০২. 'কলকাতার পল্লীগ্রাম: তালিকার সন্ধানে', দেবাশিস বসু, *কলকাতার পুরাকথা*, সম্পা. দেবাশিস বসু, কলিকাতা ১৯৯০, পৃ. ৩২৪-২৫।

৩০৫. *বংশ-পরিচয়* (৭ম খণ্ড), জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, কলিকাতা ১৩৩৫, পৃ. ১৯৫-৯৬।

৩০৬. *অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ*, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৯৯।

৩১৪. *দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন*, পৃ. ৫৪২।

৩১৯. *Hobson-Jobson*, p. 705.

৩২১. *The Anglo-Hindustani Hand-Book; or Stranger's Self-Interpreter and Guide to Colloquial and General Intercourse with the natives of India*, Calcutta, 1850, 'Khir, kee, dar-pug, ree'.

৩২৩. *আসল বিদ্যাসুন্দর টপ্পা*, ৺গোপাল উড়ের প্রণীত, কলিকাতা ১৩২৩, পৃ. ২৩।
আসল বিদ্যাসুন্দর টপ্পা, ৺গোপাল উড়ের প্রণীত, কলিকাতা ১৩৩১, পৃ. ২৩।

৩২৭. *কবিজীবনী*, পৃ. ৪৩২।

৩৪৩. 'মাছ', *থোড় বড়ি খাড়া*, কল্যাণী দত্ত, কলিকাতা ১৯৯২, পৃ. ৩৯।

৩৪৪. *A Bengal Zamindar*, pp. 209-10.

৩৪৬. *কলিকাতা দর্পণ* (১ম পর্ব), রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা ১৯৮৮, পৃ. ২৯৩।

৩৫৯. 'ভগবতীর পলায়ন', *আমরা কি ও কে*, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৩৪।

৩৬০. *তীর্থ ভ্রমণ*, ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, সম্পা. নগেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ১৩২২, পৃ. ১৩।

৩৬২. 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (২য় খণ্ড), কলিকাতা ১৯৮১, পৃ. ১৩১।

৩৭৪. *বঙ্গীয় শব্দকোষ*।

৩৭৫. 'হারুন্দের কথা', *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃ. ৪৩।

৩৭৬. *জাল প্রতাপচাঁদ*, পৃ. ১৭২।
জাল রাজার কথা বর্ধমানের প্রতাপচাঁদ, গৌতম ভদ্র, কলিকাতা ২০০২।

৩৮০. *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়*, অক্ষয়কুমার দত্ত, (২য় ভাগ), সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৭৮-৭৯।

৩৮৩. *কায়স্থ কারিকা ও বংশাবলি*, কায়স্থকুল-সংরক্ষিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮৯৭, পৃ. ১২।

৩৮৪. *আত্মচরিত*, পৃ. ৩২।

৩৮৭. *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়*, পৃ. ৮১।

'দেবতা ও মানুষ একই', সম্পাদক [উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন], *মন্দার-মালা*, ৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৩, পৃ. ৮৫।

৩৯৩. *ভোলানাথ চন্দ্র*, মন্মথনাথ ঘোষ, উদ্ধৃত *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* ১৮৪০-১৯০৫ (১ম খণ্ড), সম্পা. বিনয় ঘোষ, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ৫০৬।

৩৯৪. *পুরাতন প্রসঙ্গ*, বিপিনবিহারী গুপ্ত, সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৪।

৩৯৬. *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, পৃ. ১৭১।
'জনৈকা গৃহস্থবধূর ডায়েরী', কৈলাসবাসিনী দেবী, *এক্ষণ*, শারদীয়া ১৩৮৮।

৩৯৮. 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', *পথ*, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১১-১৪।

৪১৩. *Life of Maharaja Sir Jang Bahadur Rana of Nepal*, Padam Jang Bahadur Rana, quoted. 'Nepal and the Indian Mutiny 1857-58', Kanchanmoy Majumdar, *Bengal Past & Present*, vol. LXXXV. part I, 1966.

৪২১. হিন্দুর পুনরুত্থান', ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী (রাজেন্দ্রনাথ দত্ত), *সাহিত্য সংহিতা*, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৫, পৃ. ৩৬৭।

৪২৫. *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ১৭।

৪২৯. *নদীয়া-কাহিনী*, পৃ. ২৮১।

'নিজের কথা', অম্বিকাচরণ গুপ্ত, *প্রজাপতি*, ৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, পৌষ ১৩১৯, পৃ. ২৩৭-৩৮। সুরধুনী কাব্য, পৃ. ৯০।

৪৩০. *কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা*, পৃ. ১৫২।

৪৩৫. *Madras Athenaeum*, 6. 11. 1858.

৪৩৯. *Hindoo Patriot* 2. 7. 1859.

৪৪১. ঐ, 3. 9. 1859 ও 2. 6. 1859.

৪৪৪. *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, 27. 8. 1861.
মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, মন্মথনাথ ঘোষ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৮৫, পৃ. ৪৮।

৪৪৫. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (২য় খণ্ড), পৃ. ১৪৫।
মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, পৃ. ৪১।

৪৪৬. 'কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম', রমেশ চন্দ্র বসু, *ভারতী*, কার্ত্তিক ১৩১০, পৃ. ৬৯৫।

৪৫০. *সেকালের দারোগার কাহিনী*, পৃ. ৮৩।

৪৫৩. *সাংবাদিক-কেশরী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়*, গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা ১৯৮৮, পৃ. ১৯৯।

৪৬৩. 'নীল দর্পণ', দীনবন্ধু মিত্র, *দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী* (১ম খণ্ড), সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা ১৩৬৬, ভূমিকা।
'পূর্ব্বকথা', ললিতচন্দ্র মিত্র, *রায় দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা ১৯০১।
'কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গ', অমূল্যচরণ সেন, *অর্ঘ্য*, ২ কল্প ১ খণ্ড, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ. ৩৫।

৪৬৫. 'বঙ্গে নীল', দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, *সাহিত্য*, কার্তিক ১৩০৮, পৃ. ৪০৬।
'নীল-দর্পণ', *দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী* (১ম খণ্ড), ভূমিকা।

৪৬৭. *সেকালের লোক*, মন্মথনাথ ঘোষ, কলিকাতা ১৩৪৬, পৃ. ১৩৮-৪১।

৪৬৮. *সমাচার দর্পণ* ১৬. ২. ১৮৩৩, উদ্ধৃত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (২য় খণ্ড), সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃ. ৫৪১-৪২।

৪৭১. *সেকালের লোক*, পৃ. ১৩৯।

৪৭২. পতিতোদ্ধার, পৃ. ১৭৯-২০৯।

৪৭৯. *পুরাতন প্রসঙ্গ*, পৃ. ৩-৪।

৪৮১. *আমার দেখা কোলকাতা*, পৃ. ২৩৮-৪০।

৪৮২. *আপন কথা*, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৮৮, পৃ. ৬৩।

৪৮৬. 'History of the Press in India', S. C. Sanial, *The Calcutta Review*, January 1911, p. 35.

৪৯৪. *Stray Thoughts on Spiritualism*, Peary Chand Mitra, Calcutta 1880, pp. 4-5.

৪৯৮. 'স্মৃতিকথা', জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, *এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৯৭, পৃ. ৬।

৫০৪. *দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবন চরিত*, পৃ. ৮০-৮১।

৫০৭. *আলালের ঘরের দুলাল*, পৃ. ৬২।

৫০৮. *কিছু কিছু বুঝি*, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৮৬৭।

৫০৯. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী* ও প্রথা, পৃ. ১১৮।

৫১০. *ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক পুনর্ম্মুদ্রিত, পৃ. ১৭।

৫১১. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ. ১৮১।

৫১২. *শান্তিপুর-পরিচয়* (২য় খণ্ড), কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৩৪৯, পৃ. ১৫০-৬৩।

নদীয়া-কাহিনী, পৃ. ৭০।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (৩য় খণ্ড), বিনয় ঘোষ, কলিকাতা ১৩৬৬, পৃ. ১৮৩।

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (১ম খণ্ড), সুধীরকুমার মিত্র, কলিকাতা ১৩৬৮, পৃ. ২১৮।

৫২০. 'সেকালের বারোয়ারি', পৃ. ৫২৮।

ঐ, *উপাসনা*, ৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা চৈত্র ১৩১৪, পৃ. ৫৩৮।

'ভিক্ষা', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী* ('বিবিধ' খণ্ড), সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা ১৩৫৭, পৃ. ২৯১।

৫২১. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, পৃ. ৮০-৮১।

৫৪৪. 'ব্রজবিলাস', [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর], *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, সম্পা. দেবকুমার বসু, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৫১০-৫১২।

৫৪৫. *বাংলা প্রবাদ*, সুশীলকুমার দে, সম্পা. ভবতোষ দত্ত তুষার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৯২, পৃ. ৩৮।

৫৪৭. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, পৃ. ৫৯।

৫৫৬. *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, পৃ. ১৬৫।

৫৫৭. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, পৃ. ৫৫।

৫৫৮. তদেব, পৃ. ৬৬।

৫৬৩. *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, & c.*, Part II. Loke Nath Ghose, Calcutta 1881, p. 244.

বাংলা প্রবাদ, পৃ. ২৩৪।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৩৫।

৫৬৫. *ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী* (২য় খণ্ড), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, পৃ. ৬৭।

৫৬৬. 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রবাসী*, মাঘ ১৩১৮।

৫৭০. *হাওড়া জেলার লোক-উৎসব*, তারাপদ সাঁতরা, পানিত্রাস ১৩৬৯, পৃ. ৮৮।

৫৭১. 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে', কালিদাস মৈত্র, প্রকাশ ১৮৫৫, পুনর্মুদ্রণ, *কৌশিকী* ১৯৯৭, পৃ. ২৪।

৫৭৪. *বংশ পরিচয়* (ষষ্ঠবিংশ খণ্ড), জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃ. ২২১।

৫৮১. *The Oxford Companion to English Literature*.

৫৮৩. *তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র* (১ম খণ্ড), কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী, রিষড়া ১৩৮২, পৃ. ১৪৬।

'হীরা-বুলবুল', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (?), *রঙ্গালয়*, ১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, জুলাই ১৯০১, পৃ. ৫

'সেকালের বারোয়ারি', *উপাসনা* ৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩১৪, পৃ. ৫৪২।

৫৮৪. 'পিতা-পুত্র', অক্ষয়কুমার সরকার, উদ্ধৃত. *বঙ্গীয় নাট্যশালার* ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৫৩, পৃ. ৭৩।

৫৯১. *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, পৃ. ৩০।

৫৯৮. 'স্মৃতির অর্ঘ্য', বসন্তকুমার পাল, প্রকাশ ১৩৪৬, পুনর্মুদ্রণ, *কৌশিকী* ১৯৯৭, পৃ. ১৮৯।

৬২৬. *বিশ্বকোষ* (তৃতীয় ভাগ), নগেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ১৮৮৬-১৯১১, 'কবি'।
কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, পৃ. ৩০।
৬২৯. 'বাঙ্গালার প্রথম প্রাত্যহিক পত্র: "পরিদর্শক"', মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, *জন্মভূমি*, ১১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩০৯, পৃ. ৩১২-১৩।
৬৩৩. 'সেকালের কথা', শ্রীবৃদ্ধ, *প্রাচীন কলিকাতা*, পৃ. ২০১।
৬৩৯. বঙ্গীয় শব্দকোষ।
সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম খণ্ড), কলিকাতা, পৃ. ২২১।
৬৪০. 'Common Sexual Problems', Dr. Prakash Kothari, quoted. *Debonair*, September 1987, p. 85.
৬৪৫. *A Bengal Zamindar*, p. 271.
৬৬১. *যৎকিঞ্চিৎ*, প্যারীচাঁদ মিত্র, সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ৩১৩।
'স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র', দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, *কায়স্থ পত্রিকা*, ২৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ. ৩৮৬-৮৭।
The Life of Grish Chunder Ghose, Manmath Nath Ghose, Calcutta 1911, p. 61 & p. 46.
৬৬৬. *মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ*, পৃ. ৮৭।
৬৭১. *ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী* (২য় খণ্ড), পৃ. ৫২-৫৩।
৬৭৩. *Municipal Calcutta Its Institutions in their origin and growth*, Compiled. S. W. Goode, Edinburgh 1916, p. 308.
৬৯৩. *পুরনো লখনউ*, আবদুল হলীম 'শরর', অনুবাদক, মুনীরা খাতুন গুরুদাস ভট্টাচার্য, নয়া দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ১৩১-৩২।
'ইংরাজী শিক্ষার সূচনা', *বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর*, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৬৩, পৃ. ১৯।
৬৯৯. 'সমাজ কুচিত্র', নিশাচর [ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়], *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব* পৃ. ১৭২।

নির্ঘণ্ট
(ব্যক্তি নাম)

অওরঙ্গজেব, বাদশাহ ২৪২
অক্ষয়কুমার দত্ত ৯৯, ১৯৬, ২৩৭-২৩৯, ২৪৭, ২৬৫, ২৬৮
অক্ষয়কুমার সরকার ২৭৯
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৩৩-৩৪
অনাথকৃষ্ণ দেব ২১১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৮, ২৩৪, ২৬৪
অভয়চরণ মিত্র ২১৫
অমূল্যচরণ সেন ১২, ২৫৯
অমৃতলাল বসু ১৫, ১৯৩, ২৪০
অমৃতলাল মিত্র ২২৫
অম্বিকাচরণ গুপ্ত ২৪৭
অরুণকুমার মিত্র ১৫

আকবর, বাদশাহ ২১০, ২৮১
আনন্দচন্দ্র মিত্র ১২
আনন্দনারায়ণ ঘোষ ১২, ২৬৩
আপজন, এরন ২২৪
আফতাব চন্দ, মহারাজা ২১৪
আব্দুল হলীম 'শরর' ২৯৫
আলি ইবন মুসা-উর-রিজা ২১৩
আলি নখি ২১৩
আমীর বেগ ২০৮
আলীবর্দী খাঁ, নবাব ২০৯-১০
আশুতোষ দে ২১৫, ২১৯, ২২৮, ২৩০, ২৬৪-৬৫, ২৮৫
আশুতোষ শিরোরত্ন ২১৪
আসফ আলী খাঁ, নবাব ২৫২
অ্যালবার্ট, প্রিন্স ১৯১

ইডেন, অ্যাশলে ১০৫, ২৫৩, ২৫৮
ইব্রাহিম খান, নবাব ১৮১
ইম্পে, ইলাইজা ১৮২
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ১৮৭

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২, ৯৯, ২১০, ২৪৭
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ২৮৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৫, ৪৫, ৫৪, ৯৭, ৯৯-১০০, ১৭৭, ১৮১, ১৯৬, ১৯৮, ২৩৯, ২৪৪-২৪৬, ২৬০, ২৬৫, ২৬৮-৬৯, ২৭২-৭৩
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৯৯, ২৩৯, ২৪১
ঈশ্বরীপ্রসাদ, লালা ২৬৬-৬৭

উইলসন, ডাঃ ২৩৮
উইলসন, মিস ২৮৭
উড, চার্লস ১০৪, ২৫২-৫৩, ২৫৬
উদয়নারায়ণ, রাজা ২৮১
উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ ২৬১
উমেশচন্দ্র রায় ১৫৮, ২৮৬-৮৭

এডওয়ার্ডস, টমাস ২৪৫
এলিজাবেথ, কুইন ৮০
এহমদ, মৌলভী ২৯৫

ওয়াজিদ আলী শাহ, নবাব ২২, ৯৬, ১০১-০২, ২২৫, ২৪২, ২৪৩, ২৫১
ওয়েলস, মর্ডন্ট লসন ১৮, ২২, ১০১, ১০৩-০৬, ১১৭, ১৭৮, ২৫২, ২৫৮, ২৮৭

কংসনারায়ণ, রাজা ২৮১
কটন, ডাঃ জর্জ ২৫৬
কর্নওয়ালিস, লর্ড ১৮২, ২৩১
কবিকঙ্কণ *দেখুন* মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কবিকর্ণপুর ২৩২
কমলকুমারী, রানি ২৩৫
কমলকৃষ্ণ দেব, রাজা ২৪৩, ২৮৭
কমলমণি ২৪০
কমল বসু, ফিরিঙ্গি ২১২

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ২৩৫
কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ি ২১২
কল্যাণী দত্ত ২৩১
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান ২৬৭
কানাইলাল পাল ২৫১
কানাইলাল লাহা ১৮০
কান্ত নন্দী/ কান্তবাবু *দেখুন* কৃষ্ণকান্ত নন্দী
কালভিল ১৮
কালিদাস ২৫, ৯৯, ২১৪, ২৪৬
কালিদাস চক্রবর্তী ১৯৫
কালীকান্ত গাঙ্গুলি ২৬৫
কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী ১৭৮
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ২৩০
কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা ২৪, ২২৮, ২৩০, ২৪৩, ২৫২
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৬৮-৬৯
কালীচরণ ভট্টাচার্য ২১৩
কালীনাথ মুন্সী ২১৫, ২৬০
কালীপ্রসাদ দত্ত ১৪
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৯-১৫, ১৬-২১, ২২-২৬, ৩০, ৩৫-৩৭, ৯৩, ৯৬, ১১১, ১৭৭-১৮১, ১৯০-৯১, ১৯৬, ১৯৯, ২০৫, ২১১, ২১৯, ২২২, ২২৪-২৫, ২২৯, ২৩৩, ২৩৮-৩৯, ২৪৩-৪৪, ২৪৬-৪৯, ২৫২, ২৫৭, ২৫৯, ২৬১, ২৭২, ২৭৫-৭৭, ২৭৯, ২৮৩-৮৪, ২৮৬, ২৮৯-৯০, ২৯৫-৯৬
কালীমতী দেবী ২৪৪
কালীশঙ্কর ঘোষ ২১০
কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা ২৩৭
কাশীনাথ ১৯৩
কাশীনাথ মল্লিক ২৪৩
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ২৪৩
কাশীরাম দাস ৯৮, ২১৩
কাশীশ্বর মিত্র ২৪৮
কাষ্ঠ সাহেব *দেখুন* উড, চার্লস
কিনি-দে ২৩১
কিশোরীলাল প্রামাণিক ২৬৮
কুমুদকৃষ্ণ মিত্র ২৬১
কুমুদনাথ মল্লিক ২০৫, ২৪৮
কুলুইচন্দ্র সেন ২১০
কুঁ, ডাঃ ৯৩
কৃত্তিবাস ২৫, ৯৮, ২৪৫
কৃষ্ণকান্ত, পণ্ডিত ২৩৬
কৃষ্ণকান্ত নন্দী ২০৮, ২০৯
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজা ১৪৯, ২০৯, ২৩১, ২৬৩, ২৬৮, ২৮১, ২৮৩, ২৮৬
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ২৩৯
কৃষ্ণচরণ মিত্র ২১৫
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৩২
কৃষ্ণদাস পাল ৩০৩
কৃষ্ণধন দত্ত ২০২
কৃষ্ণনাথ নন্দী ১৯৪
কৃষ্ণপ্রাণ সিংহ ২৮৫
কৃষ্ণবল্লভ সেন (গুপ্ত) ২০৯
কৃষ্ণবিহারী সেন ২৬৭
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড ৯৫, ২২৫, ২৪০
কৃষ্ণমোহন বসাক ২১০
কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী ২৩৫
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ২৩৯
কেদার মিত্র ২২৩
কেশবচন্দ্র সেন ১২, ৫৪, ১১১, ১৯৮, ২২৯, ২৬৭
কেশে চাসাধোপা *দেখুন* কাশীনাথ
কৌটিল্য *দেখুন* চাণক্য
ক্যানিং, লর্ড ১৭-১৮, ৯৬-৯৭, ২৪১, ২৪৪-৪৫, ২৫১, ২৫৬-৫৭
ক্যানিং, লেডী ১৮
ক্যাম্পবেল, কলিন ২৪৫
ক্রফোর্ড, ডাঃ ২৫১, ২৫২
ক্লাইভ, লর্ড ২০৮-০৯, ২৩১
ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ১৭, ১৭৯
ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন ১১৩, ২৬৫-৬৬
ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত ২০৬, ২৮৩

খঞ্জনী ২৩৮
খেলাৎ চন্দ্র ঘোষ ১২, ২০৩-০৪, ২৬১, ২৭৫, ২৮২

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ২২২
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ২০৫, ২৩৯
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ২৬৫
গঙ্গানারায়ণ দাস ২৩১
গদাধর শিরোমণি ২১৩
গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার) ৪১
গিরীশচন্দ্র ঘোষ ২৪৩
গুরুচরণ দত্ত ২৭৭
গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান ২৩৫
গোকুলচন্দ্র মিত্র ২৬১
গোকুলচন্দ্র (চাঁদ) দাঁ ২০২, ২৭৮
গোকুলনাথ মল্লিক ২৩০
গোপাল সিংহ, রাজা ২৬৮
গোপাল উড়ে (করণ) ২২৩, ২২৭, ২৭৮
গোপাল মল্লিক *দেখুন* রামগোপাল মল্লিক
গোপালকৃষ্ণ মিত্র ২৭৭
গোপালকৃষ্ণ সিংহ ২৪৮-৪৯
গোপালধন চূড়ামণি ২১৪
গোপীনাথ চক্রবর্তী ১৭৮, ১৮১
গোপীমোহন দেব, রাজা ২১০, ২২৮, ২৩০-২৩১
গোপীমোহন ঠাকুর ২১০, ২২৮, ২৩১
গোবিন্দচন্দ্র বসাক ২২৫
গোলক গোস্বামী ২২৪
গোরাচাঁদ দত্ত ২৭৬, ২৭৭
গোরাচাঁদ দাস ২৬৮
গৌরমণি দাসী ২৪৯
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ ১২, ২০৯, ২৪৪, ২৬৫, ২৬৭
গ্রান্ট, জন পিটার ১৮, ১০৫, ২৫৬-৫৮, ২৬৫
গ্রান্ট, কোলসওয়ার্দি ২১৯
গ্রেহাম, ডাঃ ২৩৭
গ্ল্যাডউইন ২৩৮

ঘসেটি বেগম ২০৯
ঘটকর্পর ২১৪

চন্দ্রকান্ত শিকদার ২৮০
চন্দ্রকুমার ঠাকুর ২৪০
চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্য ১৯০
চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় ২১৪
চন্দ্রনাথ বসু ১৬
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৫৪
চন্দ্রশেখর দেব ২২৫
চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ ২৬৩
চাণক্য ১৯০
চারুচন্দ্র দত্ত ১৯৯
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ২১-২২
চুনিলাল মিত্র ১০, ১৭
চৈতন্য সিংহ, রাজা ২৬১

ছকু সিংহ ২৮৫
ছাতুবাবু *দেখুন* আশুতোষ দে
ছাতু সিংহ *দেখুন* নন্দলাল সিংহ

জং বাহাদুর ৯৭, ২৪৫
জগন্নাথ দাস, শুভংকর ২৬৮
জগা ধোপা *দেখুন* যজ্ঞেশ্বর ধোপা
জগা বেনে ২২৮
জগা স্যাকরা ১৫২, ২৮৩
জগৎ শেঠ ২১০
জর্ডন ১৯৯
জনসন, স্যামুয়েল ৯৯, ২৪৬
জয় (চন্দ্র *বা* নারায়ণ) মিত্র ২১১, ২২৩, ২৭৫
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৮, ১৫৮, ১৭৩, ১৯৪, ২০৫, ২২৮, ২৩১-২৩২, ২৪৩, ২৮৭, ২৯৫
জয়কৃষ্ণ সিংহ ২২৯, ২৩১, ২৪৮-২৪৯
জয়সিংহ সওয়াই, রাজা ২৪২
জয়েন-উল-আবিদীন ২১৩
জিক্কু ৬৭, ২১২
জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২১
জুন ২৩৭
জ্যাকসন ২৩২
জ্যাকসন (বিচারপতি) ২৫৮
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৬
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ২২, ৯৫, ২৪০

ঝিন্দন, রানি ২৩৯

টমসন, মিস ৮৫, ২৩৩
টানটিয়া টোপি *দেখুন* তাঁতিয়া টোপে
টুনোয়া ৪১, ১৮১
টেকচাঁদ ঠাকুর *দেখুন* প্যারীচাঁদ মিত্র
টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র *দেখুন* চুনিলাল মিত্র

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮

ডাফ, রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ২৭৬
ডালহৌসি, লর্ড ২৪৫
ডিকেন্স, চার্লস ১০, ২৮৬
ডিগবী ১৯৭
ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান ২২৫, ২৮৯
ড্রেক, গভর্নর ২০৮

ঢেঁকচন্দ্র ফুকন ২৫৩

তারকনাথ তত্ত্বরত্ন ২১৪, ২৫০
তারকনাথ প্রামানিক ১৯৬
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৪, ২২৫
তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ২৪০
তারিণীচরণ মিত্র ২৩০
তাঁতিয়া টোপে ৯৭, ২৪৪
তেজচাঁদ রায়, রাজা ২৩৫-৩৬
ত্রিগুণাচরণ মিত্র ২৬১
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭৬, ২৯১
ত্রৈলোক্যমোহিনী সিংহ ২৪৯

দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২৮০
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা ২২৫, ২৪৫
দত্তকসর্বাশ্রয় ২৪৫
দর্পনারায়ণ ঠাকুর ২২৮
দয়ালচাঁদ মিত্র ২৬৪-৬৬
দলিপ সিং ২২, ৯৫, ৯৭, ২৩৯
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৪, ৯১, ২১২, ২২৮, ২৩০, ২৩৫-৩৬, ২৫৯-৬০, ২৭৭, ২৮৬
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮, ২৬০
দ্বারকানাথ মিত্র ১৭৯
দিগম্বর মিত্র ২৩, ৪৭, ৯৬, *১৯৪*, ২২৮, ২৩২, ২৪৩-৪৪
দীননাথ আঢ্য ১৯৫
দীনদয়াল পরামানিক ২৮৭
দীনবন্ধু মিত্র ১৮, ২১৩, ২৪৮, ২৫৮, ২৭৯
দুর্গাচরণ দত্ত ২২৮
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ২৫
দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ২২৮
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২২১
দুর্লভরাম সেন (গুপ্ত) ২০৯
দুল্লা নবাব ২২, ৯১-৯৩, ২৩৭-৩৯
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ২৯০
দেবাশিস বসু, ডাঃ ২২৪
দেবীবর ঘটক ২৮২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪, ৯৯, ১১১, ১৯৬, ১৯৮, ২২৮-২৯, ২৪৬, ২৫২, ২৫৯, ২৬৪-৬৫, ২৬৮

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় ২৬৫-৬৬
ধীরাজ *দেখুন* বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

নকু ধর *দেখুন* লক্ষ্মীকান্ত ধর
নন্দকুমার রায়, মহারাজা ৪১, ১৮২
নন্দলাল সিংহ ২৪৯
নবকৃষ্ণ দেব, মহারাজা ২০৮, ২০৯-২১০, ২১৯, ২২৮, ২৩১
নবকৃষ্ণ সিংহ ২৪৮-৪৯
নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী ২২৪
নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১-২২, ১৮০-৮১
নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭৯
নবীনমণি দে ২৬৪
নরসিংহ রায়, রাজা ১৬১, ২৬৫, ২৮৮
নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা ২৪৩
নানা ধুন্দুপন্ত ৯৫, ৯৭, ১০১, ২৪২, ২৪৯-৫০
নিধুবাবু *দেখুন* রামনিধি গুপ্ত
নিমাইচরণ গোস্বামী ২৪৮
নিমাইচরণ মল্লিক ২২৫
নির্মলেন্দু ভৌমিক ১০
নিলু *দেখুন* নীলমণি চক্রবর্তী
নিশাচর দেখুন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪
নীলমণি চক্রবর্তী ২২৭

নীলমণি পাটনী ২১২
নীলমণি মিত্র ২৪৮
নোয়াজিস খাঁ ২০৯
নৃসিংহচন্দ্র বসু ২৪৪

পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ২৪৯
পরাণবাবু *দেখুন* পরাণচাঁদ কপুর
পরাণচাঁদ কপুর ৯১, ২৩৫-৩৬
পরেশচন্দ্র দাস ২১, ১৮১
পিকক ২৫৮
পীতাম্বর দত্ত ২৪৭
পীল, রবার্ট, সার ৮৮, ২৩৪
পীল, লরেন্স, সার ২৩৪
পুলকেশী, দ্বিতীয় ২১৪
পূর্ণচন্দ্র দাস ২৬৮
পূর্ণচন্দ্র সিংহ ২৪৯
প্যারীচাঁদ মিত্র ১০, ১২, ১৫, ১৭, ১০৫, ১১৯, ১৩৩, ১৭২, ২২২-২৩, ২২৫, ২২৮, ২৫৩, ২৬৭-৬৮, ২৮৯-৯০, ২৯৫
প্যারীমোহন সেন ১৯৮
প্রতাপচাঁদ ২২, ৯১, ২৩৫, ২৩৬-২৩৭
প্রতাপচাঁদ সিংহ, রাজা ২২৮, ২৩৯, ২৪১, ২৪৩, ২৫২, ২৫৮
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৯৫, ১০৪, ১৩৬, ১৪৩, ১৫১, ২১২, ২২৮, ২৩০, ২৪০, ২৬০,
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ২০৪, ২৭৫
প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ২৪৮-২৪৯

ফতেচাঁদ (জগৎ শেঠ) ২১০
ফররুখশিয়ার, বাদশাহ ১৮১
ফিরিঙ্গি কমল বসু *দেখুন* কমল বসু (ফিরিঙ্গি)
ফরস্টার ১৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৭০
বরকরলি, মিসেস ৮৫, ২৩৩
বরাহ ২১৪
বলাইচাঁদ সিংহ ২৪৯
বল্লালসেন ১০৯, ১৭৭, ২৬২, ২৭৫
বসন্তকুমারী, রানি ২৩৫
বাদশাহ, লক্ষ্ণৌ *দেখুন* ওয়াজেদ আলী শাহ, নবাব
বাজি রাও, পেশোয়া (দ্বিতীয়) ২৪২
বামা ২৭৮-৭৯
বারাণসী ঘোষ ৯২, ২৩৮, ২৪৮
বাহাদুর শাহ, বাদশাহ ২৪১
বিজয়চন্দ্র সিংহ ২৪৯
বিদ্যাভূণী ২৫৯
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১
বিশ্বনাথ মতিলাল ২১৫
বিষ্ণুশর্মা *দেখুন* আনন্দচন্দ্র মিত্র
বীটসন, ডাঃ ১৯
বীরনৃসিংহ মল্লিক ১৪
বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ২১
বেজেন্দর *দেখুন* ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়, রাজা
বেণীমাধব বসু ৩০৪
বেণীমাধো বক্স, রাজা ২৪৫
বেন্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম ২৩০, ২৩৮
বৈকুণ্ঠনাথ দে ১৯৫
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫৭-৫৮, ২৬৯
বৈদ্যনাথ রায়, রাজা ১৬১, ২৮০, ২৮৫, ২৮৭-৮৮
বোপদেব ২৪৫
বৈষ্ণবদাস মল্লিক ২৩০
ব্যোমকেশ বাঙ্গাল *দেখুন* হরিশ্চন্দ্র মিত্র
ব্রজনাথ বন্ধু, ডাঃ ২৯২
ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন ২৭৩
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫-২৬
ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়, রাজা ২২৬
ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৪৪
ব্রাউনলো ১৯৭
ব্রুআম, লর্ড ১৮৩
ব্রেট, ওয়াল্টার ১০৫, ২৫৭, ২৫৮

ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় ১৯৫
ভগবানদাস ২১০
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, ২২৯
ভবানী বেনে ২২৭
ভারতচন্দ্র রায় ২০৯
ভাস ২১৪
ভিক্টোরিয়া, কুইন ৫৩, ৯৭, ১৯১, ২২০, ২২৫, ২৪৫, ২৫৭

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫, ১৭, ২১, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ২৮৩-৮৪
ভুবনমোহন সরকার, ডাঃ ২৯২
ভূকৈলাসের যোগী *দেখুন* দুল্লা নবাব
ভোলা ময়রা ২২৮
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১২, ১৭-১৮, ১৭৭, ১৭৯-৮০, ২৬৮

মঙ্গল পাণ্ডে ২৪০
মর, লিডনি *দেখুন* Murray, Lindley
মতিলাল শীল ২১১, ২৩২
মতিবাবু *দেখুন* উমেশচন্দ্র রায়
মথুর সেন ২৬৩
মথুরানাথ মল্লিক ২৬০
মথুরানাথ মুন্সী ২৩২
মদন দে ২৩১
মদনমোহন দত্ত ২০৭, ২১৫, ২১৯
মধুমুখী গোস্বামী ২২৫
মধুসূদন দত্ত, মাইকেল ২৫৭, ২৬৫
মন্মথনাথ ঘোষ ২৬০-৬১, ২৯০
মহতাব চন্দ মহতাব, মহারাজা ১০২, ১৭৮-৭৯, ২১৪, ২৪৬
মহাতাবচাঁদ (জগৎশেঠ) ২১০
মহাপুরুষ, ভূকৈলাস *দেখুন* দুল্লা নবাব
মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ২২৫
মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮১, ১৮৯, ২৬৭-৬৮, ২৮৩
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ২১, ২৬০, ২৮৩-৮৪
মহেশচন্দ্র ঘোষ ২২৫
মহেশচন্দ্র দাস ১৯
মহেশচন্দ্র সিংহ ২৪৯
মাঘ ৯৮, ২৪৫
মাধবচন্দ্র মল্লিক ২২৫
মানসিংহ ২১০
মাহদী ২১৩
মানিকচাঁদ ২১০
মিহির ২১৪
মীর কাশিম ১৮২, ২০৯-১০
মীর জাফর ১৮২, ২০৮-১০
মুকুন্দ করণ ২৭৮
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ৯৮, ২৩৮
মুনকে রঘু *দেখুন* রঘুনাথ ভট্টাচার্য
মুনশী নামদার *দেখুন* ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
মুর্শিদকুলি খান, নবাব ১৮২, ২১০
মুহম্মদ বাকির ২১৩
মেকলে, লর্ড ২৩৮
মোহন মুখোপাধ্যায় ১৯৩
মোহনচাঁদ বসু ২১০, ২১৯
ম্যাক আর্থার ২৫৬
ম্যানুয়েল, সি. এইচ ১৭৮, ২৫৭

যজ্ঞেশ্বর ধোপা ২২৮
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ১০
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৫২, ২৬৭
যতীন্দ্রমোহন দত্ত ১৯৯
যদুনাথ ২৩১-৩২
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৯
যমুনা ২১২
যাদবকৃষ্ণ সিংহ ২৪৯
যোগেশ সিংহ ২৪৯

রঘুনাথ দাস ২২৭
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ২৩২
রঘুনাথ ভট্টাচার্য ২৬৩
রঘুরাম রায় ২০৯
রতনবাবু *দেখুন* রামরতন দত্ত রায়
রণজিৎ সিং ৯৫, ২৩৯
রবার্টসন ১৯৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০
রমানাথ ঠাকুর ২২৮, ২৪৩, ২৫২
রমাপ্রসাদ রায় ১০৬-০৯, ১১১, ১১২, ২৪৪, ২৫৯-৬০, ২৬১, ২৫৪-৬৫
রমেশ শাস্ত্রী ২৮১
রসময় দত্ত ১২
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ২২৫
রসিকচাঁদ গোস্বামী *৮০*
রাজকৃষ্ণ গুপ্ত ২৩৯
রাজকৃষ্ণ দেব, রাজা ২৪
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪
রাজকৃষ্ণ সিংহ ২৪৮-৪৯
রাজনারায়ণ বসু ১৯০, ১৯৬, ২৩৮

রাজনারায়ণ রায়, রাজা (আন্দুল) ২৩০
রাজনারায়ণ রায়, রাজা (পোস্তা) ২২৬
রাজবল্লভ সেন (গুপ্ত) ২০৯
রাজেন্দ্র দত্ত ২৪৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৭
রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৮১
রাধাকান্ত ঘোষ ২৩৮
রাধাকান্ত দেব, রাজা ১০৪, ২১৫, ২২৮, ২৩০, ২৪৩-৪৪, ২৫২, ২৬৯
রাধাকৃষ্ণ নন্দী ২০৯
রাধানাথ শিকদার ২২৫, ২৮৯
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫১
রাধামোহন সরকার ২৭৮
রাধাপ্রসাদ রায় ২৫৯
রাধারমণ মিত্র ২৩২
রানা প্রতাপ ২১০
রাম বসু ২২৭
রামকমল সেন ২৩০, ২৩৮
রামকান্ত রায় ১৯৭
রামগতি ন্যায়রত্ন ২২২
রামগোপাল ঘোষ ২২৫, ২২৮, ২৪৩-৪৪, ২৫২, ২৬৭, ২৮৫
রামগোপাল মল্লিক ৯৬, ২২৫-২৬, ২৩০, ২৪৩, ২৬৩
রামচন্দ্র *দেখুন* রাম বসু
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ২৪৬
রামচন্দ্র ভৌমিক ১৭৮
রামচরণ রায়, দেওয়ান ২৩০
রামচাঁদ রায় ২০৮
রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ২১৪
রামতনু দত্ত ২০৭
রামতনু লাহিড়ী ২২৫
রামধন তর্কবাগীশ ২১৩, ২৪৪
রামনারায়ণ মিশ্র ২১১
রামনারায়ণ তর্করত্ন ২৬২
রামনিধি গুপ্ত ২১০-১১, ২১৪
রামপ্রসাদ চক্রবর্তী (ঠাকুর) ২২৭
রামপ্রসাদ সেন ২০৯
রামবোল্ট, উইলিয়াম ২২৯
রামমোহন বসু *দেখুন* রাম বসু
রামমোহন রায় ২৫, ৫৪, ৯৯, ১০১, ১০৮, ১২০, ১৯৭, ২২৯-৩০, ২৫৯-৬১, ২৬৪, ২৬৮
রামরতন দত্ত রায় ১৪১, ২৮০
রামরত্ন মল্লিক ২২৫
রামরাম তর্কালঙ্কার ২১৩
রামলোচন ঠাকুর ২২৮
রামা মুর্দাফরাস ২১১
রাসমণি দাস (রানি) ১৪২, ২৪১, ২৮০
রুদ্ররাম পণ্ডিত ২৬২
রূপ গোস্বামী ২৩২
রূপচাঁদ পক্ষী ২৪৭
রেজা খাঁ ১৮২
র‍্যামজে, মেজর ২৪৫

লঙ, রেভারেণ্ড জেমস ১৭, ২২, ১০১, ১০৫-০৬, ১৭৮, ২৪০, ২৫২, ২৫৫, ২৫৭-৫৯
ললিতচন্দ্র মিত্র ২৫৮
লক্ষ্ণৌয়ের বাদসা *দেখুন* ওয়াজিদ আলী শাহ
লক্ষ্মীকান্ত ধর ২০৮, ২০৯
লক্ষ্মীবাঈ, রানি ২৪৪
লক্ষ্মীমণি দেবী ২৪৪
লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ২১৩
লালচাঁদ মিত্র ২৭৭
লালবিহারী দে, রেভারেণ্ড ১৯৫
লালাবাবু *দেখুন* কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ
লিটন, লেডী ৮৫, ২৩৩
লেটোর ২৩২
লোকনাথ গোস্বামী ২২৫
লোকনাথ ঘোষ ২৭৫
লোকনাথ মল্লিক ১৪
লোচন খড়্‌কী ২৮৬

শক *দেখুন* Schalch, I. P
শম্ভুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫১
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
শরৎ সিংহ ২৪৯
শরৎকুমারী সিংহ ১৬
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১

শান্তিরাম সিংহ ২২৯, ২৪৮-৪৯
শামা ২৭৮-৭৯
শাহ্ আলম, বাদশাহ্ (দ্বিতীয়) ১৮২, ২০৯
শিবকৃষ্ণ দাঁ ২০২, ২১৫
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, ১০১, ১০৩, ১২৬, ২৪৩, ২৫১-৫২, ২৬৬-৬৭
শিবচন্দ্র দেব ১৫, ১৭, ২২৫, ২৮৯-৯০
শিবচন্দ্র মিত্র ১৯৪
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১১, ২২৮
শিবচন্দ্র রায় ২৮৮
শিবনাথ শাস্ত্রী ১২
শিবনারায়ণ ঘোষ ১২
শিবসুন্দরী সিংহ ২৪৯
শিরীশ *দেখুন* শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
শেরবার্ন *দেখুন* Sherburne
শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ২২৩
শ্যামা *দেখুন* শামা
শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ২৪৯
শ্যামাচরণ মল্লিক ১৯৪
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ২৪৮-৪৯
শ্রীধর ভট্টাচার্য (কথক) ২১৩-১৪
শ্রীনাথ রায় ২৩০
শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৩৯
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৯৭, ১৪৪, ২৪৬

সজনীকান্ত দাস ২৫
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০৪
সত্যচরণ ঘোষাল ২২৮, ২৩৭-৩৮
সত্যচরণ বসু ৩০৪
সত্যব্রত দে ২১, ১৮০
সত্যানন্দ ঘোষাল ২৫২
সনৎকুমার গুপ্ত ১৮০
সনা উল্লাহ্ শাহ্, পীর গাজি ১৯৩
সম্রাড্ জগন্নাথ ২৪২
সরফরাজ খাঁ ২১০
সাতু সিংহ *দেখুন* নন্দলাল সিংহ
সাতু বাবু *দেখুন* আশুতোষ দে
সারবরন *দেখুন* Sherburne
সালার মাসুদ গাজী ২৯১
সিটন, বিচারপতি ২৫৮
সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র ২৪
সিরাজউদ্দৌল্লা, নবাব ১৮২, ২০৮-১০, ২৯২
সীতারাম ঘোষ ২৪৮
সুকুমার সেন ২১, ১৮০, ২২২
সুখময় রায়, রাজা ২৮৭-৮৮
সুজাউদ্দীন, নবাব ২১০
সুধীরকুমার মিত্র ২৬৯
সুবোধচন্দ্র সিংহ ২৪৯
সুরথকুমার দত্ত ১৯৯
সুরেশচন্দ্র মৈত্র ২৫
সুশীলচন্দ্র সিংহ ২৪৯
সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারী, ডাঃ ২৬৭
সৈয়দ মুজতবা আলী ২৮৫
স্কট, ডাঃ ২৩৬
স্টুয়ার্ট, ডনক্যান ২৪৯
স্টো, মিস ৮৫, ২৩৩
স্ট্র্যাচি, জন ২৮৪
স্বরূপচন্দ্র মল্লিক ২৪৮

হজরত মুহম্মদ ২৩৯
হরকুমার ঠাকুর ২১২, ২২৮
হরচন্দ্র ঘোষ ১৬, ২২৫, ২৪৩, ২৪৯
হরনাথ মল্লিক ২৮৫
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৩৩, ২৫৩
হরি সিংহ ২৩৭
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫, ২৩৪, ২৭৮, ২৮৫
হরিনারায়ণ গুপ্ত ২৪৭
হরিমোহন ঠাকুর ২৩০
হরিমোহন সেন ২২৮
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৩১
হরিশ্চন্দ্র দত্ত ১৯৯
হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১৭৯
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০৫-০৬, ২৪১, ২৫৪-৫৫, ২৫৮-৫৯
হরিশ্চন্দ্র সিংহ ২৪৯
হরীন্দ্রনাথ দত্ত ২৭৫
হরু ঠাকুর *দেখুন* হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি
হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ২১২, ২২৭
হল, জেনারেল ২২৯

হলওয়েল, জে. জেড ২৯২, ২৯৪
হলধর দত্ত ২০২
হলধর পঞ্চানন ৬৮, ২১৩
হলধর মল্লিক ২১১
হাইড, এডওয়ার্ড ২৩১
হাজারীলাল প্রামানিক ২৬৮
হাসান ২১৩, ২৩৯, ২৬৪
হাসান-অল-আসকারী ২১৩
হিলর ১৯৯
হীরানন্দ ২১০
হীরালাল শীল ২৪৩, ২৬৭
হুতোম প্যাঁচা *দেখুন* কালীপ্রসন্ন সিংহ
হুসেন ২১৩, ২৩৯, ২৬৪
হেমচন্দ্র সিংহ ২৪৯
হেমেন্দ্রকুমার রায় ২০৩
হেস্টিংস, ওয়ারেন ১৮২, ২০৫, ২০৯
হেয়ার, ডেভিড ১২, ২৩১, ২৩৬
হেশাম, ডবল্যু ২২৪
হোসেন খাঁ ১১৪-১৫, ২৬৭
হ্যাভলক, জেনারেল ২৪২

Adams. T. G. ২৮৭
Banerjea, Sumbhoo Chunder *দেখুন* শম্ভুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Barclay, Lydia Ann ২৩৩
Beaton, Sir Cecil ২৮৪
Beaumont, Francis ২০০
Chatterjea, Nobogopal ২৫১
Chick, H.D. ১৯১
Cockrell, F.R. ২৮৪
Fergusson, W.F. ২৫৪, ২৫৭, ২৫৯
Fletcher, John ২০০
Forbes, A. ২৫৯
Galvani, Luigi ২০০
Ghose, Deb Narain ২৬১
Goode, S.W. ২৯১
Holloway ২৫৩
Larmour, Robert T. ২৫৬
Lytton, Lord Edward George ২৩৩
Latour, E. De *দেখুন* লেটোর
Maclean, Dr. Charles ১৯০
Massinger, Philip ২০০
Montressor, C.F. ২৫৭
Mookherjea, Mothooranath ২৩৬
Morris, G. G. ২৫৭
Mukherjee, S. N. ১৪
Murray, Lindley ১৩৭, ২৭৮
Oliphant, E.H.C. ২০০
O'Sullivan, J.W. ১৯১
Pargiter ২১৫
Prestwich ২৫৩
Roy Chowdhury, Kalinath ২৩৬
Rai, Raja Krishnanath ২৬৫
Sale, Rev. J. ২৫৪
Samuells E.A. ২৩৫
Schalch, I. P ২২৪
Schalch. V. H. ২৮৪
Sconce, A. ২৩২
Seaton-Karr, W.S. ২৫৪, ২৫৬-৫৭
Sherburne ২৪, ২১২
Sing, Chatoo *দেখুন* নন্দলাল সিংহ
Stocqueler, J.H. ১৯০
Stowe, Harriet Elizabeth Beecher ২৩৩
Temple, Richard ২৫৪
Thompson, Mary Harris ২৩৩
Thomson, Katherine ২৩৩
Warner ২৫৩
Watson ২৯৪
Wise, J.P. ২৫৯

চিত্র ২৮
পরিচিতি

হুতোম যে সব রাস্তা, পাড়া, ঘাট, বাড়ির কথা তাঁর নক্‌শায় বলেছেন, তাদের অধিকাংশের অবস্থান বর্তমান উত্তর কলকাতায়। তাই স্বাভাবিক, কারণ, সে যুগে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে সাহেবি এলাকা বাদ দিলে গোটা শহরটাই ছিল এখনকার উত্তর কলকাতা। তার মধ্যে আবার চিৎপুর রোড ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রতি হুতোমের পক্ষপাত স্পষ্ট। কালীপ্রসন্নের নিজের বাড়ি ছিল জোড়াসাঁকোয়, চিৎপুর রোডের অনতিদূরে, ঐ এলাকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিন্তু সে পক্ষপাতের একমাত্র কারণ নয়। কলকাতার শৈশবে চিৎপুর রোডই ছিল একমাত্র বড় রাস্তা, শহরের মূল ধমনী, ফলে এর দু'পাশে জনবসতি গড়ে উঠেছিল সবথেকে ঘন হয়ে, ধনাঢ্যদের বাড়ি, বাজার-দোকান জমজমাট। হুতোমের সময় পর্যন্ত চিৎপুরের সে গৌরব অম্লান, কাজেই তাঁর লেখায় যে এই অঞ্চল বার বার ঘুরে ফিরে আসবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? তবে ১৮৬০-এর উত্তর কলকাতা আর নেই, শুধু বসতিবৃদ্ধির জন্য নয়, কয়েকটি নতুন রাস্তা যেমন, বিডন স্ট্রিট, হ্যারিসন রোড, গ্রে স্ট্রিট, পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল এভিন্যু (বিডন স্ট্রিট পর্যন্ত), আরো সাম্প্রতিককালে সেন্ট্রাল এভিন্যুর উত্তরাংশ, বিবেকানন্দ রোড, বটকৃষ্ণ পাল এভিন্যু, ভূপেন বসু এভিন্যু প্রভৃতি তৈরি হওয়াতে তার চেহারাই গেছে পালটে। হুতোম যত পল্লীনাম বলেছেন তার অধিকাংশ আজকের লোকের অজানা, পুরনো পল্লীনামের বদলে নাম-নিশানা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে সিনেমা হল, স্কুল-কলেজ, দোকানের নাম। হুতোমের নকশা বুঝতে তাই পল্লীনাম সহ সেকালের কলকাতার একটি মানচিত্র চোখের সামনে থাকাটা জরুরি।

সংলগ্ন মানচিত্রটির মূল ভিত্তি ১৮৫৬ খ্রি. তৈরি হেশাম সাহেবের কলকাতার ম্যাপ, যদিও কিঞ্চিৎ পূর্ব বা অগ্রবর্তী কালের মানচিত্রের সাহায্যও নিতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে সমস্ত রাস্তা-ঘাট-বাড়ি দেখানো হয়নি, হুতোমের নকশার পক্ষে প্রাসঙ্গিক অংশই প্রধান। পাড়া বা পল্লীর অবস্থান সম্পর্কে না হলেও সীমানা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সে যুগের ম্যাপগুলিও এই ব্যাপারে একটি অপরটির সঙ্গে মেলে না। স্বল্প বসতির যুগে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল একটি নামে পরিচিত হলেও বসতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন বা পূর্বে-অল্প-পরিচিত নামের একাধিক পাড়া সেই অঞ্চলে জন্ম নেয়, ফলে পুরনো নামের আঞ্চলিক সীমানা ক্রমশই পরিবর্তিত হতে থাকে।

দেশীয় নামের সাহেবি সংস্করণ অনেক সময় ধাঁধায় ফেলে, যেমন, চুনোগলি। সমসাময়িক তিনটি ম্যাপে এই রাস্তাটির নাম Chunam Gullay, 'চুনম'-এর বাঙলা ' চুন', কখনোই 'চুনো' নয়। কিন্তু হুতোম বলেছেন, 'চুনো গলি' এবং Chunam Gully-ই যে চুনো গলি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রেলপথের একটিই স্টেশন ছিল, হাওড়ায়, বর্তমান স্টেশন- বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। তার সরকারি নাম ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টারমিনাস। বর্তমান হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতুর আগে ছিল পন্টুন ব্রিজ বা ভাসমান সেতু, হ্যারিসন রোড ও রেল স্টেশনকে একটি সরলরেখায় যোগ করে, হুতোমের সময় তাও তৈরি হয়নি। আর্মেনিয়ান ঘাটের দক্ষিণে ছিল রেলের টিকিটঘর, সেখানে টিকিট কেটে রেলের স্টিমারে ভাগীরথী পেরিয়ে ট্রেন ধরতে হতো। হুতোম রেলের টিকিটঘরকেও টারমিনাস বলেছেন।

অসংখ্য পুকুর ছিল সেকালের কলকাতায়, তার মধ্যে বড় কয়েকটিকে দেখানো হয়েছে, যদিও তাদের অনেকেরই আজ আর অস্তিত্ব নেই। বসাক দিঘি ভরাট করে তৈরি হয়েছে মার্কাস স্কোয়ার, মির্জাপুর পুকুর ভরাট করে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, শ্যাম পুকুর, ধোপা পুকুরের ওপর বাড়ি উঠেছে, ধর্মতলা তালাও-এর ওপর এখন বসেছে লেনিন মূর্তি। একশো পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে কলকাতা যে অনেক পালটেছে, তা স্মরণ করিয়ে দিতে কলকাতার এই খসড়া নকশা।

১৮৬০ খ্রি--এর

কলিকাতা

(নির্বাচিত অংশ)

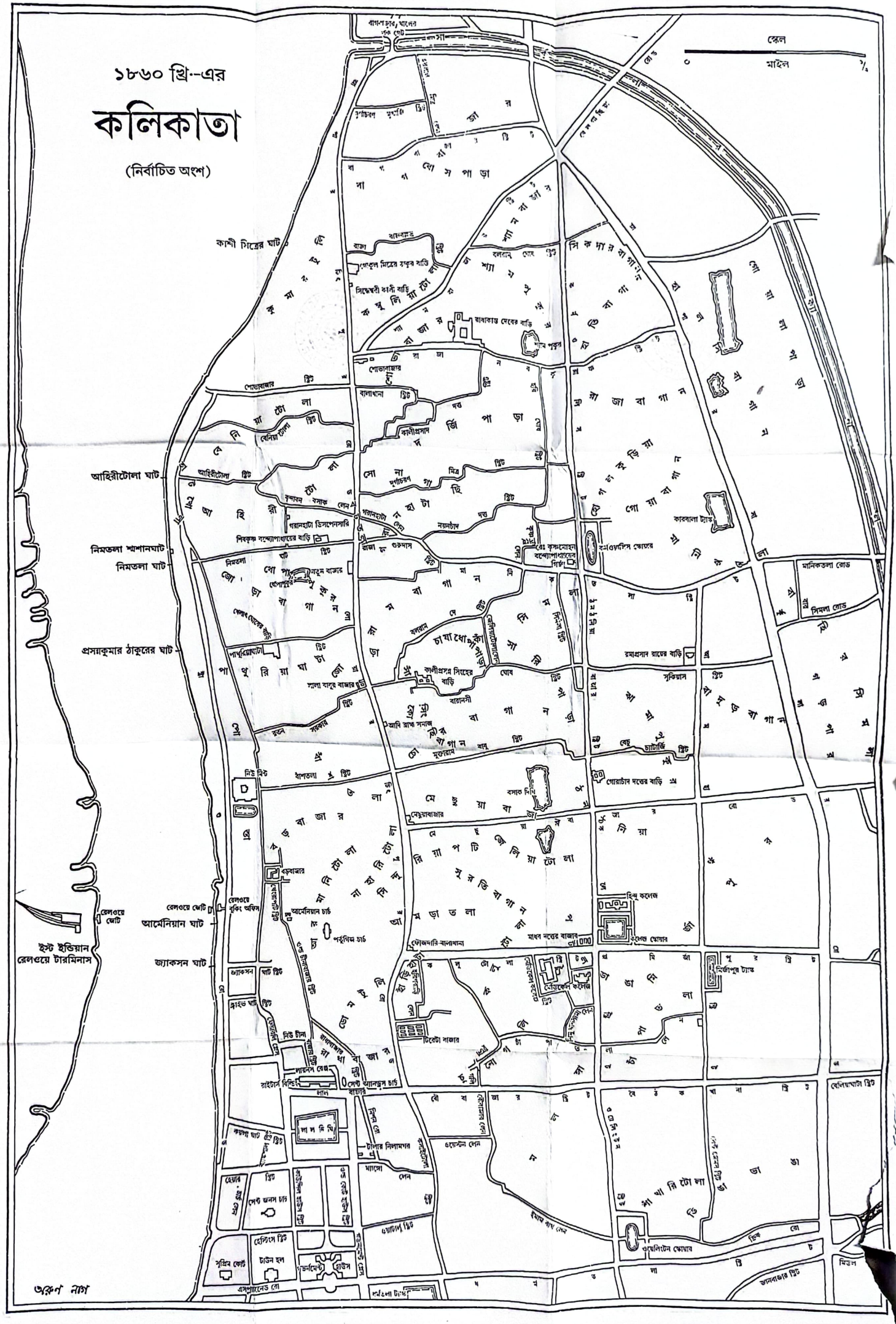

বাংলা সাহিত্যে নকশা জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়, তথাপি কারও ভাগ্যেই হুতোম প্যাঁচার নকশার মতো সমাদর জোটেনি।

বর্তমান সংস্করণে হুবহু মূল পাঠের সঙ্গে আছে টীকা, পাঠান্তর, পুস্তক পরিচয়, বহু ছবি আর পুরনো উত্তর কলকাতার একটি মানচিত্র। বাংলা সম্পাদনার ইতিহাসে সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশার জুড়ি মেলা ভার।

9 788177 566888